কুরআনের পরিভাষা

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

কামিয়াব প্রকাশন ▪ ঢাকা

কুরআনের পরিভাষা

ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিবেশক
আল মুনীর পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

কুরআনের পরিভাষা

ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
কামিয়াব প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং

প্রচ্ছদ ঃ সাবু

মুদ্রণ ঃ বাংলা উন্নয়ন প্রেস
বাংলাবাজার, ঢাকা।

বর্ণবিন্যাস ঃ রহমত কম্পিউটার

বাধাঁই ঃ আজমল খান এন্ড কোং

মূল্য ঃ ১১০/= (একশত দশ) টাকা মাত্র।

"Quraner Parivasha" Dr. Muhammad Mustafizur Rahman
Published By Kamiub Prokasion, 34 NorthBrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100. Price Taka : 110.00 US. $ 3

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! খানিকটা বিলম্বে হলেও শত ব্যস্ততা ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে 'কুরআনের পরিভাষা' বইখানা পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরেছি বলে শুকরিয়া।

আল-কুরআন প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর নাযিলকৃত মহান আল্লাহর কালাম। যুগ-জিজ্ঞাসার জবাবে, সমসাময়িক চাহিদায়, জ্ঞানের আধুনিকতায়, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতায় এবং মননশীলতার নিরিখে আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতা নিয়েই বহাল রয়েছে এবং থাকবে চিরকাল।

কুরআন নিয়ে গবেষণা শুরু হয় কুরআন অবতীর্ণের সূচনালগ্ন থেকেই। যুগ যুগ ধরে মনীষীগণ বিভিন্নভাবে কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য লিখে চলেছেন নিজেদের সাধ্যানুযায়ী। এমনি একটি উদ্যোগে শামিল হয়েছেন মুহ্তারাম ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান তাঁরই রচিত 'কুরআনের পরিভাষা' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের মাধ্যমে। কুরআনকে কুরআন দিয়ে বুঝানোই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতে কোন বাড়তি বক্তব্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। কেবল বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআনের রেফারেন্সই উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন পাঠক নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা কুরআনকে অনুধাবন করার সুযোগ পায়। এ পথের শেষ মঞ্জিল বলতে কিছু নেই। কুরআনের নির্দেশনা, আবেদন শাশ্বত-চিরন্তন, বাস্তবধর্মী ও বিজ্ঞান সম্মত। সর্বোপরি এটি যেহেতু মহান আল্লাহর একান্তই নিজস্ব কালাম, তাই এর তাফসীর বা গবেষণা শেষ করার নয়। এরপরও আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি কুরআন অধ্যয়ন, গবেষণা এবং হৃদয়ঙ্গমে এতটুকু সূত্র হিসেবেও মূল্যায়িত হয়, তবেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল-কুরআন ঃ পরিভাষা প্রসংগ

আল-কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ন আল্লাহর বাণী। আরবী সেমেটিক ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ জীবন্ত ভাষা। বর্তমানে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে আরবী অন্যতম প্রাচীন ভাষা। কুরআনের ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল। আরবদের কাছে পরিচিত শব্দসম্ভার সম্বলিত কুরআন আরবী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। কুরআন আরবী ভাষাকে করেছে সমৃদ্ধ, দিয়েছে প্রাণশক্তি; তাই এ ভাষা হয়েছে কালজয়ী। কুরআন -পূর্ব আরবী ভাষা এবং কুরআন- উত্তর আরবী ভাষা তুলনা করলে আরবী ভাষায় কুরআনের প্রভাব নিরূপণ করা সহজ হবে। সৌখিন চারণ কবিদের কাব্য নির্ভর আরবী ভাষা কুরআনের কারণে হয়েছে গদ্য নির্ভর জীবনমুখী মানুষের ভাষা। পরিচিত শব্দের অবয়বে,এতে নতুন নতুন অভিব্যক্তি বিধৃত হল, অতিরিক্ত অর্থের সংযোজন হল এবং বিশেষ অর্থ ও সংজ্ঞা যুক্ত হল। কুরআনে বিশেষ অর্থবোধক ও সংজ্ঞা জ্ঞাপক অনেক শব্দ রয়েছে। যেগুলোকে শব্দ না বলে পরিভাষা বলাই সমীচীন। বিশিষ্ট ভাষা বিজ্ঞানী আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী এ ধরনের শব্দসমূহকে "ইসলামী শব্দ" اَلْاَلْفَاظُ الْاِسْلَامِيَّةُ বলে আখ্যায়িত করেছেন

মানব রচিত সাহিত্য কর্মের ন্যায় কুরআন কোন সাধারণ সাহিত্য নয়। এর অভিব্যক্তি, এর ব্যঞ্জনা, এর প্রকাশ রীতি, এর বিষয় বিন্যাস, এর উপমা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। তাই কুরআন সঠিকভাবে বুঝার জন্য এর বৈশিষ্ট্যের সংগে পরিচিতি প্রয়োজন। কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবরা আরবীতেই কথা বলত। কুরআন নাযিলের পরেও তারা আরবীতেই কথা বলে, সাহিত্য রচনা করে। তবে কুরআন -পূর্ব ও কুরআন- উত্তর আরবীতে ভাষাগত ও সাহিত্যের দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য সূচিত হয়েছে। অনেক শব্দ নতুন অর্থে ব্যবহৃত হল, অনেক শব্দ অধিক অর্থ ধারণ করল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখাযায়, পূর্বে যে অর্থে আরবদের কাছে শব্দটি পরিচিত ছিল, কুরআনে তা বর্জন করে পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

"কুরআনের পরিভাষা" গ্রন্থে এ ধরনের শব্দগুলোকে তিনভাগে বিভক্ত করে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে কুরআনে ব্যবহৃত অর্থ এবং আরবী অভিধান থেকে উক্ত শব্দের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমভাগে আকীদা, দ্বিতীয় ভাগে আহকাম ও তৃতীয় ভাগে আখ্‌লাক সম্পর্কিত শব্দাবলী সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীছের বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শব্দের পারিভাষিক অর্থ স্পষ্ট করার নিমিত্ত একাধিক অর্থে ব্যবহৃত শব্দের উদাহরণ উদ্ধৃতির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কুরআন থেকে যেসব পরিভাষা জন্মলাভ করেছে তা কুরআন দিয়ে অনুধাবন করার লক্ষ্যে এ প্রচেষ্টা। এতে কুরআনের মূল শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে বলে আশা করা যায়। অনেক আতিশয্য, বাহুল্য ও বিদা'আত ইসলামী পরিভাষায় অনুপ্রবেশ করে সনাতন ইসলামকে কণ্টকাকীর্ণ করে ফেলেছে। সে সব জঞ্জাল থেকে ইসলামকে মুক্ত করার মানসে এ প্রয়াস। কোন মন্তব্য কিংবা ব্যাখ্যা প্রদান করে পাঠককে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠক কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য দিয়ে বিষয়বস্তুর পরিচয় নিজেই লাভ করতে পারবেন। আজ খুব বেশী প্রয়োজন প্রকৃত ইসলাম জানা ও বুঝা। কুরআনই এ প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। "কুরআনের পরিভাষা" এ প্রয়োজন মিটাতে কিছুটা সক্ষম হলেও শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

মহান আল্লাহ সকলকে কুরআন বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন!

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ ঃ আকীদা

১। আল্লাহ্ ১৩
২। মালায়িকা (ফেরেশতা) ১৬
৩। কিতাব ১৮
৪। রাসূল ২২
৫। আখিরাত ২৮
৬। কিয়ামত – সা'আত – বা'আছ – হাশর – নুশূর ৩৪
৭। জান্নাত ৩৯
৮। জাহান্নাম ৪২
৯। আরশ-কুরসী ৪৫
১০। ইল্লীয়্যীন ৪৬
১১। সিজ্জীন ৪৬
১২। বরযাখ ৪৭
১৩। আ'রাফ ৪৮
১৪। গায়ব ৪৯
১৫। রূহ ৫০
১৬। নাফস ৫২
১৭। আহ্দ-মীছাক ৫৫
১৮। ওযন-মীযান ৫৮
১৯। হুর ৬০
২০। হাওয়ারী ৬১
২১। ওহী ৬২
২২। ইল্হাম ৬৫
২৩। তাওবা ৬৫
২৪। আবাদ ৬৮
২৫। আজাল ৬৯
২৬। হিদায়াত ৭০
২৭। দালালাত ৭২
২৮। ছওয়াব ৭৪
২৯। জাযা ৭৬
৩০। অসীলা ৭৭
৩১। হক্-বাতিল ৭৮
৩২। শাফা'আত ৮১
৩৩। তাগূত–জিব্ত ৮৩

www.pathagar.com

৩৪। অস্ ওয়াসা ৮৫
৩৫। সিহ্র ৮৬
৩৬। ওফাত ৮৮
৩৭। মওত ৮৯
৩৮। হায়াত ৯২
৩৯। ইন্সান ৯৫
৪০। জিন - ইবলীস ৯৯
৪১। যান্ব ১০১
৪২। ইছ্ম ১০২
৪৩। খাত' ১০৩
৪৪। রিয্ক ১০৪
৪৫। মূলক - হুকুম ১০৪
৪৬। দীন - মিল্লাত ১০৬
৪৭। উম্মত ১০৭

২য় ভাগ ঃ আহ্কাম

১। হালাল ১১১
২। হারাম ১১৪
৩। আমর - নাহী ১১৭
৪। ফরয - ফরীযা ১১৯
৫। সুন্নাত ১২১
৬। নফল ১২২
৭। সালাত ১২৩
৮। সাওম ১২৭
৯। যাকাত ১২৯
১০। হাজ্জ-উমরা ১৩০
১১। ইহ্রাম ১৩১
১২। কা'বা - কিবলা ১৩২
১৩। মাহিল্লাহ - হাদ্য়ী - মীকাত ১৩৪
১৪। আরাফাত ১৩৫
১৫। তাহারাত ১৩৬
১৬। জানাবাত ১৩৭
১৭। ফিদ্য়া - কাফ্ফারা - দিয়াত ১৩৮
১৮। কিসাস ১৪০
১৯। নিকাহ ১৪১
২০। মহর ১৪২
২১। তালাক - ইলা - ইদ্দত ১৪৩

www.pathagar.com

২২। রাযা'আত ১৪৬
২৩। নাফাকাত - ইন্‌ফাক- মুতা'আ ১৪৬
২৪। কিফ্‌ল ১৪৯
২৫। শূরা ১৫০
২৬। সাদাকা ১৫১
২৭। রিবা ১৫২
২৮। দায়ন ১৫৩
২৯। করয ১৫৪
৩০। ওসীয়াত ১৫৫
৩১। মীরাছ ১৫৬
৩২। অলী ১৫৮
৩৩। হায়য ১৬২
৩৪। হিজাব ১৬৩
৩৫। আহ্‌লুল কিতাব ১৬৫
৩৬। আহ্‌লুয্‌ যিম্‌মা ১৬৮

৩য় ভাগ ঃ আখলাক

১। ঈমান – মু'মিন ১৭৩
২। ইসলাম – মুসলিম ১৭৮
৩। কুফর – কাফির ১৮২
৪। শিরক – মুশরিক ১৮৪
৫। নিফাক – মুনাফিক ১৮৭
৬। রিদ্দা – মুরতাদ ১৮৯
৭। ফুসূক – ফাসিক ১৯২
৮। ইহ্‌সান – মুহ্‌সিন ১৯৪
৯। ইখ্‌লাস – মুখ্‌লিস ১৯৬
১০। ইনাবা – মুনীব ১৯৬
১১। ইহলাদ – মুলহিদ ১৯৭
১২। ইস্‌তিকামা – মুস্‌তাকীম ১৯৮
১৩। কিয়াম – ইকামা ১৯৯
১৪। ইতা'আত – তা'আত ২০১
১৫। ইস্‌তিতা'আত ২০২
১৬। তাওয়াক্‌কুল – মুতাওয়াক্‌কি ২০২
১৭। তাক্‌ওয়া – মুত্তাকী ২০৩
১৮। ইবাদত ২০৪
১৯। শাহাদাত – শহীদ ২০৬
২০। হিজরত – মুহাজির – আনসার ২০৭

www.pathagar.com

২১। জিহাদ – মুজাহিদ, ইজ্‌তিহাদ – মুজতাহিদ ২০৯
২২। 'ইত্তেবা – তাবিঈ' ২১৩
২৩। ইস্‌তিগ্‌ফার ২১৪
২৪। মাগ্‌ফিরাত ২১৫
২৫। ইস্‌তি'আনা ২১৬
২৬। ফাসাদ – মুফ্‌সিদ ২১৭
২৭। আদল ২১৯
২৮। যুলম – যালিম ২২০
৩০। ইসরাফ – মুসলিফ, তাবযীর–মুবাযিযর, ইফ্‌রাত–তাফরীত ২২৩
৩১। ইলম – আলিম ২২৩
৩২। হিক্‌মা - হাকীম ২২৬
৩৩। ইয়াকীন ২২৭
৩৪। খুশু ২২৮
৩৫। খুযু' ২৩০
৩৬। যিক্‌র – যাকির ২৩০
৩৭। কিয্‌ব – কাযেব ২৩২
৩৮। সিদক – সাদিক ২৩৩
৩৯। হাসাদ – হাসিদ ২৩৫
৪০। শুক্‌র ২৩৬
৪১। হাম্‌দ ২৩৭
৪২। সবর ২৪০
৪৩। ফিক্‌র ২৪২
৪৪। ফিক্‌হ ২৪৩
৪৫। ইখ্‌ওয়াতুন ২৪৪
৪৬। কিব্‌র ২৪৫
৪৭। ফাকীর - মিসকীন ২৪৮
৪৮। গনী ২৫১
৪৯। আ'জমী ২৫২
৫০। হানীফ ২৫৩

www.pathagar.com

প্রথম ভাগ ঃ আকীদা

আল-কুরআনে আকীদা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। দীন সম্পর্কিত বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়কেই আকীদা বলা হয়। এ ভাগে ৪৭টি বিষয় কুরআনে বর্ণিত ব্যাখ্যা, সূরা ও আয়াত নির্দেশ করে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে আরবী ভাষায় কি অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটা নির্দেশ করা হয়েছে এবং পরে কি কি অর্থে কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ, মালাইকা, কিতাব, রাসূল, আখিরাত, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসী, ইল্লিয়্যীন, সিজ্জীন, বারযাখ, আ'রাফ, রূহ, নাফস ইত্যাদি আকীদা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ কুরআনের আলোকে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন মাযহাবী দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা মন্তব্য থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। যাতে পাঠক কুরআনের বর্ণনা থেকে নিজেই বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সে লক্ষ্যে এ প্রয়াস।

এটা প্রণিধানযোগ্য, কুরআনে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের কোন কোনটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিটি স্বতন্ত্র অর্থ-জ্ঞাপক অভিব্যক্তিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে সূরা ও আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম ভাগ ঃ আকীদা

১. আল্লাহ - اَللّٰهُ

১। অভিধানে 'আল্লাহ' শব্দ সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে। অধিকাংশের মতে 'আল্লাহ' অন্য কোন কিছু থেকে গঠিত হয়নি। এর কোন বচন কিংবা লিংগ পরিবর্তন নেই। এটি মহান প্রভুর ইসম্ যাত অর্থাৎ তাঁর যে সব ইসম্ সিফাত রয়েছে তা থেকে এটি স্বতন্ত্র। তাই অনেকে এটিকে ইসম্ আযম বলে থাকে।[১]

২। সীবাওয়াইহ, আবূ হাতেম প্রমুখের মতে 'আল্লাহ' শব্দ "ইলাহ" থেকে গঠিত। ال -এর পূর্বে । ও ل যুক্ত করে হাম্যাকে হযফ করে লামকে লামের মধ্যে ইদ্গাম করা হয়েছে। ইলাহ শব্দের বহুবচনে আলিহা হয়। কিন্তু "আল্লাহ" শব্দের বহুবচন হয় না।[২]

৩। "ইলাহ" অর্থ উপাস্য, মা'বুদ। কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে "আল্লাহ" শব্দ "ইলাহ" অর্থে আরবদের কাছ পরিচিত ছিল। তবে আল্লাহ্ সম্বন্ধে তাদের ধ্যান-ধারণা কুরআনে বর্ণিত অভিব্যক্তি থেকে আলাদা ছিল। তাই তাদের কাছে পরিচিত বিভিন্ন পরিচয় জ্ঞাপক বিশেষণ ও গুণবাচক পদবাচ্য ব্যবহার করে এবং ইসম মওসূলার প্রয়োগ মাধ্যমে "আল্লাহর" নামের যথার্থতা তুলে ধরা হয়েছে।

৪। কুরআনে ২৭৫১ বার আল্লাহ এবং ৮০ বার ইলাহ শব্দ এসেছে। ৮১ টি মুফ্রাদ ও ৩৩ টি মুরাক্কাব পদবাচ্যের মাধ্যমে আল্লাহর আসমাউল হুসনা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া নানাভাবে অনেক আয়াতে আল্লাহর পরিচয় জ্ঞাপন করা হয়েছে।[৩]

৫। আল্লাহ কে ? কি তাঁর পরিচয় ? কোথায় তাঁর অবস্থান ? তিনি কি করেন ? কত দিন থেকে আছেন ? কতদিন তিনি থাকবেন ? মানুষের সংগে তাঁর কি সম্পর্ক ? ইত্যাকার অনেক প্রশ্ন কাল-কালানুক্রমে মানুষের মনে উদয় হয়েছে। মানুষ এ সবের উত্তর খুঁজেছে। কিন্তু সসীম মানুষ কোন নির্ভুল উত্তর দিতে পারে নি। তাই জন্ম নিয়েছে অনেক কল্পিত মত ও পথ। মানুষের স্রষ্টা নবী-রাসূল প্রেরণ করে মানুষের কাছে তাঁর সঠিক পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সম্পর্কে যাবতীয় কল্পিত ধ্যান ধারণা অপনোদন করে সর্বশেষ আল্লাহর কিতাব আল-কুরআনে আল্লাহ্ তাঁর পরিচয় নানাভাবে বিবৃত করেছেন। কখনও যুক্তির অবতারণা করে, কখনও উদাহরণের মাধ্যমে, কখনও সহজ বোধগম্য গুণজ্ঞাপক বিশেষণের মাধ্যমে, কখনও প্রশ্ন-উত্তরের অবয়বে তিনি নিজেকে বান্দাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহর পরিচয় জ্ঞাপক কুরআনের কয়েকটি আয়াত উদ্ধৃত করা গেল ঃ

◎ আল্লাহ সারা জাহানের প্রতিপালক; তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু ; বিচার-দিনের মালিক। ১/১-৩;

◎ তিনি এক, অদ্বিতীয়; তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি; কেউ তাঁর সমান নয়। ১১২/১-৪;

১। আল মিস্বাহুল মুনীর, পৃঃ ২০

২। প্রাগুক্ত; আল-ওয়াসীত ১/২৫

৩। দেখুন ড. এম. মুস্তাফিজুর রহমান রচিত কুরআন পরিচিতি – ২য় অধ্যায়

www.pathagar.com

◎ তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি ও অনন্ত কালব্যাপী তিনি সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিরাজমান, তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না, আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তা সবই তাঁর; তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করার কেউ নেই; তিনি জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু আছে তাদের পিছনে ; তিনি যা চান তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না; তাঁর আসন আসমান ও জমিনে পরিব্যাপ্ত, এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ। ২/২৫৫;

◎ তিনি অধিপতি, তিনি পবিত্র, তিনি শান্তি, তিনি নিরাপত্তাদাতা, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মহা মহিমান্বিত। তারা যে শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র। তিনি সৃজনকর্তা, তিনি উদ্ভাবনকর্তা, তিনি রূপদাতা : তাঁর আছে সুন্দর সুন্দর নাম। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। ৫৯/২৩, ২৪;

◎ তিনি আদি, তিনি অন্ত; তিনি ব্যক্ত, তিনি গুপ্ত; তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত। ৫৩/৩;

◎ তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করলে বলেন, "হও" অমনি তা হয়ে যায়। ৩৬/৮২;

◎ তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান, তিনিই অভাবমুক্ত করেন; তিনিই সম্পদ দেন। ৫৩/৪৩, ৪৪, ৪৮;

◎ তিনি ব্যতীত সবকিছু ধ্বংসশীল ; সার্বভৌমত্ব ও বিধান শুধু তাঁরই; তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। ২৮/৮৮;

◎ তিনি আদিতে সৃষ্টি করেছেন, পরে তা পুনরাবৃত্তি করবেন। ৩০/১১;

◎ তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক; তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন; তাঁরই হাতে সমস্ত কল্যাণ, তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। ৩/২৬;

◎ তিনি রাতকে দিনে পরিণত করেন এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আনেন; তিনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিয্ক দেন। ৩/২৭;

◎ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর 'আলাক' থেকে, তারপর তিনি তোমাদের বের করেন শিশুরূপে, তারপর তোমরা উন্নীত হও যৌবনে ও বার্ধক্যে....। ৪০/৬৭;

◎ তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। ৬৭/২৩;

◎ তিনি পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ২৫/৫৪;

◎ তিনি নিজ অনুগ্রহে আসমান ও যমীনের সবকিছু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন। ৪৫/১৩;

www.pathagar.com

◉ তিনি শস্যবীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন ..... তিনি উষার উন্মেষ ঘটান; তিনি বিশ্রামের জন্য রাত এবং গণনার জন্য চাঁদ-সুরুজ সৃষ্টি করেছেন। ৬/৯৫, ৯৬;

⊙ তিনি বায়ু প্রেরণ করে তা দিয়ে মেঘমালা সঞ্চালিত করেন এবং তা নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করে তা দিয়ে মৃত জমিনকে সঞ্জীবিত করেন। ৩৫/৯;

⊙ তিনি জমিনে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে তা এদিক ওদিক ঢলে না পড়ে এবং সেখানে প্রশস্ত পথ করে দিয়েছেন যাতে তারা গন্তব্যে পৌছতে পারে। ২১/৩১;

⊙ তিনি আসমান ও জমিন সংরক্ষণ করেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়; তারা স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে তাদের সংরক্ষণ করবে? ৩৫/৪১;

⊙ তিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্তাকাশ স্তরে স্তরে। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না। ৬৭/৩;

⊙ তিনি দু-দরিয়া মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন- একটি সুপেয়, সুমিষ্ট এবং অপরটি লোনা,খর – রেখে দিয়েছেন উভয়ের মাঝে এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। ২৫/৫৩;

⊙ তিনি পৃথিবীতে মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন। ৩৫–৩৯;

◉ তিনি আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী। ২/১০৭;

◉ তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী, আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মনোরম আকৃতিতে আর দিয়েছেন উত্তম রিযক। ৪০/১৩;

◉ তিনি সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন; যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযান চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ৪৫/১২;

◉ তিনি তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করেছেন; এর কতকে তোমরা আরোহণ কর এবং কতক তোমরা ভক্ষণ কর। ৪০/৭৯;

◉ তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম তা পরীক্ষা করার জন্য। ৬৭/২;

◉ তিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতিপালক। ২৬/২৬, ৩৭/১২৬;

◉ তিনি এমন নন যে পুণ্যবান অধিবাসীদের জনপদ ধ্বংস করে দেন। ১১/১১৭;

মহান আল্লাহ তাঁর পরিচয় ব্যক্ত করার জন্য তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করতে বলেন ঃ

◉ কে তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে জীবনোপকরণ সরবরাহ করেন ? শ্রবণ-শক্তি ও দৃষ্টি-শক্তি কার কর্তৃত্বাধীন ? কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে নির্গত করেন ? কে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন ?

◉ এর জবাবে অবশ্যই তারা বলবে ঃ "আল্লাহ"। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। ১০/৩০-৩১;

www.pathagar.com

◎ আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ কে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে ? কে চাঁদ-সুরুজ নিয়ন্ত্রণ করে ? অবশ্যই তারা বলবে ঃ "আল্লাহ" । ২৯/৬১;

◎ আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন ঃ ভূমি মরে গেলে কে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তা সঞ্জীবিত করে ? অবশ্যই তারা বলবে ঃ "আল্লাহ" । ২৯/৬৩;

আল্লাহ মানুষকে প্রশ্ন করছেন ঃ

◎ আমি কি সৃষ্টি করিনি তার জন্যে দু'টি চক্ষু, জিহ্বা ও দু'টি ওষ্ঠ ? ৯০/৮-৯;

◎ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, সে পানি সম্পর্কে যা তোমরা পান কর ? তোমরা কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি ? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না ? ৫৬/৬৮-৭০;

◎ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তবে কে তোমাদের প্রবাহমান পানি এনে দেবে। ৬৭/৩০;

◎ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, সে আগুন সম্পর্কে যা তোমরা প্রজ্বলিত কর ? তোমরা কি সৃষ্টি করেছ তার জ্বালানি, না আমি তার স্রষ্টা ? ৫৬/৭১-৭২;

◎ আল্লাহ এমন এক সত্তা যাকে এক শব্দে কিংবা এক বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কুরআনে বিভিন্নভাবে তাঁর পরিচয় জ্ঞাপন করা হয়েছে। উপরে তাঁর পরিচয় জ্ঞাপক কতিপয় আয়াতের অনুবাদ/ মর্মার্থ প্রদান করা হল। এ ছাড়া আল্লাহ নিজেকে প্রকাশ করার জন্য কুরআনে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম ব্যবহার করেছেন। এ সব নাম কখনও এক শব্দে আবার কখনও একাধিক শব্দে গঠিত। এগুলোকে "আসমাউল হুসনা" বলা হয়েছে।[১] আমার লেখা 'কুরআন পরিচিতি' গ্রন্থে এ সম্পর্কে একটি পরিচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[২]

২. মালাইকা - مَلَائِكَة - ফেরেস্তা

১। 'মালাক'-এর বহুবচন 'মালাইকা'। প্রেরিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থে এর ব্যবহার প্রাচীন আরবী সাহিত্যে পাওয়া যায়। ঐশীদূত অর্থেও এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[৩]

২। কুরআনে আল্লাহর ইবাদতে রত তাঁর আজ্ঞাবহ নূরের তৈরী সত্তাকে 'মালাইকা' বলা হয়েছে। তাদের প্রতি ঈমান আনাকে ফরয করা হয়েছে।

৩। কুরআনে 'মালাইকা' বহুবচনে ৭৩ বার, দ্বিবচনে ২ বার এবং একবচনে ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। মালাইকা সম্পর্কিত কুরআনের কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ এখানে প্রদান করা হল ঃ

১। দেখুন ৭/১৮০; ১৭/১১০; ২০/৮; ৫৯/২৪

২। পৃঃ ৩০-৩৫

৩। আল মিস্‌বাহুল মুনীর ১৯, ৫৭৯; আল-ওয়াসীত ২/৮৮৬

www.pathagar.com

◎ ফেরেস্তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। ৪২/৫;

◎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আকাশ মণ্ডলীতে এবং যে সব জীব-জন্তু আছে পৃথিবীতে, আর ফেরেস্তারাও; তারা অহংকার করে না। তারা ভয় করে তাদের উপরস্থ তাদের প্রতিপালক এবং তাদের যে আদেশ করা হয় তা তারা মান্য করে। ১৬/৪৯-৫০;

◎ তোমার প্রতিপালক ফেরেস্তাদের বললেন; আমি ছাঁচেঢালা মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি, যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে; তখন ফেরেস্তারা সবাই একত্রে সিজদা করল। ১৫/২৮-৩০;

◎ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তাঁর নির্দেশ সম্বলিত ওহীসহ ফেরেস্তাদের প্রেরণ করেন এই মর্মে সতর্ক করার জন্য যে, আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, সুতরাং আমাকেই ভয় কর। ১৬/২;

◎ আল্লাহ মনোনীত করেন ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য থেকেও; আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সম্যক দ্রষ্টা। ২২/৭৫;

◎ অন্ধকার থেকে তোমাদের আলোকে আনার লক্ষ্যে ফেরেস্তারা তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। ৩৩/৪৩;

◎ নিশ্চয় আল্লাহ অনুগ্রহ করেন নবীর প্রতি এবং তাঁর ফেরেস্তারাও নবীর জন্যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং যথাযথভাবে সালাম জানাও। ৩৩/৫৬;

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে এবং তিনি পূর্বে যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে; কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল ও আখিরাতকে প্রত্যাখ্যান করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে ড়বে। ৪/১৩৬;

◎ রাসূল, তার প্রতি তার প্রতিপালকের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মুমিনরাও। তারা সকলে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেস্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তার রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। ২/২৮৫;

◎ যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেস্তাদের, তাঁর রাসূলদের এবং জিব্রাইল ও মীকাঈল-এর শত্রু, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো কাফিরদের শত্রু। ২/৯৮;

৫। আল-কুরআনে ফেরেস্তাদের নানাবিদ কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাদের কর্মবন্টনকারী (اَلْمُقَسِّمَاتُ اَمْرًا)[১] বলা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব বরাদ্দ করে রেখেছেন। তারা নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। যেমন– জিব্রাঈল (আ)-কে ওহী বহনের দায়িত্ব দিয়েছেন, মীকাঈল (আ)-কে রিযক ও রহমতের দায়িত্ব দিয়েছেন; ইস্রাফীল (আ)-কে সিংগা ফুঁকের দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন এবং

১। সূরা যারিয়াত ৫১/৪

www.pathagar.com

আয্‌রাঈল (আ)-কে রূহ কব্য করার দায়িত্ব প্রদান করেছেন।[১] এছাড়াও অসংখ্য ফেরেস্তা রয়েছে যাদের বিশেষ বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা হয়েছে। যেমন নির্মমভাবে উৎপাটনকারী (اَلنّٰزِعَاتِ غَرْقًا)[২] এরা ঐসব ফেরেস্তা যারা কাফিরদের প্রাণ নেবে; মৃদুভাবে বন্ধনমুক্তকারী (اَلنّٰشِطَاتِ نَشْطًا)[৩] এরা মুমিনদের প্রাণ সহজে কব্য করবে; তীব্র গতিতে সন্তরণকারী (اَلسّٰبِحَاتِ سَبْحًا)[৪] এরা আল্লাহর তরফ থেকে ওহী ও নির্দেশ নিয়ে দ্রুত গতিতে তা পৌঁছে দিতে পৃথিবীতে আসে; দ্রুতবেগে ধাবমান (اَلسّٰبِقَاتِ سَبْقًا)[৫] এরা মুমিনদের রূহ নিয়ে অতিদ্রুত জান্নাতের দিকে ছুটে; কার্যনির্বাহী (اَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْرًا)[৬] এরা আল্লাহর নির্দেশে যাবতীয় কর্ম নির্বাহের দায়িত্ব পালন করে। যেমন– আলো, বায়ু, বৃষ্টি, রিযক, নির্মাণ ইত্যাদি।[৭]

৬। কুরআনে ফেরেস্তাদের নাম খুব একটা উল্লেখ করা হয়নি। শুধু জিব্রাঈল ও মীকাঈল এই দুইটি নাম উল্লিখিত হয়েছে।[৮] তবে এদের পরিচয় জ্ঞাপক পদবাচ্য ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন ফেরেস্তার জন্য বিশেষণযুক্ত নামও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন জিব্রাঈলের জন্য রূহুল কুদুস ও রূহুল আমীন,[৯] আয্‌রাঈলের জন্য মালাকুল মওত[১০] ইত্যাদি।

৭। ফেরেস্তারা সদা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে রত। তাদের নেই কোন কামনা বাসনা। তাদের প্রয়োজন নেই আহার নিদ্রার। তাদের প্রকৃতি মানুষের ন্যায় নর ও নারীতে সৃজিত নয়। নূর বা জ্যোতির নেই কোন পরিচয় নর কিংবা নারী হিসেবে। নূরের সৃষ্টি ফেরেস্তারাও অনুরূপ।

৩. কিতাব – كِتَاب – গ্রন্থ

১। অভিধানে "কিতাব" শব্দটি গ্রন্থ, চিঠি, রোয়দাদ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর বহুবচন কুতুব।[১১]

২। কুরআনে "কিতাব" বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

(ক) লিপিবদ্ধ, নির্ধারিত অর্থে ঃ

আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন নিদর্শন প্রদর্শন করা কোন রাসূলের কাজ নয়। প্রত্যেক বিষয়ের জন্য রয়েছে নির্ধারিত (كِتَابٌ) কাল।[১২]

১। মুহাম্মদ আলী আস্-সাবূনী, সাফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর ৩/২৫১
২। সূরা নাযি'আত ৭৯/১
৩। ঐ ৭৯/২
৪। ঐ ৭৯/৩
৫। ঐ ৭৯/৪
৬। ঐ, ৭৯/৫
৭। সাফ্‌ওয়াতুত তাফাসীর ৩/৫১৩
৮। ২/৯৭-৯৮; ৬৬/৪
৯। ২/৮৭, ২৫৩; ১৬/১০২; ২৬/১৯৩
১০। ৩২/১১
১১। আল-ওয়াসীত ২/৭৭৫; মিসবাহুল মুনীর ৫২৪
১২। সূরা রা'আদ ১৩/৩৮

www.pathagar.com

(খ) আমলনামা অর্থে ঃ

◉ সে দিন তোমাদের উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না। তখন যাকে তার আমলনামা (كِتَابَهُ) তার ডান হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ দাও আমার আমলনামা, পড়ে দেখি; আমি জানতাম আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু যাকে তার আমলনামা (كِتَابَهُ) তার বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে ঃ হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা দেয়াই না হত এবং আমি যদি না জানতাম হিসাব কি; হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত! আমার ধন-সম্পদ কোন কাজেই এলো না, আমার ক্ষমতাও হালাক হয়ে গেল।[১]

(গ) ওহী বা আল্লাহর বাণী অর্থে ঃ

◉ তিনি সত্যসহ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক; আর তিনি নাযিল করেছেন তাওরাত ও ইনজীল ইতঃপূর্বে, মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; এবং তিনি ফুরকানও নাযিল করেছেন।[২]

৩। কুরআনে "আল-কিতাব" যখন ঐশীবাণী অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার পরিচয় নানাভাবে প্রদান করা হয়েছে। যেমন-

◉ আল-কুরআনে এমন কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য পথের দিশা।[৩]

কালামুল্লাহ বা আল্লাহর বাণী অর্থে ঃ

◉ তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে; যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শুনে তারপর তা বুঝেশুনে জ্ঞাতসারে বিকৃত করে। ২/৭৫;

◉ তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীবাহক নিরক্ষর নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে (كَلِمَاتِهِ) ঈমান আনেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা সৎপথ পাও। ৭/১৫৮;

◉ আল্লাহ চান যে, তিনি সত্যকে তাঁর বাণী (بِكَلِمَاتِهِ) দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কাফিরদের নির্মূল করেন। ৮/৭;

◉ মুশরিকদের কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দেবেন, যাতে সে আল্লাহর বাণী (كَلَامَ اللّٰهِ) শুনতে পায়। তারপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবেন, কারণ তারা অজ্ঞলোক। ৯/৬;

৪। আল্লাহ তায়ালা 'আল-কিতাব' বলে 'আল-কুরআন' বুঝিয়েছেন এবং 'আল-কুরআন' বলে 'আল-কিতাব' বুঝিয়েছেন। কুরআনে সর্বনাম ব্যবহার করে এ ধরনের অভিব্যক্তি প্রকাশের বহু প্রমাণ বিদ্যমান। যেমন ঃ

◉ নিশ্চয়ই তা[৪] রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে অবতীর্ণ; তা নিয়ে জিব্রাঈল

১। সূরা হাক্কা ৬৯/১৮-২০; ২৫-২৯

২। সূরা আল ইমরান ৩/৩-৪

৩। সূরা বাকারা ২/২

৪। আল-কুরআন

www.pathagar.com

অবতরণ করেছে আপনার হৃদয়ে যাতে আপনি হতে পারেন সতর্ককারীদের অন্যতম। তা অবতীর্ণ করা হয়েছে সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। অবশ্যই তার উল্লেখ আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে। ২৫/১৯২ -১৯৬

◉ রমযান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা মানুষের জন্য হিদায়াত এবং সত্যাসত্যের স্পষ্ট পার্থক্যকারী। ২/১৮৫;

◉ নিশ্চয়ই আমি তা[১] নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাতে। ৯৭/১;

◉ ইহা[১] তো অভিশপ্ত শয়াতানের বাক্য নয় ..... ইহা[১] তো শুধু বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ। ৮১/২৫, ২৭;

◉ ইহা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি আপনার ওপর কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের কাছে পাঠ করা হয়। অবশ্যই এতে রয়েছে মুমিন লোকদের জন্য রহমত ও উপদেশ। ২৯/৫১;

৫। কুরআনে বিভিন্ন শব্দে আল-কিতাব ও আল-কুরআন বুঝানো হয়েছে। যেমন ঃ

◉ اَلذِّكْر - স্মারক, উপদেশ ঃ নিশ্চয় আমিই নাযিল করেছি اَلذِّكْرَ অর্থাৎ কুরআন এবং আমিই তার সংরক্ষক। ১৫/৯; ৮১/২৭;

◉ اَلْفُرْقَان - হক ও বাতিলের পার্থক্যকারী ঃ কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান নাযিল করেছেন, যাতে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন। ২৫/১, ২/১৮৫, ৩/৪;

◉ اَلْهُدٰى - পথ নির্দেশ ঃ আর আমরা যখন পথ নির্দেশ শুনতে পেলাম তখন তাতে ঈমান আনলাম। যে কেউ তার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনে সে ভয় করে না কোন ক্ষতির, আর না কোন অন্যায়ের। ৭২/১৩;

◉ আরো অনেক বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে আল-কিতাব ও আল-কুরআনকে। যেমন ঃ

رَحْمَةٌ - দয়া (১৬/৮৯;১৭/৮২); بُشْرٰى - সুসংবাদ (১৬/৮৯)

اَلْحِكْمَةُ - জ্ঞান, প্রজ্ঞা (১৭/৩৯); اَلشِّفَاءُ - নিরাময় (১০/৫৭);

اَلتَّنْزِيْلُ - প্রত্যাদেশ (২৬/১৯২); اَلرُّوْحُ - আত্মা (৪২/৫২);

اَلْخَيْرُ - কল্যাণ (৩/১০৪); اَلْبَيَانُ - স্পষ্ট বর্ণনা (৩/১৩৮);

اَلنِّعْمَةُ - দান, অনুগ্রহ (৯৩/১১); اَلْبُرْهَانُ - যুক্তি প্রমাণ (৪/১৭৪);

اَلْقَيِّمُ - সংরক্ষণকারী, প্রতিষ্ঠাদায়ক (১৮/২); اَلنُّوْرُ - জ্যোতি (৭/১৫৭)

اَلْحَقُّ - সত্য (১৭/৮১); اَلْعَجَبُ - বিস্ময়কর (৭২/১);

اَلْكَرِيْمُ - মহান, সম্মানিত (৫৬/৭৭); اَلْمَجِيْدُ - মহিমান্বিত (৫০/১);

بَشِيْرٌ - সুসংবাদদাতা (৪১/৪); نَذِيْرٌ - সতর্ককারী (৪১/৪);

১। আল-কুরআন

www.pathagar.com

عَزِيْزٌ- মহিমময়, পরাক্রমশালী (৪১/৪১); اَلْمُبِيْنُ- ব্যাখ্যা প্রদানকারী(১২/১); مُبَارَكٌ – কল্যাণময় (৬/৯২); مُصَدِّقٌ – সমর্থনকারী (৬/৯২); حَبْلُ اللّٰهِ – আল্লাহর রজ্জু (৩/১০৩); مُهَيْمِنٌ – সংরক্ষক, অভিভাবক (৫/৪৮); ইত্যাদি।

৬। আল-কিতাব বা আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এতে রয়েছে ঐশী-প্রকাশ রীতি। যে রীতি মানব-সৃষ্ট রীতি থেকে স্বতন্ত্র। তাই মানুষকে এ কিতাবের প্রকৃতির সাথে পরিচিত করার জন্য বলা হয়েছে ঃ

◉ তিনিই আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছেন যার কতক আয়াত সুস্পষ্ট (مُحْكَمَاتٌ) দ্ব্যর্থহীন; এগুলোই কিতাবের মূল (اُمُّ الْكِتَابِ); আর অন্যগুলো রূপক (مُتَشَابِهَاتٌ)। যাদের অন্তরে সত্য-লংঘন প্রবণতা রয়েছে শুধু তারাই ফিৎনা এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তার ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে ঃ আমরা এতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে। আর বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের ছাড়া কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না। (৩/৭)

৭। কুরআনের সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন আয়াত সমূহকে উম্মুল কিতাব বলা হয়েছে আবার লওহ মাহফুয অর্থেও উম্মুল কিতাব ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

◉ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা মিটিয়ে দেন এবং যা ইচ্ছা তা ঠিক রাখেন, তাঁর কাছে রয়েছে উম্মুল কিতাব। (১৩/৩৯)।

এখানে উম্মুল কিতাব ৮৫ নং সূরা বুরুজ-এর ২২ নং আয়াতে উল্লিখিত لَوْحٌ مَحْفُوْظٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "উম্মুল কিতাব" সূরা ফাতিহার অন্যতম নাম হিসেবেও পরিচিত।[১] কেননা সূরা ফাতিহা আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে সরাসরি কথোপকথন। প্রথম তিন আয়াত আল্লাহ সম্পর্কিত। ৪র্থ ও মধ্যম আয়াত আল্লাহ ও বান্দা সম্পর্কিত এবং শেষের তিন আয়াত বান্দা সম্পর্কিত। তাই কুরআনের ভাষ্যকারদের মতে সূরা ফাতিহা কুরআনের মূল শিক্ষা ধারণ করে বিধায় এর নাম "উম্মুল কিতাব" বা কিতাবের মূল।

৮। আল-কুরআনে কিতাব একবচনে ২৫৫ বার এবং বহুবচনে ৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৯। কুরআন যেমন ঐশী কিতাব ঠিক তেমনি ইনজীল, তাওরাত এবং যাবুরও ঐশী কিতাব। কুরআনের উপর ঈমান আনা যেরূপ ফরয, অন্যান্য যাবতীয় আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনাও সেরূপ ফরয। এ সম্পর্কে গ্রন্থকারের "কুরআন পরিচিতি" গ্রন্থের ১৯শ অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। আসমানী কিতাব সম্পর্কে জ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় তথ্য সেখানে পরিবেশন করা হয়েছে বিধায় এখানে পুনরোল্লেখ করা হল না।

১। দেখুন আল-ওয়সীত ২/৭৭৫

www.pathagar.com

৪. রাসূল - رَسُوْل ও নবী - نَبِى

১। রাসূল অর্থ দূত, বাণীবাহক ইত্যাদি। রাসূল ফেরেস্তা হতে পারে এবং মানুষও হতে পারে। ফেরেস্তা যখন রাসূল হয় তখন তার অর্থ হয় আল্লাহর নির্দেশ ও বাণীবহনকারী। মানুষ যখন রাসূল হয় তখন তার অর্থ হয় আল্লাহর বার্তা ও বিধানপ্রাপ্ত ব্যক্তি যিনি তা প্রচার করেন ও বাস্তবায়িত করেন।[১]

২। রাসূল ও নবী সাধারণত সমার্থবোধক। জুরজানীর মতে, নবীর কাছে কোন ফেরেস্তা কিংবা ইলহাম কিংবা স্বপ্নের মাধ্যমে অহী প্রেরণ হয়। আর রাসূলের কাছে জিব্রাঈল ফেরেস্তা অহী নিয়ে আসেন। তার মতে, নবুওয়াতের অহীর তুলনায় রিসালতের অহী বৈশিষ্ট্যময়। সকল রাসূলকে নবী বলা যায়; কিন্তু সকল নবীকে রাসূল বলা যায় না।[২]

৩। "রাসূল" শব্দ সাধারণত বচন ও লিঙ্গভেদ ব্যতিরেকে ব্যবহৃত হয়। তাই একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন; স্ত্রীলিঙ্গ কিংবা পুংলিঙ্গ সর্বাবস্থায় "রাসূল" ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এর দ্বিবচন ও বহুবচন হয়।[৩]

৪। কুরআনে "রাসূল" শব্দ একবচনে ২৩৭ বার এবং বহুবচনে ৯ বার এসেছে।

৫। "নবী" একবচনে ৫৪ বার এবং বহুবচনে ২১ বার এসেছে।

৬। "মুরসাল" একবচনে ২ বার এবং বহুবচনে ৩৩ বার এসেছে।

৭। "রিসালাত" একবচনে ৩ বার এবং বহুবচনে ৭ বার এসেছে।

৮। "নবুওয়াত" ৫ বার এসেছে।

৯। কুরআনে ২৬ জন রাসূলের নাম উল্লেখ আছে। এদের একজন ইল ইয়াসীন; হয় ইলিয়াসের বিকল্প উচ্চারণ অথবা ইলিয়াসের বহুবচন।[৪]

১০। কুরআনে সূরা বাকারার ২৪৬, ২৪৭, ও ২৪৮ আয়াতে একজন নবীর কথা বলা হয়েছে কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়নি। ঐতিহাসিক সূত্রে প্রমাণিত যে উক্ত নবী ছিলেন *Samuel* বা শামাউন। কোন কোন সূত্র মতে, তিনি ছিলেন শামবীল।[৫]

১১। সূরা কাহ্‌ফে মুসা (আ)-এর একটি ঘটনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ তারা সাক্ষাৎ লাভ করল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি দান করেছিলাম স্বীয় অনুগ্রহ এবং শিক্ষা দিয়ে ছিলাম আমার কাছ থেকে তাকে বিশেষ জ্ঞান।[৬] এ সূরায় ৬০-৮২ আয়াতে তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। তবে তিনি নবী ছিলেন কি-না তা উল্লেখ নেই। বুখারী (র)-এর বর্ণনা মতে তিনি হলেন খিয্‌র (আ)।

১। আল- ওয়াসীত ১/৩৪৪

২। তা'রীফাত ২৪১

৩। আল মিসবাহুল মুনীর ২২৯; আল-ওয়াসীত ১/৩৪৪

৪। সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭/১৩০

৫। গ্রন্থকারের কুরআন পরিচিতি, পৃঃ ৬৩ দ্রষ্টব্য

৬। ১৮/৬৫

www.pathagar.com

১২। কুরআনে তিনজনের নাম উল্লেখসহ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তবে তাঁরা নবী কি-না তা উল্লেখ নেই। সূরা কাহ্‌ফে ৮৩-৯৮ আয়াতে যুল-কারনায়ন নাম উল্লেখসহ বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। তবে তিনি নবী ছিলেন কি-না তা বলা হয়নি। সূরা আম্বিয়ায় ৮৫-৮৬ আয়াতে এবং সূরা সাদে ৪৮ আয়াতে যুল কিফ্‌ল-এর নাম উল্লেখ আছে। তবে তিনি নবী ছিলেন, এমন কথা নেই। কুরআনের ৩১ নং সূরাটির নাম লুক্‌মান। এ সূরায় ১২-১৯ আয়াতে তাঁর বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও উল্লেখ নেই যে তিনি নবী ছিলেন। তাই এঁদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে এরা নবী ছিলেন।

১৩। কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন রাসূল সম্পর্কে কুরআনের তথ্য- নির্দেশ সংক্ষেপে সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করে চিহ্নিত করা গেল।

(১) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) ঃ

(ক) পরিচয় ঃ ৩৩/৪০; ৩/১৪৪; ৭/১৫৭; ২৯/৪৮; ৬৮/৪; ৩/১৫৯; ১৮/১১৩; ১০/১৫-১৬; ৫৩/২-৪; ৭/১৮৪; ৬৮/২; ৮১/২২; ৩৬/৬৯; ৬৯/৪১-৪২; ৬২/২; ৯/১২৮; ৩/১৬৪; ২/১৪৬; ৬/২০; ৪৬/১০; ৬১/৬; ৩৩/২১; ৫৩/১১, ১৭-১৮; ৩৩/৬; ২১/১০৭; ৩৪/২৮/; ৪৮/১০, ১৮; ৩/৩১।

(খ) তাঁর দায়িত্ব ঃ ৭/১৫৮; ৩৩/৪৫-৪৮; ১৩/৩০-৩১; ৩৫/২৪-২৬; ১৬/১২৫; ৪২/১৫; ১৩/৩৬; ৬/১৪; ৪১/৬; ৫/৫৯; ৭২/২০-২৩; ৪৬/৮-৯; ২৭/৯১-৯২; ৪/৬৪-৬৫; ৪/১৬৫; ৫/৬৭; ৫/৯৯; ৮৮/২১-২২; ১০/৯৯; ৬৫/১১; ১৪/৪; ৪১/৪৪; ৪/১০৫; ৪২/১৩; ৪২/৪৮;

(গ) তাঁর জীবন ঃ ৯৩/৬-৮; ৭৩/১-৮; ৭৩/২০; ১০৮/১-৩; ২৬/২১৪-২২০; ১১১/১-৫; ৩৩/৪; ৫৩/৩৩-৩৪; ৬৮/১০-১৬; ৭৪/১১-৩০; ৯৬/৯-১৮; ৮/৩২; ১০৯/১-৬; ৯৩/৩-৫; ৮০/১-১২; ৯০/৫-৭; ৯৬/১-৫; ৯৪/১-৩; ৭৫/১৬-১৯; ৭৩/১; ৭৪/১; ৪৬/২৯-৩২; ৭২/১-১৯; ৭০/৩৬-৩৭; ৭০/১; ৫৪/১-৩; ১৭/১; ৫৩/৫-১৭; ১৭/৮৫-১০০; ৬/৫২-৫৩; ৯/৪০;৪৭/১৩; ৯/১০৮-১০৯; ৯/১০৭; ৩/১৩, ১২৩; ৮/৫-১৯, ২৬, ৪১-৫০, ৬০, ৬৫-৭২; ৩/১৭২-১৭৪; ৪/৮৪; ৩/১২১-১২৬, ১৪৯-১৫৫, ১৬৫-১৬৮, ১৭২-১৭৩; ৪৮/১-২৭; ৩৩/৯-২৭ ৪৮/ ২৭; ৯/২৫-২৬; ৯/৩৮-৪৯, ৮১-৯৬, ১১৭, ১২০-১২১; ৯/৭৪- ৭৭; ৯/১০৬, ১১৮; ৯/১-১৩; ৮/৫৬; ৯/৪, ৭-১০, ১৩, ৩৩/৬০-৬১; ৬০/১-৩; ২/৮৩-৮৫,৮৯-৯১; ৫/১১; ৫৯/ ২-৬, ১১-১৫; ৫৯/১৫; ৫৯/১১; ৫৮/ ৭-১৩; ৪৯/ ২-৫; ৪/১০৪; ৩/৬১; ৩/৬৪-৭১; ৬২/১১; ৫৮/১-৪; ৯/৮০-৮৪; ৩৩/২৮-৩৪; ৩৩/৫০-৫৩; ৩৩/৩৭; ৬৬/১-৫; ২৪/৬৩; ৩৩/৫৩-৫৬; ৪৯/১-৫; ২৪/১১-২৬; ২২/৫২-৫৭; ৮/১,৪১; ৫৯/ ৬-৭; ১১৩/১-৫; ১১৪/১-৬; ১১০/১-৩।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বশেষ রাসূল। তাঁর পরে আর কোন রাসূল আসবে না। তাঁর মাধ্যমে রিসালাত সমাপ্ত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর প্রচারিত দ্বীন সকল রাসূল ও নবীর দ্বীন হিসেবে বিদ্যমান থাকবে। রাসূলদের মধ্যে তাঁর স্থান সর্বাগ্রে বিধায় তাঁর বর্ণনা প্রথম করা হল।

www.pathagar.com

(২) আদম (আ) ঃ

(ক) তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ২/৩০-৩৯; ৩/৩৩, ৫৯; ৫/২৭; ৭/১১-২৫; ২০/১১৫-১২৩ ; ৭/২৬-২৭।

(খ) ইবলীসের কথোপকথন ঃ ৭/১১-২৫; ১৭/৬১-৭০; ১৮/৫০।

(গ) তাঁর পুত্র কাবীল ও হাবীলের কথা ঃ ৫/২৭-৩২।

(ঘ) তাঁর মুনাজাতঃ ৭/২৩।

(৩) ইদ্‌রীস (আ) ঃ

(ক) তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ১৯/৫৬-৫৭; ২১/৮৫;

(৪) নূহ (আ) ঃ

(ক) তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৩/৩৩-৩৪; ৪/১৬৩; ৬/৮৪; ৭/৫৯-৬৪, ৬৯; ৯/৭০; ১০/৭১-৭৪; ১১/ ২৫-৪৯; ১৪/৯; ১৯/৫৮; ১৭/৩, ১৭; ২১/৭৬-৭৭; ২২/৪২; ২৩/২৩-৩১; ২৬/১০৫-১২১; ২৫/৩৭; ২৯/১৪-১৫; ৩৩/৭; ৩৭/৭৫-৮৩; ৩৮/১২; ৪০/৫, ৩১; ৪২/১৩; ৫০/১২; ৫১/৪৬; ৫৩/ ৫২-৫৪; ৫৪/৯-১৫, ৫৭/২৬; ৬৬/১০; ৭১/ ১-২৮।

(খ) তার মুনাজাত ঃ ২৩/ ২৬, ৩৯; ২৬/১১৭-১১৮; ৫৪/১০; ৭১/২৬-২৮।

(৫) হুদ (আ) ঃ

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ[১] ৭/৬৫-৭২; ১১/৫০-৬০; ২৬/১২৩-১৪০; ২৯/ ৩৮; ৪১/ ১৩-১৬; ৬৯/৬-৮।

(৬) সালিহ (আ) ঃ

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ[২] ৭/৭৩-৮৪; ১১/৬১-৬৮, ৮৯; ২৬/১৪১-১৫৯; ২৭/৪৫-৫৩; ২৯/৩৮; ৪১/১৩-১৮; ৪৬/২১-২৮; ৬৯/৪-৫; ৯১/ ১১-১৫।

(৭) ইব্‌রাহীম (আ) ঃ[৩]

(ক) তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ২/১২৪-১৩২, ২৫৯-২৬০; ৩/৬৫-৬৮; ৪/১২৫; ৬/৭৪-৯০; ৯/১১৪; ১১/৬৯-৭৬; ১৪/৩৫-৪১; ১৫/৫১-৬০; ১৬/১২০-১২৩; ১৯/৪১-৫০; ২১/৫১-৭৩; ২২/২৬-৩৭,৭৮; ২৬/৬৯-১০৪; ২৯/১৬-১৮, ২৪-২৭, ৩১-৩৫; ৩৭/৮৩-১১৩; ৩৮/৪৫-৪৭; ৪৩/২৬-৩০; ৫১/২৪-৩৭; ৫৩/৩৭; ৬০/৪।

(খ) নমরূদের সংগে তাঁর বিতর্ক ঃ ২/২৫৮।

(গ) কাবাগৃহ নির্মাণ ঃ ২/১২৫-১২৯; ১৪/৩৫-৪১।

(৮) ইসমাঈল (আ) ঃ

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ২/১২৫-১২৭; ১৪/৩৯; ১৫/৫৩-৫৫; ১৯/৫৪; ৩৭/১০০-১১১; ৫১/২৮-৩০।

১। দেখুন কুরআন পরিচিতি, পৃঃ ৪৮

২। দেখুন প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৯

৩। দেখুন প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০

www.pathagar.com

(৯) ইস্‌হাক (আ) ঃ[১]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ১১/৭১-৭৪।

(১০) লূত (আ) ঃ

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৭/৮০-৮৪; ১১/৭৭-৮৩; ১৫/৫৮-৭৪; ২১/৭১,৭৪; ২৬/১৬০-১৭৫; ২৭/৫৪-৫৮; ২৯/২৬-৩৩; ৩৭/১৩৩-১৩৮; ৫৪/৩৩-৩৯; ৬৬/১০; ৬৯/৯-১২।

(১১) ইয়াকূব (আ) ঃ

(ক) তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৩/৯৩; ৪/১৩-১৮; ১১/৭১; ১২/৪-৬, ৬৪-৬৭, ৮১-৮৭, ৯৩-১০১; ১৯/৫৮; ২১/৭২; ২৯/২৭।

(খ) তাঁর সন্তানদের অসীয়াত ঃ ২/১৩২।

(১২) ইউসুফ (আ) ঃ[২]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৬/৮৪; ১২/৪-১০১; ৪০/৩৪।

(১৩) শু'আয়েব (আ) ঃ[৩]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৭/৮৫-৯৩; ১১/৮৪-৯৫; ২৬/১৭৬-১৯১; ২৯/ ৩৬-৩৭।

(১৪) আইয়্যূব (আ) ঃ[৪]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৪/১৬৩; ৬/৮৪; ২১/৮৩-৮৪; ৩৮/৪১-৪৪।

(১৫) মূসা (আ) ঃ[৫]

(ক) তাঁর শৈশব ও কৈশোর ঃ ২০/৩৮-৪০; ২৮/৭-২১।

(খ) তিনি ও তাঁর কওম ঃ ২/৫০-৯২; ৭/১৪৮-১৭১; ২০/৮৫-৯৭; ৪/১৫৩, ৫/২০-২৬।

(গ) তাঁর নয়টি নিদর্শন প্রাপ্তি ঃ ৭/১০৭-১০৮, ১৩৩; ১৭/১০১।

(ঘ) খিযর ও তিনি ঃ ১৮/৬০-৮২।

(ঙ) হারুন ও তিনি ঃ ৪/১৬৩; ২০/৯২-৯৪; ২১/৪৮; ২৫/৩৫-৩৬;৩৭/১১৪-১২২।

(চ) তিনি ও সামিরীঃ ২/৫১-৯২; ৭/১৪৮; ২০/৮৫-৯৭; ৪/১৯৩।

(ছ) তিনি ও ফিরআউন ঃ ২/৫০; ৭/১০৩-১৩৭; ৮/৫৪; ১০/৭৫-৯২; ১১/৯৬-৯৯; ১৭/১০১-১০৩; ২০/৪২-৫৩, ৫৬-৭৯; ২৩/৪৫-৪৯; ২৫/৩৫-৩৬; ২৬/১০-৬৯; ২৮/ ৪-২১, ৩১-৪২; ৪০/২৩-৪৬; ৪৩/৪৫-৫৬; ৫১/ ৩৩-৪০; ৭৯/ ১৫-২৬।

(জ) কারুন ও তিনি ঃ ২৮/৭৬-৮২; ২৯/৩৯; ৪০/২৪।

(ঝ) কিবতী ও তিনি ঃ ২৬/১৮-২১; ২৮/১৫-২২, ৩৩-৩৫।

(ঞ) মাদিয়ানে শু'আয়েব (আঃ)-এর সংগে ঃ ২৮/২৩-৩০।

১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২

২। প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৩

৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪

www.pathagar.com

(১৬) হারুন (আ) ঃ[১]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৭/১৪২, ১৪৮-১৫১; ১০/৭৫; ১৯/৫৩; ২০/ ২৯, ৯০-৯৭; ২১/৪৮; ২৩/৪৫; ২৫/৩৫; ২৬/১৩; ২৮/৩৪; ৩৭/১২০।

(১৭) দাউদ (আ) ঃ[২]

তাঁর বৃত্তান্তঃ ২/২৪৬-২৫১; ৪/১৬৩; ১৭/৫৫; ২১/ ৭৮-৭৯; ২৭/১৬; ৩৪/১০; ৩৮/ ২১-২৬।

(১৮) সুলায়মান (আ) ঃ[৩]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ২/১০২; ৪/১৬৩; ৬/৮৪; ২১/৭৮-৮২; ২৭/১৫-৪৪; ৩৪/১২-১৪; ৩৮/৩০-৪০।

(১৯) ইলিয়াস (আ) ঃ[৪]

(ক) তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৬/৮৫; ৩৭/১২৩-১৩২।

(খ) ইল-ইয়ামীন (আ)-এর উল্লেখ ঃ ৩৭/১৩০।

(২০) আল-ইয়াসা (আ) ঃ[৫]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৬/৮৬; ৩৮/৮৪।

(২১) উযায়ের (আ) ঃ[৬]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৯/৩০।

(২২) ইউনুস (আঃ) ঃ[৭]

(ক) তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৪/১৬২; ৬/৮৬; ১০/৯৮; ২১/৮৭-৮৮; ৩৭/১৩৯-১৪৮।

(খ) তাঁকে সাহিবুল হুত বলে বর্ণনা ঃ ৬৮/৪৮-৫০।

(২৩) যাকারিয়া (আ) ঃ[৮]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ৩/৩৭-৪১; ১৯/২-১৫; ২১/৮৯-৯০।

(২৪) ইয়াহ্ইয়া (আ) ঃ[৯]

তাঁর বৃত্তান্ত ঃ ১৯/৭-১৫; ২১/৮৯-৯০।

(২৫) ঈসা (আ) ঃ[১০]

(ক) তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত ঃ ৩/৪৫-৫৯।

১। কুরআন পরিচিতি পৃঃ ৫৬ দ্রঃ

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৭ দ্রঃ

৩। প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৮ দ্রঃ

৪। প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৯ দ্রঃ

৫। ঐ, পৃঃ ৫৯-৬০ দ্রঃ

৬। ঐ, পৃঃ ৬০ দ্রঃ

৭। ঐ, পৃঃ ৬০ দ্রঃ

৮। কুরআন পরিচিতি পৃঃ ৬০

৯। ঐ, পৃঃ ৬১

১০। ঐ, পৃঃ ৬১-৬২

www.pathagar.com

(খ) তাঁর জীবন ঃ ৫/১১০-১১৮।

(গ) তাঁকে আল্লাহর কাছে তুলে নেয়া ঃ ৩/৫৫; ৪/১৫৭-১৫৮।

(ঘ) ইব্‌ন মারইয়াম নামে উল্লেখ ঃ ২/৮৭, ২৫৩; ৩/৪৫; ৪/১৫৭, ১৭১; ৫/১৭, ৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৬; ৯/৩০-৩১; ১৯/৩৪; ২৩/৫০; ৩৩/৭; ৪৩/৫৭; ৫৭/২৭; ৬১/৬, ১৪।

(ঙ) আল-মাসীহ নামে উল্লেখ ঃ ৩/৪৫;৪/১৫৭,১৭১-১৭২;৫/১৭,৭২,৭৫; ৯/৩০-৩১।

১৪। প্রত্যেক রাসূলকে তাঁর স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করা হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

● আমি কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তাঁর স্বজাতির ভাষা ছাড়া, যাতে সে তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে।[১]

১৫। অনেক রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁদের কতকের কথা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু অনেকের কথাই বর্ণিত হয়নি। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

● আমি তো আপনার পূর্বে অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম। তাদের কারো কারো কথা আপনার কাছে বিবৃত করেছি এবং তাদের অনেকের কথা আপনার কাছে বর্ণনা করিনি।[২]

১৬। প্রত্যেক জাতির জন্যেই ছিল রাসূল।[৩]

১৭। রাসূল প্রেরণ না করে আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেন না।[৪]

১৮। আল্লাহ কতক নবী ও রাসূলকে কতকের উপর মর্যাদা দিয়েছেন।[৫]

১৯। আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকে মানুষের জন্য রাসূল প্রেরণ করেন তাঁর আয়াত তাদের কাছে আবৃত্তি করার জন্য, তাদের পবিত্র করার জন্য, তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং তারা যা জানত না তা জানানোর জন্য।[৬]

২০। আল্লাহর প্রতি, সকল ফেরেস্তায় এবং সমস্ত আসমানী কিতাবে ঈমান আনা যেমন ফরয, সকল রাসূলের প্রতি ঈমান আনাও সেরূপ ফরয। এ দিক দিয়ে আল্লাহর রাসূলদের মধ্যে কোন তারতম্য করা যাবে না।[৭]

২১। আদম (আ) থেকে নিয়ে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল এক ইসলাম প্রচার করে গেছেন। ক্রমশঃ এর বিকাশ সাধিত হয়ে খাতামুন নাবীয়্যীন মুহাম্মদ (সা)-এর হাতে পরিপূর্ণতা লাভ করে ইসলাম দ্বীন হিসেবে। মানব জাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ দ্বীন আল্লাহর নিয়ামত স্বরূপ উপহার দিয়ে গেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)।[৮]

১। সূরা ইবরাহীম ১৪/৪

২। সূরা নিসা ৪/১৬৪; সূরা মুমিন ৪০/৭৮

৩। সূরা ইউনূস ১০/৪৭

৪। সূরা বনী ইস্‌রাঈল ১৭/১৫

৫। সূরা বাকারা ২/২৫৩; সূরা বনী ইস্‌রাঈল ১৭/৫৫

৬। সূরা বাকারা ২/১৫১

৭। সূরা বাকারা ২/২৮৫

৮। সূরা মায়িদা ৫/৩

www.pathagar.com

৫. আখিরাত - اَخِرَة

১। প্রাচীন আরবী সাহিত্যে আখিরা ও মুয়াখখিরা উটের পিঠের হাওদায় ঠেস দিয়ে বসার কাঠিকে বলা হয়েছে। খুঁটি, শেষ, চোখ, কানের ও চেহারার মধ্যস্থল ইত্যাদি অর্থেও এর ব্যবহার দেখা যায়।[১]

২। পার্থিব জীবনের পর যে অনন্ত জীবনকাল তাই কুরআনের পরিভাষায় আখিরাত। মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনস্থলকে দারুল আখিরাত বলা হয়।[২]

৩। বর্তমানের বিপরীত অর্থেও আখিরাত ব্যবহৃত হয়েছে।[৩]

৪। কুরআনের পরিভাষায় সাধারণতঃ আখিরাত-এর বিপরীত অর্থ প্রকাশের জন্য দুনিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। কিয়ামত হল দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময়। কিয়ামত-পূর্ব সময় দুনিয়া এবং কিয়ামত-পরবর্তী সময় আখিরাত।

৫। কুরআনে ৪৯ বার দুনিয়া ও আখিরাত একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবে আখিরাত ও ইয়াওমুল আখির ৯৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয়ে মানুষের জীবন। দুনিয়ার জীবন সীমিত এবং আখিরাতের জীবন অনন্ত।

৭। দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয় মানুষের অবিভাজ্য জীবনের জন্য দ্বীন। দ্বীনের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় শামিল। তাই কুরআনে দুনিয়া ও আখিরাতের সাথে কোথাও "দ্বীন" ব্যবহৃত হয়নি। দুনিয়া ও আখিরাত পরস্পর বিপরীত এবং একটির অবসানে অন্যটির সূচনা।

৮। আল্লাহ, ফেরেস্তা, আসমানী কিতাব ও রাসূলের উপর ঈমান আনা যেরূপ ফরয আখিরাতের প্রতি ঈমান আনাও সেরূপ ফরয।

আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহে, তাঁর রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের প্রতি নাযিল করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তাতে ঈমান আন; আর কেউ আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং পরকালকে (اَلْيَوْمِ الْاٰخِرِ) প্রত্যাখ্যান করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়বে।[৪]

৯। সূরা বাকারায় মুত্তাকীদের পরিচয় প্রসংগে অদৃশ্যে (غَيْب) ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, প্রদত্ত জীবনোপকরণ থেকে ব্যয় করা, যাবতীয় অবতীর্ণ কিতাবে

১। আল-মিসবাহুল মুনীর ৭; আল ওয়াসীত ১/৮-৯

২। প্রাগুক্ত; কুরআন পরিচিতি পৃঃ ৬৭

৩। সূরা দুহা ৯৩/৪

৪। সূরা নিসা ৪/১৩৬

www.pathagar.com

ঈমান আনা এবং আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস (يَقِيْن) করাকে শর্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

◉ (মুত্তাকী তারা) যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে, তাদের যে রিযক দেয়া হয়েছে তা থেকে ব্যয় করে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে এবং আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস (يُوْقِنُوْنَ) রাখে; তারাই তাদের প্রতিপালক প্রদর্শিত পথে রয়েছে এবং তারাই কামিয়াব।[১]

১০। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেছিলেন মক্কা নগরীকে নিরাপদ শহর করার জন্য এবং ঐ নগরীর সে সব অধিবাসীদের ফলমূল থেকে জীবিকা প্রদানের জন্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ স্মরণ কর, ইব্‌রাহীম বলেছিল্– হে আমার প্রতিপালক! মক্কাকে করো নিরাপদ শহর, আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে তাদের জীবিকা দিও ফলমূল থেকে।[২]

১১। আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখাকে পুণ্যের অন্যতম মানদণ্ড স্থির করা হয়েছে আল-কুরআনে। বলা হয়েছে ঃ

পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেস্তা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনলে....।[৩]

১২। কেউ শুধু ইহকালের কল্যাণ কামনা করলে সে আখিরাতে কিছুই পাবে না। তবে যে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চাইবে সে তার প্রাপ্য আখিরাতে অবশ্যই পাবে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দাও আমাদের ইহকালেই। বস্তুত পরকালে তাদের জন্য নেই কোন প্রাপ্য অংশ। আর তাদের মধ্যে যারা বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দাও আমাদের ইহকালে কল্যাণ এবং পরকালেও কল্যাণ আর বাঁচাও আমাদের আগুনের আযাব থেকে। তাদেরই জন্য রয়েছে তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ।[৪]

১৩। কেউ দ্বীন ইসলাম পরিত্যাগ করে মুরতাদ হলে এবং কাফিররূপে মারা গেলে তার কর্ম ইহকাল ও পরকালে নিষ্ফল হয়ে যাবে ঃ

◉ তোমাদের মধ্যে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফিররূপে মারা যায়, ইহকাল ও পরকালে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই আগুনের বাসিন্দা, তারা সেখায় স্থায়ী হবে।[৫]

১। সূরা বাকারা ২/ ২ – ৫।

২। সূরা বাকারা ২/১২৬;

৩। সূরা বাকারা ২/১৭৭;

৪। সূরা বাকারা ২/২০০– ২০২; দেখুন সূরা আল ইমরান ৩/১৪৫; নিসা ৪/১৩৪ সূরা হুদ ১১/১৫–১৬; ৪২/২০;

৫। সূরা বাকারা ২/২১৭;

www.pathagar.com

১৪। তালাক প্রসংগে আল্লাহ তায়ালা আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং পরকালের প্রতি ঈমানের কথা উল্লেখ করেছেন।[১] এতে প্রমাণিত হয়, একজন প্রকৃত মু'মিনের জীবনের নিয়ামক হল আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান। যার এ ঈমান আছে সে অন্যায়-অবিচার করতে পারে না ঃ

১৫। ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন কেউ গ্রহণ করলে তার সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।[২]

১৬। শান্তি, শৃংখলা ও আনুগত্যের শর্ত হিসেবে আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান আনাকে শর্ত করা হয়েছে কুরআনে ঃ

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে নির্দেশদাতা। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা পেশ করো আল্লাহ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ ও পরকালে।[৩]

১৭। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে। এ হল দুনিয়ায় তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[৪]

১৮। আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান এবং আমলে সালেহকে মুক্তির নিয়ামক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে ঃ

◉ নিশ্চয় যারা ঈমান আনল, ইয়াহুদী হল, সাবীঈ কিংবা খ্রীষ্টান হল, এদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে ঈমান আনলে এবং ভাল কাজ করলে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।[৫]

১৯। পার্থিব জীবন ও পরকালের জীবন সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

◉ পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়; আর অবশ্যই পরকালের আবাস শ্রেয় তাদের জন্যে যারা তাকওয়া করে, তোমরা কি অনুধাবন কর না?[৬]

১। সূরা বাকারা ২/২৩২

২। সূরা আলে ইমরান ৩/৮৫

৩। সূরা নিসা ৪/৫৯

৪। সূরা মায়িদা ৫/৩৩; ৪১

৫। সূরা মায়িদা ৫/৬৯

৬। সূরা আন'আম ৬/৩২; ৭/১৬৯; ২৯/৬৪

www.pathagar.com

২০। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা চমকপ্রদ বাক্যে প্ররোচিত হয় এবং তাতেই পরিতুষ্ট হয় আর যে অপকর্ম তারা করে তাতে লেগে থাকে ঃ

◉ এরূপ মানুষ ও জিনের মধ্যে শয়তানদের প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, প্রতারণার উদ্দেশ্যে তারা একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্যে প্ররোচিত করে। যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন তবে তারা এরূপ করত না। সুতরাং আপনি তাদের এবং তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন করুন এবং তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন তার প্রতি অনুরাগী হয় আর তারা যে অপকর্ম করে যেন তাই করতে থাকে।[১]

২১। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরকালে ঈমানকে শর্ত করা হয়েছে ঃ

◉ তারাই কেবল আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না, তাদেরই রয়েছে সৎপথ প্রাপ্তির আশা।[২]

২২। আহলে কিতাবের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলা হয়েছে ঃ

◉ যাদের প্রতি কিতাব নাযিল হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না এবং পরকালেও নয়, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না নত হয়ে স্বহস্তে জিয়য়া দেয়।[৩]

২৩। আল্লাহ ও পরকালে যে বিশ্বাস করে সে জীবন ও সম্পদ দিয়ে জিহাদ করতে কুণ্ঠিত নয় ঃ

◉ যারা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে তারা নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদে অব্যাহতি পাইতে আপনার কাছে প্রার্থনা করে না।[৪]

২৪। ইহকালের জীবন পরকালের জীবনের তুনলায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র ঃ

◉ আল্লাহ যার জন্য চান তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকোচিত করেন, কিন্তু ওরা পার্থিব জীবনে উল্লসিত; বস্তুত ইহকালের জীবন পরকালের জীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগমাত্র।[৫]

২৫। পার্থিব জীবনকে অনন্ত জীবনের ওপর প্রাধান্য দেয়া ঘোরতর বিভ্রান্তি ঃ

◉ যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে এবং আল্লাহর পথকে বাঁকা করতে চায়, তারা রয়েছে ঘোরতর বিভ্রান্তিতে।[৬]

১। সূরা ৬/১১২-১১৩;

২। সূরা তাওবা ৯/১৮

৩। ঐ, ৯/২৯

৪। সূরা ৯/৪৪

৫। সূরা রা'দ ১৩/২৬; ৫৭/২০; ৯৩/৪

৬। সূরা ইবরাহীম ১৪/৩

www.pathagar.com

২৬। আখিরাতে অবিশ্বাসীর অন্তর সত্য-বিমুখ এবং সে হয় অহংকারী ঃ

◎ তোমাদের মা'বুদ তো এক মা'বুদ; সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর সত্য-বিমুখ এবং তারা অহংকারী।[১]

২৭। আখিরাতে অবিশ্বাসীরা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী ঃ

◎ যারা আখিরাত বিশ্বাস করে না তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী।[২]

২৮। দ্বিধার সাথে ইবাদত করলে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঃ

◎ মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধা-সংকোচসহ, তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় (কুফরীতে) ফিরে যায়। সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখিরাতে। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।[৩]

২৯। ব্যভিচারের শাস্তি যথাযথভাবে কার্যকরীকরণের ব্যাপারে আল্লাহে ও পরকালে বিশ্বাসকে মানদণ্ড স্থির করা হয়েছে ঃ

◎ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– এদের প্রত্যেককে একশত কশাঘাত করবে; আল্লাহর বিধান বাস্তবায়িতকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহে ও আখিরাতে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।[৪]

৩০। মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করলে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করা হবে ঃ

◎ যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।[৫]

৩১। সতী-সাধ্বী সরলমনা ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করলে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত হবে ঃ

◎ যারা সতী-সাধ্বী, সরলমনা, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।[৬]

৩২। সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা আখিরাতের প্রতি ঈমানের শর্ত ঃ

◎ যারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী। কিন্তু যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে আমি শোভন করেছি, ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি এবং তারাই আখিরাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত।[৭]

১। সূরা নাহল ১৬/২২; ২৩/৭৪
২। সূরা নাহল ১৬/৬০
৩। সূরা হজ্জ ২২/১১
৪। সূরা নূর ২৪/২
৫। ঐ, ২৪/১৯
৬। ঐ, ২৪/২৩
৭। সূরা নামল ২৭/ ৩–৫; ৩১/৪

www.pathagar.com

৩৩। সসীম জ্ঞানের অধিকারী মানুষ বুদ্ধির সাহায্যে আখিরাত অনুধাবন করতে পারে না। কেবল ওহীর মাধ্যমে আখিরাত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। অবিশ্বাসীরা কখনও আখিরাত অস্বীকার করে, আবার কখনও সন্দেহ পোষণ করে ঃ

● আল্লাহ ছাড়া আসমান ও জমিনে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং তারা জানে না তারা কখন পুনরুত্থিত হবে। আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তো নিঃশেষ হয়েছে, তারা তো এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ বরং এ বিষয়ে তারা অন্ধ।[১]

৩৪। দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে নির্দেশ ঃ

● আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস তালাস করে লও আর তোমার দুনিয়ার হিস্যা ভুলে যেয়োনা। পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে পছন্দ করেন না।[২]

৩৫। আখিরাতে বিশ্বাসের যুক্তি প্রদর্শন ঃ

● তারা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, পরে তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এরূপ করা তো আল্লাহর জন্য সহজ। আপনি বলুন ঃ তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অনুধান কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? তারপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ তো সর্বাবস্থায় সর্বশক্তিমান।[৩]

৩৬। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মধ্যে উত্তম অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও আখিরাতে আশা রাখে ঃ

● তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতে আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ।[৪]

৩৭। আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট দিলে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত ও লাঞ্ছিত হবে ঃ

● নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও রাসূলকে, আল্লাহ তাদের অভিশপ্ত করেন দুনিয়ায় ও আখিরাতে এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[৫]

৩৮। আখিরাতে অবিশ্বাসীরা আল্লাহর কথা শুনলে বিতৃষ্ণাবোধ করে ঃ

● আল্লাহর কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাদের উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।[৬]

১। সূরা নামল ২৭/৬৫–৬৬
২। সূরা কাসাস ২৮/৭৭; ৮৭/১৬–১৭;
৩। সূরা আনকাবূত ২৯/১৯-২০
৪। সূরা আহযাব ৩৩/২১; ৬০/৬
৫। ঐ, ৩৩/৫৭
৬। সূরা যুমার ৩৯/৪৫

www.pathagar.com

৩৯। মুশরিকদের পরিচয় প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

◎ দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্যে, যারা যাকাত দেয় না এবং তারাই আখিরাতে বিশ্বাস করে না।[১]

৪০। ইহকাল ও পরকাল উভয়ই আল্লাহর ঃ

◎ মানুষ যা চায় সে কি তা-ই পায়? বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহরই।[২]

৪১। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা ফিরিশতাদের নারী বলে ঃ

◎ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারাই ফিরিশতাদের নারী বলে, অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, সত্যের সামনে অনুমানের কোন মূল্য নেই।[৩]

৪২। আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসীদের পরিচয় ঃ

◎ তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন লোক, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের ভালবাসে হোক না এসব বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা কিংবা জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর তরফ থেকে রূহ দিয়ে। তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত যার পাদদেশে ঝর্ণা-প্রস্রবণ, সেথায় তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ এদের প্রতি প্রসন্ন, এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো! আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।[৪]

৬. কিয়ামত – قِيَامَة

১। কিয়ামত– মহাপ্রলয়। যে দিন আল্লাহ ছাড়া সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে।[৫] দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময়।

২। বা'ছ (بَعْث) – উত্থান। বা'ছ বা'দাল মওত (بَعْث بَعْدَ الْمَوْت) মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠানো।[৬]

৩। নুশূর (نُشُوْر) – পুনরুত্থান। কিয়ামতের পর হিসাব নিকাশের জন্য জীবিত হয়ে উঠা।[৭]

৪। হাশর (حَشْر) – কিয়ামতের পর বিচারের জন্যে পুনরায় জীবিত করে একত্র করা।[৮]

১। সূরা হামীম সাজদা ৪১/৬ – ৭

২। সূরা নাজম ৫৩/২৪–২৫

৩। সূরা নাজম ৫৩/২৭–২৮

৪। সূরা মুজাদালা ৫৮/২২

৫। আল ওয়াসীত ২/৭৬৮; কুরআন পরিচিতি ৬৮

৬। প্রাগুক্ত ১/৬২; ঐ ৭০

৭। প্রাগুক্ত ২/৯২২; ঐ ৭০

৮। প্রাগুক্ত ১/১৭৫; ঐ ৭১

www.pathagar.com

৫। আল-কুরআনে ইয়াওমুল কিয়ামা (يَوْمُ الْقِيَامَةِ) ৬৯বার এসেছে। স্বতন্ত্রভাবে কিয়ামত শব্দ একবারও ব্যবহৃত হয়নি।

৬। দুনিয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে কিয়ামতের মাধ্যমে। কিয়ামত সংঘটিত হবে শিংগার ফুৎকারে। একবারের ফুৎকারে বিলীন হবে এবং আর একবারের ফুৎকারে হাশর ও নুশূর হবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

(ক) যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে– একটি মাত্র ফুৎকার; আর পর্বতমালাসহ পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সেদিন সংঘটিত হবে মহা প্রলয়, আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্রিষ্ট হয়ে পড়বে। সেদিন ফিরিস্তারা আকাশের কিনারায় থাকবে এবং তোমার প্রতিপালকের আরশকে আটজন ফিরিস্তা তাদের উর্ধ্বে ধারণ করবে। সেদিন তোমাদের উপস্থাপন করা হবে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।[১]

(খ) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সেদিন আল্লাহ যাদের চাইবেন তারা ছাড়া, আকাশ মণ্ডলীর ও পৃথিবীর সকলেই ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং সকলেই তাঁর কাছে বিনীত অবস্থায় আসবে। তুমি পর্বতমালা দেখে নিশ্চল মনে করছ, কিন্তু সেদিন সে হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় চলমান।[২]

(গ) আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, ফলে যাদের আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাদের ছাড়া আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। সেদিন বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে এবং আমলনামা পেশ করা হবে, নবীদের ও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে, সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না। প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে।[৩]

৭। কুরআনে ১০বার শিংগায় ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে প্রলয় ও উত্থান উভয় ধরনের জন্য ফুৎকার রয়েছে।[৪]

৮। কুরআনে কিয়ামত বুঝানোর জন্য স'আ (سَاعَةٌ) শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। মোট ৪৭বার সা'আ শব্দ কুরআনে এসেছে। তার মধ্যে ৩৯বার কিয়ামত অর্থে, ৭ বার সময় ও মুহূর্ত অর্থে এবং ১বার মওত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিয়ামত অর্থে ব্যবহৃত সা'আ-এর কয়েকটি উদাহরণ ঃ

(ক) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে কিয়ামত (اَلسَّاعَةُ) কখন ঘটবে। বলুন, এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকেরই রয়েছে। তিনিই যথাসময় তা প্রকাশ করবেন।

১। সূরা হাক্কা ৬৯/১৩–১৮

২। সূরা নামল ২৭/৮৭–৮৮

৩। সূরা যুমার ৩৯/৬৮–৭০

৪। দেখুন সূরা আন'আম ৬/৭৩; কাহফ ১৮/৯৯; তাহা ২০/১০২; মুমিননূন ২৩/১০১; নামল ২৭/৮৭; ইয়াসীন ৩৬/৫১; যুমার ৩৯/৬৮; কাফ ৫০/২০; হাক্কা ৬৯/১৩; নাবা ৭৮/১৮

www.pathagar.com

তা হবে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে এক ভয়ংকর ঘটনা। তা তোমাদের উপর আকস্মিকভাবে আসবে।[১]

(খ) যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে মিথ্যা বলেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমন কি অকস্মাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত (اَلسَّاعَةُ) উপস্থিত হবে তখন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যে একে অবহেলা করেছি সেজন্য আক্ষেপ! তারা তাদের পিঠে নিজেদের পাপ বহন করবে। দেখ! তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট![২]

৯। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠানকে কুরআনে বা'ছ (بَعْثٌ) বলা হয়েছে। যেমন–

■ হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান (بَعْثٌ) সম্বন্ধে সন্দেহ কর তবে লক্ষ্য কর– আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর শুক্র থেকে, তারপর 'আলাক থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি ও অপূর্ণাকৃতি গোস্তপিণ্ড থেকে, তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য।[৩] আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্টকালের জন্যে মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদের শিশুরূপে বড় করি যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটান হয় এবং কাউকে হীনতম বয়সে পৌছান হয়। যার ফলে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তার জানা জিনিসের। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, তারপর তাতে আমি বারি বর্ষণ করি, ফলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এসব এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। কিয়ামত (اَلسَّاعَةُ) অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, আর কবরে যারা রয়েছে আল্লাহ অবশ্যই তাদের পুনরায় জীবিত করে উঠাবেন (يَبْعَثُ)।[৪]

১০। পার্থিব জীবনের পর পুনরায় জীবন লাভ করে কৃতকর্মের প্রতিদান ও প্রতিফল প্রাপ্তি সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ছিল না। এ বিষয়টি মানুষের কাছে নানাভাবে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনে বা'ছ (بَعْثٌ) শব্দটি ৪ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৫৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১১। আল-কুরআনে নুশূর (نُشُوْر) শব্দটি পুনরুত্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বা'ছ (بَعْثٌ) হল মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করে উঠান। বা'ছ আল্লাহর কাজ আর নুশূর বান্দার ক্রিয়া। আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন এবং মৃতবান্দা জীবিত হয়ে উঠবে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

(ক) কাফিররা তো বলে থাকে ঃ আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছু নেই এবং আমরা পুনরায় উত্থিত হব না।[৫]

১। সূরা আ'রাফ ৭/১৮৭

২। সূরা আন'আম ৬/৩১

৩। অর্থাৎ আল্লাহর কুদরত

৪। সূরা হাজ্জ ২২/৫–৭

৫। সূরা দুখান ৪৪/৩৪–৩৫

www.pathagar.com

(খ) আল্লাহ তিনি যিনি বায়ু প্রেরণ করে তা দিয়ে মেঘমালা সঞ্চালিত করেন। তারপর আমি তা নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে পরিচালিত করি এবং তা দিয়ে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। পুনরুত্থান (نُشُوْرٌ) এরূপেই হবে।[১]

১২। কুরআনে নুশূর ৫ বার এসেছে ঃ সূরা আল-ফুরকান ২৫/৩, ৪০, ৪৭; সূরা ফাতির ৩৫/৯; সূরা আল-মুলক ৬৭/১৫।

১৩। কিয়ামত, বা'ছ ও নুশূরের পর বিচারের জন্য সমবেত করাকে হাশর (حَشْر) বলা হয়েছে। কুরআনে ২ বার হাশর শব্দটি এসেছে। ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে এসেছে ৩৭ বার। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) তোমরা মৃত্যুবরণ কর কিংবা নিহত হও, আল্লাহর কাছে তোমাদের একত্র করা হবেই।[২]

(খ) কেউ আল্লাহর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহংকার করলে তিনি তাদের সকলকে তাঁর কাছে একত্র করবেন।[৩]

(গ) স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন তাদের সকলকে একত্র করব, তারপর যারা শরীক করেছিল তাদের বলব ঃ তোমরা যাদের আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়?[৪]

(ঘ) আপনি কুরআন দিয়ে তাদের সতর্ক করুন যারা ভয় করে যে, তাদের একত্র করা হবে তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন অবস্থায় যে, তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না; হয়ত তারা সাবধান হবে।[৫]

(ঙ) বলুন ঃ আমরা কি ডাকব আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে যা আমাদের কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না? আল্লাহ আমাদের সৎপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি সে ব্যক্তির ন্যায় পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব যাকে শয়তান দুনিয়ায় পথ ভুলিয়ে হয়রান করেছে? – যদিও তার সাথীরা তাকে ঠিক পথে আহ্বান করে বলে ঃ এসো আমাদের কাছে। বলুন ঃ আল্লাহর পথই পথ এবং আমরা আদিষ্ট হয়েছি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করতে, সালাত কায়েম করতে ও তাঁকে ভয় করতে। তিনি তো এমন যে তাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।[৬]

(চ) যেদিন আল্লাহ তাদের একত্রিত করবেন সেদিন তাদের মনে হবে যে, দুনিয়ায় তাদের অবস্থিতি ছিল দিবসের মুহূর্তকাল মাত্র। তারা পরস্পরকে চিনবে।[৭]

১। ফাতির ৩৫/৯

২। আল-ইমরান ৩/১৫৮

৩। নিসা ৪/১৭২

৪। আন'আম ৬/২২

৫। আন'আম ৬/৫১

৬। আন'আম ৬/৭১–৭২

৭। ইউনুস ১০/৪৫

www.pathagar.com

(ছ) কিয়ামতের দিন আমি তাদের একত্র করব তাদের মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় - অন্ধ, মূক ও বধির করে।[১]

(জ) স্মরণ কর সেদিনের কথা যেদিন আমি পর্বতকে সঞ্চালিত করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর; সেদিন আমি একত্রিত করব তাদের সকলকে এবং তাদের কাউকে অব্যাহতি দেব না; তাদের উপস্থিত করা হবে তোমার প্রতিপালকের কাছে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ প্রথমবার যেভাবে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার কাছে উপস্থিত হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করব না।[২]

(ঝ) যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন আমি অপরাধীদের দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলবেঃ তোমরা পৃথিবীতে মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত উত্তম ছিল সে বলবে ঃ তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।[৩]

(ঞ) যেদিন তিনি একত্রিত করবেন তাদের এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদের, সেদিন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তোমরা কি আমার এসব বান্দাদের বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে ঃ পবিত্র মহান তুমি! তোমার পরিবর্তে আমরা অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না।[৪]

(ট) যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ ত্রস্ত-ব্যস্ত হয়ে বের হয়ে আসবে, সেদিনই "হাশর"– এ হাশর আমার জন্য সহজ।[৫]

(ঠ) যেদিন আল্লাহর শত্রুদের জাহান্নামের দিকে সমবেত করা হবে সেদিন তাদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে, পরিশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌছবে তখন তাদের কান, চোখ, চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে। তারা নিজেদের চামড়াকে জিজ্ঞাসা করবে ঃ তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ? উত্তরে বলবে ঃ যে আল্লাহ সমস্ত কিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরও বাকশক্তি দিয়েছেন।[৬]

১৪। কিয়ামত শিরনামের আওতায় বা'ছ (بَعْث), নুশূর (نُشُوْر) ও হাশর (حَشْر) বিন্যস্ত করা হল। যেহেতু এ কয়টি বিষয় পরস্পর সম্পৃক্ত, তাই একই স্থানে এদের বর্ণনা করা হল। আলাদাভাবে পৃথক ও স্বতন্ত্র শিরনামে এ সবের বর্ণনায় পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা যেমন রয়েছে, বিষয়ের ঘনিষ্ঠতা বিনষ্টের অবকাশও তেমনি আছে।

১। বনী ইসরাঈল ১৭/৯৭
২। কাহফ ১৮/৪৭-৪৮
৩। তাহা ২০/১০২-১০৪
৪। ফুরকান ২৫/১৭-১৮
৫। কাফ ৫০/৪৪
৬। হা মীম আস্ সাজদা ৪১/১৯-২১

www.pathagar.com

৭. জান্নাত - جَنَّة - বেহেস্ত

১। জান্নাত (جَنَّة) শস্যক্ষেত্র ও উদ্যান।[১] কুরআনে জান্নাত শব্দটি দুনিয়ার বাগান ও শস্যক্ষেত্র অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

পারিভাষিক দিক দিয়ে কুরআনে নেককারদের অনন্তকালের স্থায়ী আবাসস্থলকে জান্নাত বলা হয়েছে।[৩]

২। কুরআনে জান্নাত একবচনে ৭১ বার, দ্বিবচনে ৮ বার এবং বহুবচনে ৬৯ বার এসেছে।

৩। কুরআনে জান্নাতকে কখনও পুরস্কার (ثَوَاب) বলা হয়েছে ঃ

◎ যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তিনি তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্যে কোন কর্মে-নিষ্ঠ নর অথবা নারীর কর্মফল ব্যর্থ করি না, তোমরা একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে, নিজ গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, আমি তাদের মন্দ কাজ অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদের দাখিল করব জান্নাতে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নদী। এ হল আল্লাহর তরফ থেকে পুরস্কার (ثَوَابًا); আর আল্লাহরই কাছে রয়েছে উত্তম পুরস্কার।[৪]

৪। কখনও আতিথ্য (نُزُلًا) বলা হয়েছে ঃ

◎ যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নদী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হল আল্লাহর তরফ থেকে আতিথ্য (نُزُلًا)। আল্লাহর কাছে যা আছে তা নেককারদের জন্য শ্রেয়।[৫]

৫। কখনও শুভ পরিণাম (عُقْبَى الدَّارِ) বলা হয়েছে ঃ

◎ যারা আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে, প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না, আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে বলেছেন তা অক্ষুণ্ন রাখে, স্বীয় প্রতিপালককে ভয় করে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে; আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, যে রিযক আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং ভাল দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম (عُقْبَى الدَّارِ) স্থায়ী জান্নাত, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা ভালকাজ করেছে তারাও এবং ফিরিস্তারা তাদের কাছে

১। আল-ওয়াসীত ১/১৪১

২। বাকারা ২/২৬৫-২৬৬; আন'আম ৬/৯৯ বনী ইসরাঈল ১৭/৯১; কাহফ ১৮/৩২-৩৫

৩। দেখুন কুরআন পরিচিতি ৬৯

৪। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯৫

৫। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯৮

www.pathagar.com

উপস্থিত হবে প্রত্যেক দুয়ার দিয়ে; তারা বলবে ঃ তোমাদের প্রতি সালাম, কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে, কত উত্তম পরিণাম (عُقْبَى الدَّارِ)।[১]

৬। জান্নাতের প্রশস্ততা ঃ

(ক) তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি। এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা করেন তাকে তিনি তা দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।[২]

(খ) তোমরা ধাবমান হও তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।[৩]

(৭) জান্নাত তাদের জন্য যারা মুমিন, মুত্তাকী, সৎকর্মশীল ঃ

(ক) কত উত্তম মুত্তাকীদের আবাসস্থল! তা হল স্থায়ী জান্নাত– যেখানে তারা প্রবেশ করবে, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহর, যা কিছু তারা কামনা করবে সেখানে তাদের জন্য তা থাকবে।[৪]

(খ) মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে তার উপমা এরূপ ঃ প্রবাহিত হয় তার পাদদেশে নহর, তার ফল-ফলাদী ও ছায়া চিরস্থায়ী।[৫]

(গ) মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য– জান্নাত– উদ্যান ও দ্রাক্ষা, সমবয়স্কা উদভিন্ন যৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পান-পাত্র। সেথায় তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা কথা, এ হল পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের।[৬]

(ঘ) সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাত ঃ নিশ্চয় সৎকর্মশীলরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কর্পূর- এমন একটি প্রস্রবণের যা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে, তারা ঐ প্রস্রবণকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। তারা দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করে এবং ঐদিনের ভয় করে যেদিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক। খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাওয়ায় এবং বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমাদের খাওয়ালাম, তোমাদের কাছ থেকে কোন প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা ভয় করি আমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদের রক্ষা করবেন সেদিনের অনিষ্ট থেকে এবং তাদের দেবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যের পুরস্কার স্বরূপ তাদের দেবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র। সেথায় তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে, সেথায় তারা অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত

১। সূরা রা'দ ১৩/২০-২৪; সূরা মুমিন ৪০/৮-৯
২। সূরা হাদীদ ৫৭/২১
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/১৩৩
৪। সূরা নহল ১৬/৩০-৩১; ২৫/১৬; ৪৮/৫
৫। সূরা রা'দ ১৩/৩৫
৬। সূরা নাবা ৭৮/৩১-৩৬

www.pathagar.com

বোধ করবে না। তাদের উপর থাকবে সন্নিহিত বৃক্ষছায়া এবং তার ফল-মূল তাদের পরিপূর্ণ আয়ত্তাধীন করা হবে। তাদের পরিবেশন করা হবে রোপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে, রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে, পরিবেশনকারীরা তা যথাযথভাবে পূর্ণ করবে। সেথায় তাদের পান করতে দেয়া হবে আদ্রক মিশ্রিত পানীয়। সেথায় রয়েছে "সালসাবীল" নামের প্রস্রবণ। তাদের পরিবেশন করবে চির কিশোররা যাদের দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তুমি যখন সেথায় দেখবে দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ ও বিশাল রাজ্য। তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম-সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, তারা অলংকৃত হবে রোপ্য নির্মিত কংকনে, আর তাদের প্রতিপালক তাদের পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।[১]

(ঙ) সেদিন অনেক মুখমণ্ডল নিজেদের কর্ম সাফল্যে আনন্দোজ্জ্বল ও পরিতৃপ্ত হবে সুমহান জান্নাতে–সেথায় তারা অসার বাক্য শুনবে না, সেথায় থাকবে বহমান প্রস্রবণ, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা, প্রস্তুত থাকবে পান-পাত্র, সারিসারি উপাধান এবং বিছানো গালিচা।[২]

(চ) যারা আখিরাতে বিশ্বাসী ও প্রকৃত মুসলিম তাদের জন্য জান্নাত ঃ যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে আমি তাদের পুরস্কৃত করি। যে সৎকর্ম করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না; তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত– যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহর, সেথায় তাদের স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র এবং সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।[৩]

(ছ) যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস, সেথায় তারা স্থায়ী হবে, সেখান থেকে তারা বেরুতে চাইবে না।[৪]

(জ) জান্নাতে তারা শান্তি– সালাম ছাড়া কোন অসার বাক্য শুনবে না।[৫]

(ঝ) প্রকৃত মুসলিম সহধর্মিণীসহ জান্নাতে থাকবে ঃ যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং প্রকৃত মুসলিম হয়েছিলে– তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর; স্বর্ণের থালা ও পান-পাত্র নিয়ে তাদের প্রদক্ষিণ করা হবে। সেথায় রয়েছে সবকিছু যা অন্তর চাইবে ও যাতে নয়ন তৃপ্ত হবে। সেথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এ-ই জান্নাত, যার অধিকারী তোমাদের করা হয়েছে, যে কাজ তোমরা করতে তার ফল স্বরূপ। সেখানে রয়েছে তোমাদের জন্য প্রচুর ফল-মূল, তোমরা তা থেকে আহার করবে।[৬]

১। সূরা দাহর ৭৬/৫-২১

২। সূরা গাশিয়া ৮৮/৮-১৬

৩। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/৩০-৩১; ২২/২৩; ৪৪/৫১-৫৭; ৯৮/৮

৪। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/১০৭-১০৮; ৩২/১৯

৫। সূরা মারইয়াম ১৯/৬২

৬। সূরা যুখরুফ ৪৩/৬৯-৭৩

www.pathagar.com

(ঞ) জান্নাতীদের কোন দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না। কোন ক্লেশ কিংবা ক্লান্তিতও তাদের স্পর্শ করবে না।[১]

(ট) জান্নাতীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে– তারা ও তাদের সঙ্গীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে, তাদের জন্য জান্নাতে থাকবে তারা যা চাইবে তা সবই, পরম দয়াময় প্রতিপালকের তরফ থেকে তাদের বলা হবে "সালাম"।[২]

(ঠ) যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের সুসংবাদ দিন ঃ তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত– যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহর। যখনই তাদের ফল-মূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, "পূর্বে জীবিকারূপে আমাদের যা দেয়া হত এসব তো তাই-ই।" তাদের দেয়া হবে অনুরূপ ফলই এবং সেখানে রয়েছে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী ও সঙ্গী, তারা সেখানে স্থায়ী হবে।[৩]

৮. জাহান্নাম – جَهَنَّم

১। গভীর খাত ও গর্ত বুঝাতে প্রাচীন আরবীতে জাহান্নাম ব্যবহার করা হত।[৪]

২। কুরআনে জান্নাতের বিপরীত অর্থ বুঝাতে জাহান্নাম ব্যবহৃত হয়েছে। শেষ বিচারের দিন হিসাব নিকাশের পর যারা শাস্তি ভোগের জন্য সাব্যস্ত হবে তাদের শাস্তি ভোগের স্থল জাহান্নাম।[৫]

৩। আল-কুরআনে জাহান্নাম বুঝাতে অন্যান্য শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– سَعِيْر (সা'য়ীর) ১৭বার, جَحِيْم (জাহীম) ২৬ বার, نَار (নার) ১৪৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। جَهَنَّم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ৭৭ বার।

৪। জাহান্নামের পরিচয় ঃ

(ক) পরিণামে সত্য প্রত্যাখ্যানকরীদের জন্য আছে জাহান্নাম, তাদের প্রত্যেককে পান করান হবে গলিত পুঁজ– যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সর্বদিক থেকে তার কাছে আসবে মৃত্যু-যন্ত্রণা, কিন্তু সে মরবে না; সে কঠোর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে।[৬]

(খ) নিশ্চয় জাহান্নাম হল ইব্‌লীসের অনুসারীদের নির্ধারিত স্থান, যার সাতটি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল রয়েছে।[৭]

১। সূরা ফাতির ৩৫/৩৪-৩৫
২। সূরা ইয়াসীন ৩৬/৫৫-৫৮; ৩৮/৫০-৫৪
৩। সূরা বাকারা ২/২৫
৪। আল-ওয়াসীত ১/১৪৪
৫। ঐ, কুরআন পরিচিত ৭০
৬। সূরা ইব্‌রাহীম ১৪/১৬-১৭
৭। সূরা হিজর ১৫/৪৩-৪৪

www.pathagar.com

(গ) জ্বালানোর জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। যারা আমার আয়াত প্রত্যাখ্যান করে তাদের আমি আগুনে জ্বালাবই। যখনই তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখনই তার স্থলে নতুন চামড়া সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

(ঘ) নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে আছে সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল রূপে; সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে; সেথায় তারা আস্বাদন করবে না শীত আর না কোন পানীয়, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ছাড়া। এ হল উপযুক্ত প্রতিফল।[২]

(ঙ) যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদের জন্য ফয়সালা দেয়া হবে না যাতে তারা মরবে, তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দেই। সেথায় তারা আর্তনাদ করে বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক। দাও আমাদের নিষ্কৃতি, আমরা ভাল কাজ করব, যা পূর্বে করতাম তা করব না। আল্লাহ্ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল? সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর। সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।[৩]

৫। জাহান্নামের অধিবাসী ঃ

(ক) যারা কুফরী করে, ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি করে, তাদের আবাসস্থল হল জাহান্নাম।[৪]

(খ) কারো কাছে সৎপথ প্রকাশিত হওয়ার পর সে যদি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের পথ ছেড়ে অন্যপথ অনুসরণ করে, তবে সে যে দিকে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে জ্বালাব, আর কত মন্দ সে আবাস![৫]

(গ) আমি তো সৃষ্টি করেছি অনেক জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে শোনে না; এরা পশুর ন্যায়, বরং তার চাইতেও অধিক মূঢ়! এরা তো উদাসীন।[৬]

(ঘ) কাফিরদের বলা হবে ঃ তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে যাদের তোমরা পূজা কর সবই জাহান্নামের ইন্দন, তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ কর। যদি তারা ইলাহ হত তবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করত না। তারা সবাই তথায় স্থায়ী হবে। সেথায় থাকবে তাদের আর্তনাদ এবং সেথায় তারা কিছুই শুনতে পাবে না।[৭]

১। সূরা নিসা ৪/৫৫-৫৬
২। সূরা নাবা ৭৮/২১-২৬
৩। সূরা ফাতির ৩৫/৩৬-৩৭; ৩৮/৫৫-৫৮
৪। সূরা মুহাম্মদ ৪৭/১২
৫। সূরা নিসা ৪/১১৫
৬। সূরা আ'রাফ ৭/১৭৯
৭। সূরা আম্বিয়া ২১/৯৮-১০০

www.pathagar.com

(ঙ) ইবলীসের অনুসারীদের আবাসস্থল ঃ

তোমার (ইবলীস) ও তোমার অনুসারীদের দিয়ে আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই।[১]

(চ) আমি জিন ও মানুষ উভয় দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করবই, তোমার প্রতিপালকের এ কথা পূর্ণ হবেই।[২]

(ছ) নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে এবং তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সহায় পাবে না।[৩]

৬। জাহান্নাম থেকে বাঁচার আহ্বান ঃ

(ক) তোমরা জাহান্নামকে ভয় কর যার ইন্দন মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত করে রেখে দেয়া হয়েছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।[৪]

(খ) হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের এবং স্বীয় পরিবার-পরিজনদের রক্ষা কর জাহান্নাম থেকে, যার ইন্দন মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফেরেস্তারা, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে।[৫]

৭। জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য মুনাজাত ঃ

(ক) হে আমাদের প্রতিপালক! দাও আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ এবং আখিরাতেও কল্যাণ, আর বাঁচাও আমাদের দোজখের আযাব থেকে।[৬]

(খ) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ বিশ্ব নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, আমাদের তুমি বাঁচাও দোজখের আযাব থেকে। হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয়ই তুমি যাকে দোজখে প্রবেশ করালে তাকে তো হেয় করলে, আর সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি ঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন। সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আমাদের মওত দাও নেককারদের সাথী করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দাও যা তুমি তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ এবং কিয়ামতের দিন আমাদের হেয় করো না। তুমি তো ওয়াদা খেলাফ করো না।[৭]

১। সূরা সা'দ ৩৮/৮৫
২। সূরা হুদ ১১/১১৯; ৩২/১৩
৩। সূরা নিসা ৪/১৪৫
৪। সূরা বাকারা ২/২৪; ৩/১৩১
৫। সূরা তাহরীম ৬৬/৬
৬। সূরা বাকারা ২/২০১
৭। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯১-১৯৪

www.pathagar.com

৯.আরশ - عَرْش ও কুরসী - كُرْسِى

১। আঙ্গুরের মাচান, রাজার সিংহাসন, ছাদবিশিষ্ট হাওদা, পাখীর বাসা, দলনেতা ইত্যাদি অর্থে প্রাচীন আরবী সাহিত্যে 'আরশ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

২। আল-কুরআনে বিভিন্ন অর্থে আরশ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) রাজ সিংহাসন অর্থে ঃ

◉ ইউসুফ তার মাতা-পিতাকে আরশে উপবেশন করাল এবং তারা সকলে তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল।[২]

◉ সুলায়মানকে হুদ হুদ বললঃ আপনি যা অবগত নন আমি তা জানি, আমি সাবা সাম্রাজ্য থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। আমি এক নারীকে (বিলকিস) তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখলাম, তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন (عَرْشٌ)।[৩]

(খ) সৃষ্টির ব্যাপারে যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনা- কেন্দ্র অর্থে ঃ

নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেন তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন।[৪]

◉ তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বলুন ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।[৫]

◉ তুমি ফেরেস্তাদের দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে।[৬]

◉ যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।[৭]

◉ ফিরিশতারা আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের উর্ধ্বে।[৮]

৩। কুরআনে ২৬ বার আরশ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ২১ বার আল্লাহর জন্য এবং ৫ বার মানুষের জন্য।

৪। কুরসী (كُرْسِى) শব্দ অভিধানে আসন, কেদারা, চেয়ার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৯]

১। আল ওয়াসীত ২/৫৯৩
২। সূরা ইউসুফ ১২/১০০
৩। সূরা নামল ২৭/২২-২৩, ৩৮, ৪১, ৪২
৪। সূরা আ'রাফ ৭/৫৪; ১০/৩; ৫৭/৪
৫। সূরা তাওবা ৯/১২৯
৬। সূরা যুমার ৩৯/৭৫
৭। সূরা মুমিন ৪০/৭
৮। সূরা হাক্কা ৬৯/১৭
৯। আল-ওয়াসীত ২/৭৮৩

www.pathagar.com

৫। কুরআনে ২ বার কুরসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একবার আল্লাহর জন্য এবং একবার মানুষের জন্য ঃ

◎ আল্লাহর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।[১] এখানে কুরসী আরশ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যার মর্মার্থ–সৃষ্টির ব্যাপারে যাবতীয় বিষয় পরিচালনা কেন্দ্র তথা ক্ষমতা।

◎ আমি সুলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার কুরসীর (আসনের) উপর একটি ধড় রাখলাম, তারপর সে আমার অভিমুখী হল।[২]

৬। আরশ ও কুরসী রূপক অর্থে আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়, আভিধানিক অর্থে নয়।[৩]

১০. 'ইল্লিয়্যীন - عِلِّيِّيْن ও 'ইল্লিয়্যূন - عِلِّيُّوْنَ

১। উচ্চ স্থান, উন্নত মর্যাদা ইত্যাদি অর্থে ইহা অভিধানে বিদ্যমান। اَلْعِلِّيُّ-এর বহুবচন عِلِّيُّوْنَ এবং হালাতে জররীতে عِلِّيِّيْنَ।[৪]

২। আল-কুরআনে ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। মুমিনদের নাম ও আমলনামা সম্বলিত রেজিস্টার। মতান্তরে মুমিনদের আমলনামা যে স্থানে সংরক্ষিত সেই স্থান।[৫]

৫। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ অবশ্যই নেকারদের আমলনামা রয়েছে ইল্লিয়্যীনে। তুমি কি জান ইল্লিয়্যীন কি? তা হল চিহ্নিত কিতাব বা আমলনামা। যারা আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে। অবশ্য নেককাররা থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে, তারা অবলোকন করবে সুসজ্জিত আসনে বসে। তুমি তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে, তাদের মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে পান করান হবে; তার মোহর মিসকের। এ সম্পর্কে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। উহার মিশ্রণ হবে তাসনীমের– ইহা একটি প্রস্রবণ, যা থেকে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করবে।[৬]

১১. সিজ্জীন - سِجِّيْن

১। কারাগার, জাহান্নামের একটি গর্ত, যে স্থানে জিন ও ইনসানের মধ্যে যারা বদকার তাদের আমলনামা সংরক্ষিত করা হয়, মতান্তরে কাফিরদের আমলনামা।[৭]

২। কুরআনে ২ বার সিজ্জীন শব্দ এসেছে।

১। সূরা বাকারা ২/২৫৫
২। সূরা সাদ ৩৮/৩৪
৩। দেখুন কুরআন পরিচিতি ৬৮
৪। আল-ওয়াসীত ২/৬২৫; আসাসুল বালাগা ৩১২
৫। দেখুন কুরআন পরিচিতি ৭২
৬। সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩/১৮-২১
৭। কুরআন পরিচিতি ৭৬ ; আল-ওয়াসীত ১/৪১৮

www.pathagar.com

◉ নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা তো রয়েছে সিজ্জীনে;

◉ তুমি কি জান সিজ্জীন কী ?

তা হল চিহ্নিত আমলনামা। সেদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের, যারা অস্বীকার করে শেষ বিচারের দিন।[১]

৩। কিয়ামতের দিন বিচারের পর নেককারদের ও বদকারদের আবাস চিরদিনের জন্য আলাদা করে দেয়া হবে। নেককাররা থাকবেন বেহেস্তে এবং বদকাররা শাস্তি ভোগ করবে দোজখে। তবে বিচার পূর্বে তাদের কৃতকর্মের দলীল বা আমলনামা সংরক্ষিত থাকবে পৃথক পৃথকভাবে। সূরা মুতাফ্ফিফীনে ইল্লিয়্যীন ও সিজ্জীন বলে তাদের আমলনামা সংরক্ষণের স্থান উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের কতক ভাষ্যকারের মতে নেককারের আমলনামাকে ইল্লিয়্যীন এবং বদকারের আমলনামাকে সিজ্জীন বলা হয়েছে।[২]

১২. বারযাখ - بَرْزَخ

১। অন্তরায়, পর্দা, প্রতিবন্ধক ইত্যাদি। ভূগোলে যোজক– যে সূক্ষ্ম ভূ-খণ্ড দুই বিশাল ভূ-খণ্ডকে যুক্ত করে এবং যা দু'টি মহাসমুদ্রকে পৃথক করে।[৩] যেমন– পানামা যোজক। ইহা উত্তর আমেরিকাও দক্ষিণ আমেরিকাকে যুক্ত করেছে এবং প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে বিযুক্ত করেছে।

২। আল-কুরআনে বারযাখ ৩ বার এসেছে। একবার পারিভাষিক অর্থে এবং ২ বার আভিধানিক অর্থে। আভিধানিক অর্থে ঃ

◉ তিনিই দুই দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেন– একটি মিষ্ট, সুপেয় এবং অন্যটি লোনা, খর। উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায় (بَـرْزَخً), এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।[৪]

◉ তিনিই প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অনতিক্রম্য অন্তরায় (بَرْزَخٌ)।[৫]

৩। মৃত্যুর পর পুনরুত্থান পর্যন্ত রূহের অবস্থান স্থলকে কুরআনের পরিভাষায় বারযাখ বলা হয়েছে ঃ

◉ যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় প্রেরণ করুন যাতে আমি ভাল কাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।

১। সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩/৭-১২
২। দেখুন কুরআন পরিচিতি ৭২,৭৬
৩। আল-ওয়াসীত ১/৪৯; কুরআন পরিচিতি ৭০
৪। সূরা ফুরকান ২৫/৫৩
৫। সূরা আর-রহমান ৫৫/১৯-২০

www.pathagar.com

না এ হবার নয়। এটা তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে থাকবে বারযাখ পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।[১]

৪। মৃত্যুর সাথে সাথে দুনিয়ার সংগে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কিয়ামতের পর আখিরাত শুরু না হওয়া পর্যন্ত রূহ দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকে। এটাই আলম-ই-বারযাখ।

১৩. আ'রাফ - أَعْرَاف

১। প্রাচীর, সুউচ্চ পাহাড়, পাহাড়ের চূড়া ইত্যাদি।[২]

২। জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তীস্থল বা মধ্যবর্তী প্রাচীরকে কুরআনে আ'রাফ বলা হয়েছে।

৩। কুরআনে ২ বার আ'রাফ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং ৭ নম্বর সূরাটির নামকরণ করা হয়েছে আ'রাফ।

৪। **কুরআনের বর্ণনা ঃ**

◉ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে রয়েছে পর্দা; এবং আ'রাফে রয়েছে কিছু লোক যারা প্রত্যেককে তার চিহ্ন দিয়ে চিনবে; তারা জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে ঃ তোমাদের উপর শান্তি হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করে। যখন তাদের দৃষ্টি জাহান্নামীদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তখন তারা বলবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের যালিমদের সঙ্গী করো না।[৩]

◉ আ'রাফবাসীরা ডেকে বলবে সেসব লোকদের যাদের তারা লক্ষণ দেখে চিনবে ঃ তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে আসল না।

◉ এরা কি তারা যাদের সম্বন্ধে তোমরা শপথ করে বলতে ঃ আল্লাহ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে না?

◉ এদেরই বলা হবে ঃ তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।[৪]

১। সূরা মুমিন ২৩/৯৯-১০০

২। আল-ওয়াসীত ২/৫৯৫

৩। সূরা আ'রাফ ৭/৪৬-৪৭

৪। সূরা আ'রাফ ৭/৪৮-৪৯

www.pathagar.com

১৪. গায়ব - غَيْب

১। অদৃশ্য, লুক্কায়িত, অনুপস্থিত, যা কিছু মানুষের অগোচরে তা অন্তরে থাকুক কিংবা না থাকুক।[১]

২। কুরআনে গায়ব অদৃশ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

৩। কুরআনে গায়ব (غَيْب) ৪৯ বার, গুয়ূব (غُيُوْب) ৪ বার এসেছে।

৪। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◎যারা অদৃশ্যে (غَيْب)[৩] ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, তাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ইমান রাখে আর আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস করে তারাই মুত্তাকী, তারাই তাদের রবের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।[৪]

◎ আল্লাহ্ বললেন ঃ হে আদম! তুমি তাদের এ সবকিছুর নাম বলে দাও। যখন সে তাদের এ সবের নাম বলে দিল তখন আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি কি তোমাকে বলি নি, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর গায়ব সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন কর তাও আমি জানি।[৫]

◎ বলুন ঃ আমি তোমাদের বলি না, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে এবং আমি গায়েব সম্বন্ধেও অবহিত নই, একথাও আমি তোমাদের বলি না, আমি ফিরিশতা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি।[৬]

৫। কুরআনে গায়ব অগোচর, চক্ষুর অন্তরাল ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন -

◎ সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হল অনুগতা, তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে (غَيْب) আল্লাহর হিফাজতে হিফাজত করে।[৭] অর্থাৎ তারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব এবং স্বামীর যাবতীয় স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করে।

◎ যারা ভয় করে তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে অগোচরে (غَيْب) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।[৮]

১। আল-ওয়াসীত ২/৬৬৭; আল-মিসবাহুল মুনীর ৪৫৭

২। কুরআন পরিচিতি ৬৯

৩। এখানে غيب বলতে দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত। যেমন - আল্লাহ, ফেরেস্তা, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

৪। সূরা বাকারা ২/৩-৫

৫। সূরা বাকারা ২/৩৩

৬। সূরা আন'আম ৬/৫০; ১১/৩১

৭। সূরা নিসা ৪/৩৪

৮। সূরা মুলক ৬৭/১২

www.pathagar.com

১৫. রূহ - رُوْح

১। অভিধানে রূহ আত্মা, সত্তা, শ্বাস-প্রশ্বাস ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১]

২। কুরআনে আত্মা, পবিত্র আত্মা, আল্লাহর নির্দেশ, অহী, কুরআন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২]

৩। দর্শনে বস্তুর বিপরীত যা তাকে রূহ বলা হয়।[৩]

৪। রসায়নে বস্তুর দ্রবীভূত ও শোধনের পরবর্তী নির্যাসকে রূহ বলা হয়।[৪]

৫। ইবনুল আনবরী ও ইবনুল আরবীর মতে রূহ ও নাফ্স এক ও অভিন্ন। গ্রীক দার্শনিকদের মতে রূহ হল রক্ত, কেননা রক্ত নিঃশেষ হলে জীবন শেষ হয়ে যায় এবং রক্তের কারণে শরীর সুস্থ ও অসুস্থ হয়।[৫]

৬। আহল আল সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মতে, রূহ সেই সত্তাকে বলে যা বুঝতে, অনুধাবন করতে ও বলতে শক্তি রাখে, যা দেহ শেষ হলেও শেষ হয় না, যা অবিনশ্বর। তারা প্রমাণ হিসেবে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে ঃ

আল্লাহর পথে যারা প্রাণ দেয় তাদের তোমরা মৃত বলো না, তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না।[৬]

৭। আল-কুরআনে রূহ (رُوْح) ১১ বার, রূহী (رُوْحِىْ) ২ বার, রূহনা (رُوحنا) ৩ বার, রুহুল কুদ্দুস (رُوْحُ الْقُدُسِ) ৪ বার এবং রুহুল আমীন (اَلرُّوْحُ الْاَمِيْنُ) ১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। আল-কুরাআনে রূহ (رُوْح)-এর ব্যবহার ঃ

(ক) আত্মা অর্থে ঃ

◎ তারা আপনাকে "রূহ" সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলুনঃ "রূহ" আমার প্রতিপালকের আদেশ থেকে। তোমাদের তো খুব সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।[৬]

অর্থাৎ "রূহ" জড় জগতের উর্ধ্বের বিষয় যা মানুষের বোধগম্যের বাইরে।

◎ আল্লাহ তিনি যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছে উত্তমরূপে এবং কাদামাটি হতে মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন। তারপর তার বংশ উৎপন্ন করেন তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস থেকে। পরে তিনি তাকে করেছেন সুঠাম এবং তাতে ফুঁকে দিয়েছেন

১। আল-ওয়াসীত ১/৩৮০; আল-মিসবাহুল মুনীর ২৪৫
২। তা'রীফাত ৯৯-১০০ প্রাগুক্ত
৩। আল-ওয়াসীত ১/৩৮০
৪। প্রাগুক্ত
৫। আল-মিসবাহুল মুনীর ২৪৫
৬। সূরা বাকারা ২/১৫৪; ৩/১৬৯; প্রাগুক্ত
৭। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৮৫; ৪/১৭১

www.pathagar.com

তাঁর "রূহ" থেকে। তিনি তোমাদের দিয়েছেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তঃকরণ; তোমরা অতি অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১]

◎ স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন ঃ আমি ছাঁচেঢালা শুষ্ক টনটনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করতেছি; যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার "রূহ" থেকে ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হবে।[২]

◎ মরিয়ম তনয় ঈসা মসীহ হলেন আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মরিয়মের কাছে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁর রূহ।[৩]

৯। "রূহ" জীবের ক্ষেত্রে আত্মা এবং আল্লাহর ক্ষেত্রে আদেশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরে বর্ণিত আয়াত সমূহ এ অর্থে বুঝতে হবে।

◎ স্মরণ কর মরিয়মের কথা যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছিল, আমি তার মধ্যে আমার "রূহ" থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম। [৪]

১০। অহী অর্থে ঃ

◎ আল্লাহ সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন অহী (يُلْقِي الرُّوحَ) প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামতের দিনের সাক্ষ্য সম্পর্কে।[৫]

১১। শক্তি/হিদায়াত অর্থে ঃ

◎ তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে এমন কোন লোক যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদের– হোকনা তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা কিংবা জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর "রূহ"[৬] দিয়ে।[৭]

১২। জিব্‌রাঈল অর্থে ঃ

◎ মরিয়াম যখন পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালয় আশ্রয় নিয়ে নিজেকে আড়াল করার নিমিত্ত পর্দা করল তখন আমি তার কাছে আমার "রূহ" কে পাঠালাম। সে তার কাছে পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। মরিয়াম বলল ঃ তুমি যদি আল্লাহকে ভয় কর তবে আমি তোমা হতে দয়াময়ের শরণ নিচ্ছি। সে বলল ঃ আমি তো কেবল তোমার প্রতিপালক কর্তৃক প্রেরিত তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করার জন্য।[৮]

এখানে "রূহ" ফিরিশ্‌তা জিবরাঈল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩। আল-কুরআনে রুহুল আমীন (رُوحُ الْأَمِينُ) ও রুহুল কুদুস (رُوحُ الْقُدُسِ) জিব্‌রাঈল ফিরিশ্‌তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

১। সূরা আস-সাজদা ৩২/৭-৯

২। সূরা হিজর ১৫/২৮-২৯; ৩৮/ ৭২; ৭০/৪

৩। সূরা নিসা ৪/১৭১

৪। সূরা আম্বিয়া ২১/৯১; ৬৬/১২

৫। সূরা মুমিন ৪০/১৫

৬। এখানে "রূহ" অর্থ আল্লাহর হিদায়াত ও তাঁর কুদরত

৭। সূরা মাজাদালা ৫৮/২২

৮। সূরা মারইয়াম ১৯/১৬-১৯

www.pathagar.com

◎ নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তারপর পর্যায়ক্রমে রাসূল প্রেরণ করেছি। আমি দিয়েছি মরিয়াম-তনয় ঈসাকে মুজিযা এবং রুহুল কুদুসকে দিয়ে তাকে শক্তিশালী করেছি।[১]

এখানে رُوْحُ الْقُدُسِ দিয়ে পবিত্র আত্মা তথা ফিরিশতা জিব্‌রাইল (আ)-কে বুঝান হয়েছে।

◎ নিশ্চয় আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রাব্বুল আলামীনের তরফ থেকে, রুহুল আমীন তা নিয়ে অবতরণ করেছে আপনার হৃদয়ে যাতে আপনি সতর্ককারী হতে পারেন। অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে।[২]

এখানে رُوْحُ الْاَمِيْنِ দিয়ে জিব্‌রাঈল ফিরিশতাকে বুঝান হয়েছে।

১৬. নাফস - نَفْس

১। সত্তা, জীবন, অন্তর, ব্যক্তি, দেহ, জীব, মানুষ, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি ইত্যাদি।[৩]

২। রক্ত, নির্যাস, আত্মা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[৪]

৩। কুরআনে নাফ্‌স (نَفْس) ১৪০ বার, নুফুস (نُفُوْس) ২ বার, আনফুস (انفس) ১৫৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। কুরআনে তিনি ধরনের 'নাফস'-এর উল্লেখ রয়েছে ঃ

(ক) মন্দকর্ম প্রবণ চিত্ত (اَلنَّفْسُ الْاَمَّارَةُ)। হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ সে বলল ঃ আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না; মানুষের মন তো অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ, তবে সে ছাড়া যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৫]

(খ) তিরস্কারকারী চিত্ত (اَلنَّفْسُ اللَّوَّامَةُ)। যে মন সত্য-সন্ধানী এবং হৃদয়ের জ্যোতিতে হিদায়াত প্রাপ্ত, যার ফলে মন্দ প্রবণতাকে জয় করে তওবা করে এবং প্রবৃত্তির অসৎ কামনার বশীভূত না হয়ে তা থেকে বিরত থাকে। আখিরাতে মানুষকে পুনর্জীবিত করার কথা প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

◎ আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের, আরও শপথ করছি তিরস্কারকারী মনের;

১। সূরা বাকারা ২/৮৭, ২৫৩; ৫/১১০; ১৬/১০২

২। সূরা শূ'আরা ২৬/১৯২-১৯৬

৩। আল-ওয়াসীত ২/৯৪০; আল-মুনীর ৬১৭; *Hans wehr 985.*

৪। প্রাগুক্ত

৫। সূরা ইউনুস ১২/৫২-৫৩

www.pathagar.com

মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিগুলো একত্রিত করতে পারব না? বস্তুত আমি তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনরায় বিন্যস্ত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।[১]

(গ) প্রশান্ত চিত্ত (اَلنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) যে চিত্ত আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে এবং মন্দ প্রবৃত্তি পরিহার করে প্রশংসিত চরিত্রের অধিকারী হয়।[২] হাশরের দিন আল্লাহ বলবেন ঃ

◉ হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষ ভাজন হয়ে, আমার বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।[৩]

◉ তারা ঈমান আনে এবং তাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় আল্লাহর স্মরণে। জেনে রেখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।[৪]

৫। কুরআনে ব্যবহৃত কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) জীবন অর্থেঃ

◉ অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে এবং ধন-সম্পদ, জীবন (اَنْفُس) ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে। আপনি সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের।[৫]

(খ) জীবন ও প্রাণী অর্থে ঃ

◉ আল্লাহই প্রাণ নেন জীবের (اَنْفُسَ) তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি ধরে রাখেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।[৬]

(গ) মন, অন্তর, চিত্ত অর্থে ঃ

◉ তোমাদের প্রতিপালক ভাল জানেন যা আছে তোমাদের অন্তরে (نُفُوْسِكُمْ)।[৭]

◉ আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের মনে (اَنْفُسِكُمْ) যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের থেকে নেবেনই।[৮]

(ঘ) প্রবৃত্তি অর্থে ঃ

◉ আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি (نَفْسُهُ) তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক কাছে।[৯]

১। সূরা কিয়ামা ৭৫/১-৪

২। তা'রীফাত ২১৭-২১৮

৩। সূরা ফজর ৮৯/২৭-৩০

৪। সূরা রা'আদ ১৩/২৮

৫। সূরা বাকারা ২/১৫৫; ৩/১৮৬; ৫/৪৫; ৬/৯৩; ৯/৪১; ১৬/৭; ৬১/১১

৬। সূরা যুমার ৩৯/৪২; ৩/১৮৫; ২১/৩৫; ২৯/৫৭; ৩১/২৮

৭। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/২৫

৮। সূরা বাকারা ২/২৮৪; ৪৩/৭১; ১২/১৮, ৮৩; ৪১/৩১; ৬৪/১৬; ৫৯/৯; ২০/৬৭; ৫/১১৬; ৩৩/৩৭

৯। সূরা কাফ ৫০/১৬;

www.pathagar.com

আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

◉ তারা তো কেবল অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তির (اَلْاَنْفُسُ) অনুসরণ করে, অথচ তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে পথ-নির্দেশ এসেছে।[১]

(ঙ) দেহ ও ব্যক্তি অর্থে ঃ

◉ যখন সূর্য আলোহীন হবে, নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, পর্বতসমূহকে চলমান করা হবে, পূর্ণগর্ভা উটনী উপেক্ষিত হবে, বন্যপশু একত্রিত করা হবে, সমুদ্র স্ফীত হবে, দেহ (اَلنُّفُوْسُ) পুনঃ সংযোজিত হবে, জীবিত অবস্থায় কবর দেয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে– কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? আমলনামা খুলে ধরা হবে, আকাশের আবরণ দূর করা হবে, জাহান্নামের আগুন তেজ করা হবে এবং জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি (نَفْسٌ) জানবে সে কী নিয়ে এসেছে।[২]

◉ তোমরা ভয় কর সেদিনকে যেদিন কোন ব্যক্তি (نَفْسٌ) কোন ব্যক্তির (نَفْسٍ) কোন কাজে আসবে না এবং কারো সুপারিশ কবুল করা হবে না এবং কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না আর তারা কোন সাহায্যও পাবে না।[৩]

(চ) আপনজন অর্থে ঃ

◉ স্মরণ কর, আমি তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনদের (اَنْفُسَكُمْ) স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করবে না, তারপর তোমরা তা স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।[৪]

(ছ) সত্তা, নিজ ইত্যাদি অর্থে ঃ

◉ তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদের (اَنْفُسَكُمْ) কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পড়। তবে কি তোমরা বুঝ না?[৫]

◉ কত নিকৃষ্ট তা যার বিনিময় তারা তাদের সত্তাকে (اَنْفُسَهُمْ) বিক্রি করেছে! তা হল এই যে, তারা ঈর্ষান্বিত হয়ে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা এ কারণে প্রত্যাখ্যান করত যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন।[৬]

৬। কুরআনের বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রূহ ও নাফ্স এক ও অভিন্ন নয়। "রূহ" আল্লাহর আদেশ যা জীবন বা প্রাণ দান করে। রূহের ভাল-মন্দ নেই। সর্বাবস্থায় রূহ একই প্রকৃতিতে বিদ্যমান। নাফ্সের ভাল-মন্দ আছে। কর্মের ফলে নাফসের ভাল-মন্দ নির্ণিত হয়। সৃষ্টির মধ্যে রূহ সঞ্চারিত হলে নাফ্সের উদ্ভব ঘটে।

১। সূরা নাজম ৫৩/২৩;

২। সূরা তাকবীর ৮১/১-১৪

৩। সূরা বাকারা ২/৪৮, ১২৩, ২৩৩, ২৮১; ৩/২৫, ৩০, ৪৫, ১৬১; ৪/১, ৫/৩২; ৬/৭১, ৯৮, ১৫১, ১৬৪; ৭/১৮৯; ১০/৩০, ৫৪, ১০০; ১১/১০৫; ৩১/৩৪; ৩৯/৬

৪। সূরা বাকারা ২/৮৪-৮৫

৫। সূরা বাকারা ২/৪৪, ৫৪, ১১০,১৮৭, ২২৩, ২৭২; ৩/৬১, ১৬৫, ১৬৮; ৪/২৯,৬৬, ১৩৫; ৫/১০৫;৯/৩৫, ৩৬, ১২৮

৬। সূরা বাকারা ২/৯০,১০২, ২০৭; ১৮/৬; ২৬/৩

www.pathagar.com

১৭. আহ্‌দ - عَهْد - অঙ্গীকার

১। অঙ্গীকার, চুক্তি, শপথ, পরিচিতি, অবস্থান, কাল, নির্দেশ, আমান, ওসীয়ত, উপদেশ, সাক্ষাৎ ইত্যাদি অর্থে 'আহ্‌দ (عَهْد) শব্দটি অভিধানে পাওয়া যায়।[১]

২। কুরআনে 'আহ্‌দ (عَهْد) শব্দটি ২৯ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) নির্দেশ ও আদেশ অর্থে ঃ

◎ হে বনু আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি (اَلَمْ اَعْهَدْ) যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না? কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, আর আমার 'ইবাদত কর, এটাই সরল পথ।[২]

◎ আমি ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিয়েছিলাম (عَهِدْنَا) আমার ঘর পবিত্র রাখতে তওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুক' ও সিজদাকারীর জন্য।[৩]

(খ) অঙ্গীকার অর্থে ঃ

◎ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুন্য নেই, পুণ্য রয়েছে কেউ আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনলে এবং আল্লাহ-প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, রাস্তার সন্তান, সাহায্য প্রার্থীকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে, যাকাত দিলে এবং অঙ্গীকার করে (عَاهَدُوْا) সে অঙ্গীকার (عَهْدِهِمْ) পূর্ণ করলে, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই মুত্তাকী।[৪]

◎ তোমরা পূর্ণ করো আল্লাহর অঙ্গীকার (عَهْدِ اللّٰهِ) যখন তোমরা পরস্পর অঙ্গীকার কর (عَهَدْتُّمْ) এবং আল্লাহকে জামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করো না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।[৫]

(৪) কুরআনে দু'ধরনের অঙ্গীকারের উল্লেখ আছে– আল্লাহর সংগে অঙ্গীকার ও মানুষের সংগে অঙ্গীকার।

(ক) আল্লাহর সংগে অঙ্গীকার ঃ

◎ স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তোমাদের বংশধরদের বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং

১। আল-ওয়াসীত ২/৬৩৩-৬৩৪; আল-মুনীর ৪৩৫
২। সূরা ইয়াসীন ৩৬/৬০-৬১
৩। সূরা বাকারা ২/১২৫
৪। সূরা বাকারা ২/১৭৭
৫। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৯১

www.pathagar.com

বলেন ঃ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলে ঃ নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম। ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।[১]

◎ যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, যারা আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, যে রিযক তাদের দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দিয়ে মন্দ দূরীভূত করে, তাদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম– স্থায়ী জান্নাত, সেথায় তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও; ফেরেস্তারা প্রত্যেক দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করে বলবে ঃ তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছিলে বলে তোমাদের প্রতি সালাম! কত ভাল এই পরিণাম![২]

◎ আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন তাদের জন্য জান্নাতের বিনিময়। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে– হত্যা করে ও নিহত হয়। তওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে। নিজ অঙ্গীকার পালনে আল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠ কে? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দ কর এবং ইহা তো মহাসাফল্য।[৩]

◎ যারা আল্লাহর সংগে দৃঢ় অংগীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাসগৃহ।[৪]

তোমরা বিক্রয় করবে না আল্লাহর সংগে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছমূল্যে। আল্লাহর কাছে যা আছে কেবল তাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে।[৫]

(খ) মানুষের সংগে অঙ্গীকার ঃ

◎ হত্যা করবে না তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্য-ভয়ে। তাদের এবং তোমাদের আমিই রিযক দেই। নিশ্চয় তাদের হত্যা করা মহাপাপ। অবৈধ যৌন-সম্ভোগের কাছেও যাবে না, তা তো অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো তা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি, কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছেই। ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায় ব্যতিরেকে তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং প্রতিশ্রুতি পালন করবে, প্রতিশ্রুতি (عَهْدٌ) সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।[৬]

১। সূরা আ'রাফ ৭/১৭২
২। সূরা রা'দ ১৩/২০-২৪
৩। সূরা তওবা ৯/১১১
৪। সূরা রা'দ ১৩/২৫
৫। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৯৫
৬। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৩১-৩৪

www.pathagar.com

◎ যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, যারা নামাযে যত্নবান, তারাই জান্নাতুল ফিরদাউসের অধিকারী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।[১]

◎ যারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল এবং যারা নামাযে যত্নবান, তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।[২]

◎ আল্লাহ অঙ্গীকারপূর্ণকারীকে ভালবাসেন।[৩]

৫। কুরআনে عَهْد অর্থে مِيْثَاق শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআনে মীছাক (مِيْثَاق)২৫ বার, মাওছিক (مَوْثِق) ৩ বার এবং উছকা (وُثْقٰى)২ বার এসেছে।

৬। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◎ আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার (مِيْثَاقَ) গ্রহণ করেছিলেন। তাদের অঙ্গীকার (مِيْثَاقَ) ভঙ্গের জন্য আমি তাদের লা'নত করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করেছি।[৪]

◎ কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুল বশতঃ করলে তা স্বতন্ত্র। কেউ কোন মুমিনকে ভুল বশতঃ হত্যা করলে এক মু'মিন দাসমুক্ত করা এবং তার পরিবারকে রক্তপণ দেয়া বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাসমুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমাদের অঙ্গীকার (مِيْثَاقٌ) রয়েছে তবে তার পরিবারকে রক্তপণ দেবে এবং মুমিন দাসমুক্ত করবে এবং যে সংগতিহীন সে একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে।[৫]

◎ যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর বন্ধু, আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করেনি, হিজরত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব তোমার নেই; আর দ্বীন সম্বন্ধে তারা যদি তোমাদের সাহায্য চায় তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি (مِيْثَاقٌ) রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৬]

৭। কুরআনে প্রতিশ্রুতি অর্থে (وَعْد) ৪৯ বার এবং বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ৭৬ বার এসেছে। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

◎ **আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (وَعْدُ اللّٰهِ) ঃ**

যারা ঈমান আনল এবং ভাল কাজ করল আমি তাদের দাখিল করব জান্নাতে – প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর সমূহ, সেথায় তারা স্থায়ী হবে; আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (وَعْدَ

১। সূরা মুমিনূন ২৩/৮-১১
২। সূরা মা'আরিজ ৭০/৩২-৩৫
৩। দেখুন মর্মার্থ সূরা আল-ইমরান ৩/৭৬
৪। সূরা মায়িদা ৫/১২-১৩
৫। সূরা নিসা ৪/৯২
৬। সূরা আনফাল ৮/৭২

www.pathagar.com

اللّٰهِ) সত্য। কে অধিক সত্যবাদী আল্লাহর চাইতে?[১]

◎ নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। ইনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (وَعْدَ اللّٰهِ) সত্য।[২]

◎ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (وَعْدُهُ) অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।[৩]

◎ আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির (وعده) ব্যতিক্রম করেন না।[৪]

◎ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি (وعده) অবশ্যম্ভাবী।[৫]

৮। আল্লাহ বান্দার সঙ্গে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ঃ

◎ নিশ্চয় আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে– হত্যা করে নিহত হয়। তওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে রয়েছে এ সম্পর্কে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি। নিজ অঙ্গীকার পালনে আল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠতম কে আছে? তোমরা আনন্দ কর সেই সওদার জন্য যে সওদা তোমরা করেছ, আর তা-ই মহাসাফল্য।[৬]

মুমিনের জীবন ও সম্পদের বিনিময় তাকে জান্নাত প্রদান করার প্রতিশ্রুতি এখানে বিদ্যমান।

সূরা আ'রাফের ১৭২ নম্বর আয়াতে বান্দা স্বীকারোক্তি প্রদান করে আল্লাহকে স্বীয় প্রতিপালক হিসেবে ঘোষণা করেছে।

আল্লাহর অঙ্গীকার ও বান্দার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে রচিত হয়েছে সৃষ্টির দৃঢ়তম চুক্তি। উক্ত আয়াতে সেই অঙ্গীকার ও চুক্তির কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

১৮. ওযন – وَزْن ও মীযান – مِيْزَان

১। পরিমাণ ও পরিমাপ অর্থে ওযন (وَزْن) এবং ওযন করার যন্ত্র মীযান (مِيْزَان) অর্থে ব্যবহৃত হয়। কায়ল (كَيْل) এবং মিকয়াল (مِكْيَال)-ও পরিমাপ যন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়। আখিরাতের মীযান (مِيْزَان) এবং দুনিয়ার মীযান কিংবা মিকয়াল এক ও অভিন্ন নয়। যা দুনিয়ায় ওযন কিংবা পরিমাণ করা যায় না আখিরাতে তা ওযন করা হবে।

১। সূরা নিসা ৪/১২২ ; ১০/৫৫; ১৮/২১, ৯৮; ২৮/১৩; ৩৫/৫; ৪০/৫৫; ৪০/৭৭/ ; ৪৫/৩২; ৪৬/১৮; ৯/১১১; ১৬৩৮

২। সূরা ইউনুস ১০/৩-৪

৩। ১৭/৫, ১০৮; ৭৩/১৮

৪। ২২/৪৮; ৩০/৬; ৩৯/২০

৫। সূরা মারইয়াম ১৯/৬১

৬। সূরা তওবা ৯/১১১

www.pathagar.com

তার জন্য মীযান থাকবে। নেক, বদ, আযাব, ছওয়াব ইত্যাদি দুনিয়ায় পরিমাণ করা যায় না, অথচ আখিরাতে যথাযথভাবে এ সবের ওযন করা হবে।[১]

২। কুরআনে ওযন (وَزْن) ৩ বার, ক্রিয়ায় ৩ বার, মীযান (مِيْزَان) ৯ বার, মাওয়াযীন (مَوَازِيْن) ৭ বার; কায়ল (كَيْل) ১০ বার, মিকয়াল (مِكْيَال) ২ বার এবং ক্রিয়ায় ৪ বার এসেছে।

৩। আখিরাতের ওযন ও মীযান সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা ঃ

(ক) সেদিনের (আখিরাতের) ওযন হবে যথাযথ, সঠিক। যার পাল্লা ভারী হবে সে হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত, কেননা তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করত।[২]

(খ) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত, তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন; কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হাবিয়া দোযখে।[৩]

(গ) কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদণ্ড (مَوَازِيْن)। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওযনেরও হয় তবুও তা আমি হাজির করব। হিসাব গ্রহণকারীরূপে আমিই যথেষ্ট।[৪]

(ঘ) যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সংগে সাক্ষাৎকে, ওরা তারাই যাদের কর্মফল ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন মানদণ্ড স্থাপন করব না।[৫]

মানদণ্ড স্থাপন না করার অর্থ তাদের বিনাবিচারে ছেড়ে দেয়া নয়। বরং তাদের এমন কোন পুণ্যের কাজ থাকবে না যা ওযন করা যায় এবং যার জন্য মীযান স্থাপন করার প্রয়োজন হয়।

৪। দুনিয়ার ওযন এবং মীযান সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা ঃ

(ক) তোমরা পরিমাপ ও ওযন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত বোঝা বইতে দেই না।[৬]

(খ) তোমরা মাপ ও ওযন ঠিকভাবে দেবে এবং লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না। তোমরা মুমিন হলে ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[৭]

১। আল-মুনীর ৬৫৮; আল-ওয়াসীত ২/১০২৯-১০৩০
২। সূরা আ'রাফ ৭/৮-৯; সূরা মুমিনূন ২৩/১০২-১০৩
৩। সূরা কারি'আ ১০১/৪-৯
৪। সূরা আম্বিয়া ২১/৪৭
৫। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/১০৫
৬। সূরা আ'নআম ৬/১৫২
৭। সূরা আ'রাফ ৭/৮৫; সূরা হুদ ১১/৮৪-৮৫

www.pathagar.com

(গ) তোমরা মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে, যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের মধ্যে শামিল হবে না। সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওযন করবে। লোকদের তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না।[১]

(ঘ) মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়, কিন্তু যখন তাদের জন্য মেপে কিংবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, মৃত্যুর পর তাদের জীবিত করে উঠান হবে মহা দিবসে? যে দিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।[২]

১৯. হুর - حُوْر

১। হুর (حُوْر) বহুবচন, এর একবচন حَوْرَاء। উজ্জ্বল শুভ্র ও গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের চোখ যার ভ্রূ সরু ও চারপাশ উজ্জ্বল, আয়তলোচনা নারী, বেহেশতীদের সঙ্গিনী। যখন হুর (حُوْر) একবচন ও বহুবচন (حَوْرَاء) হয় তখন তার অর্থ হয় ধ্বংস, বিপর্যয়।[৩]

২। আল-কুরআনে ৪ বার হুর(حُوْر) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে– উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী পোশাক এবং বসবে মুখোমুখি হয়ে। এরূপই হবে। তাদের সঙ্গিনী দেব হুর (حُوْرٌ) আয়তলোচনা নারী।[৪]

(খ) মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে আরাম-আয়েশে। তাদের প্রতিপালক যা দেবেন তা তারা উপভোগ করবে, তিনি তাদের রক্ষা করবেন দোজখের আযাব থেকে। (তাদের বলা হবে)– "তোমরা যা করতে তার প্রতিফল স্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক।" তারা বসবে শ্রেণীবদ্ধভাবে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে। তাদের সঙ্গিনী দেব আয়ত লোচনা হুর।[৫]

(গ) হুর-এর পরিচয় ঃ

বেহেস্তে রয়েছে সুশীলা সুন্দরীরা–তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর; ইতঃপূর্বে তাদের স্পর্শ করেনি কোন মানুষ, না কোন জিন।[৬]

◉ বেহেশতীদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হুর, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ, তাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ।[৭]

১। সূরা শু'আরা ২৬/১৮১-১৮৩; ১৭/৩৫; ৫৫/৯
২। সূরা মুতাফফিফীন ৮৩/১-৬
৩। আল-ওয়াসীত ১/২০৫-২০৬; আল-মুনীর ১৫৫
৪। সূরা দুখান ৪৪/৫১-৫৪
৫। সূরা তুর ৫২/১৭-২০
৬। সূরা আর-রহমান ৫৫/৭০-৭৪
৭। সূরা ওয়াকি'আ ৫৬/২২-২৪

www.pathagar.com

২০. হাওয়ারী - حَوَارِى

১। পবিত্র ব্যক্তি, সাহায্যকারী, সঙ্গী, ধোপা, হযরত ইসা (আঃ)-এর সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গ।[১]

২। আল-কুরআনে বহুবচনে اَلْحَوَارِيُّوْنَ ৩ বার এবং اَلْحَوَارِيِّيْنَ ২ বার এসেছে।

◎ যখন ইসা তাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করল তখন সে বলল ঃ আল্লাহর পথে কারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীরা বলল ঃ আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। তুমি সাক্ষী থেকো যে আমরা মুসলিম।[২]

◎ স্মরণ কর! আমি প্রেরণা দিয়েছিলাম হাওয়ারীদের যে, তোমরা ঈমান আন আমার প্রতি ও আমার রাসূলের প্রতি। তারা বলেছিল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং তুমি সাক্ষী থেকো যে আমরা মুসলিম। স্মরণ কর! হাওয়ারীরা বলেছিল ঃ হে মরইয়াম পুত্র ইসা! তোমার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাতে পারেন? সে বলেছিল ঃ আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তারা বলেছিল ঃ আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাব এবং আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদের সত্য বলেছ এবং আমরা তার সাক্ষী থাকতে চাই। মরইয়ামের পুত্র ইসা বলল ঃ হে আল্লাহ, আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান থেকে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা পাঠাও। এ হবে আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও তার পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসবস্বরূপ এবং তোমার কাছ থেকে নিদর্শন। আমাদের রিযক দাও। তুমিই তো শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা। আল্লাহ বললেন ঃ অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে তা পাঠাব, কিন্তু তারপর তোমাদের কেউ কুফরী করলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি বিশ্ববাসীর অপর কাউকে দেব না।[৩]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী-সাহায্যকারীদের যেমন সাহাবী বলা হয়, ঠিক 'ঈসা' আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারীদেরও অনুরূপভাবে হাওয়ারী বলা হয়। আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও যেমন ইসা ইবনে মরিয়ম তার সঙ্গীদের বলেছিল ঃ আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সঙ্গীরা বলেছিল ঃ নিশ্চয় আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী (اَنْصَارُ)। তারপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনল এবং একদল কুফরী করল। আর যারা ঈমান এনেছিল আমি তাদের সাহায্য করলাম তাদের শত্রুদের মোকাবিলায়, ফলে তারা বিজয়ী হল।[৪]

১। আল-ওয়াসীত ১/২০৫; আল-মুনীর ১৫৬

২। সূরা আল-ইমরান ৩/৫৩

৩। সূরা মায়িদা ৫/১১১/১১৫

৪। সূরা আস সাফ্‌ফ ৬১/১৪

www.pathagar.com

তাফসীরকারদের কারো কারো মতে হাওয়ারীদের সংখ্যা ছিল বার। ইসা (আ) প্রথমে একাই দ্বীনের প্রচার শুরু করেন। তারপর যখন তিনি লোকদের মাঝে বিরোধিতার মনোভাব লক্ষ্য করতে পারলেন, তখন তিনি সাহায্যকারী চাইলেন। তাঁর আহ্বানে সাহায্যের জন্য হাওয়ারীরা এগিয়ে আসে। যেমন মদীনাবাসীরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহায্যে এগিয়ে আসার কারণে আনসার (أَنْصَار) খেতাব লাভ করে।

২১. অহী - وَحْى

১। ইশারা, ইঙ্গিত, চুপি চুপি কথা বলা যেন যাকে বলা হয় সে ছাড়া অন্য কেউ না শুনে, মনে উদ্রেগ করা, প্রেরণা দেয়া, দূত প্রেরণের মাধ্যমে অবগত করান ইত্যাদি। প্রত্যাদেশ বা নবী-রাসূলদের কাছে আল্লাহর যে বাণী এসেছে পরিভাষায় তা অহী বলে পরিচিত।[১]

২। আল-কুরআনে وَحْى ৬ বার এবং ক্রিয়ায় ৭২ বার এসেছে।

৩। আদিকাল থেকেই অহী সম্পর্কে বিশেষতঃ মানুষের কাছে অহী আসার ব্যাপারে নানা ধরনের ধারণা বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কে কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্য সকল সংশয় ও সন্দেহ অপনোদন করে ঃ

◉ ইহা কি মানুষের জন্য আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের প্রতি অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর এবং মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের কাছে উচ্চ মর্যাদা। কাফিররা বলে ঃ এ তো এক স্পষ্ট যাদুকর।[২]

◉ আপনার পূর্বে আমি অহীসহ পুরুষদেরই রাসূলরূপে প্রেরণ করে ছিলাম, যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর।[৩]

◉ আপনি বলুন ঃ এটাই আমার পথ– আল্লাহর দিকে আহ্বান করি সজ্ঞানে আমি ও আমার অনুসারীরা। আর আল্লাহ হলেন মহিমান্বিত। যারা আল্লাহর শরীক করে আমি তাদের দলভুক্ত নই। আপনার পূর্বেও আমি জনপদবাসীদের মধ্য থেকে পুরুষদেরই রাসূল করে প্রেরণ করেছিলাম, যাদের কাছে অহী পাঠাতাম (যারা অবিশ্বাস করে) তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা দেখেনি?[৪]

◉ কাফিররা বলে ঃ এ কেমন রাসূল যে আহার করে এবং হাট-বাজারে চলাফিরা করে? তার কাছে কোন ফিরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হল না যে তার সঙ্গে সতর্ককারীরূপে

১। আল-ওয়াসীত ২/১০১৮; আল-মুনীর ৬৫১-৬৫২

২। সূরা ইউনুস ১০/২

৩। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৪৩; ২১/৭

৪। সূরা ইউসুফ ১২/১০৮-১০৯

www.pathagar.com

থাকত? অথবা তাকে ধনভাণ্ডার দেয়া হয় না কেন? অথবা তার একটি বাগান নেই কেন যেখান থেকে সে আহার সংগ্রহ করতে পারে ? যালিমরা আরো বলেঃ তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ কর।[১]

◉ আপনার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সকলেই আহার করত ও হাট-বাজারে চলাফিরা করত।[২]

রাসূল হবে জৈব চাহিদামুক্ত অতি মানব কিংবা ফেরেশতা। উক্ত ভ্রান্ত ধারণা আদিকাল থেকে চলে আসছিল। উপরোক্ত আয়াতে তা অপনোদন করা হয়েছে। অহী ও রিসালত সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণার মর্মার্থ ঃ

(ক) অহী আল্লাহর বাণী।

(খ) তা আল্লাহর তরফ থেকে মানুষের প্রতি নাযিলকৃত।

(গ) তা মানুষের মধ্য থেকে কেবল পুরুষদের প্রতিই নাযিলকৃত।

(ঘ) নবী-রাসূলরা অন্যান্য মানুষের মত মানুষ। তারা অন্য সব মানুষের ন্যায় আহার-নিদ্রা, চলাফিরা, হাট-বাজার ইত্যাদি স্বাভাবিক মানবীয় কাজকর্ম করে। তাদের জন্ম আছে, আছে মৃত্যু। তারা অমর নয়। তারা অতি মানব নয়। তারা শ্রেষ্ঠ মানব।

৪। আল-কুরআনে অহী (وَحْى) বিভিন্ন অর্থে এসেছে ঃ

(ক) ইশারা, ইংগিত অর্থে ঃ

◉ যাকারিয়া তার কক্ষ থেকে বের হয়ে তার কওমের লোকদের কাছে এল এবং ইংগিতে তাদের বলল (فَأَوْحَى) যে, তারা যেন সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।[৩]

(খ) ইলহাম-উদ্রেগ করা অর্থে ঃ

◉ আপনার প্রতিপালক মৌমাছির অন্তরে উদ্রেগ করে দিলেন যে, তুমি বাসা বানাও পাহাড়ে, গাছে এবং মানুষ যে ঘর তৈরি কর তাতে; তারপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু আহার কর। আর অনুসরণ কর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ।[৪]

(গ) প্রত্যাদেশ অর্থে ঃ

◉ কাফিররা তাদের রাসূলদের বলেছিল ঃ অবশ্যই আমরা তোমাদের বের করে দেব আমাদের দেশ থেকে নতুবা তোমাদের ফিরে আসতে হবে আমাদের মিল্লাতে। তারপর তাদের প্রতি তাদের প্রতিপালক প্রত্যাদেশ করলেন (فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ) ঃ অবশ্যই আমি যালিমদের বিনাশ করব এবং তারপর দেশে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করব। ইহা তাদের জন্য যারা ভয় রাখে আমার সামনে হাজির হওয়ার এবং ভয় রাখে আমার শাস্তির।[৫]

১। সূরা ফুরকান ২৫/৭-৮

২। সূরা ফুরকান ২৫/২০

৩। সূরা মারইয়াম ১৯/১১

৪। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৬৮; ২০/৩৮; ৫/১১১; ২৮/৭

৫। সূরা ইবরাহীম ১৪/১৩-১৪

www.pathagar.com

◎ মানুষ তো এমন নয় যে, আল্লাহ তার সংগে কথা বলবেন অহী ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার আড়াল ছাড়া, অথবা দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। নিশ্চয় তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়।[১]

◎ বলুন ঃ আমি তো তোমাদেরই মত মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে ধর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা চাও।[২]

◎ বলুন ঃ আমি তো কোন নতুন রাসূল নই। আমি জানি না, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যে অহী করা হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী।[৩]

◎ বলুন ঃ আল্লাহ আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী এবং এ কুরআন আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যেন তোমাদের ও যার কাছে ইহা পৌঁছবে তাদের ইহা দিয়ে সতর্ক করি।[৪]

◎ শপথ নক্ষত্রের যখন তা ডুবে যায়, তোমাদের সঙ্গী (মুহাম্মদ) বিভ্রান্তও নয় এবং বিপথগামীও নয়। আর সে মনগড়া কথাও বলে না। এ কুরআন তো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।[৫]

◎ আমি আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ (وَحَيْنَا) করেছি রূহ (কুরআন) আমারই নির্দেশ হতে। আপনি তো জানতেন না কিতাব কি এবং ঈমানই বা কি? বস্তুতঃ আমি কুরআনকে করেছি জ্যোতি যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করি পথের দিশা দেই। আর আপনি তো কেবল দেখান সরল পথ– সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক।[৬]

◎ অবশ্যই অহী প্রেরণ করা হয়েছে আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি; যদি আপনি শরীক স্থির করেন তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি হয়ে পড়বেন ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।[৭]

৫। এ সব আয়াত থেকে প্রমাণিত ঃ

(ক) আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন। অহী কারো অধিকার নয়। অহী আল্লাহর নিয়ামত।

(খ) অহী আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

(গ) কুরআন আল্লাহর অহী। মুহাম্মদ (সা) এর উপর অবতীর্ণ।

(ঘ) অহী অতি প্রাচীন প্রক্রিয়া। সকল নবী-রাসূলকেই অহী প্রেরণ করা হয়েছিল।

১। সূরা শূরা ৪২/৫১

২। সূরা হা-মীম আস সাজদা ৪১/৬

৩। সূরা আহকাফ ৪৬/৯

৪। সূরা আন'আম ৬/১৯

৫। সূরা নাজম ৫৩/১-১৪

৬। সূরা শূরা ৪২/ ৫২-৫৩

৭। সূরা যুমার ৩৯/৬৫

www.pathagar.com

(ঙ) মানুষকে সতর্ক করা এবং আল্লাহর পথের দিশা দেয়া অহীর উদ্দেশ্য।

(চ) যাদের প্রতি অহী করা হয় তারা শুধু অহীরই অনুসরণ করে। তারা তা ছাড়া আর কিছুই জানে না। তারা মনগড়া কথা বলে না।

(ছ) যাদের প্রতি অহী নাযিল করা হয়েছে তারা যদি তার ব্যতিক্রম করে, আল্লাহর সংগে শরীক করে, তবে তাদের কর্ম ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে পড়বে।

(জ) এমন কারো প্রতি অহী নাযিল করা হয়নি যিনি অহীর ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন কিংবা আল্লাহর সংগে শরীক করেছেন। সকল নবী-রাসূলই নিষ্ঠার সাথে অহীর অনুসরণ করেছেন এমনকি জীবনের বিনিময়েও।

২২. ইলহাম – اِلْهَام

১। জ্ঞান দান করা, অন্তরে কোন ভাব কিংবা চিন্তার উন্মেষ ঘটান, চিত্ত প্রশান্তিকর কোন কিছুর অন্তরে উদ্রেগ করা ইত্যাদি।[১]

২। অন্তরে এমন কিছুর উদ্রেগ করা যাতে হৃদয়ে প্রত্যয় ও প্রশান্তি জন্মে। কোন কোন সূফীকে আল্লাহ এ বিশেষত্ব দান করেন।[২]

৩। আল-কুরআনে একবার ক্রিয়ায় ইলহাম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

● শপথ মানুষের এবং তাঁর যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। তারপর তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞানদান করেছেন (فَأَلْهَمَهَا) সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।[৩]

৪। কুরআনে অহী শব্দ কোন কোন ক্ষেত্রে ইল্হাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অহী শিরোনামে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২৩. তাওবা – تَوْبَة

১। অনুশোচনা, প্রত্যাবর্তন, পাপের স্বীকৃতি ও তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় সংকল্প। তাওবা যখন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তার অর্থ হয় তাওবা কবুল করা কিংবা তাওবা করার সুযোগ দান করা।[৪]

১। আল-ওয়াসীত ২/৮৪২
২। প্রাগুক্ত
৩। সূরা আশ্ শামস ৯১/৭-১০
৪। আল-ওয়াসীত ১/৯০; আল-মুনীর ৭৮

www.pathagar.com

২। আল-কুরআনে তাওবা (تَوْبَة) ৭ বার, ক্রিয়ায় ৬৩ বার, তাওব (تَوْب) ১ বার, তা ইবাত (تَانِبَات) ১ বার, তা'ইবূন (تَائِبُوْنَ) ১ বার, তা ওয়াব (تَوَّاب) ১১ বার, তাওওয়াবীন (تَوَّابِيْنَ) ১ বার এসেছে।

৩। আল-কুরআনের ৯ম সূরাটির নাম তাওবা (اَلتَّوْبَة)। এটি বার'আত (بَرَاءَة) নামেও পরিচিত।

৪। শয়তানের প্ররোচনায় আদম ও হাওয়ার পদস্খলন ঘটলে তাদের জান্নাত থেকে বের করে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করায় নিতান্ত অনুতপ্ত হয় এবং অনুশোচনার আগুনে জ্বলে কায়মনে আল্লাহর কাছে তাওবা করে। এটাই মানুষের প্রথম তাওবা। আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। কুরআনের কথা ঃ

◎ আমি বললাম ঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং সেখানে যা চাও ও যেভাবে চাও পরিতৃপ্তিসহ খাও, কিন্তু এ গাছিটির কাছেও যেয়ো না। গেলে, তোমরা যালিমদের দলভুক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু শয়তান তাদের তা থেকে পদস্খলন ঘটাল এবং যেখানে তারা ছিল সেখান থেকে বহিষ্কৃত করল। আমি বললাম ঃ তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও। পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। তারপর আদম তার প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল। আল্লাহ তার তাওবা (تَوْبَة) কবুল করলেন। তিনি তো মহা তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[১]

আদম ও হাওয়ার তাওবা ঃ

◎ তারা বলল ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের ওপর অন্যায় করেছি, তুমি আমাদের ক্ষমা না করলে আমরা হয়ে পড়ব ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।[২]

৫। কৃত পাপ ও অন্যায়ের জন্য আন্তরিক অনুশোচনা করা এবং পুনরায় তা না করার দৃঢ় সংকল্প করাই প্রকৃত তাওবা। আল-কুরআনে তাওবা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর– আন্তরিক বিশুদ্ধ তাওবা। আশা করা যায় তোমাদের প্রভু তোমাদের মন্দকর্মগুলো মোচন করে দেবেন এবং তোমাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর। সেদিন আল্লাহ অপদস্থ করবেন না নবী ও তাঁর মুমিন সঙ্গীদের। তাদের নূর তাঁদের সামনে ও ডানে ছুটোছুটি করবে। তাঁরা বলবে ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান কর এবং আমাদের ক্ষমা কর। তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩]

◎ অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন যারা ভুলবশতঃ মন্দ কাজ করে ফেলে এবং সত্বর তাওবা করে। এরাই তারা যাদের আল্লাহ ক্ষমা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৪]

১। সূরা বাকারা ২/৩৫-৩৭। দেখুন সূরা আ'রাফ ৭/১৯-২৫

২। সূরা আ'রাফ ৭/২৩

৩। সূরা তাহ্‌রীম ৬৬/৮

৪। সূরা নিসা ৪/১৭

www.pathagar.com

◉ তাওবা (اَلتَّوْبَةُ) তাদের জন্য নয় যারা মন্দকাজ করতেই থাকে, এমনকি যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলেঃ আমি এখন তাওবা করছি। তাওবা তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি মর্মন্তুদ শাস্তি।[১]

◉ তারা কি জানে না, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং সাদকা গ্রহণ করেন? আল্লাহ মহা তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[২]

◉ তিনিই তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন। আর তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।[৩]

৬। তাওবা (اَلتَّوْبَةُ) ও ইস্‌তিগফার (اِسْتِغْفَارٌ) সমার্থক নয়। কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা অর্থে ইস্‌তিগ্‌ফার ব্যবহৃত হয়। যে অপরাধের জন্য ইস্‌তিগফার করা হয় তা পুনরায় না করা এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত থাকা অর্থে তাওবা (اَلتَّوْبَةُ) কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। এ কারণেই একই আয়াতে ইস্‌তিগ্‌ফার ও তাওবা স্বতন্ত্র অর্থ জ্ঞাপনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন ঃ

◉ তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর (اِسْتَغْفِرُوْا) এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর (تُوْبُوْا); তিনি এক নির্দিষ্ট কালের জন্য তোমাদের উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দেবেন। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে আমি তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করি।[৪]

◉ হুদ (আ) তার কওমকে বলেন ঃ হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর (اِسْتَغْفِرُوْا) তারপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো (تُوْبُوْا)। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর পানি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের আরো শক্তি দিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তাই তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।[৫]

◉ সালিহ (আ) তার কওমকে বলেন ঃ হে আমার কওম ! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ নেই। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং তাতেই তোমাদের আবাদ করেন। তোমরা তাঁর ক্ষমা পার্থনা কর (اِسْتَغْفِرُوْهُ) তারপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো (تُوْبُوْا)। নিশ্চয় আমার প্রভু কাছেই আছেন, তিনি ডাকে সাড়া দেন।[৬]

১। সূরা নিসা ৪/১৮
২। সূরা তাওবা ৯/১০৪
৩। সূরা শূরা ৪২/২৫
৪। সূরা হুদ ১১/৩
৫। সূরা হুদ ১১/৫২
৬। সূরা হুদ ১১/৬১

www.pathagar.com

◉ শু'আয়েব (আঃ) তার কওমকে বলেন ঃ হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর(اِسْتَغْفِرُوْا) তারপর তাঁরই দিকে ফিরে এসো(تُوْبُوْا)। নিশ্চয় আমার প্রভু পরম দয়ালু পরম প্রেমময়।[১]

◉ অবশ্যই তারা কাফির যারা বলে ঃ মরিয়ামের পুত্র মসীহ হলেন আল্লাহ। অথচ মসীহ বলেছেন ঃ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু আল্লাহর ইবাদত কর। কেউ আল্লাহর শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। যারা বলে ঃ আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন; তারা তো কাফির, যদিও এক ইলাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তারা যা বলে তা থেকে নিবৃত্ত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবেই। তবে কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না (اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ) এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না (يَسْتَغْفِرُوْنَهٗ) ? আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

২৪. আবাদ - اَبَد

১। কাল, সীমাহীন ভবিষ্যৎ, যে সময়ের শেষ নেই, ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৩]

২। অনন্ত কালের জন্য কোন কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা কিংবা অনন্ত কালে যার কোন পরিসমাপ্তি কল্পনা করা যায় না। ইহা আযাল (اَزَل)-এর বিপরীত। অনাদি কালও অনাদি কালে স্থিত কোন বস্তুকে আযল বলে।[৪]

৩। আল-কুরআনে আবাদ (اَبَد) শব্দটি ২৮ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◉ যারা ঈমান আনে ও ভাল কাজ করে তাদের আমি দাখিল করব জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর, সেখানে তারা অনন্তকাল (اَبَدًا) থাকবে।[৫]

◉ তাদের কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনও (اَبَدًا) তার জন্য জানাযার নামায পড়বে না এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াবেন না, তারা তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং ফাসিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।[৬]

১। সূরা হুদ ১১/১৯
২। সূরা মায়িদা ৫/৭২-৭৪
৩। আল- ওয়াসীত ১/২
৪। জুরজানী, তা'রীফাত ২/-৩
৫। সূরা নিসা ৪/৫৭,১১২, ১৬৯; ৫/১১৯; ৯/২২, ১০০; ৩৩/৬৫; ৬৪/৯; ৬৫/১১; ৯৮/৮
৬। সূরা তাওবা ৯/৮৪

www.pathagar.com

◉ তোমাদের জন্য সংগত নয় আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীদের বিবাহ করাও তোমাদের পক্ষে কখনও (اَبَدًا) সংগত নয়। আল্লাহর দৃষ্টিতে ইহা ঘোরতর অপরাধ।[১]

◉ যারা সতী-সাধ্বী নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও (اَبَدًا) তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই সত্যত্যাগী।[২]

২৫. আজাল - اَجَل

১। সময়, মুদ্দ, মৃত্যু, কোন কিছু সংঘটিত হওয়ার কিংবা পরিসমাপ্তির নির্ধারিত সময়, কোন কিছু বিলম্বিত করা, দেরী করা, একত্রিত করা ইত্যাদি।[৩]

২। কখনও হরফ হিসেবেও اَجَل ব্যবহৃত হয়, যেমন– উত্তরের জন্য, সংবাদদাতার সংবাদের সত্যতার স্বীকৃতির জন্য, সংবাদ পার্থীর ঘোষণার জন্য, আবেদনকারীর প্রতিশ্রুতির জন্য।[৪]

৩। কুরআনে আজাল (اَجَل) ৫১ বার, দ্বিবচনে ১ বার, ক্রিয়ায় ২ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) সময় অর্থে ঃ

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের (اَجَلٍ) জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যের কোন লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয়, আর লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, কেননা আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে দেয়। ঋণ গ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার প্রভু আল্লাহকে ভয় করে আর তা থেকে যেন কিছু না কমায়। তবে ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ, দুর্বল কিংবা লেখার বিষয়বস্তু বলতে অপারগ হয় তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়।[৫]

(খ) মৃত্যু ও কিয়ামত অর্থে ঃ

◉ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নির্দিষ্ট করেছেন এক কাল অর্থাৎ মৃত্যু (اَجَلًا); আর একটি নির্ধারিত কাল অর্থাৎ কিয়ামত (اَجَل) আছে যা তিনিই জানেন। এতদ্‌সত্ত্বেও তোমরা সন্দেহ কর।[৬]

১। সূরা আহযাব ৩৩/৫৩
২। সূরা নূর ২৪/৪
৩। আল-ওয়াসীত ১/৭
৪। প্রাগুক্ত
৫। সূরা বাকারা ২/২৮২
৬। সূরা আন'আম ৬/২

www.pathagar.com

নিশ্চয় আল্লাহর সময় অর্থাৎ মৃত্যু (أَجَل) যখন আসে তখন তা বিলম্বিত হয় না। তোমরা যদি তা জানতে।[১]

২৬. হিদায়াত - هِدَايَة

১। পদাংক অনুসরণ করা, পথ প্রদর্শন করা, পরিচয় প্রদান করা, পরিচালিত করা, লক্ষ্যে উপনীত করা ইত্যাদি।[২]

২। কুরআনে ক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে ১৮৪ বার, হুদা (هُدًى) ৮৫ তার, হাদ (هَادَ) ৭ বার, হাদী (هَادِى) ৩ বার, মুহ্তাদ (مُهْتَدٍ) একবচনে ৩ বার এবং বহুবচনে ৮ বার, মুহ্তাদী (مُهْتَدِى) একবচনে ১ বার এবং বহুবচনে ৯ বার, আহ্দা (أَهْدٰى) ৭ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

● **পথের সন্ধান দেয়া অর্থে ঃ**

আল্লাহ আপনাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, তারপর তিনি পথের সন্ধান দিলেন (فَهَدٰى)।[৩]

● **পরিচয় প্রদান অর্থে ঃ**

আমি কি মানুষের জন্য সৃষ্টি করিনি দুই চক্ষু? জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ? এবং আমি কি তাকে দু'টি পথের পরিচয় দেইনি?[৪]

● **পথ প্রদর্শন অর্থে ঃ**

আপনি আমাদের সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করুন (اِهْدِنَا) তাদের পথ, যাদের আপনি নিয়ামত দান করেছেন।[৫]

● **তারা বলবে ঃ** সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের এ পথ প্রদর্শন করেছেন (هَدٰنَا)। আমরা কখনও পথ পেতাম না (نَهْتَدِى) যদি আল্লাহ আমাদের পথ না দেখাতেন (هَدٰنَا)।[৬]

● **পরিচালিত করা অর্থে ঃ**

যারা আমার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে আমি অবশ্যই তাদের আমার পথে পরিচালিত করব (لَنَهْدِيَنَّهُمْ)।[৭]

৩। কুরআনে ইহ্তিদা (اِهْتِدَاء) শব্দ সৎপথ প্রাপ্ত হওয়া, সৎপথ অবলম্বন করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

১। সূরা নূহ ৭১/৪; দেখুন; ৭/৩৪; ১০/ ৪৯

২। আল-ওয়াসীত ২/৯৭৮-৯৭৯

৩। সূরা দুহা ৯৩/৭; দেখুন ১০/৩৫; ২০/১২২

৪। সূরা বালাদ ৯০/১০

৫। সূরা ফাতিহা ১/৫-৬; ১৯/ ৪৩; ৩৮/২২; ৪০/২৯; ৬/১৫৪

৬। সূরা আ'রাফ ৭/৪৩

৭। সূরা আনকাবুত ২৯/৬৯; দেখুন ৪/৬৮; ২৩/২৩; ৩৫/৮; ৩৯/৩; ৪০/৩৮; ৪২/১৩

www.pathagar.com

◎ তোমরা যাতে ঈমান এনেছ, তারা যদি সেরূপ ঈমান আনে তবে অবশ্যই তারা সৎপথ পাবে (اِهْتَدَوْا)। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তো তারা বিরোধিতায় লিপ্ত। তাদের মোকাবেলায় আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সব শুনেন, সব জানেন।[১]

◎ বলুন ঃ হে মানুষ! তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে, সুতরাং যারা সৎপথ অবলম্বন করবে (اِهْتَدٰى) তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে (يَهْتَدِى) এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য।[২]

◎ যারা সৎপথ অবলম্বন করবে (اِهْتَدٰى) তারা তো নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে (يَهْتَدِى) এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য। কেউ অন্য কারো বোঝা বইবে না। আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।[৩]

৪। কুরআনে হুদা (هُدٰى) শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

পথ, তরীকা, হিদায়াত অর্থে ঃ

তারাই রয়েছে তাদের প্রভুর পথে (هُدًى) এবং তারাই সফলকাম।[৪]

◎ তারাই ক্রয় করেছে ভ্রান্তপথ সৎপথের (بِالْهُدٰى) বিনিময়ে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সৎপথেও পরিচালিত হয়নি।[৫]

◎ আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে যখন হিদায়াত (هُدًى) আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত (هُدَايَ) মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৬]

পথ-নির্দেশ অর্থে ঃ

আল-কুরআন এমন কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এতে রয়েছে পথ-নির্দেশ (هُدًى)।[৭]

পথ-প্রদর্শন অর্থে ঃ

আমার কাজ তো কেবল সঠিক পথপ্রদর্শন করা (لَلْهُدٰى)।[৮]

১। সূরা বাকারা ২/১৩৭, ১৫০, ১৭০
২। সূরা ইউনুস ১০/১০৮
৩। সূরা বনী ইসরাইল ১৭/১৫
৪। সূরা বাকারা ২/৫
৫। সূরা বাকারা ২/১৬
৬। সূরা বাকারা ২/৩৮, ৯৭, ১২০, ১৫৯, ১৭৫, ১৮৫; ৭/১৯৩, ১৯৮
৭। সূরা বাকারা ২/২; ৭/১৫৪, ২০৩; ৯/৩৩; ২০/৫৭; ১২/১১১; ১৬/৬৪, ৮৯,১০২
৮। সূরা লায়ল ৯২/১২

www.pathagar.com

নবুওয়াত ও রিসালাত অর্থে ঃ

ইহা (অহী তথা নবুওয়াত ও রিসালাত) আল্লাহর হুদা (هُدٰى), স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি তা দিয়ে সৎপথে পরিচালিত করেন (يَهْدِى) । তারা শিরক করলে তাদের কর্ম ব্যর্থ হয়ে যেত।[১]

পদাংক অর্থে ঃ ওরা তারাই যাদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন, সুতরাং তুমি তাদের পদাংক (هُدَاهُمْ) অনুসরণ কর।[২]

২৭. দালালাত - ضَلَالَة

১। ব্যর্থ হওয়া, বিনষ্ট হওয়া, অপসৃত হওয়া, হারিয়ে যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, গোপন হওয়া, ভ্রষ্ট হওয়া ইত্যাদি। গোমরাহী, যে পথে চললে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। দাল্ল (ضَالّ) যে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। দাল্লা (ضَالَّة) যা ছিল কিন্তু হারিয়ে গেছে। সাধারণত হিদায়াতের বিপরীত অর্থে দালালাত ব্যবহৃত হয়।[৩]

২। কুরআনে দালাল (ضَلَال) ৩৮ বার, দালালাত (ضَلَالَة) ৯ বার, মুদিল (مُضِلّ) একবচনে ২ বার এবং বহুবচনে ১ বার, আদল্ল (اَضَلّ) ৯ বার, তাদলীল (تَضْلِيْل) ১ বার, দাল্ল (ضَالّ) একবচনে ১ বার এবং বহুবচনে ১৩ বার, ক্রিয়ায় ১১৭ বার এসেছে। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

৩। পথভ্রষ্ট হওয়া ও সরল-সঠিক পথ বিচ্যুত হওয়া অর্থে ঃ

◉যে কেউ ঈমানের বদলে কুফরী গ্রহণ করবে সে নিশ্চিতভাবে হারাবে/ বিচ্যুত হবে (ضَلَّ) সরল পথ।[৪]

◉ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ছাড়া সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, তবে কেউ আল্লাহর শরীক করলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হল (فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا) ।[৫]

◉মে মুমিনগণ! তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন তাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে নাযিল করেছেন তাতে। কেউ অস্বীকার করলে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেস্তাদের, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলদের এবং শেষ বিচার দিনকে, সে তো ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হবে (فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا) ।[৬]

১। সূরা আন'আম ৬/৮৮
২। সূরা আন'আম ৬/৯০
৩। আল-ওয়াসীত ১/৫৪২-৫৪৩; আল-মুনীর ৩৬৩-৩৬৪
৪। সূরা বাকারা ২/১০৮; ৭/১৪৯
৫। সূরা নিসা ৪/১১৬
৬। সূরা নিসা ৪/১৩৬

www.pathagar.com

◉ আল্লাহ বনী ইসারাঈল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; যদি তোমরা নামায পড়, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখ ও তাঁদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে করযে হাসানা দাও, তবে অবশ্যই আমি তোমাদের পাপ মোচন করব এবং তোমাদের দাখিল করব জান্নাতে, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর। তবে যদি কেউ এরপর কুফরী করে সে অবশ্যই সরল পথ হারাবে (ضَلَّ)।[১]

◉ নিশ্চয় যারা গোপন করে আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন তা এবং বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া অন্য কিছু পুরে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সংগে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারাই সৎপথের (هُدٰى) বিনিময়ে গোমরাহী (اَلضَّلَالَةَ) এবং ক্ষমার পরিবর্তে আযাব ক্রয় করেছে। দোযখের আগুন সইতে তারা কতইনা ধৈর্যশীল।[২]

◉ আপনি অন্ধদের তাদের গোমরাহী (ضَلَالَتِهِمْ) থেকে পথে আনতে পারবেন না। আপনি তো শুনাতে পারবেন কেবল তাদের যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, আর তারাই মুসিলম।[৩]

◉ আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি আল্লাহর ইবাদত করতে নির্দেশ দেয়ার জন্য এবং তাগূতকে বর্জন করার জন্য। তারপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং কতকের জন্য গোমরাহী (ضَلَالَةُ) সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে।[৪]

৪। নিষ্ফল হওয়া, ব্যর্থ হওয়া অর্থে ঃ

◉ দেখ, তারা নিজেরাই নিজেদের কিরূপ মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং যে মিথ্যা তারা রচনা করত তা কিভাবে তাদের জন্য নিষ্ফল হল (ضَلَّ)।[৫]

৫। অন্তর্হিত হওয়া, উবে যাওয়া অর্থে ঃ

◉ ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিক জালিম কে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর নিদর্শনকে মিথ্যা বলে? তারা তাদের কিতাবে লিখিত অংশ পেয়ে যাবে। এমন কি, যখন তাদের কাছে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা প্রাণ নেয়ার জন্য পৌঁছে তখন তারা বলে ঃ তারা কোথায় গেল যাদের তোমরা আল্লাহ ছাড়া ডাকতে? তারা বলবে ঃ আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে (ضَلُّوْا)। তারা নিজেদের সম্পর্কে স্বীকার করবে যে, তারা কাফির ছিল।[৬]

১। সূরা মায়িদা ৫/১২
২। সূরা বাকারা ২/১৭৪-১৭৫
৩। সূরা নাম্‌ল ২৭/৮১; ৩০/৫৩
৪। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৩৬
৫। সূরা আন'আম ৬/২৪, ৯৪
৬। সূরা আ'রাফ ৭/৩৭, ৫৩; ১৬/৮৭

www.pathagar.com

◎ সেদিন তাদের প্রত্যেকে তার পূর্ব কৃতকর্ম সম্বন্ধে অবহিত হবে, তাদের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহর কাছে তাদের ফিরিয়ে আনা হবে এবং তাদের মনগড়া মিথ্যা তাদের কাছে থেকে উবে যাবে (ضَلَّ)।[১]

৬। পণ্ড হওয়া অর্থে ঃ

◎ বলুন ঃ আমি কি তোমাদের সংবাদ দিব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের সম্বন্ধে? ওরা তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয় (ضَلَّ) অথচ মনে করে যে, তারা ভালকাজ করছে।[২]

৭। মিলিয়ে যাওয়া, পর্যবসিত হওয়া অর্থে ঃ

◎ তারা বলে ঃ আমরা যদি মাটিতে মিলিয়ে যাই (ضَلَلْنَا) তবুও কি আবার আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? বস্তুত তারা তাদের প্রভুর সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে।[৩]

২৮. ছাওয়াব - ثَوَاب

১। পুরস্কার, প্রতিদান। ভাল কাজের প্রতিদান। পুণ্যের বিনিময়।

যে স্থানে মানুষ বার বার একত্রিত হয় তাকে মাছাবা (مَثَابَة) বলা হয়। যখন কেউ বিয়ে করে, হোক সে নারী কিংবা পুরুষ, তাকে ছায়্যিব (ثَيِّب) বলা হয়।[৪]

২। আল-কুরআনে ছাওয়াব (ثَوَاب) ১৩ বার, ক্রিয়ায় ৪ বার, মাছাবা (مَثَابَة) ১ বার এবং মাছুবা (مَثُوبَة) ২ বার এসেছে।

৩। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◎ প্রতিদান, পুরস্কার অর্থে ঃ

আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারো মৃত্যু হতে পারে না, কেননা তার মিয়াদ অবধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার (ثَوَابَ) চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই এবং কেউ আখিরাতের পুরস্কার (ثَوَابَ) চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই। আর শিগগিরই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব। আর বহু নবী ছিল, যারা তাদের সাথী-সঙ্গী আল্লাহ ওয়ালাদের নিয়ে যুদ্ধ করেছে; আল্লাহর পথে তাদের যে কষ্ট হয়েছে তাতে তারা হীনবল হয়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। যারা ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। তারা আর কিছু বলেনি– শুধু বলেছে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! ক্ষমা করে দিন আমাদের পাপ এবং আমাদের কাজে যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে তা, আমাদের পা মজবুত রাখুন এবং

১। সূরা ইউনুস ১০/৩০; ১১/২১

২। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/১০৪

৩। সূরা সাজদা ৩২/১০

৪। আল-ওয়াসীত ১/১০২; আল-মুনীর ৮৭

www.pathagar.com

কাফিরদের উপরে আমাদের সাহায্য করুন। তারপর আল্লাহ তাদের দান করেন পার্থিব পুরস্কার (ثَوَابَ الدُّنْيَا) এবং আখিরাতের উত্তম পুরস্কার (حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ)। আল্লাহ নেককারদের ভালবাসেন।[১]

◉ কেউ দুনিয়ার পুরস্কার (ثَوَابَ الدُّنْيَا) চাইলে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহর কাছে আছে দুনিয়া ও আখিরাতের পুরস্কার (ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)। আল্লাহ সব শুনেন, সব দেখেন।[২]

◉ আমাদের কি ওযর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহর প্রতি ও যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তার প্রতি ঈমান আনব না এবং এ আশা করব না যে, আমাদের প্রভু আমাদের নেককারদের দলভুক্ত করবেন? তাদের এ কথার জন্য আল্লাহ তাদের পুরস্কার দেবেন (اَثَابَهُمْ) জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহর, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। ইহা নেককারদের প্রতিদান (جَزَاءُ)।[৩]

৪। মাছুবা (مَثُوبَة) শব্দ কুরআনে প্রতিফল অর্থে এসেছে ঃ

◉ যদি তারা ঈমান আনত ও মুত্তাকী হত তাহলে অবশ্যই উত্তম প্রতিফল(لَمَثُوبَةٌ) পেত আল্লাহর কাছ থেকে, যদি তারা জানত।[৪]

◉ বলুন ঃ আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব এর চাইতে নিকৃষ্ট প্রতিফলের (مَثُوبَةً) যা আল্লাহর কাছে আছে? যাকে আল্লাহ লানত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে বানর ও কতককে শূকর করেছেন এবং যারা তাগূতের পূজা করে মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।[৫]

৫। মাছাবা (مَثَابَة) সম্মিলনস্থল, মিলনকেন্দ্র অর্থে ঃ

◉ স্মরণ কর, যখন আমি কাবাঘরকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র (مَثَابَةً) ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, "তোমরা ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ কর এবং আদেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকু ও সিজাদকারীর জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে।"[৬]

১। সূরা আল-ইমরান ৩/১৪৫-১৪৮

২। সূরা নিসা ৪/১৩৪

৩। সূরা মায়িদা ৫/৮৪-৮৫; দেখুন ৪৮/১৮; ৩/১৫৩

৪। সূরা বাকারা ২/১০৩

৫। সূরা মায়িদা ৫/৬০

৬। সূরা বাকারা ২/১২৫

www.pathagar.com

২৯. জাযা - جَزَاء

১। প্রতিফল, বিনিময়, পুরস্কার, দণ্ড, শাস্তি ইত্যাদি। সাধারণত দণ্ড ও প্রতিফল অর্থেই জাযা' ব্যবহৃত হয়। যেমন প্রতিদান ও পুরস্কার অর্থে সাধারণত ছাওয়াব ব্যবহৃত হয়। তবে এর ব্যতিক্রমও কোন্ কোন সময় হয়।[১]

২। কুরআনে জাযা' (جَزَاء) শব্দ ৪২ বার এবং ক্রিয়ায় ৭৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) পরিণাম অর্থে ঃ

◉ যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, তবে সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের ভালবাসেন না। যেখানে তাদের পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সে স্থান থেকে তাদের বহিষ্কৃত করবে। ফিতনা হল হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে তোমরা তাদের হত্যা করবে। এরূপই কাফিরদের পরিণাম (جَزَاءُ) ।[২]

(খ) দণ্ড, শাস্তি অর্থে ঃ

◉ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের দণ্ড হল (جَزَاءُ) এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। এ হল দুনিয়ায় তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।[৩]

◉ চোর সে নর হোক কিংবা নারী হোক তাদের হাত কেটে ফেলবে, এ হল তাদের কৃতকর্মের দণ্ড, আল্লাহর তরফ থেকে শাস্তি। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৪]

(গ) বিনিময় অর্থে ঃ

◉ হে মুমিনরা! তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকারের পশু বধ করবে না। তোমাদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে যা বধ করল তার বিনিময় (جَزَاءٌ) হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফায়সালা করবে তোমাদের দু'জন ন্যায়বান লোক কা'বায় প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা তার কাফ্‌ফারা হবে মিসকীনকে আহার করানো অথবা সমসংখ্যক রোযা রাখা, যাতে সে আপন কর্মের প্রতিফল ভোগ করে।[৫]

১। আল-ওয়াসীত ১/১২২; আল-মুনীর ১০০

২। সূরা বাকারা ২/ ১৯১; ৫/২৯

৩। সূরা মায়িদা ৫/৩৩

৪। সূরা মায়িদা ৫/৩৮

৫। সূরা মায়িদা ৫/৯৫

www.pathagar.com

(ঘ) প্রতিফল অর্থে ঃ

● নিশ্চয় যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না। (অর্থাৎ তাদের কোন কাজ কিংবা দু'আ কবুল করা হবে না) এবং তারা বেহেশতেও দাখিল হতে পারবে না যতক্ষণ না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে (অর্থাৎ বেহেশতে দাখিল হওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব)। এরূপই আমি প্রতিফল (نَجْزِى) দেই অপরাধীদের।[১]

(ঙ) পুরস্কার অর্থে ঃ

● যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্‌রাহীম পুত্র ইসমাঈলকে কাত করে শোয়াল, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইব্‌রাহীম! তুমি তো স্বপ্নটি সত্যে পরিণত করলে। এরূপই আমি নেককারদের পুরস্কার (نَجْزِى) দেই।[২]

(চ) উপকার অর্থে ঃ

● তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কোন উপকারে আসবে না(لَا تَجْزِى) এবং কারো কোন সুপারিশ কবুল করা হবে না এবং কারো কাছ থেকে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের কোন প্রকার সাহায্যও করা হবে না।[৩]

৩। আল-কুরআনে ১ বার জিয্‌য়া (جِزْيَة) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ভূমির খাজনা, রাজস্ব অর্থে প্রধানত ইহা ব্যবহৃত হয়। নিরাপত্তার জন্য ও যুদ্ধের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভের বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের যে কর দিতে হয়, তাকে শরিয়তের পরিভাষায় জিয্‌য়া (جِزْيَة) বলে।[৪]

৪। আল-কুরআনের উদ্ধৃতি ঃ

● যাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না এবং আখিরাতেও না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম বলে মানে না এবং দ্বীনে হক অনুসরণ করে না ,তাদের সাথে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয্‌য়া (جِزْيَة) দেয়।[৫]

৩০. অসীলা - وَسِيْلَة

১। মাধ্যম, উপায়, নৈকট্য লাভেরপন্থা, আগ্রহ,জান্নাতে নবী (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থান ইত্যাদি।[৬]

১। সূরা আ'রাফ ৭/৪০,৪১,১৫২; ১০/১৩; ১২/৭৫; ২০/১২৭; ২১/২৯

২। সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭/১০৩-১০৫; ৮০,১১০, ১২১, ১৩১; ৩/১৪৫; ৬/৮৪; ১২/২২

৩। সূরা বাকারা ২/৪৮, ১২৩; ৩১/৩৩

৪। আল-ওয়াসীত ১/১২২

৫। সূরা তাওবা ৯/২৯

৬। আল-ওয়াসীত ২/১০৩২, তা'রীফাত ২২৫; আল-মুনীর ৬৬০

www.pathagar.com

২। আল-কুরআনে দু'বার অসীলা (وَسِيْلَة) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় (اَلْوَسِيْلَةَ) অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।[১]

◉ বলুন ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইলাহ মনে কর তাদের ডাক, দেখবে তারা তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার কিংবা পরিবর্তন করার কোন শক্তি রাখে না। তারা যাদের ডাকে তারাই তাদের পরওয়ারদিগারের নৈকট্য লাভের উপায় (اَلْوَسِيْلَةَ) তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটতর হতে পারে। তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার রবের শাস্তি ভয়ংকর।[২]

৩। সহীহ হাদীসের বর্ণনা মতে, আযানের মুনাজাতে যে অসীলা (وَسِيْلَة) রয়েছে তার অর্থ জান্নাতে রাসূল (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট সম্মানিত স্থান।

৪। সুন্নত আমল করাই প্রকৃত অসীলা। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে রাসূলের সুন্নতের প্রতি আমল করা অপরিহার্য। রাসূলের অনুসরণই আল্লাহকে পাওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা বা অসীলা।

৩১. হক্ব - حَقّ ও বাতিল - بَاطِل

১। হক-এর বিপরীত বাতিল। সত্য, ন্যায়, অধিকার, হিস্যা, বিষয়বস্তু, যথাযথ ইত্যাদি অর্থে হক (حَقّ) ব্যবহৃত হয়। ইহা আল্লাহর অন্যতম নাম। হক্কুল্লাহ (حَقُّ اللّٰهِ) -যা বান্দার জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে অবশ্য করণীয়। হক্কুল ইবাদ (حَقُّ الْعِبَادِ) -যা বান্দার প্রতি বান্দার জন্য অবশ্য করণীয়।[৩]

২। বাতিল (بَاطِل)- যা মূলে অশুদ্ধ। ফাসিদ (فَاسِد)- যা মূলে শুদ্ধ কিন্তু কোন ত্রুটির কারণে কিংবা কোন শর্ত পূরণের অভাবে অশুদ্ধ হয়।[৪]

৩। কুরআনে হক (حَقّ) ২৪৬ বার, আহক্ (اَحَقّ) ১০ বার, ক্রিয়ায় ২৬ বার; বাতিল (بَاطِل) ২৬ বার, মুবতিলূন (مُبْطِلُوْن) ৫ বার এবং ক্রিয়ায় ৫ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) সত্য ও অসত্য অর্থে ঃ

◉ বলুন! সত্য (حَقّ) এসেছে এবং অসত্য (بَاطِلُ) বিলুপ্ত হয়েছে। অসত্য তো বিলুপ্ত হবারই।[৫]

১। সূরা মায়িদা ৫/৩৫

২। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৫৬-৫৭

৩। আল-ওয়াসীত ১/৮৭-১৮৮; আল-মুনীর ১৪৩-১৪৪

৪। তা'রীফাত, জুরজানী ৩৬,১৪৩; আল-ওয়াসীত ১/৬১

৫। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৮১

www.pathagar.com

◉ আমি কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই রাসূলদের প্রেরণ করি, কিন্তু কাফিরা অসত্য (بَاطِل) অবলম্বনে বিতণ্ডা করে তা দিয়ে সত্যকে (حَقّ) ব্যর্থ করার জন্য এবং আমার নিদর্শন ও যা দিয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছে সে সবকে তারা উপহাসের বস্তুরূপে গ্রহণ করে।[১]

◉ আমি সত্য (حَقّ) দিয়ে অসত্যের (بَاطِل) উপর আঘাত করি, ফলে সত্য অসত্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় এবং তৎক্ষণাৎ অসত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।[২]

◉ আল্লাহ চান যে, তিনি সত্যকে (حَقّ) তাঁর বাণী দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং কাফিরদের নির্মূল করবেন; কারণ তিনি সত্যকে (حَقّ) সত্য এবং অসত্যকে (بَاطِلَ) অসত্য প্রতিপন্ন করবেন। যদিও অপরাধীরা তা পছন্দ করে না।[৩]

◉ হে আহলে কিতাব! কেন তোমরা সত্যকে (حَقّ) অসত্যের (بَاطِل) সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর, যখন তোমরা জান।[৪]

◉ তোমরা সত্যকে (بَاطِل) অসত্যের (حَقّ) সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।[৫]

◉ বলুন ঃ সত্য (حَقّ) এসেছে; আর অসত্য (بَاطِلُ) না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।[৬]

◉ আল্লাহ অসত্যকে (بَاطِلَ) মিটিয়ে দেন এবং স্বীয় বাণী দিয়ে সত্যকে (حَقّ) প্রতিষ্ঠিত করেন।[৭]

(খ) আল্লাহর নাম হিসেবে ঃ

◉ ইহা এ জন্য যে, আল্লাহ, তিনিই সত্য (حَقّ); তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে তা তো অসত্য (بَاطِلُ)। নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই সমুচ্চ, মহান।[৮]

(গ) কর্তব্য, দায়িত্ব অর্থে ঃ

◉ তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রথামত ভরণপোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য (حَقّ)।[৯]

(ঘ) দেনা, ঋণ, পাওনা ইত্যাদি অর্থে ঃ

◉ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন একে অন্যের সংগে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিখে রেখো ------- এবং যার উপর দেনা

১। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/৫৬
২। সূরা আম্বিয়া ২১/১৮
৩। সূরা আনফাল ৮/৭-৮
৪। সূরা আল ইমরান ৩/৭১
৫। সূরা বাকারা ২/৪২
৬। সূরা সাবা ৩৪/৪৯
৭। সূরা শূরা ৪২/২৪
৮। সূরা হজ্জ ২২/৬২; ৩১/৩০
৯। সূরা বাকারা ২/২৪১, ১৮০, ২৩৬; ১০/১০৩; ৩০/৪৭

www.pathagar.com

(حَقٌّ) বর্তায় সে যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশি- কম না করে। তবে যার উপর দেনা (حَقٌّ) সে যদি নির্বোধ হয় কিংবা দুর্বল হয় কিংবা নিজে লেখার বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তাহলে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে।[১]

◎ আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য পাওনা (حَقَّهُ) এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও, আর কোন অবস্থায়ই অপব্যয় করবে না।[২]

(ঙ) দেয় অর্থে ঃ

◎ তিনি লতা ও বৃক্ষ উদ্যান সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্য-শস্য, যয়তুন ও আনারও সৃষ্টি করেছেন- এগুলো একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশও । যখন এসব ফলবান হয় তখন তোমরা এগুলোর ফল খাবে এবং ফসল তোলার দিনে এর দেয় (حَقَّهُ) প্রদান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। কারণ তিনি অপচয়কারীদের ভালবাসেন না।[৩]

এ আয়াতে 'হক' দেয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ওশর, সাদাকা ইত্যাদি অর্থে এখানে 'হক' শব্দ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(চ) হিস্যা, প্রাপ্য, অধিকার অর্থে ঃ

◎ মুত্তাকীদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হিস্যা (حَقٌّ)।[৪]

৪। কুরআনে বাতিল (بَاطِل) শব্দ অসত্য ছাড়া অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

(ক) নিরর্থক অর্থে ঃ

◎ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব নিরর্থক (بَاطِلًا) সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদের জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও।[৫]

◎ আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যবর্তী কোন কিছুই নিরর্থক (بَاطِلًا) সৃষ্টি করিনি।[৬]

(খ) অন্যায় অর্থে ঃ

◎ তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে (بِالْبَاطِلِ) গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার নিমিত্ত তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না।[৭]

১। সূরা বাকারা ২/২৮২
২। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/২৬; ৩০/৩৮
৩। সূরা আনআম ৬/১৪১
৪। সূরা যারিয়াত ৫১/১৯
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯১
৬। সূরা সাদ ৩৮/২৭; দেখুন ২৩/১১৫;৫১/৫৬
৭। সূরা বাকারা ২/১৮৮

www.pathagar.com

(গ) ব্যর্থ ও অসার অর্থে ঃ

◎ ফির'আউনের নির্দেশে যাদুকররা উপস্থিত হলে মুসা বললেন ঃ তোমাদের যা নিক্ষেপ করার নিক্ষেপ কর। যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মুসা বললেন ঃ তোমরা যা নিয়ে এসেছ তা যাদু। নিশ্চয়ই আল্লাহ অচিরেই তা ব্যর্থ ও অসার করে দেবেন (يُبْطِلُهُ)। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেন না।[১]

৩২. শাফা'আত - شَفَاعَة

১। সুপারিশ, অপরাধ কিংবা পাপ মোচনের প্রার্থনা।[২]

২। আল-কুরআনে শাফা'আত (شَفَاعَة) ১৩ বার, শাফি'য়ীন (شَافِعِيْنَ) ২ বার, শাফী' (شَفِيْع) ৫ বার, শুফা'আ (شُفَعَاء) ৫ বার এবং ক্রিয়ায় ৯ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) শাফা'আতের স্বরূপ ও প্রকার ঃ

◎ কেউ ভাল কাজের সুপারিশ করলে (شَفَعَ شَفَاعَةً حَسَنَةً) তা থেকে সে একটি অংশ পাবে এবং কেউ মন্দ কাজের সুপারিশ করলে (يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً) সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে। আল্লাহ সকল বিষয়ে নজর রাখেন।[৩]

◎ কে সে যে তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে (يَشْفَعُ)।[৪]

◎ তিনি সমস্ত কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর অনুমতি ব্যতিরেকে সুপারিশ করার কেউ নেই (مَامِنْ شَفِيْعٍ)।[৫]

◎ বলুন ঃ সকল সুপারিশ (شَفَاعَةُ) আল্লাহর ইখতিয়ারে। আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।[৬]

◎ যাকে অনুমতি প্রদান করা হয় সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ (شَفَاعَةُ) আল্লাহর কাছে ফলপ্রসূ হবে না।[৭]

◎ তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে, তাদের সুপারিশের (شَفَاعَةَ) ক্ষমতা নেই; তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয় তারা ছাড়া।[৮]

১। সূরা ইউনুস ১০/৭৯-৮১

২। তা'রীফাত ১১২; আল-ওয়াসীত ১/৪৮৭; আল-মুনীর ৩১৭

৩। সূরা নিসা ৪/৮৫

৪। সূরা বাকারা ২/২৫৫

৫। সূরা ইউনুস ১০/৩

৬। সূরা যুমার ৩৯/৪৩-৪৪

৭। সূরা সাবা ৩৪/২৩

৮। সূরা যুখরুফ ৪৩/৮৬

প্র. শ. শ্রী.-০৫

www.pathagar.com

◎ সেদিন কোন কাজে আসবে না কোন সুপারিশ (شَفَاعَةٌ) তার সুপারিশ ছাড়া যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন।[১]

◎ আকাশে যত ফেরেশতা আছে তাদের কোন সুপারিশ কাজে আসবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন।[২]

◎ তাদের দেব-দেবীগুলো তাদের জন্য সুপারিশ করবে না বরং তারাই তাদের দেব-দেবীগুলোকে অস্বীকার করবে।[৩]

(খ) শাফা'আতের তাৎপর্য ঃ

◎ যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করে তুমি তাদের সংগ বর্জন কর এবং কুরআন দিয়ে তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী (شَفِيْعٌ) থাকবে না এবং বিনিময়ে সবকিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না।[৪]

◎ আপনি কুরআন দিয়ে তাদের সতর্ক করে দিন যারা ভয় করে যে, তাদের রবের কাছে তাদের জমায়েত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী (شَفِيْعٌ) থাকবে না, হয়তো তারা সাবধান হবে।[৫]

◎ অপরাধীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ তোমাদের কিসে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে ? তারা বলবে ঃ আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে খাওয়াতাম না, বেহুদা আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম, আমরা কিয়ামতের দিনকে অস্বীকার করতাম আমাদের কাছে মৃত্যু আসা পর্যন্ত। ফলে তাদের কোন কাজে আসবে না সুপারিশকারীদের সুপারিশ (شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ)।[৬]

◎ তাদের সতর্ক করুন আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য হবে এমন কোন সুপারিশকারীও (شَفِيْعٌ) নেই।[৭]

◎ যে দয়াময় আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ছাড়া অন্য কারো সুপারিশ (شَفَاعَةَ) করার ক্ষমতা থাকবে না।[৮]

১। সূরা তাহা ২০/১০৯
২। সূরা নাজ্‌ম ৫৩/২৬
৩। সূরা রূম ৩০/১৩
৪। সূরা আন'আম৬/৭০
৫। সূরা আন'আম ৫১
৬। সূরা মুদদাছছির ৭৪/৪১-৪৮
৭। সূরা মুমিন ৪০/১৮
৮। সূরা মাইরয়াম ১৯/৮৭

www.pathagar.com

◉ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো সুপারিশ (شَفَاعَةٌ) স্বীকৃত হবে না, কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবে না।১

◉ হে মুমিনরা! আমি তোমাদের যা দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সেই দিন আসার পূর্বে, যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ (شَفَاعَةٌ) থাকবে না।২

◉ আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে, আমি তাঁর ইবাদত করব না ? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন ইলাহ গ্রহণ করব? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে মুক্তও করতে পারবে না।৩

◉ যারা তাদের দ্বীনকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদের প্রতারিত করেছিল, তারা কিয়ামতের দিন বলবে ঃ আমাদের পরওয়ারদেগারের রাসুলগণ তো সত্যবাণী নিয়ে এসেছিল; আমাদের কি এমন কোন সুপারিশকারী (شُفَعَاء) আছে যে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে (فَيَشْفَعُوْا لَنَا), অথবা আমাদের কি পুনরায় ফিরে যেতে দেয়া হবে যাতে পূর্বে আমরা যা করতাম তা থেকে ভিন্নতর কিছু করতে পারি?৪

৩। দুনিয়ায় শাফা'আত বা সুপারিশ দু'প্রকার ঃ ভাল কাজের সুপারিশ (شَفَاعَةٌ حَسَنَةٌ) এবং মন্দ কাজের সুপারিশ (شَفَاعَةٌ سَيِّئَةٌ)। সুপারিশকারী সুপারিশের গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রতিদান ও প্রতিফল লাভ করবে।

৪। আখিরাতের শাফা'আত এক প্রকার। আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন কেবল সেই সুপারিশ করতে পারবে।

৩৩. তাগূত - طَاغُوْت ও জিবৃত - جِبْت

১। চরম অবাধ্য, সীমালংঘনকারী, সৎপথ পরিত্যাগ করে অসৎ পথে নেতৃত্বদানকারী, শয়তান, যাদুকর, গণক, আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর উপাসনা করা হয় -হোক তা জিন, ইনসান কিংবা প্রতিমা। স্ত্রী ও পুং এ শব্দে সমান।৫

১। সূরা বাকারা ২/৪৮, ১২৩
২। সূরা বাকারা ২/২৫৪
৩। সূরা ইয়াসীন ৩৬/২২-২৩
৪। সূরা আ'রাফ ৭/৫৩
৫। আল-মিসবাহুল মুনীর, ৩৭৩-৩৭৪; আল-ওয়াসীত ২/৫৫৭-৫৫৮

www.pathagar.com

২। তাগীয়া (طَاغِيَة) যুলম ও অবাধ্যতায় শীর্ষস্থানীয়। তুগইয়ান (طُغْيَان) অত্যাচার-নিপীড়নে কিংবা জলোচ্ছ্বাসে আধিক্য। তাগওয়া (طَغْوٰى)-অবাধ্যতা, সীমালংঘন।[১]

৩। কুরআনে তাগূত (طَاغُوْت) শব্দটি ৮ বার; তুগইয়ান (طُغْيَان) ৯ বার; তাগ্ওয়া (طَغْوٰى) ১ বার; তাগীয়া (طَاغِيَة) ১ বার; আত্গা (أَطْغٰى) ১ বার; তাগূন (طَاغُوْن ও طَاغِيْن) ৬ বার; ক্রিয়ায় ১৩ বার এসেছে ঃ

(ক) দ্বীনে কোন জোরজবরদস্তি নেই; সত্যপথ ভ্রান্তপথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূত (طَاغُوْتِ) কে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করবে সে এমন এক দৃঢ় অবলম্বন ধরবে যা কখনও ভাঙবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদের আঁধার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। যারা কুফ্রী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, তারা তাদের আলো থেকে আঁধারে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।[২]

(খ) তুমি কি তাদের দেখনি যাদের দেয়া হয়েছিল কিতাবের একাংশ, তারা জিব্ত[৩] ও তাগূতে বিশ্বাস করে, তারা কাফিরদের সম্বন্ধে বলে ঃ এরা মুমিনদের অপেক্ষা প্রকৃষ্টতর পথের পথিক।[৪]

(গ) আপনি কি তাদের দেখেননি যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান রাখে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের আদেশ করা হয়েছে।, বস্তুত শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।[৫]

(ঘ) যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে; সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল অতি দুর্বল।[৬]

(ঙ) বলুন ঃ আমি কি তোমাদের এর চাইতে নিকৃষ্ট পরিণতির খবর দেব যা আল্লাহর কাছে রয়েছে? যাকে আল্লাহ লা'নত করেছেন, যার ওপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর করেছেন এবং যারা তাগূতের ইবাদত করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত।[৭]

(চ) আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।[৮]

১। প্রাগুক্ত

২। সূরা বাকারা ২/২৫৬- ২৫৭

৩। তাগূতের সমার্থক, আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয়। আল-ওয়াসীত ১/১০৪

৪। সূরা নিসা ৪/৫১

৫। সূরা নিসা ৪/৬০

৬। সূরা নিসা ৪/৭৬

৭। সূরা মায়িদা ৫/৬০

৮। সুরা নাহ্ল ১৬/৩৬

www.pathagar.com

(ছ) যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।[১]

৪। তাগা (طَغٰى) অর্থ সীমালংঘন করা, অবাধ্য হওয়া, উদ্‌বেলিত হওয়া ইত্যাদি ঃ

(ক) যে ব্যক্তি সীমালংঘন (طَغٰى) করল এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধ্যান্য দিল, জাহান্নাম হবে তার আবাস।[২]

(খ) যখন পানি উথলে উঠেছিল (طَغٰى) তখন আমি তোমাদের নৌযানে আরোহণ করিয়ে ছিলাম।[৩]

(গ) তার দৃষ্টি বিভ্রমও হয়নি এবং লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি (طَغٰى)।[৪]

(ঘ) আল্লাহ যাদের বিপথগামী করেন তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর তাদের তিনি অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন।[৫]

৩৪. অস্‌ওয়াসা - وَسْوَسَة

১। কুমন্ত্রণা, অস্পষ্ট বাক্য, মৃদুবায়ু সঞ্চলনের শব্দ, দ্ব্যর্থ ও চুপিচুপি কথা ইত্যাদি।[৬]

২। আল-কুরআনে এই শব্দটির ব্যবহার বিভিন্নভাবে ৫ বার এসেছে ঃ

◉ হে আদম ! তুমি ও তোমার সংগিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেভাবে যেখানে ইচ্ছা আহার কর, তবে এ গাছের কাছে যেয়ো না, গেলে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। তারপর শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা (فَوَسْوَسَ) দিল, যাতে তাদের লজ্জাস্থান যা গোপন রাখা হয়েছিল তা সে প্রকাশ করে দেয় এবং বলল ঃ পাছে তোমরা উভয় ফিরিশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা অমর হও এ জন্যেই তোমাদের প্রতিপালক এ গাছ থেকে তোমাদের বারণ করেছেন।[৭]

◉ আমি বললাম ঃ হে আদম! এ ইবলীস তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে। ইহা তোমার জন্য যে, তুমি এখানে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না; এবং এখানে

১। সূরা যুমার ৩৯/১৭

২। সূরা নাযি'আ ৭৯। ৩/৩৭-৩৯; ২০/২৪, ৮১, ৪৫ ; ২১/৪৩; ৭৯/১৭; ১১/১১২; ৫৫/৮; ৯৬/৬

৩। সূরা হাক্কা ৬৯/১১

৪। সূরা নাজম ৫৩/১৭

৫। সূরা আ'রাফ ৭/১৮৬

৬। আল-ওয়াসীত ২/১০৩৩; আল মিসবাহুল মুনীর ৬৫৮

৭। সূরা আ'রাফ ৭/১৯-২০

www.pathagar.com

পিপাসার্ত হবে না ও রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। তারপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা (فوسوس) দিল। সে বলল ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? অতঃপর তারা উহার ফল ভক্ষণ করল, ফলে তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষের পাতা দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে লাগল।[১]

◉ আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় (تُوَسْوِسُ) তা আমি জানি। আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর।[২]

◉ বলুন ঃ আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি মানুষের প্রতিপালকের কাছে, মানুষের মালিকের কাছে, মানুষের মাবুদের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা (يُوَسْوِسُ) দেয় মানুষের অন্তরে জিন্ ও ইনসানের মধ্য হতে।[৩]

৩৫. সিহ্‌র - سِحْر

১। যাদু, ভেলকি; যে বস্তুর রহস্য গোপন এবং যা বাস্তবে প্রদর্শিত হয় তার বিপরীত; যা দর্শককে অভিভূত করে কিন্তু সে তার বাস্তবতার কারণ সম্বন্ধে অনবহিত।[৪]

২। আল-কুরআনে সিহ্‌র (سِحْر) ২৭ বার, দ্বিবচনে ১ বার, সাহির (سَاحِر) একবচনে ১২ বার, দ্বিবচনে একবার, বহুবচনে "সাহিরুন" (ساحرون) একবার ও "সাহরাতুন" (سَحَرَة) ৮ বার, সাহ্‌হার (سَحَّار) একবার, ক্রিয়াপদে ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। কুরআনে "সিহর" সম্বন্ধে যে বর্ণনা ও বক্তব্য এসেছে তার সারমর্ম নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

(ক) যাদুর প্রভাবে মানুষের মনে অকস্মাৎ বিস্ময় সৃষ্টি হয় ও ভীতি অনুভূত হয়।

(খ) যাদুকররা যা করে তা কেবল কৌশল।

(গ) যাদুকররা সফল হয় না।

৪। মুসা (আঃ)-এর সময় যাদুর প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ফিরআউন যাদুর জোরে মুসা (আঃ)-কে পরাভূত করতে চেয়েছিল। কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

(ক) ফিরআউন বলল ঃ হে মুসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছ তোমার যাদুর জোরে আমাদের দেশ থেকে আমাদের বহিষ্কার করার জন্য! হাঁ! আমরাও তোমার কাছে উপস্থিত করব এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং নির্ধারণ কর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক

১। সূরা তাহা ২০/১১৭-১২১

২। সূরা কাফ ৫০/১৬

৩। সূরা নাস ১১৪/১-৬

৪। আল-ওয়াসীত ১/৪১৯; আল-মিসবাহুল মুনীর ২৬৮

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তীস্থল, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না।[১]

(খ) মুসা বলল ঃ তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।[২]

(গ) অতঃপর ফিরআউন উঠে গেল এবং পরে তার যাদুকরদের একত্র করল ও ফিরে এল।[৩]

(ঘ) মুসা তাদের বলল ঃ দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করো না। করলে, তিনি শাস্তি দিয়ে তোমাদের সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে।[৪]

(ঙ) তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল এবং গোপনে পরামর্শ করল।[৫]

(চ) তারা বলল ঃ এরা দু'জন তো যাদুকর। এরা চায় তাদের যাদুবলে তোমাদের দেশ থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করতে এবং তোমাদের উত্তম জীবন ব্যবস্থার অস্তিত্ব বিনাশ করতে। অতএব তোমরা তোমাদের যাদুক্রিয়া সংহত কর, তার পর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও। যে আজ জয়ী হবে সেই সফল হবে।[৬]

(ছ) তারা বলল ঃ হে মুসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, অথবা আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করি।[৭]

(জ) মুসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। তাদের যাদু প্রভাবে অকস্মাৎ মুসার মনে হল যেন তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। মুসা নিজের মনে কিছু ভীতি অনুভব করল।[৮]

(ঝ) আমি (আল্লাহ) বললাম ঃ ভয় করো না, তুমিই প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, ইহা তারা যা কিছু করছে তা গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা কিছু করেছে তা তো কেবল যাদুকরের কৌশল। যাদুকর যেথায়ই আসুক, সফল হবে না।[৯]

(ঞ) অতঃপর যাদুকররা সিজদাবনত হয়ে বলল ঃ আমরা হারুন ও মুসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।[১০]

১। সূরা তাহা ২০/৫৭-৫৮; দেখুন সূরা শু'আরা ২৬/৩০-৫১
২। সূরা তাহা ২০/৫৯; ২৬/৩৮
৩। সূরা তাহা ২০/৬০; ২৬/৩৯-৪২
৪। সূরা তাহা ২০/৬১
৫। সূরা তাহা ২০/৬২
৬। সূরা তাহা ২০/৬৩-৬৪
৭। সূলা তাহা ২০/৬৫
৮। সূরা তাহা ২০/৬৬-৬৭; ২৬/৪৩
৯। সূরা তাহা ২০/৬৮-৬৯; ২৬/৪৫
১০। সূরা তাহা ২০/৭০; ২৬/৪৬; ২৬/৪৯

www.pathagar.com

(ট) ফিরআউন বলল ঃ কী ! আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মুসার প্রতি ঈমান আনলে? দেখছি, সেই তোমাদের প্রধান, সে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত ও পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করব এবং খেজুর গাছের কাণ্ডে তোমাদের শূলবিদ্ধ করব। তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।[১]

(ঠ) যাদুকররা বলল ঃ আমাদের কাছে যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধ্যান্য দেব না। সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও। তুমি তো কেবল এ পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং সে যাদু যা করতে তুমি আমাদের বাধ্য করেছ। আল্লাহই শ্রেষ্ঠ এবং স্থায়ী।[২]

৫। খ্রিষ্টপূর্ব ৯৯০-৯৩০ পর্যন্ত প্যালেষ্টাইনে সুলায়মান (আঃ) রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন নবী ও বাদশাহ। ইসরাঈলী বাদশাহদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাইবেলে তার ক্ষমতার উৎস বলা হয়েছে যাদু বিদ্যাকে এবং তার প্রতি কুফরীর অপবাদ দেয়া হয়েছে। কুরআনে তা অপনোদন করে বলা হয়েছে ঃ

(ক) সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যা আবৃত্তি করত ইয়াহুদীরা তা অনুসরণ করত। সুলায়মান কুফরী করেনি। শয়তানরাই কুফরী করেছে, তারা মানুষকে যাদু শিখাতো এবং যা বাবিল শহরে হারুত ও মারুত ফিরিশতার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। তারা কাউকে শিখাতো না এ কথা না বলে যে, "আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।" তারা তাদের কাছ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তা শিখত, অথচ আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া তারা কারো কোন ক্ষতিসাধন করতে পারত না। তারা যা শিক্ষা করত তা তাদের ক্ষতিসাধন করত এবং কোন উপকারে আসত না। তারা নিশ্চতভাবে জানত, যে কেউ তা ক্রয় করে আখিরাতে তার কোন হিস্যা নেই। কত নিকৃষ্ট তা যার বিনিময়ে তারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করেছে, যদি তারা জানত![৩]

৬। যাদুতে বিশ্বাস করা ও তা অনুসরণ করা কুফর। এখানে এ কথাই বলা হয়েছে।

৩৬. ওফাত - وَفَاة

১। মওত, মওতের সনদ ; وَفٰى - পূর্ণ হওয়া, প্রচুর হওয়া, আদায় করা; اَوْفٰى - পরিপূর্ণ করা, প্রকাশ করা, দান করা; تَوَفّٰى -জান কবয করা, পরিপূর্ণরূপে প্রদান করা; اِسْتَوْفٰى - পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা, নিঃশেষ করা।[৪]

১। সূরা তাহা ২০/৭১

২। সূরা তাহা ২০/৭২-৭৩; ২৬/৪৭-৪৮; ২৬/৫০-৫১

৩। সূরা বাকারা ২/১০২

৪। আল-ওয়াসীত ২/১০৪৭; আল-মিসবাহুল মুনীর, ৬৬৭; Hons Wher, ১০৮৬

www.pathagar.com

২। আল-কুরআনে ৬৬ বার وَفّٰى বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) পূর্ণ করা অর্থে ঃ

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে (اَوْفُوْا)।[১]

◎ তোমরা পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরাপুরি দেবে (اَوْفُوْا)[২]

◎ যারা ঈমান এনেছে এবং নেককাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরি দেবেন (يُوَفِّى)।[৩]

(খ) জান কবয করা, মওত দেয়া অর্থে ঃ

◎ যারা নিজেদের ওপর জুলুম করে তাদের জান কবযের সময় (تَوَفّٰى) ফিরিশতারা বলে ঃ তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে ঃ দুনিয়ায় আমরা অসহায় অবস্থায় ছিলাম। ফিরিশতারা বলে ঃ দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না যেথায় তোমরা হিজরত করতে? এদের আবাসস্থল জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট আবাস![৪]

◎ তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য হতে চারজন সাক্ষী তলব করবে, যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের গৃহে আবদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না মওত তাদের মৃত্যু দেয় (يَتَوَفّٰهُنَّ) অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন ব্যবস্থা করেন।[৫]

(গ) পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা অর্থে ঃ

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে (يَسْتَوْفُوْنَ) এবং যখন তাদের মেপে অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়।[৬]

৩৭. মওত - مَوْت

১। হায়াতের বিপরীত; ঈমান ও জ্ঞানের বিপরীত; ভয়-ভীতি, দুঃখ-দৈন্য ইত্যাদি। নিদ্রা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। দারিদ্র্য, অপমান, বিপর্যয় ইত্যাদি।[৭]

২। তাসাউফের পরিভাষায় প্রবৃত্তির খাহেশাতকে অবদমিত করার নামও মওত। তাই বলা হয় ঃ مَنْ مَاتَ عَنْ هَوَاهُ فَقَدْ حَيَّ بِهُدَاهُ -যে তার প্রবৃত্তিকে দমন করল সে হিদায়াতসহ বেঁচে রইল।[৮]

১। সূরা মায়িদা ৫/১; ১৬/৯১; ১৭/৩৪
২। সূরা আন'আম ৬/১৫২; ৭/৮৫; ১১/৮৫; ১৭/৩৫; ২৬/১৮১
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/৫৭; ৪/১৭৩; ৩৫/৩০
৪। সূরা নিসা ৪/৯৭; ৬/৬১; ৪৭/২৭; ১৬/২৮; ৩২, ৮/৫০; ৩৯/৪২
৫। সূরা নিসা ৪/১৫
৬। সূরা মুতাফ্ফিফীন ৮৩/১-৩
৭। আল-ওয়াসীত ২/৮৯০-৮৯১; আল-মিসবাহুল মুনীর ৫৮৩-৫৮৪
৮। তা'রীফাত ২১১

www.pathagar.com

৩। অনুর্বর, অনাবাদী, বিরান ও মালিকানাহীন সম্পত্তি ও জমিনকে মাওয়াত (مَوَات) বলা হয়।[১]

৪। হায়াত ও মওত সৃষ্ট। আল্লাহ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান; তিনি সৃষ্টি করেছেন মওত ও হায়াত তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য - কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশীল, পরম ক্ষমাশীল।[২]

৫। আল-কুআনে মওত (مَوْت) ৫৩ বার, আমওয়াত (اَمْوَات) ৬ বার; মওতা (مَوْتٰى) ১৭ বার; মায়ত (مَيْت) ৫ বার; মায়তাত (مَيْتَة) ৬ বার; মায়্যিত (مَيِّت) ১২ বার; মায়্যিতুন (مَيِّتُوْن) ২ বার; মায়্যিতীন। (مَيِّتِيْن) ১ বার; মামাত (مَمَات) ৩ বার; ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৬০ বার এসেছে।

৬। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) ভয়-ভীতি, যন্ত্রণা ইত্যাদি অর্থে ঃ

◉ জাহান্নামীদের প্রত্যেককে পান করানো হবে গলিত পুঁজ যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হবে। সকল দিক থেকে তার কাছে আসবে মওত (مَوْتٌ) কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না, সে থাকবে কঠোর শাস্তির মধ্যে।[৩]

(খ) জ্ঞান ও ঈমানের বিপরীত অর্থে ঃ

◉ আপনি তো শুনাতে পারেন না মৃতকে (مَوْتٰى) আর না শুনাতে পারেন বধিরকে আহ্বান, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায়।[৪]

◉ যে ব্যক্তি মৃত (مَيْتًا) ছিল, যাকে আমি জীবন দিয়েছি এবং মানুষের মধ্যে চলার জন্য আলো দিয়েছি, সে ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে রয়েছে আঁধারে যেখান থেকে বের হবার নয়?[৫]

(গ) অনুর্বর, বিরান ইত্যাদি অর্থে ঃ

◉ তিনিই বর্ষণের প্রাক্কালে বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে প্রেরণ করেন। যখন তা ঘন মেঘ বহন করে তখন তা বিরান (مَيِّتٍ) ভূখণ্ডের দিকে চালনা করি, পরে তা থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তারপর তা দিয়ে সব ধরনের ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি। এভাবেই মৃতকে জীবিত করি যাতে তোমরা শিক্ষালাভ কর।[৬]

১। প্রাগুক্ত
২। সূরা মুলক ৬৭/১-২
৩। সূরা ইবরাহীম ১৪/১৬-১৭
৪। সূরা নাম্‌ল ২৭/৮০
৫। সূরা আন'আম৬/১২২
৬। সূরা আ'রাফ ৭/৫৭

www.pathagar.com

◉ তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত (مَيْتَةٌ) জমিনের। আমি তাকে জীবন দেই এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য যা তারা খায়।[১]

(ঘ) নিদ্রা অর্থে ঃ

◉ আল্লাহ জীবের জান কবয করেন তার মৃত্যুর (مَوْتِ) সময় এবং যার মৃত্যু ঘটেনি তারও তার নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।[২]

৭। আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে মৃত্যু হতে পারে না ঃ

◉ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো মৃত্যু হতে পারে না, মৃত্যুর রয়েছে অবধারিত মেয়াদ।[৩]

৮। কেউ জানে না কোথায় তার মৃত্যু হবে ঃ

◉ নিশ্চয় আল্লাহরই কাছে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, তিনিই জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে (تَمُوْتُ)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সকল বিষয়ে অবহিত।[৪]

৯। মওত ও ইসলাম ঃ

◉ যখন আল্লাহ ইবরাহীমকে বললেন ঃ তুমি আত্মসমর্পণ কর (أَسْلِمْ) তখন সে বললঃ আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম (أَسْلَمْتُ)। ইবরাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রদের অসীয়ত করলো ঃ হে পুত্রগণ! নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীন ইসলামকে মনোনীত করেছেন সুতরাং তোমরা মুসলিম না হয়ে মরো না (فَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ)।[৫]

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং কোন অবস্থায় মুসিলম না হয়ে মরো না (وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ)।[৬]

১০। জান্নাত থেকে আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় নামিয়ে দেয়ার সময় আল্লাহ তাঁকে বললেন ঃ পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে (تَمُوْتُوْنَ) এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে।[৭]

১। সূরা ইয়াসীন ৩৬/৩৩
২। সূরা যুমার ৩৯/৪২
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/১৪৫
৪। সূরা লুকমান ৩১/৩৪
৫। সূরা বাকারা ২/১৩১-১৩২
৬। সূরা আল-ইমরান ৩/১০২
৭। সূরা আ'রাফ ৭/২৪-২৫

www.pathagar.com

১১। মওত ও কাফির ঃ

◎ নবী কি তোমাদের বলে যে তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদের পুনরায় বের করে আনা হবে? না, অসম্ভব; যা তোমাদের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তা অবাস্তব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, এখানেই আমরা মরি (نَمُوْتُ) ও বাঁচি, আমরা কখনও পুনরুত্থিত হব না।[১]

◎ তারা বলে ঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি (نَمُوْتُ) ও বাঁচি এবং কাল-ই আমাদের ধ্বংস করে।[২]

◎ নিশ্চয় তারা বলে থাকে ঃ আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নেই এবং আমরা তো পুনরুত্থিত হবার নই।[৩]

১২। মওত ও মুরতাদ ঃ

◎ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ স্বীয় দ্বীন হতে ফিরে গেলে এবং কাফির অবস্থায় মারা (يَمُتْ) গেলে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরা জাহান্নামের বাসিন্দা। সেথায় তারা স্থায়ী হবে।[৪]

১৩। আল্লাহর পথে যারা প্রাণ দেয় তারা মৃত নয় ঃ

◎ যারা আল্লাহর পথে প্রাণ দিল তাদের তোমরা মৃত মনে করো না। বরং জীবিত এবং তাদের রবের তরফ থেকে তারা জীবিকা প্রাপ্ত।[৫]

◎ আল্লাহর পথে যারা প্রাণ দিল তোমরা তাদের মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বোঝ না।[৬]

১৪। মওত ও মুমিন ঃ

◎ বলুন ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী ও হজ্জ, আমার জীবন ও আমার মরণ (مَمَاتِىْ) রাব্বুল আলামীন আল্লাহরই উদ্দেশ্যে।[৭]

৩৮. হায়াত - حَيَاة

১। জীবন, সমৃদ্ধি, স্থায়িত্ব; حَيٌّ জীবিত, ব্যক্তি, গোত্র; حَيِّ এসো, ত্বরা কর, حَيَّ عَلَى الصَّلَاة ও حَيَّ عَلَى الْفَلَاح বলা; تَحِيَّة সম্ভাষণ,

১। সূরা মুমিনূন ২৩/৩৫-৩৭
২। সূরা জাছিয়া ৪৫/২৪
৩। সূরা দুখান ৪৪/৩৪-৩৫
৪। সূরা বাকারা ২/২১৭
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/১৬৯
৬। সূরা বাকারা ২/১৫৪
৭। সূরা আন'আম ৬/১৬২

www.pathagar.com

সালাম; حَيْوَانٌ –প্রাণী সবাক কিংবা নির্বাক; حَيَوَانٌ –অনন্ত জীবন অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১]

২। কুরআনে হায়াত (حَيَاة) ৭৬ বার; হায়ওয়ান (حَيْوَان) ১ বার; হায়্যিন (حى) ১৯ বার; আহ্ইয়া (أَحْيَاء) ৫ বার; তাহিয়্যা (تَحِيَّة) ৬ বার; মাহ্ইয়া (مَحْيَا) ২ বার; ক্রিয়ায় ৭১ বার এসেছে।

৩। হায়াত স্বতন্ত্রভাবে ৭ বার, দুনিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে ৬৮ বার এবং তায়্যিবা -এর সাথে যুক্ত হয়ে (حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ) ১ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

৪। প্রাণ সঞ্চার করা, সজীব করা, জীবিত করা অর্থে ঃ

◉ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে– তিনি তোমাদের প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎ, ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবিত করেন (فَيُحْيِي)।[২]

◉ তোমরা চিন্তা কর আল্লাহর রহমতের ফল সম্বন্ধে– কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর তাকে জীবিত (يُحْيِي) করেন? এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩]

◉ বলুন ঃ হে মানুষ ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি জীবন দেন (يُحْيِي) এবং মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর বাণীবাহক নিরক্ষর নবীর প্রতি; যে ঈমান আনে আল্লাহতে ও তাঁর বাণীতে, আর তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।[৪]

◉ নিশ্চয় আল্লাহরই রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা আসমান ও জমিনের। তিনিই জীবন দেন (يُحْيِي) ও মৃত্যু ঘটান। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, কোন সাহায্যকারী ও নেই।[৫]

৫। আল হায়্যু (اَلْحَيُّ) – আল্লাহর অন্যতম নাম ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব (اَلْحَيُّ) ও স্বাধিষ্ট, বিশ্ববিধাতা।[৬]

৬। হায়্যন (حَيٌّ) জীবিত ঃ আল্লাহ শস্য-বীজ ও আঁটি অংকুরিত করেন, তিনিই নির্গত করেন জীবন্তকে (اَلْحَيَّ) মৃত হতে এবং নির্গত করেন জীবন্ত হতে মৃতকে;

১। আল-ওয়াসীত ১/২১৩ আল-মিসবাহুল মুনীর ১৬০-১৬১
২। সূরা রুম ৩০/২৪
৩। সূরা রুম ৩০/৫০
৪। সূরা আ'রাফ ৭/১৫৮
৫। সূরা তাওবা ৯/১১৬
৬। সূরা বাকারা ২/২৫৫; ৩/২

www.pathagar.com

এই তো আল্লাহ। সুতরাং তোমরা কোথায় ঘুরে বেড়াবে?[১]

৭। হায়াতুদ্ দুনিয়া (اَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا)।

◎ জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী। কিয়ামতের দিন তোমাদের পূর্ণমাত্রায় দেয়া হবে তোমাদের কর্মফল। যাকে দোজখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করান হবে সে-ই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন (اَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا) তো ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ বৈ আর কিছু নয়।[২]

◎ যারা কুফরী করে তাদের জন্য পার্থিব জীবন (اَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا) শোভন করা হয়েছে, তারা মুমিনদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকে।[৩]

◎ পার্থিব জীবন (اَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا) ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছু নয়। নিশ্চয় যারা তাক্ওয়া করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাস শ্রেয়। তোমরা কি বোঝবে না?[৪]

◎ পার্থিব জীবনের (اَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا) দৃষ্টান্ত যেমন আকাশ থেকে আমি বারি বর্ষণ করি যা দিয়ে ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীব-জন্তু আহার করে থাকে। তারপর ভূমি যখন তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীরা মনে করে তা তাদেরই আয়ত্তাধীন তখন দিনে অথবা রাতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে এবং আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই যেন ইতঃপূর্বে এর অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বর্ণনা করি চিন্তাশীল লোকদের জন্য।[৫]

◎ যে কেউ পার্থিব জীবন (اَلْحَيَاةَ الدُّنْيَا) ও তার শোভা কামনা করে আমি তাদের সেথায় পূর্ণমাত্রায় দেই তাদের কর্মফল এবং সেথায় তাদের কম দেয়া হবে না। আখিরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া অন্য কিছু নেই। তারা যা করে তা সেখানে কোন কাজে আসবে না এবং তাদের কর্ম ব্যর্থ হবে।[৬]

◎ যারা পার্থিব জীবনকে (اَلْحَيَاةَ الدُّنْيَا) আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং তা বক্র করতে চায়, তারাই রয়েছে ঘোর বিভ্রান্তিতে।[৭]

◎ যারা শাশ্বত বাণিতে বিশ্বাসী আল্লাহ তাদের সু-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন পার্থিব জীবনে (اَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا) ও আখিরাতে এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদের রাখবেন বিভ্রান্তিতে। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করেন।[৮]

১। সূরা আন'আম ৬/৯৫
২। সূরা আল-ইমরান ৩/১৮৫; ৫৭/২০
৩। সূরা বাকারা ২/২১২
৪। সূরা আন'আম৬/৩২; ৪৭/৩৬; ৫৭/২০
৫। সূরা ইউনুস ১০/২৪; ১৮/৪৫
৬। সূরা হুদ ১১/১৫-১৬
৭। সূরা ইব্রাহীম ১৪/৩; ১৬/১০৭
৮। সূরা ইব্রাহীম ১৪/২৭

www.pathagar.com

◎ ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের (اَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا) শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার রবের কাছে শ্রেয় ছওয়াব হিসেবে এবং শ্রেয় কাঙ্ক্ষিত বস্তু হিসেবেও।[১]

৮। হায়াত তায়্যিবা (حَيٰوةً طَيِّبَةً) – যে কেউ ভালকাজ করবে নর ও নারীর মধ্য থেকে, এমন অবস্থায় যে সে ঈমানদার, নিশ্চয় আমি তাকে দান করব আনন্দময় জীবন (حَيٰوةً طَيِّبَةً)।[২]

৯। এ পার্থিব জীবন (اَلْحَيٰوةُ الدُّنْيَا) তো ক্রীড়া-কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়। আখিরাতের জীবন (اَلدَّارَ الْاٰخِرَةَ) -ই হল প্রকৃত অনন্ত জীবন (اَلْحَيَوَانُ)। যদি তারা জানত।[৩]

১০। যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয় (تَحِيَّةٍ) তখন তোমরাও তার চেয়ে উত্তম অভিবাদনে উত্তর দেবে অথবা তারই অনুরূপ করবে। আল্লাহ সব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।[৪]

১১। মওত শিরোনামে হায়াত সম্পর্কিত আলোচনা দেখুন।

৩৯. ইন্‌সান - اِنْسَان

১। মানুষ; মানব জাতি; চিন্তাশীল প্রাণবান সত্তা। বস্‌রীদের মতে– ইন্‌সান শব্দ উন্‌স (اُنْس) থেকে উদ্ভূত এবং " ا " এমতাবস্থায় মূলধাতুর অন্তর্ভুক্ত; কুফীদের মতে– ইন্‌সান শব্দ নিস্‌য়ান (نِسْيَان) হতে উৎপন্ন এবং এক্ষেত্রে " ا " অতিরিক্ত; " ن " উভয় দলের মতে অতিরিক্ত।[৫]

২। কুরআনে ইনসান (اِنْسَان) ৬৫ বার; উনাস (اُنَاس) ৬ বার; ইনস (اِنْس) ১৮ বার; ইনসিয়্যা (اِنْسِيًّا) ১ বার; ক্রিয়ায় ৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতিঃ

(ক) ইনসানের পরিচয় – প্রকৃতি ও চরিত্র ঃ

◎ নিশ্চয় মানুষ (اِنْسَانَ) সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে, যখন তাকে বিপদ স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী এবং যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে তখন সে হয় অতিশয় কৃপণ। তবে সালাত কায়েমকারীদের ছাড়া, যারা তাদের সালাতে সদা নিষ্ঠাবান,

---

১। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/৪৬
২। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৯৭
৩। সূরা আনকাবুত ২৯/৬৪
৪। সূরা নিসা ৪/৮৬
৫। আল-মিসবাহুল মুনীর ২৬; আল-ওয়াসীত ১/২৯

www.pathagar.com

আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে। আর যারা তাদের রবের আযাব সম্পর্কে ভীত, নিশ্চয় তাদের রবের আযাব হতে নিংশঙ্ক থাকা যায় না এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে – তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্তদের ব্যতিরেকে, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না, তবে কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা তো হবে সীমালংঘনকারী এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, আর যারা তাদের সাক্ষ্যদানে অটল এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান, তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।[১]

◎ শপথ মহাকালের! নিশ্চয় মানুষ (اِنْسَانَ) ক্ষতিগ্রস্ত, তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[২]

◎ মানুষ (اِنْسَانُ) যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে; মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরাপ্রিয়।[৩]

◎ আমি মানুষের জন্য কুরআনে নানা উপমা দ্বারা আমার বাণী বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। মানুষ (اِنْسَان) অধিকাংশ ব্যাপারেই বিতর্ক প্রিয়।[৪]

◎ মানুষকে (اِنْسَانَ) যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার রবকে ডাকে, পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে ভুলে যায় পূর্বে যার জন্য ডেকেছিল তাঁকে এবং আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায় অপরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য।[৫]

◎ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় মানুষ (اِنْسَانُ) কোন ক্লান্তিবোধ করে না, কিন্তু যখন তাকে দুঃখ-দৈন্য পেয়ে বসে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ে। দুঃখ-দৈন্য আসার পর যদি আমি তাকে অনুগ্রহের আস্বাদ দেই তখন সে বলে থাকে ঃ "ইহা আমার প্রাপ্য এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর আমি যদি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই-ও তবুও তাঁর কাছে রয়েছে আমার জন্য কল্যাণ।"[৬]

ইনসানের দায়িত্ব ও কতর্ব্য ঃ

◎ ঈমান আনা, আমলে সালেহ করা এবং পরস্পরকে হক ও সবরের উপদেশ দেয়া ইনসানের মুক্তির পথ।[৭]

◎ নিশ্চয়, মানুষের (اِنْسَانِ) কিছুই পাবার নেই তার পরিশ্রমের ফল ব্যতিরেকে এবং অচিরেই তাকে তার পরিশ্রমের ফল দেখান হবে। তারপর তাকে প্রদান করা হবে পূর্ণ প্রতিদান।[৮]

১। সূরা মা'আরিজ ৭০/১৯-৩৫
২। সূরা 'আসর ১০৩/১-৩
৩। সূরা বনী ইস্‌রাঈল ১৭/১১
৪। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/৫৪
৫। সূরা যুমার ৩৯/৮; ৪৯; ৪১/৫১; ৪২/৪৮; ৩১/৩১-৩২
৬। সূরা হা-মীম আস্ সাজদা ৪১/৪৯-৫০
৭। দেখুন মর্মার্থ সূরা আসর ১০৩/১-৪
৮। সূরা নাজ্‌ম ৫৩/৩৯-৪১

www.pathagar.com

◎ আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে যদি তারা আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে জোর-জবরদস্তি করে যার ব্যাপারে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মানবে না।[১]

◎ আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহার করতে। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে।[২]

◎ মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?[৩]

◎ আমি সৃষ্টি করিনি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কিছুর জন্য। আমি চাই না তাদের কাছে রিযক আর না আমি চাই যে, তারা আমাকে খাওয়াবে।[৪]

◎ হে জিন ও মানব জাতি! তোমরা যদি আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার তবে অতিক্রম কর; কিন্তু তোমরা শক্তি ছাড়া অতিক্রম করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[৫]

৪। নাস (نَاس) শব্দ ইনসান (إِنْسَان)-এর বহুবচন উনাস (أُنَاس)-এর হামযাকে হযফ করে গঠন করা হয়েছে। ইহা বহুবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাসাইয়ের মতে نَاس ও أُنَاس দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ একই অর্থ জ্ঞাপক।[৬]

৫। কুরআনে নাস (نَاس) ২৪১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ হে মানুষ! তোমরা ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং তাদের যারা ছিল তোমাদের পূর্বে, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।[৭]

◎ হে মানুষ! তোমরা আহার কর পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[৮]

◎ মানুষের মধ্যে যারা বলে ঃ হে আমাদের রব! এ দুনিয়ায়ই আমাদের দাও। তাদের জন্য আখিরাতে কোন অংশই নেই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে ঃ হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায়ও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও, আর রক্ষা কর আমাদের দোজখের আযাব থেকে। তাদেরই জন্য রয়েছে তারা যা অর্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ।[৯]

১। সূরা আনকাবুত ২৯/৮
২। সূরা আহ্কাফ ৪৬/১৫
৩। সূরা কিয়ামা ৭৫/৩৬; দেখুন সূরা মুমিন ২৩/১১৫
৪। সূরা যারিয়াত ৫১/৫৬-৫৭
৫। সূরা রাহমান ৫৫/৩৩-৩৪
৬। দেখুন আল-মিসবাহুল মুনীর ২৬, ৬৩০
৭। সূরা বাকারা ২/২১
৮। সূরা বাকারা ২/১৬৮
৯। সূরা বাকারা ২/২০০-২০২

www.pathagar.com

◎ হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার সংগিনীকে এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে বহু নর ও নারী; তোমরা ভয় কর আল্লাহকে যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাঞ্চা কর এবং জ্ঞাতির হক আদায় ও সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।[১]

◎ হে মানুষ! আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সংগে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মাঝে সে-ই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব জানেন, সব শোনেন।[২]

◎ হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। আছে কি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ যে তোমাদের রিযক দেয় আসমান ও জমিন থেকে? তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। সুতরাং কোথায় তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে চালিত হচ্ছ?[৩]

◎ হে মানুষ! আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং প্রবঞ্চক শয়তান যেন কিছুতেই তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকায় না ফেলে।[৪]

◎ হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ – তিনি তো অমুখাপেক্ষী, প্রশংসার্হ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের অপসৃত করতে পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি আনতে পারেন। আর ইহা আল্লাহর জন্য কঠিন নয়।[৫]

◎ হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে এবং ভয় কর সেই দিনের যেদিন পিতা সন্তানের কোন আজে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোন কাজে আসবে না।[৬]

◎ হে মানুষ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে; নিশ্চয় কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার! যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে; এবং মানুষকে দেখবে মাতাল-সদৃশ; আসলে তারা মাতাল নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি অতি কঠোর।[৭]

◎ হে মানুষ! যদি তোমরা মৃত্যুর পর জীবিত করে উঠানো সম্পর্কে সন্দেহ কর তবে শুন, আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর শুক্র হতে, তারপর 'আলাক হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড অথবা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিণ্ড হতে– তোমাদের কাছে আমার

১। সূরা নিসা ৪/১
২। সূরা হুজুরাত ৪৯/১৩
৩। সূরা ফাতির ৩৫/৩
৪। সূরা ফাতির ৩৫/৫
৫। সূরা ফাতির ৩৫/১৫-১৭
৬। সূরা লুকমান ৩১/৩৩
৭। সূরা হাজ্জ ২২/১-২

www.pathagar.com

কুদরত ব্যক্ত করার জন্য– আমি স্থিত রাখি মাতৃগর্ভে যা আমি ইচ্ছা করি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে; তারপর আমি তোমাদের বের করি শিশুরূপে, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং কাউকে কাউকে উপনীত করা হয় হীনতম বয়সে– যার ফলে সে যা জানত তার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, তারপর তাতে আমি পানি বর্ষণ করি ফলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ; ইহা এই জন্যে যে, আল্লাহ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন; নিশ্চয় তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। নিশ্চয় কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই, কবরে যারা আছে আল্লাহ তাদের অবশ্যই জীবিত করে উঠাবেন।[১]

◎ হে মানুষ! একটা দৃষ্টান্ত দেয়া গেল, মনোযোগ দিয়ে শোন ঃ তোমরা যাদের আল্লাহর পরিবর্তে ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সবাই এ জন্য একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা তা তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। উপাসক ও উপাস্য কতই দুর্বল! তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী।[২৭]

৭। আল-কুরআনে ২ বার হে জিন্ন ও মানব সম্প্রদায় (يَامَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ),[৩] ২ বার হে ইন্‌সান (يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ),[৪] ১৮ বার হে মানুষ (يَاأَيُّهَا النَّاسُ) বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

৪০. জিন – جِنّ ও ইবলীস – إِبْلِيْس

১। ইন্‌সানের বিপরীত অর্থে 'জিন' অভিধানে বিধৃত। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণকে জানীন (اَلْجَنِيْن) বলা হয়। কারণ তা গোপন ও লুক্কায়িত থাকে। জিন তদ্রূপ লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। তাই তাকে জিন বলা হয়।[৫]

২। কুরআনে "জিন" সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

◎ যখন আমি ফিরিশ্‌তাদের বললাম, আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজ্‌দা করল, সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল।[৬]

১। সূরা হাজ্জ ২২/৫-৬
২। সূরা হাজ্জ ২২/৭৩–৭৪
৩। দেখুন ৬/১৩০ ও ৬৬/৩৩
৪। দেখুন ৮২/৬ ও ৮৪/৬
৫। আল- মিসবাহুল মুনীর ১১১-১১২; আল ওয়াসীত ১/১৪০-১৪১
৬। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/৫০; ১৫/৩১; ১৭/ ৬১-৬৫; ১৮/৫০; ২০/১১৬-১২১; ৩৮/৭১-৭৪

www.pathagar.com

◉ আল্লাহ ইবলীসকে বলল ঃ আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম আদমকে সিজদা করতে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল যে তুমি সিজদা করলে না? সে বলল ঃ আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ; তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে কাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছ।[১]

◉ আল্লাহ বললেন ঃ এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।[২]

◉ ইবলীস বলল ঃ পুরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।[৩]

◉ আল্লাহ বললেন ঃ নিশ্চয়, তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের শামিল।[৪]

◉ ইবলীস বললঃ তুমি আমাকে শাস্তি দিলে, এজন্যে আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে, তাদের পেছন থেকে, তাদের ডান থেকে এবং তাদের বাম থেকে, তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।[৫]

◉ আল্লাহ বললেন ঃ এখান থেকে ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বেরিয়ে যাও; মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে নিশ্চয় আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।[৬]

৩। কুরআনে জিনদের ক্ষমতা ও স্বভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

◉ জিনরা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, হাওয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করত।[৭]

◉ আমি যখন সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম তখন তার মৃত্যু বিষয় তাদের জানাল কেবল মাটির পোকা যা সুলায়মানের লাঠি খেতেছিল। যখন সুলায়মান পড়ে গেল তখন জিনরা বুঝতে পারল যে, তারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকত তাহলে তারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকত না।[৮]

◉ জিনরা বলল ঃ আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার ওপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।[৯]

১। সূরা আ'রাফ ৭/১২; ১৫/৩২-৩৩; ৩৮/৭৫
২। সূরা আ'রাফ ৭/১৩; ১৫। ৩৪-৩৫, ৩৮/৭৬
৩। সূরা আ'রাফ ৭/১৪; ১৫/৩৬; ৩৮/৭৭-৭৮
৪। সূরা আ'রাফ ৭/১৫; ১৫/৩৭-৩৮
৫। সূরা আ'রাফ ৭/১৬-১৭; ১৫/৩৯-৪০; ৩৪/২০-২১; ৩৮/৭৯-৮৫
৬। সূরা আ'রাফ ৭/১৮;
৭। সূরা সাবা ৩৪/১৩
৮। সূরা সাবা ৩৪/১৪
৯। সূরা জিন ৭২/ ৭-৯

www.pathagar.com

◉ তারা বলল ঃ আমাদের কতক নেককার এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী; এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে পরাভূত করতে পারব না এবং পালিয়েও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।[১]

৪। কুরআনে ইব্‌লীস ১১ বার এবং জিন ২৭ বার এসেছে।

৫। ইব্‌লীস-এর বহুবচন আবালীস (أَبَالِسُ)[২] ভিন্নমতে ইব্‌লীস আরবী শব্দ নয় বরং আ'জমী শব্দ, তাই গায়র মুনসারফ।[৩]

৪১. যান্‌ব - ذَنْب

১। অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়া, পাপ ইত্যাদি।[৪]

২। যে কাজ মানুষকে আল্লাহ থেকে আড়াল করে দেয়।[৫]

৩। কুরআনে ذَنْب একবচনে ১১ বার এবং বহুবচনে ২৮ বার এসেছে।

৪। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◉ যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে জেনে রেখো, তাদের কোন কোন পাপের (ذنوب) জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিতে চান, আর মানুষের মধ্যে অনেকেই সত্যত্যাগী।[৬]

◉ বলুন ঃ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপ (ذُنُوْب) ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৭]

◉ বলুন ঃ হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবে না, আল্লাহ তো ক্ষমা করে দেবেন সমুদয় পাপ (ذُنُوْب)। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৮]

◉ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা শুনেছি এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে– "তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।" সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপ (ذُنُوْب) ক্ষমা কর, আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিদূরিত কর এবং আমাদের মৃত্যু দিও নেক লোকদের সাথে।[৯]

১। সূরা জিন ৭২/১১-১২
২। আল-ওয়াসীত ১/৩
৩। আল-মিসবাহুল মুনীর ৬০
৪। আল-ওয়াসীত ১/৩১৬; আল-মিসবাহুল মুনীর ২১০
৫। তা'রীফাত ৯৫
৬। সূরা মায়িদা ৫/৪৯
৭। সূরা আল-ইমরান ৩/৩১
৮। সূরা যুমার ৩৯/৫৩
৯। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯৩

www.pathagar.com

৪২. ইছম - إِثْم

১। যে পাপের জন্য শাস্তি অবধারিত।[১]

২। যা থেকে আইনগত ও নীতিগতভাবে বেঁচে থাকা জরুরী।[২]

৩। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◉ বলুন ঃ আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা, পাপ (إِثْمَ) ও অসংগত বিদ্রোহিতা এবং কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করা, যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।[৩]

◉ তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন পাপ (إِثْمِ) বর্জন কর; যারা পাপ (إِثْمَ) করে তাদের দেয়া হবে তাদের সমুচিত শাস্তি।[৪]

◉ তোমরা পরস্পর সহায়তা করবে নেককাজ ও তাক্ওয়ার ব্যাপারে এবং কখনো একে অন্যকে সহায়তা করবে না পাপ (إِثْمِ) ও সীমালংঘনে।[৫]

◉ কেউ পাপ (إِثْمَ) করলে সে তা নিজেরই ক্ষতির জন্য করে।[৬]

◉ মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, প্রকৃত পক্ষে সে হল ঘোর বিতণ্ডাকারী। যখন সে ফিরে তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি এবং শস্যক্ষেত্র ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; আল্লাহ তো বিশৃংখলা পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয়, "তুমি আল্লাহকে ভয় কর।" তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপে (إِثْمِ) লিপ্ত করে, সুতরাং জাহান্নাম হল তার উপযুক্ত আবাসস্থল। নিশ্চয় তা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।[৭]

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বেশি বেশি অনুমান থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ কোন কোন অনুমান পাপ (إِثْمٌ)।[৮]

◉ তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না, যে কেউ তা গোপন করে তার অন্তর পাপী (آثِمٌ)।[৯]

১। আল-ওয়াসীত ১/৬; আল-মিসবাহুল মুনীর ৪
২। তা'রীফাত ৪
৩। সূরা আ'রাফ ৭/৩৩
৪। সূরা আন'আম৬/১২০
৫। সূরা মায়িদা ৫/২
৬। সূরা নিসা ৪/১১১
৭। সূরা বাকারা ২/২০৪-২০৬
৮। সূরা হুজুরাত ৪৯/১২
৯। সূরা বাকারা ২/২৮৩

www.pathagar.com

◎ আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। ইহাছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে তিনি ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে তো মহাপাপ (أَثِمَ) করে।[১]

৪। কুরআনে إِثْم ৩৫ বার, أَثِيْم ৭ বার أَثَم ৩ বার এসেছে।

৪৩. খাতা' - خَطَاء

১। যে কাজ অনিচ্ছা সত্ত্বে সংঘটিত হয় অথবা যে কাজ সংঘটনের পেছনে ইচ্ছা নেই, ভুল, ভ্রম, গলদ, অঠিক, অশুদ্ধ ইত্যাদি।[২]

২। সায়্যিদ শরীফ জুরজানীর মতে ঃ যে কাজে মানুষের ইচ্ছা বিদ্যমান নেই তা 'খাতা'। হক্কুল্লাহ-এর ক্ষেত্রে ইহা কৈফিয়াত হিসেবে বিবেচ্য, তাই সে ক্ষেত্রে হুকুম প্রযোজ্য নয়। দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে ইহা সন্দেহ হিসেবে বিবেচ্য তাই 'খাতা' (যে ভুল করে অপরাধ করে) গুনাহগার হবে না। তার উপর শাস্তি কিংবা কিসাস বর্তাবে না। তবে হক্কুল ইবাদের বেলায় ইহা কৈফিয়ত হিসেবে বিবেচ্য নয়। অতএব তার উপর দিয়ত, যিমান ও দণ্ড কার্যকর হবে।[৩]

৩। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◎ এ ব্যাপারে তোমরা কোন ভুল (خَطَاء) করলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে; আর আল্লাহ হলেন পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪]

◎ কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুল বশতঃ করলে তা স্বতন্ত্র। কেউ কোন মুমিনকে ভুল (خَطَأً) বশতঃ হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা ও তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ের হয় যার সংগে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ (دِيَةٌ) অর্পণ করা ও মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, তবে যে সংগতিহীন সে একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে।[৫]

◎ কেউ কোন ভুল কিংবা পাপ কাজ করার পর তা কোন নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো বহন করল মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা।[৬]

১। সূরা নিসা ৪/৪৮
২। আল-ওয়াসীত ১/২৪২
৩। তা'রীফাত ৮৯
৪। সূরা আহযাব ৩৩/৫
৫। সূরা নিসা ৪/৯২
৬। সূরা নিসা ৪/১১২

www.pathagar.com

◎ হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি তবে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না।[১]

৪৪. রিয্ক - رِزْق

১। খোরাক, ভরণ পোষণ, দান-অনুদান, বৃষ্টি, বেতন, খাদ্য ইত্যাদি।[২]

২। কুরআনে "রিয্ক" ৫৫বার, ক্রিয়াপদে ৬১ বার, রায্যাক ১ বার ও রাযিকীন ৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। জীবিকা, জীবনোপকরণ, খাদ্য-সামগ্রী, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি অর্থে "রিয্ক" কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে।

জীবিকা অর্থে ঃ ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর।[৩]

জীবনোপকরণ অর্থে ঃ যে জীবনোপকরণ আমি তাদের দান করেছি তারা তা থেকে ব্যয় করে।[৪]

খাদ্য-সামগ্রী অর্থে ঃ যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত তখনই তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত।[৫]

ভরণ-পোষণ অর্থে ঃ যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর স্তন্যপান করাবে। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।[৬]

দান করা অর্থে ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় কর আমি তোমাদের যা দান করেছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না।[৭]

৪৫. মুল্ক - مُلْك ও হুক্ম - حُكْم

১। সার্বভৌমত্ব অর্থে কুরআনে মুল্ক ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিধান অর্থে হুক্ম ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

২। (ক) তিনিই রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে, তিনিই

১। সূরা বাকারা ২/২৮৬
২। আল-ওয়াসীত ১/৩৪২
৩। সূরা হুদ ১১/৬; দেখুন ২/২২, ২৫
৪। সূরা বাকারা ২/৩; দেখুন ২/৫৭, ১৭২, ২৫৪; ৩০/২৮; ৬৩/১০
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/৩৭
৬। সূরা বাকারা ২/২৩৩
৭। সূরা বাকারা ২/২৫৪

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ করেন সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। সার্বভৌমত্ব তাঁরই।[১]

◎ তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে তিনি তোমাদের পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।[২]

◎ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁরই, তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[৩]

◎ মহা মহিমান্বিত তিনি, তাঁরই করায়ত্ত সার্বভৌমত্ব, তিনি সর্ববিষয়ে সর্ব শক্তিমান। তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।[৪]

৩। বিধান (হুকম) শুধু আল্লাহর ঃ

বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন– তাঁর ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে; এটাই সরল-সঠিক দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বোঝে না।[৫]

◎ সমুচ্চ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।[৬]

◎ বলুন, সমস্ত বিষয়ে ইখ্‌তিয়ার কেবল আল্লাহরই।[৭]

◎ বলুন, আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছ। তোমরা যা সত্বর চাও তা আমার কাছে নেই, কর্তৃত্ব তো আল্লাহর, তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।[৮]

◎ জেনে রেখো, কর্তৃত্ব ও বিধান শুধু তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনি সর্বাপেক্ষা তৎপর।[৯]

◎ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই প্রকৃত যালিম, সীমালংঘনকারী।[১০]

◎ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই প্রকৃত ফাসিক-সত্যত্যাগী।[১১]

◎ আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি এর পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে আপনি তাদের

১। সূরা ফাতির ৩৫/১৩
২। সূরা যুমার ৩৯/৬
৩। সূরা তাগাবুন ৬৪/১
৪। সূরা মুলক ৬৭/১-২
৫। সূরা ইউসুফ ১২/৪০; ৬৭
৬। সূরা মুমিন ৪০/১২
৭। সূরা আল-ইমরান ৩/১৫৪
৮। সূরা আন'আম ৬/ ৫৭
৯। সূরা আন'আম ৬/৬২
১০। সূরা মায়িদা ৫/৪৫
১১। সূরা মায়িদা ৫/৪৭

www.pathagar.com

বিধান দেবেন এবং যে সত্য আপনার কাছে এসেছে তা ছেড়ে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। তোমাদের সকলের জন্য আইন ও সরলপথ নির্ধারণ করেছি।[১]

◎ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির – সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।[২]

৪। আল-কুরআনে সার্বভৌমত্ব অর্থে "মুল্‌ক" ৩২ বার এসেছে এবং বিধান অর্থে "হুকুম" ১৪ বার এসেছে।

৪৬. দ্বীন – دِيْن, মিল্লাত – مِلَّة

১। আল-ওয়াসীতে দ্বীনের অর্থ সে সব কিছুকে বলা হয়েছে যা দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করা হয়। যেমন– মিল্লাত, ইসলাম, ই'তিকাদ, সীরাত, আদাত, হাল, শান, ওয়ারা, হিসাব, মুল্‌ক, সুলতান, হুকুম, কাযা, তাদ্‌বীর ইত্যাদি।[৩]

২। জুরজানীর মতে, দ্বীন ও মিল্লাত আসলে এক ও অভিন্ন, তবে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আলাদা হয়। শরীয়ত অনুসরণের প্রেক্ষিতে দ্বীন, কিন্তু অনুসারীদের প্রেক্ষিতে মিল্লাত। ভিন্নমতে, দ্বীন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত; মিল্লাত রাসূলের সাথে সম্পৃক্ত এবং মাযহাব মুজতাহিদের সাথে সম্পৃক্ত।[৪]

৩। আল-কুরআনে দ্বীন শব্দটি ৯২ বার এসেছে এবং ক্রিয়াপদে ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি নমুনা ঃ

◎ আল্লাহর কাছে দ্বীন হল ইসলাম।[৫]

◎ তারা কি আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অন্য দ্বীন চায়? যখন আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছে।[৬]

◎ কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন চাইলে তা কখনও কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের শামিল।[৭]

◎ যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দ্বীন।[৮]

◎ সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ হিদায়াত ও হক দ্বীন দিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[৯]

১। সূরা মায়িদা ৫/৪৮
২। সূরা মায়িদা ৫/৪৪
৩। আল-ওয়াসীত ১/৩০৭; আল-মিসবাহুল মুনীর ২০৫
৪। তা'রীফাত ৯৪-৯৫
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯
৬। সূরা আল-ইমরান ৩/৮৩
৭। সূরা আল-ইমরান ৩/৮৫
৮। সূরা বায়্যিনা ৯৮/৪-৫
৯। সূরা তাওবা ৯/৩৩

www.pathagar.com

◉ আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে, এটাই সরল-সঠিক দ্বীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।[১]

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর যাতে সফলকাম হতে পার এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরাপ করেন নি। এ হল তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এ কিতাবেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষীস্বরূপ হও মানব জাতির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে মজবুতভাবে ধর, তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি![২]

◉ বলুন, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন, যা সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন – একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মিল্লাত, তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।[৩]

◉ আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়েছে, সুতরাং তাদের ভয় করো না, শুধু আমাকে ভয় করো। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।[৪]

৪। আল-কুরআনে মিল্লাত শব্দটি ১৫ বার এসেছে। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

◉ ইয়াহুদ ও নাসারারা কখনও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের মিল্লাত অনুসরণ করেন। বলুন, আল্লাহর হিদায়াতই প্রকৃত হিদায়াত।[৫]

◉ কে তার চাইতে দ্বীনে উত্তম যে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করে?[৬]

◉ আপনি একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন এবং সে মুশকিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।[৭]

৪৭. উম্মত – أُمَّة

১। উম্মত শব্দ অভিধানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় ঃ জননী, গোষ্ঠী, দল, একই ঐতিহ্যের অধিকারী জনগোষ্ঠী, একই অঞ্চলের অধিবাসী ইত্যাদি।[৮]

২। আল-কুরআনে উম্মত শব্দ মহৎ গুণের অধিকারী ব্যক্তি, দ্বীন, পন্থা, মুদ্দত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

১। সূরা ইউসুফ ১২/৪০
২। সূরা হাজ্জ ২২/৭৭-৭৮
৩। সূরা আন'আম ৬/১৬১
৪। সূরা মায়িদা ৫/৩
৫। সূরা বাকারা ২/১২০
৬। সূরা নিসা ৪/১২৫
৭। সূরা নাহল ১৬/১২৩
৮। আল-ওয়াসীত ১/২৭

www.pathagar.com

◎ নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন এক উন্নত মহৎ চরিত্রের অধিকারী, আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিল না মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

◎ আমরা তো পেয়েছি আমাদের পূর্বপুরুষদের এক উম্মতের– দ্বীনের অনুসারী আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।[২]

◎ যদি আমি তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি নির্দিষ্ট কালের জন্য (ইলা উম্মাতিন) তবে তারা অবশ্যই বলবে, কিসে তা নিবারণ করছে?[৩]

◎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত– দল করো।[৪]

◎ এভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যপন্থী উম্মত– জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীরূপে এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।[৫]

◎ সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত– জাতি। আল্লাহ নবীদের সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন, মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল তা মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব নাযিল করেন।[৬]

◎ আমি তো আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। এমন কোন উম্মত– সম্প্রদায় নেই যার কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি।[৭]

◎ তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা ভাল কাজের আদেশ দাও, মন্দকাজ নিষেধ কর এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।[৮]

◎ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি দ্বীনের বিধান ও সরল পথ নির্ধারণ করে দিয়েছি। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তিনি তোমাদের এক উম্মত– জাতি করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।[৯]

৩। আল-কুরআনে উম্মত শব্দটি একবচনে ৫২ বার এবং বহুবচনে ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। গোষ্ঠী ও জাতি অর্থে কুরআনে উম্মত শব্দটি ব্যাপক ব্যাপ্তিতে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই কিংবা ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোন পাখী নেই যারা তোমাদের মত উম্মত নয়।[১০]

৫। আল-কুরআনে উম্মত শব্দটি সাতভাবে বিশেষিত হয়েছে ঃ উম্মত মুসলিমা (২/১২৮); উম্মত অসাত (২/১৪৩); খায়র উম্মত (৩/১১০); উম্মত মুক্তাসিদা (৫/৬৬) উম্মত কাইমা (৩/১১৩); উম্মত কানিত (১৬/১২০) ও উম্মত ওয়াহিদা। (২/২১৩; ৫/৪৮; ১০/১৯; ১১/১১৮; ১৬/৯৩; ২১/৯২; ২৩/৫২; ৪২/৮; ৪৩/৩৩;)

১। সূরা নাহল ১৬/১২০ দেখুন প্রাগুক্ত সূত্র।
২। সূরা যখরুফ ৪৩/২৩
৩। সূরা হুদ ১১/৮
৪। সূরা বাকারা ২/১২৮
৫। সূরা বাকারা ২/১৪৩
৬। সূরা বাকরা ২/২১৩
৭। সূরা ফাতির ৩৫/২৪
৮। সূরা আল-ইমরান ৩/১১০
৯। সূরা মায়িদা ৫/৪৮
১০। সূরা আন'আম ৬/৩৮

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ ঃ আহ্‌কাম

আল-কুরআন সংশয়হীন, নির্ভুল পথ নির্দেশ সমগ্র মানব জাতির জন্য। এতে রয়েছে মানুষের যাবতীয় মৌলিক চাহিদার প্রয়োজনীয় হেদায়াত। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন পরিচালনার জন্য বিধি-বিধান এতে প্রদান করা হয়েছে। এথেকেই ইলম ফিক্‌হ -এর উদ্ভব।

এ অধ্যায়ে ৩৬টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় কুরআনের সূরা ও আয়াত উদ্ধৃত করে পেশ করা হয়েছে। পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত পরিভাষার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রভাবে আয়াত নির্দেশ করে অভিব্যক্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

হালাল, হারাম, আমর, নাহী, ফরয, সুন্নাত, নফল, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, ইহরাম, কিব্‌লা, মীকাত, তাহারাত, জানাবাত, কাফ্‌ফারা, দিয়াত, কিসাস, নিকাহ, তালাক, সাদাকা ইত্যাদি বিষয়সমূহ, যা ফিক্‌হার কিতাবে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে, তা এ অধ্যায়ে কেবল কুরআনের আলোকেই তুলে ধরা হয়েছে। যে কেউ এথেকে তার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য লাভ করতে সক্ষম হবেন। তবে আরো অধিক জানার জন্য হাদীছ ও ফিক্‌হ অনুসরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভাগ ঃ আহ্‌কাম

১. হালাল - حَلَال

১। হালাল শব্দ হারামের বিপরীত। এর অর্থ বৈধ, মুক্ত ইত্যাদি।

২। আল-কুরআনে বিভিন্ন অর্থে হালাল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

(ক) বিবাহ বৈধ হওয়া অর্থে ঃ

স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সংগে সংগত না হবে।[২]

(খ) ইহ্‌রাম মুক্ত হওয়া অর্থে ঃ

যখন তোমরা ইহ্‌রাম থেকে মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার।[৩]

(গ) নাযিল হওয়া, অবতীর্ণ হওয়া অর্থে ঃ

তোমাদের যা দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তুসমূহ আহার কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না, করলে তোমাদের ওপর আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হবে, আর যার ওপর আমার ক্রোধ অবতীর্ণ হয় সে তো ধ্বংস হয়ে যায়।[৪]

(ঘ) আবাস প্রদান অর্থে ঃ

যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদের স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে কোন ক্লেশ আমাদের স্পর্শ করে না আর না কোন ক্লান্তি স্পর্শ করে।[৫]

(ঙ) জায়েয বা বৈধ করা অর্থে ঃ

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা হারাম করো না সে সব পবিত্র বস্তু যা আল্লাহ তোমাদের জন্য হালাল (বৈধ) করেছেন এবং সীমালংঘন করো না।[৬]

(চ) অবমাননা করা অর্থে ঃ

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অবমাননা করবে না আল্লাহর নিদর্শনাবলী....।[৭]

(ছ) নামিয়ে আনা অর্থে ঃ

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর না যারা আল্লাহর অনুগ্রহের বদলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তারা তাদের লোকদের নামিয়ে আনে ধ্বংসের ক্ষেত্রে জাহান্নামে।[৮]

৩। হালাল শব্দ দিয়ে যেমন বৈধতাকে বুঝানো হয়েছে, ঠিক তেমনি "হারাম নয়", "অপরাধ নয়", "পাপ নয়" ইত্যাদি পরিভাষা দিয়েও হালাল অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন ঃ

১। আল-ওয়াসীত ১/১৯৩-১৯৪; আল-মিসবাহুল মুনীর ১৪৭-১৪৮
২। সূরা বাকারা ২/২৩০
৩। সূরা মায়িদা ৫/২
৪। সূরা তাহা ২০/৮১
৫। সূরা ফাতির ৩৫/৩৫
৬। সূরা মায়িদা ৫/৮৭
৭। সূরা মায়িদা ৫/২
৮। সূরা ইবরাহীম ১৪/২৮-২৯

www.pathagar.com

◎ ইব্‌রাহীম (আ)-এর সময় থেকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করার নিয়ম চালু ছিল। মুশরিকরা উক্ত পাহাড়দ্বয়ে দেবমূর্তি স্থাপন করে প্রদক্ষিণ করত। এ কারণে আনসাররা বিশেষভাবে এর মধ্যে সাঈ করতে ইতস্তত করত। তাদের এ ধারণা বিদূরিত করে সাঈ বৈধ করার নিমিত্ত কুরআনে বলা হয়েছে ঃ কেউ কাবার হজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই।[১]

◎ হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যকে অনেকে অবৈধ মনে করত। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ হজ্জের সময় তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে কোন পাপ নেই।[২]

◎ খুলা তালাকের বৈধতা সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ ঃ যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই।[৩]

◎ তৃতীয় তালাকের পর স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে না, তবে যদি স্ত্রী অন্য স্বামীর সাথে সংগত হয়, সে সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তাহলে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না।[৪]

◎ সন্তানের স্তন্যপান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যদি স্বামী-স্ত্রী উভয় সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই।[৫]

◎ ধাত্রী দিয়ে স্তন্যপান করান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তোমরা যা বিধিমত দিতে চেয়েছ তা যদি দাও তবে ধাত্রী দিয়ে তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করাতে চাইলে তোমাদের কোন পাপ নেই।[৬]

◎ ঋণ ও ধারে ক্রয়-বিক্রয় ধরনের লেনদেন লিখে রাখতে বলা হয়েছে, তবে নগদ আদান-প্রদান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর তা তোমরা লিখে না রাখলে কোন দোষ নেই।[৭]

◎ স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যাকে বিয়ে করা হারাম, তবে যদি তার সাথে সংগত না হয়ে থাকে সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই।[৮]

১। সূরা বাকারা ২/১৫৮
২। সূরা বাকারা ২/১৯৮
৩। সূরা বাকারা ২/২২৯
৪। সূরা বাকারা ২/৩২০
৫। সূরা বাকারা ২/২৩৩
৬। সূরা বাকারা ২/২৩৩
৭। সূরা বাকারা ২/২৮২
৮। সূরা নিসা ৪/২৩

www.pathagar.com

◎ বিবাহে নির্ধারিত মাহর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ মাহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই।[১]

◎ কোন স্ত্রী যদি স্বীয় স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে তবে তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোন দোষ নেই।[২]

(ট) তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিত্‌না সৃষ্টি করবে, তবে নামায সংক্ষিপ্ত (কসর) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।[৩]

◎ বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের অপরাধ নেই, যদি তারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে, তবে এর থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।[৪]

◎ অন্ধের জন্য দোষ নেই, খঞ্জের জন্য দোষ নেই, রোগীর জন্য দোষ নেই এবং তোমাদের নিজেদের জন্যও দোষ নেই আহার করাতে তোমাদের ঘরে অথবা তোমাদের পিতাদের ঘরে, অথবা তোমাদের মাতাদের ঘরে, অথবা তোমাদের ভাইদের ঘরে, অথবা তোমাদের বোনদের ঘরে, অথবা তোমাদের চাচাদের ঘরে, অথবা তোমাদের ফুফুদের ঘরে, অথবা তোমাদের মামাদের ঘরে, অথবা তোমাদের খালাদের ঘরে, অথবা সেসব ঘরে যার চাবির মালিক তোমরা, অথবা তোমাদের বন্ধুদের ঘরে; তোমরা একত্রে আহার কর কিংবা পৃথক পৃথকভাবে আহার কর তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।[৫]

◎ মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া আবরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না দিয়ে আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারী, নিজ মালিকানাধীন দাসী, যৌনকামনা রহিত পুরুষ এবং নারীর গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে তাদের আবরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের জন্য সজোরে পদক্ষেপ না করে।[৬]

৪। আল-কুরআনে 'হালাল' ৬ বার 'হিল্লুন' ৫ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৩৪ বার এসেছে।

১। সূরা নিসা ৪/২৪

২। সূরা নিসা ৪/১২৮

৩। সূরা নিসা ৪/১০১; রাসূল (সঃ) ফিত্‌নার আশংকা ছাড়াও সফরে কসর করেছেন।

৪। সূরা নূর ২৪/৬০

৫। সূরা নূর ২৪/৬১

৬। সূরা নূর ২৪/৩১

www.pathagar.com

২. হারাম – حَرَام

১। নিষিদ্ধ ও অবৈধ কাজ। شَهْرٌحَرَامٌ – যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ। বহুবচনে اَلْاَشْهُرُ الْحُرُمُ – যুল কা'দা, যুল হিজ্জা, আল মুহাররাম ও রজব। اَلْبَيْتُ الْحَرَامُ অর্থ কা'বা। اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ – যে মসজিদের অভ্যন্তরে কা'বা অবস্থিত। اَلْبَلَدُ الْحَرَامُ অর্থাৎ মক্কা। হারাম কোন কোন সময় শপথ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১]

২। শরীয়তের পরিভাষায় অবৈধ ও নাজায়েযকে হারাম বলা হয়। যা করা নিষিদ্ধ এবং যা অমান্য করা পাপ তা হারাম। যেমন আল-বায়তুল হারাম অর্থাৎ কা'বা এমন গৃহ, এখানে যে কেউ আশ্রয় নেবে সে নিরাপদ, এ গৃহের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা পাপ।

৩। আল-কুরআনে حَرَام শব্দটি ২৬ বার এসেছে। তার মধ্যে اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ১৫ বার, اَلْبَيْتُ الْحَرَامُ ২ বার, اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ ৫ বার, اَلْمَشْعَرُ الْحَرَامُ ১ বার এবং حَرَام ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে। বহুবচনে حُرُم ব্যবহৃত হয়েছে ৫ বার, এর মধ্যে ৩ বার مُحَرَّم অর্থে এবং ২ বার হারাম অর্থে। تَحْرِيْم থেকে ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত হয়েছে ৩৮ বার।

৪। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

● নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন মৃতজন্তু, বহমান রক্ত, শূকরের মাংস এবং যার ওপর আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা।[২]

● আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ (হালাল) ও সুদকে (রিবা) অবৈধ (হরাম) করেছেন।[৩]

● তোমাদের কী হয়েছে যে, যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবাহ করা হয়েছে তা তোমরা খাবে না? তোমাদের কাছে তো তা বিশদভাবে বিবৃত করা হয়েছে যা তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে, তবে তোমরা নিরুপায় হলে তা স্বতন্ত্র।[৪]

● বলুন ঃ এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হরাম করেছেন তা তোমাদের পড়ে শুনাই ঃ তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, জনক-জননীর প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্য ভয়ে নিজ সন্তানদের হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের জীবিকা দিয়ে থাকি; প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের কাছেও যাবে না, আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না; তিনি এ নির্দেশ তোমাদের দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না

১। আল-ওয়াসীত১/১৬৮; আল-মিসবাহুল মুনীর ১৩১-১৩২; আসাসুল বালাগা ৮১

২। সূরা বাকারা ২/১৭৩; সূরা নাহল ১৬/১১৫

৩। সূরা বাকারা ২/২৭৫;

৪। সূরা আন'আম ৬/১১৯

www.pathagar.com

হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের কাছে যাবে না এবং পরিমাণ ও ওযন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে; আমি কাউকে তার সাধ্যাতীত বোঝা দেই না; যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্যকথা বলবে স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে, এভাবে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। এ পথই আমার সরল-সঠিক পথ, সুতরাং এ পথই অনুসরণ কর এবং ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিছিন্ন করবে।[১]

◉ বলুন, আমার প্রতিপালক হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসংগত বিদ্রোহিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার কোন সনদ তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।[২]

● আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা যারা মানে না তাদের সাথে যুদ্ধ করতে কুরআনে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঃ যাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না এবং আখেরাতেও না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না, তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিয়্‌য়া দেয়।[৩]

● আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে মাস গণনায় মাস বারটি, তার মধ্যে চারটি হারাম মাস,[৪] এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান।[৫]

● আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে মুশরিকরা স্বার্থ হাসিলের নিমিত্ত কোন কোন সময় হারাম মাসকে হালাল মাস ঘোষণা করত।[৬] এরূপ করাকে কুরআনে বারণ করা হয়েছে ঃ মাসকে আগু-পিছু করা তো কেবল কুফরী বৃদ্ধি করা, যা দিয়ে কাফিরদের বিভ্রান্ত করা হয়। তারা তাকে কোন বছর হালাল করে এবং কোন বছর হারাম করে, যাতে তারা আল্লাহ যেগুলোকে হারাম করেছেন, সেগুলোর গণনা পূর্ণ করতে পারে। ফলে আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করতে পারে। তাদের মন্দ কাজগুলো তাদের জন্য শোভনীয় করা হয়েছে; আল্লাহ কাফির লোকদের হিদায়াত দেন না।[৭]

● আল্লাহ যার হত্যা হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।[৮]

১। সূরা আন'আম ৬/১৫১-১৫৩

২। সূরা আ'রাফ ৭/৩৩

৩। সূরা তাওবা ৯/২৯

৪। অর্থাৎ যুল কা'দা, যুল হিজ্জা, মুহাররাম ও রজব– এ চারটি মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা হারাম, জাহিলী আমলে এ রীতি প্রচলিত ছিল। দেখুন সূরা বাকারা ২/১৯৪

৫। সূরা তাওবা ৯/৩৬

৬। সূরা বাকারা ২/২১৭

৭। সূরা তাওবা ৯/৩৭

৮। সূরা বনি ইসরাঈল ১৭/৩৩

www.pathagar.com

◉ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, ভগ্নী, ফুফু, খালা, ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগিনেয়ী, দুধমাতা, দুধ ভগিনী, শাশুড়ী এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছে তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা– যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে ; তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক তাহলে তোমাদের কোন অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদে ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দুই ভগ্নীকে একত্রে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা। পূর্বে যা হয়েছে, হয়েছে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। নারীদের মধ্যে তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া সকল সধবা তোমাদের জন্য হারাম।[১]

◉ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মড়া, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে যবাহকৃত পশু, শ্বাসরোধে মৃতজন্তু, প্রহারে মৃতজন্তু, পতনে মৃতজন্তু, শৃংগাঘাতে মৃতজন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবাহ করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর ওপর বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা, এসবই পাপ কাজ।[২]

◉ ব্যভিচারী ব্যভিচারিনী অথবা অংশীবাদিনীকে ছাড়া বিয়ে করে না, আর ব্যভিচারিনীকে ব্যভিচারী কিংবা অংশীবাদী ছাড়া কেউ বিয়ে করে না। মুমিনদের জন্য ইহা হারাম করা হয়েছে।[৩]

◉ হারাম ও হালাল করার অধিকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া আর কারো নেই। তাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জিহ্বা মিথ্যা আরোপ করে বলে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার জন্য তোমরা বলো না– এটা হালাল এবং এটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবে না।[৪]

◉ হালাল ও হারাম সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক নিরক্ষর নবীর– যার উল্লেখ লিপিবদ্ধ রয়েছে তাদের কাছে যে তাওরাত ও ইনজীল আছে তাতে, তিনি তাদের ভাল কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করেন, তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেন।[৫]

◉ হারাম শব্দ ব্যবহার না করে আল-কুরআনে নিষিদ্ধ ও অবৈধ অর্থ প্রকাশের জন্য "না"বোধক অভিব্যক্তিও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

◉ তোমাদের প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে....।[৬]

১। সূরা নিসা ৪/২৩-২৪
২। সূরা মায়িদা ৫/৩
৩। সূরা নূর ২৪/৩
৪। সূরা নাহ্‌ল ১৬/১১৬
৫। সূরা আ'রাফ ৭/১৫৭
৬। সূরা বনি ইসরাঈল ১৭/২৩

www.pathagar.com

● তোমাদের সন্তান দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না।[১] অপব্যয় করবে না।[২] ব্যভিচারের কাছেও যাবে না।[৩] তোমার হস্ত তোমার গ্রীবায় আবদ্ধও রাখবে না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করবে না।[৪] ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায় ছাড়া তার সম্পত্তির কাছে যাবে না।[৫] যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করবে না।[৬] ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করবে না।[৭] আল্লাহর সংগে অন্য ইলাহ স্থির করবে না।[৮] তোমরা পরস্পরে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে না।[৯] মসজিদে হারামের কাছে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে।[১০] এভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজকে কখনও হারাম শব্দ দিয়ে এবং কখনও 'না'বোধক শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আবার কখন "হালাল নয়" বলে হারাম অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।[১১]

৩. আমর — اَمْر ও নাহী — نَهِى

১। আদেশ ও নিষেধ অর্থে আমর ও নাহী শব্দদ্বয় কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে আদেশ ও নিষেধ অর্থ জ্ঞাপনের জন্য আমর ও নাহী শব্দদ্বয় ছাড়া যে কোন ক্রিয়া দিয়েও ব্যাকরণগতভাবে উক্ত অর্থ কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে।

২। শব্দগত ব্যবহার ঃ

● তোমাদের মধ্যে এমন এক দল হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে।[১২]

● তাওরাত ও ইন্‌জীলে মুহাম্মদ (স)-এর উল্লেখ ও পরিচয় সম্পর্কে কুরআনে এসেছে ঃ তিনি তাদের ভাল কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ নিষেধ করেন, তাদের জন্যে পবিত্র বস্তু বৈধ করেন, অপবিত্র বস্তু অবৈধ করেন এবং তাদের মুক্ত করেন সে বোঝা ও শৃংখল থেকে যা তাদের ওপর ছিল।[১৩]

১। সূরা বনি ইসরাঈল ১৭/৩১
২। ঐ, ১৭/২৬
৩। ঐ, ১৭/৩২
৪। ঐ, ১৭/২৯
৫। ঐ, ১৭/৩৪
৬। ঐ, ১৭/৩৬
৭। ঐ, ১৭/৩৭
৮। ঐ, ১৭/৩৯
৯। সূরা বাকারা ২/১৮৮
১০। ঐ, ২/১৯১
১১। দেখুন সূরা মুমতাহানা ৬০/১০
১২। সূরা আল-ইমরান ৩/১০৪
১৩। সূরা আ'রাফ ৭/১৫৭

www.pathagar.com

◎ মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।[১]

◎ বলুন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের ইবাদত করতে যাদের তোমরা ডাক আল্লাহ ছাড়া।[২]

◎ বলুন, আমাকে তো আদেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে।[৩]

◎ নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ দেন ন্যায়পরায়ণতার, সদাচরণের ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, গর্হিত কাজ ও সীমালংঘন।[৪]

◎ বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে।[৫]

৩। শব্দগত ও ব্যাকরণগত ব্যবহার ঃ

◎ বলুন, আমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন ন্যায়বিচারের এবং প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে আর তাঁকে ডাকবে তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে।[৬]

◎ লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিচ্ছেন ঃ হে বৎস ! কোন শরীক করো না আল্লাহর।[৭] সালাত কায়েম করো, ভাল কাজের আদেশ দিও, মন্দ কাজ নিষেধ করো এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করো।[৮] অহংকার বশে মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং উদ্ধতভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করো না[৯]। সংযতভাবে চলাফেরা করো আর তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো।[১০]

৪। শুধু ব্যাকরণগত ব্যবহারের মাধ্যমে আদেশ ও নিষেধ ঃ

◎ সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রুকু করো রুকুকারীদের সাথে।[১১]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! কোন পুরুষ যেন অন্য কোন পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে, কোন নারী

১। সূরা তাওবা ৯/৭১
২। সূরা আন'আম ৬/৫৬
৩। সূরা রা'দ ১৩/৩৬
৪। সূরা নাহল ১৬/৯০
৫। সূরা ইউসুফ ১২/৪০
৬। সূরা আ'রাফ ৭/২৯
৭। সূরা লুকমান ৩১/১৩
৮। ঐ, ৩১/১৭
৯। ঐ, ৩১/১৮
১০। ঐ, ৩১/১৯
১১। সূরা বাকারা ২/৪৩

www.pathagar.com

যেন অন্য কোন নারীকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডাকবে না।[১]

৫। আল-কুরআনে মুমিনদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ নিষেধ করবে।[২]

৬। আল-কুরআনে "ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ নিষেধ" করা ৮ বার এসেছে। মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

৭। আল-কুরআনে আমর ও নাহী শব্দ একত্রে এসেছে ১০ বার, শুধু নাহী এসেছে ২৪ বার এবং আমর এসেছে ৭০ বার। আমর বিষয় ও কার্য অর্থে একবচনে এসেছে ১৫৩ বার এবং বহুবচনে ১৩ বার।

৪. ফরয — فَرْض — ফরীযা — فَرِيْضَة

১। অবশ্য করণীয়, বাধ্যতামূলক, বৈশিষ্ট্যময়, নির্দিষ্ট, মহর ইত্যাদি।[৩]

২। অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত শরিয়তের আদেশ ও নিষেধ। ইহা অস্বীকার করলে কাফির হয় এবং আমল না করলে 'আযাব পায়। ইহা দুই প্রকার ঃ ফরয আইন (فَرْضُ عَيْنٌ) ও ফরয কিফায়া (فَرْضُ كِفَايَةٌ)। প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগতভাবে যা অবশ্য করণীয় তাকে "ফরয আইন" বলা হয়। যেমন- ঈমান, সালাত, সাওম ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে সমষ্টির জন্য যা অবশ্য করণীয় তা পালিত হলে ব্যক্তির দায়িত্ব পালন হয়ে যায়। যেমন- জানাযার নামায, জিহাদ ইত্যাদি। এ ধরনের ফরযকে ফরয কিফায়া বলা হয়।[৪]

৩। ফরয (فَرْض)-এর বহুবচন ফিরায (فِرَاض) ও ফুরূয (فُرُوْض)। ফরীয (فَرِيْضَة)-এর বহুবচন ফরায়েয (فَرَائِض)। শরীয়তের পরিভাষায় মীরাছ বণ্টনের বিদ্যাকে ইলমুল ফরায়েয (عِلْمُ الْفَرَائِض) বলা হয়।[৫]

৪। কুরআনে ফরীযা (فَرِيْضَة) শব্দটি ৬ বার, মাফরূয (مَفْرُوْض) ২ বার, ক্রিয়ায় ৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

১। সূরা হুজুরাত ৪৯/১১

২। সূরা হাজ্জ ২২/৪১

৩। আল-ওয়াসীত ২/৬৮২- ৬৮৩; আল-মুনীর ৪৬৮-৪৬৯

৪। তা'রীফাত, জুরজানী ১৪৪-১৪৫

৫। প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

(ক) অবশ্য পালনীয় অর্থে ঃ

◎ যিনি কুরআনকে আপনার জন্য অবশ্য পালনীয় করেছেন (فَرَضَ عَلَيْكَ), তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন। বলুন ঃ আমার রব ভাল জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং কে প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে আছে।[১]

◎ এটি একটি সূরা, যা আমি নাযিল করেছি এবং অবশ্য পালনীয় করেছি তা (فَرَضْنٰهَا), এতে আমি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।[২]

(খ) ধার্য করা, স্থির করা অর্থে ঃ

◎ হজ্জ হয় নির্দিষ্ট মাসে। কেউ এ মাসগুলোতে হজ্জ করা স্থির করে নিলে (فَرَضَ) তার জন্য হজ্জের সময় স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ করা বিধেয় নয়।[৩]

নবীর জন্য আল্লাহ যা স্থির করেছেন (فَرَضَ) তা করতে তার জন্য কোন বাধা নেই। পূর্বে যে সব নবী গত হয়েছে তাদের বেলায়ও এই ছিল আল্লাহর বিধান। আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত।[৪]

(গ) বিধান অর্থে ঃ

◎ তোমাদের জন্য আল্লাহ বিধান দিয়েছেন (فَرَضَ) তোমাদের কসম থেকে মুক্তি লাভের। আল্লাহ তোমাদের সহায়।[৫]

◎ তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। ইহা আল্লাহর বিধান (فَرِيْضَةً)। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৬]

(ঘ) মহর অর্থে ঃ

◎ তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ করার আগে তালাক দাও এবং তাদের জন্য মহর(فَرِيْضَةً) ধার্য করে থাক (فَرَضْتُمْ) তবে যা তোমরা ধার্য করেছে তার অর্ধেক, যদি স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে, সে মাফ করে না দেয়।[৭]

◎ যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করেছ এবং তাদের জন্য মহর (فَرِيْضَةً) ধার্য করেছ (تَفْرِضُوْا), তাদের তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই।[৮]

১। সূরা কাসাস ২৮/৮৫
২। সূরা নূর ২৪/১
৩। সূরা বাকারা ২/১৯৭
৪। সূরা আহযাব ৩৩/৩৮
৫। সূরা তাহরীম ৬৬/২
৬। সূরা নিসা ৪/১১; ৯/৬০
৭। সূরা বাকারা ২/ ৩৭; ৪/২৪
৮। সূরা বাকারা ২/২৩৬

www.pathagar.com

৫. সুন্নাত — سُنَّة

১। পথ, পদ্ধতি, স্বভাব, চরিত্র, আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি।

◉ সুন্নাতুল্লাহ (سُنَّةُ اللّٰهِ) – আল্লাহর সৃষ্টিতে আল্লাহর হুকুম।

◉ সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (سُنَّةُ النَّبِيِّ ص) – তাঁর কথা, কাজ ও সম্মতি।

◉ সুন্নাত (শরিয়তের পরিভাষা) – দ্বীনের ব্যাপারে এমন প্রশংসিত কাজ যা ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়।

◉ আহলুস সুন্না (اَهْلُ السُّنَّةِ) – যারা খোলাফা-ই-রাশেদূনের খেলাফতে বিশ্বাসী। যারা এ মতের বিরোধী তাদের শিয়া বলা হয়।

◉ সুন্নী (سُنِّي) – যে আহ্লুস সুন্না মতাবলম্বী।[১]

২। আল-কুরআনে একবচনে সুন্নাত (سُنَّة) ১৪ বার এবং বহুবচনে সুনান (سُنَن) ২ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) জীবনাচরণ অর্থে ঃ

◉ তোমাদের আগে গত হয়েছে অনেক ধরনের জীবনাচরণ (سُنَّة)। তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ– কি হয়েছিল পরিণতি মিথ্যুকদের।[২]

(খ) রীতিনীতি অর্থে ঃ

◉ আল্লাহ তোমাদের জন্য সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করে দিতে চান, তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি (سُنَّة) প্রদর্শন করতে চান এবং তোমাদের ক্ষমা করতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[৩]

(গ) দৃষ্টান্ত অর্থে ঃ

◉ বলুন তাদের যারা কুফ্রী করেছে ঃ যদি তারা নিবৃত্ত হয় তবে যা অতীতে হয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু যদি তারা পুনরাবৃত্তি করে তবে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত (سُنَّة) তো বিদ্যমান আছেই।[৪]

(ঘ) নিয়ম, নীতি, বিধান অর্থে ঃ

◉ আমার রাসূলদের মধ্যে আপনার আগে যাদের পাঠিয়েছিলাম তাদের বেলায়ও ছিল একই নিয়ম (سُنَّة) এবং আমার নিয়মে (لِسُنَّتِنَا) আপনি কোন পরিবর্তন পাবেন না।[৫]

◉ নবীর জন্য আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তা করতে তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদের বেলায়ও এ-ই ছিল আল্লাহর বিধান (سُنَّةَ اللّٰهِ)।[৬]

১। আল-ওয়াসীত ১/৪৫৬; আল-মুনীর ২৯২

২। সূরা আল-ইমরান ৩/১৩৭

৩। সূরা নিসা ৪/২৬

৪। সূরা আনফাল ৮/৩৮; ১৫/১৩; ১৮/৫৫

৫। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৭৭

৬। সূরা আহযাব ৩৩/৩৮, ৬২; ৪০/৮৫; ৪৮/২৩

www.pathagar.com

তবে কি তারা প্রতীক্ষা করছে তাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত বিধানের (سُنَّتَ الْأَوَّلِيْنَ)? কিন্তু তুমি আল্লাহর বিধানে (لِسُنَّتِ اللّٰهِ) কখনও কোন পরিবর্তন পাবে না এবং আল্লাহর বিধানে (لِسُنَّتِ اللّٰهِ) কোন ব্যতিক্রমও দেখবে না।[১]

৩। শরীয়তের পরিভাষায় ফরয ও ওয়াজিব নয় এমন প্রশংসিত দ্বীনি তরীকাকে সুন্নত বলা হয়। রাসূল (সা) যে কাজ প্রায়ই করেছেন, তবে কোন কোন সময় বিরতও রয়েছেন, তা যদি তিনি ইবাদত হিসেবে করে থাকেন তাহলে এ ধরনের কাজকে সুন্নত হুদা বা সুন্নত মুয়াক্কাদা বলা হয়। যেমন– আযান, ইকামত ইত্যাদি। ইহা দ্বীনের ব্যাপারে সম্পূরক। ইহা বর্জন করা মাকরূহ, গর্হিত কাজ। আর যদি রাসূল (সা) মানবিক আদত ও অভ্যাস হিসেবে করে থাকেন তবে তা হবে সুন্নত যায়িদা। যেমন– মেসওয়াক করা, ব্যক্তিগত নামাযের জন্য আযান দেয়া, রাসূল (সা) এর সীরাত– তাঁর চলাফেরা, উঠাবসা, আহার, নিদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি। সুন্নত যায়িদা দ্বীনের ব্যাপারে সৌন্দর্য বর্ধনকারী। এতে ছাওয়াব রয়েছে, তরক করলে গুনাহ্ হবে না। তবে এর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই থাকতে হবে।[২]

৬. নফল – نَفْل

১। নির্ধারিত অধিকারের কিংবা নির্দিষ্ট অংশের অধিক; অতিরিক্ত; উপঢৌকন, গণীমত, পৌত্র-প্রপৌত্র ইত্যাদি।[৩]

২। শরীয়তের পরিভাষা– ফরয ও ওয়াজিব-এর অতিরিক্ত বিধেয় কাজ, যা আমল করলে ছাওয়াব পাওয়া যায়, ছেড়ে দিলে কোন ক্ষতি নেই। মুস্তাহাব (مُسْتَحَب), মানুদূব (مَنْدُوْب), তাতাউ' (تَطَوُّع)ইত্যাদি পদবাচ্যেও ইহা পরিচিত। নফল (نَفْل) এর বহুবচন নাওয়াফিল (نَوَافِل)। কিন্তু নাফাল (نَفَل)-এর বহুবচন আনফাল (أَنْفَال) যার অর্থ গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।[৪]

৩। আল-কুরআনে নাফিলা (نَافِلَة) ২ বার এবং আনফাল (أَنْفَال) ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) অতিরিক্ত অর্থে ঃ

আপনি রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করবেন। ইহা আপনার জন্য অতিরিক্ত (نَافِلَةً)। আশা করা যায় আপনার রব আপনাকে প্রশংসিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।[৫]

১। সূরা ফাতির ৩৫/৪৩

২। তা'রীফাত, জুরজানী ১০৭-১০৮

৩। আল-ওয়াসীত ২/৯৪২-৯৪৩; আল-মুনীর ৬১৯; তা'রীফাত ২১৯

৪। প্রাগুক্ত।

৫। সূরা বনি ইসরাঈল ১৭/৭৯

www.pathagar.com

(খ) পৌত্র অর্থে ঃ

আমি ইব্রাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাককে এবং পৌত্র (نَافِلَةً) হিসেবে ইয়াকুবকে। তাদের প্রত্যেককেই করেছিলাম নেককার।[১]

(গ) গণীমত অর্থে ঃ

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্থে ঃ তারা আপনাকে প্রশ্ন করে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (اَنْفَالِ) সম্বন্ধে। আপনি বলুন ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (اَنْفَالُ) আল্লাহর ও রাসূলের।[২]

৭. সালাত — صَلَاة

১। আগুনে পুড়ে বাঁশ বা কাঠ নরম করে সোজা করাকে অভিধানে "সালাত' বলে। সালাতের আরো অর্থ রয়েছে। যেমন– দু'আ, রহমত, বরকত, তা'যীম; ইয়াহুদীদের উপাসনালয়কে সালাত বলা হয়।[৩]

২। নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত নিয়মে বিশেষ ইবাদতকে শরিয়তে সালাত বলে।[৪]

৩। আল-কুরআনে 'সালাত' থেকে উদ্ভূত ক্রিয়া বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) দু'আ অর্থে ঃ

❁ আপনি তাদের জন্য দু'আ করবেন; আপনার দু'আ তাদের জন্য চিত্ত-স্বস্তিকর। আল্লাহ সব শুনেন, সব জানেন।[৫]

(খ) মৃতের জন্য দু'আ করা / জানাযার নামায পড়া অর্থে ঃ

❁ তাদের কারো মৃত্যু হলে আপনি কখনও তার জন্য দু'আ (জানাযার নামায) করবেন না।[৬]

(গ) 'সালাত' আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা হলে রহমত অর্থে এবং ফিরিশতাদের জন্য ব্যবহার করা হলে ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা অর্থে বুঝানো হয় ঃ

❁ আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশতারাও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে যেন তিনি আঁধার থেকে তোমাদের আলোতে বের করে আনেন এবং তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু।[৭]

❁ নিশ্চয়ই আল্লাহ নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন এবং তাঁর ফিরিস্তারাও তার জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে।[৮]

(ঘ) ইয়াহুদীদের উপসনালয় সিনাগগ অর্থে ঃ

আল্লাহ যদি মানব জাতির এক দলকে অন্য দল দিয়ে প্রতিহত না করতেন, তা হলে

১। সূরা আম্বিয়া ২১/৭২

২। সূরা আনফাল ৮/১

৩। আল-ওয়াসীত ১/৫২২; আল-মিসবাহুল মুনীর ৩৪৬

৪। আল-ওয়াসীত ১/৫২২

৫। সূরা তওবা ৯/১০; দেখুন এ সূরার ৯৯ আয়াত।

৬। সূরা তওবা ৯/৮৪

৭। সূরা আহযাব ৩৩/৪৩

৮। সূরা আহ্যাব ৩৩/৫৬

www.pathagar.com

বিধ্বস্ত হয়ে যেত খ্রিষ্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয়, গীর্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় সিনাগগ এবং মসজিদসমূহ যেথায় আল্লাহর নাম বেশী বেশী স্মরণ করা হয়।[১]

(ঙ) দগ্ধিভূত হওয়া অর্থে ঃ

◎ যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে দগ্ধিভূত হবে।[২]

৪। কুরআনে 'সালাত' একবচনে ৭৮ বার এবং বহুবচনে ৫ বার এসেছে। মুসল্লী বহুবচনে ৩ বার এসেছে। ক্রিয়াপদে ১২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ২৫ বার সালাত ও যাকাত একত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

৫। কুরআনে সালাতের বৈশিষ্ট্য, সালাতের সময়, সালাতুল জুমু'আ, সালাতুল উস্‌তা, সালাতুল খাওফ, সালাতুল কসর ইত্যাদি নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

(ক) সালাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

নিশ্চয় সালাত বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।[৩]

◎ তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর আর ইহা বিনীতদের ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন কাজ।[৪]

মানুষকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে, যখন বিপদ তাকে পেয়ে বসে সে হয়ে পড়ে হা-হুতাশকারী, আর যখন কল্যাণ তার হাতে আসে সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ; তবে যে সালাত কায়েম করে সে নয়।[৫]

◎ দুর্ভোগ ঐ সালাত আদায়কারীদের, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে।[৬]

(খ) সাধ্যানুযায়ী সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করা ঃ

কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমাদের জন্য সহজ ততটুকু তিলাওয়াত কর, আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ আল্লাহর পথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে; কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজসাধ্য তিলাওয়াত কর। সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ।[৭]

(গ) সালাতের প্রস্তুতি ঃ

হে যারা ঈমান এনেছে! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমাদের মুখ-মণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসহ করবে এবং পায়ের গিরা পর্যন্ত ধৌত করবে, যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে। যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক কিংবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান হতে আসে

১। সূরা হজ্জ ২২/৪০
২। সূরা নিসা ৪/১০
৩। সূরা আনকাবুত ২৯/৪৫
৪। সূরা বাকারা ২/৪৫
৫। সূরা মা'আরিজ ৭০/১৯-২২
৬। সূরা মাউন ১০৭/৪-৬
৭। সূরা মুযযাম্মিল ৭৩/২০

www.pathagar.com

অথবা তোমরা স্ত্রীর সংগে সংগত হও এবং পানি না পাও তবে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করবে এবং তা দিয়ে তোমাদের মুখ ও হাত মাসহ করবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১]

(ঘ) কিবলামুখী হওয়া ঃ

◉ যেখান থেকেই তুমি বের হও না কেন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং যেখানেই তোমরা থাক না কেন সেদিকেই মুখ ফিরাবে।[২]

(ঙ) সালাতের সময় ঃ

◉ সালাত কায়েম করবে দিনের দু'প্রান্ত ভাগে এবং রাতের প্রথমাংশে।[৩]

◉ সালাত কায়েম করবে সূর্য হেলিয়ে পড়ার পর থেকে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত এবং কায়েম করবে ফজরের সালাত। ফজরের সালাত বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় করবে। ইহা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য।[৪]

◉ তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকাল ও সন্ধ্যায়, রাতের কিয়দংশে তাঁর প্রতি সিজদাবনত হও এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[৫]

(চ) জাম'আতে সালাত আদায় করা ঃ

◉ তোমারা সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, আর রুকু'কারীদের সংগে রুকু করবে।[৬]

(ছ) সালাতুল জুমু'আ ঃ

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হবে এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করবে, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা জান। আর সালাত শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৭]

(জ) সালাতে যত্নবান হওয়া ঃ

◉ তোমরা যত্নের সাথে সালাতের হিফাযত করবে। বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের এবং সালাতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।[৮]

১। সূরা মায়িদা ৫/৬; দেখুন সূরা নিসা ৪/৪৩

২। সূরা বাকারা ২/১৫০, ১৪৪, ১৪৯

৩। সূরা হুদ ১১/১৪৪; দিনের প্রথম প্রান্ত ভাগে ফজর এবং দ্বিতীয় ভাগে যোহর ও আসর এবং রাতের প্রথমভাগে মাগরিব ও ইশার সালাত। দেখুন সূরা তাহা ২০/১৩০

৪। সূরা বনি ইসরাঈল ১৭/৭৮-৭৯

৫। সূরা দাহ্র ৭৬ /২৫-২৬; এখানে সালাতের কথা বলা হয়েছে।

৬। সূরা বাকারা ২/৪৩; এখানে জামা'আতে নামায আদায় করার কথা বলা হয়েছে।

৭। সূরা জুম'আ ৬২/৯-১০

৮। সূরা বাকারা ২/২৩৮

www.pathagar.com

(ঝ) কসরের নামায ঃ

◎ তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে কাফিররা তোমাদের জন্য ফিত্না সৃষ্টি করবে তবে সালাত কসর (সংক্ষিপ্ত) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কাফিররা তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

এখানে উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন আশংকা ছাড়াই সফরে কসর সালাত আদায় করেছেন।

(ঞ) সালাতুল খওফ ঃ

◎ আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন এবং তাদের সংগে সালাত আদায় করবেন তখন তাদের একদল যেন আপনার সাথে দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সিজদা করা হলে তারা যেন আপনার পেছনে অবস্থান নেয়; আর অপর একদল যারা সালাতে শরীক হয়নি তারা যেন আপনার সাথে সালাতে শরীক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে। কাফিরা চায় তোমরা যেন তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও যাতে তারা তোমাদের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। যদি তোমরা বৃষ্টির জন্য কষ্ট পাও কিংবা পীড়িত থাক তবে অস্ত্র রেখে দিলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বন করবে। আল্লাহ কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। যখন তোমরা সালাত শেষ করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে; যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন যথাযথভাবে সালাত কায়েম করবে; নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।[২]

(ট) পরিবারবর্গকে সালাতের নির্দেশ প্রদান ঃ

● তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তাতে অবিচল থাক।[৩]

● স্মরণ কর এ কিতাবে ইস্মাঈলের কথা, সে ছিল প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী এবং সে ছিল রাসূল, নবী; সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের সন্তোষভাজন।[৪]

(ঠ) সালাতে স্বরের ব্যাপারে মধ্যপথ অবলম্বন ঃ

সালাতে স্বর উচ্চ করবে না এবং অতিশয় ক্ষীণও করবে না, এ দু'য়ের মধ্যপথ অবলম্বন করবে।[৫]

(ড) সালাতে বিনয়-নম্র হওয়া ঃ

● অবশ্যই সেই মুমিনরা সফলকাম হয়েছে, যারা তাদের সালাতে বিনয়-নম্র, ... এবং যারা যত্নবান নিজেদের সালাতের হিফাজতে।[৬]

১। সূরা নিসা ৪/১০১
২। সূরা নিসা ৪/১০২-১০৩
৩। সূরা তাহা ২০/১৩২
৪। সূরা মারইয়াম ১৯/৫৪-৫৫
৫। সূরা বনী ইস্রাঈল ১৭/১১০
৬। সূরা মুমিনূন ২৩/১, ২, ৯

www.pathagar.com

৮. সাওম – صَوْم

১। যাবতীয় কাজ ও কথা থেকে সাধারণত বিরত রাখাকে অভিধানে সাওম বলে।[১]

২। সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়ত সহকারে পানাহার ও স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তের পরিভাষায় সাওম বলে।[২]

৩। আল-কুরআনে সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

● হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান প্রদান করা হল, যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা সাবধান হতে পার, নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে কিংবা সফরে থাকলে সে অন্য সময় এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। তবে ইহা পালনে যারা অক্ষম তাদের এর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া দিতে হবে একজন মিসকীনকে অন্নদান করে। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার জন্য অধিক কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে তবে বুঝতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর।[৩]

● রমযান মাস, এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা মানুষের জন্য পথনির্দেশ, সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এ মাস পাবে তারা যেন এ মাসে সিয়াম পালন করে। তবে কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ সংখ্যা সে পূরণ করবে।[৪]

● সিয়ামের রাতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে, তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হলেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করলেন। সুতরাং এখন তোমরা তাদের সংগে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য লিখে রেখেছেন তা কামনা কর। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কৃষ্ণরেখা থেকে ভোরের শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের কাছে পরিষ্কার না হয়। তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় তোমাদের স্ত্রীদের সংগে সংগত হবে না। এসব আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর কাছে যেয়ো না।[৫]

৪। আল-কুরআনে বিভিন্ন ইবাদতের কাফ্‌ফারা ও ফিদ্‌য়া হিসেবে সিয়ামকে নির্ধারিত করা হয়েছে ঃ

(ক) নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ইহরাম অবস্থায় মস্তক মুণ্ডন করলে সিয়াম দ্বারা ফিদ্‌য়া আদায় করা ঃ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করবে, কিন্তু যদি

১। আল-ওয়াসীত ১/৫২৯; আল-মিসবাহুল মুনীর ৩৫২

২। প্রাগুক্ত।

৩। সূরা বাকরা ২/১৮৪

৪। সূরা বাকারা ২/১৮৫

৫। সূরা বাকারা ২/১৮৭

www.pathagar.com

বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে। যে পর্যন্ত কুরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌঁছে তোমরা মস্তক মুণ্ডন করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পীড়িত হয় অথবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানী দিয়ে তার ফিদ্‌য়া দেবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের যে ব্যক্তি হজ্জের সময় উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিনদিন এবং ঘরে ফিরার পর সাত দিন, মোট দশ দিন সিয়াম পালন করতে হবে। ইহা তার জন্য যার পরিজনবর্গ মসজিদুল হারামের বাসিন্দা নয়।[১]

(খ) যিহারের কাফ্‌ফারা ঃ যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ নির্দেশ তোমাদের দেয়া গেল। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাধিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করতে হবে; যে তাতেও অসমর্থ্য, সে ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াবে। ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস কর।[২]

(গ) কসমের কাফ্‌ফারা ঃ আল্লাহ তোমাদের নিরর্থক কসমের জন্য তোমাদের দায়ী করবেন না, তবে যে কসম তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর তার জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। এরূপ কসমের কাফ্‌ফারা দশজন মিসকীনকে মাঝারি ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দাও, অথবা তাদের বস্ত্র দান, কিংবা একজন দাস মুক্ত করা, তবে যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিনদিন সিয়াম পালন করা।[৩]

(ঘ) দিয়াতের অপারগতায় কাফ্‌ফারা ঃ কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশতঃ কেউ করে ফেললে তা স্বতন্ত্র; কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে দিয়াত দেয়া বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে। সে যদি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তবে তার পরিজনবর্গকে দিয়াত দেবে এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। তবে যার সামর্থ্য নেই সে একাধিক্রমে দু'মাস সিয়াম পালন করবে। তওবার জন্য এ হল আল্লাহর ব্যবস্থা। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৪]

৫। আল-কুরআনে সিয়াম ৯ বার, সাওম ১ বার, সায়েমীন ১ বার, সায়েমাত ১ বার এবং ক্রিয়াপদে ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১। সূরা বাকারা ২/১৯৬
২। সূরা মাজাদালা ৫৮/৩-৪
৩। সূরা মায়িদা ৫/৮৯
৪। সূরা নিসা ৪/৯২

www.pathagar.com

৯. যাকাত — زَكَاة

১। পবিত্র, বিশুদ্ধ, প্রবৃদ্ধি, প্রশংসা ইত্যাদি যাকাতের অভিধানিক অর্থ।[১]

২। শরিয়ত নির্ধারিত শর্তানুযায়ী নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সম্পদের দেয় অংশকে পরিভাষায় যাকাত বলে।[২]

৩। আল-কুরআনে যাকাত সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

◉ মানুষের ধন-সম্পদে প্রবৃদ্ধি সাধিত হবে বলে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা-ই বৃদ্ধি পায়; প্রকৃত পক্ষে তারাই সমৃদ্ধিশালী।[৩]

◉ যাকাত তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও যাকাত ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য,[৪] দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং পথের অভাবগ্রস্তের জন্য।[৫] ইহা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৬]

◉ আল-কুরআনে সালাত কায়েম করা ও যাকাত দেয়ার কথা একত্রে ২৫ বার এসেছে। সাতবার স্বতন্ত্রভাবে এসেছে।

◉ তবে মুশরিকরা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই।[৭]

◉ দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য যারা যাকাত দেয় না এবং আখিরাতকেও অবিশ্বাস করে।[৮]

◉ আমি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং ভাল কাজের আদেশ দেবে ও মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত করবে। সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর হাতে।[৯]

১। আল-ওয়াসীত ১/৩৯৬; আল-মিসবাহুর মুনীর ২৫৪

২। আল-ওয়াসীত ১/৩৯৬-৩৯৭

৩। সূরা রুম ৩০/৩৯

৪। অভাব বিদূরিত হলে ইসলামে আকৃষ্ট হতে পারে কিংবা ইসলামের প্রতি ঈমান দৃঢ় হতে পারে, এ জন্য যাকাত থেকে দেয়া যায়।

৫। সফরে কেউ অভাবগ্রস্ত হলে তাকে যাকাত থেকে দেয়া বিধেয়।

৬। সূরা তওবা ৯/৫৯

৭। সূরা তওবা ৯/১১

৮। সূরা হা-মীম আস্-সাজদা ৪১/৬-৭

৯। সূরা হাজ্জ ২২/৪১

www.pathagar.com

১০. হাজ্জ — (حَجّ) ও উমরা — (عُمْرَة)

১। হাজ্জ-এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা করা, উপস্থিত হওয়া, মনোনিবেশ করা ইত্যাদি।[১]

২। শরীয়তের পরিভাষায় ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের পঞ্চম স্তম্ভ হল হাজ্জ। নির্দিষ্ট মাসে নির্দিষ্ট নিয়মে ইবাদতের উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর তওয়াফ, যিয়ারত, উকূফ, কুরবানী ইত্যাদি আরকান-আহকাম পালন করা।

৩। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মিত হয়েছিল তা তো মক্কায়, তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। সেখানে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন, যেমন মাকামু ইব্‌রাহীম। যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। যে কুফরী করল সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্বজগতের মুক্ষাপেক্ষী নন।[২]

◎ হজ্জ হয় সুবিদিত নির্দিষ্ট মাসে। যে কেউ এ মাস সমূহে হজ্জ করা স্থির করে তার জন্য হজ্জের সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, অন্যায় আচরণ ও কলহ-বিবাদ করা বৈধ নয়। তোমরা উত্তম কাজের যা কিছু কর আল্লাহ তা জানেন, তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা করবে, অবশ্য শ্রেষ্ঠ পাথেয় হল তাকওয়া।[৩] হে জ্ঞানবানরা ! তোমরা আমাকে ভয় করো।[৪]

◎ স্মরণ কর, যখন আমি ইব্‌রাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সে গৃহের স্থান, তখন বলেছিলাম ঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির করবে না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখবে তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে, যারা নামাযে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে এবং মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা করে দাও তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে, সব ধরনের উটে আরোহণ করে, তারা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং চতুষ্পদ জন্তু থেকে আল্লাহ তাদের যা দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও দুঃস্থ অভাবগ্রস্তকে। তারপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাদের মানত পূর্ণ করে এবং

১। আল-ওয়াসীত ১/১৫৬

২। আল-ইমরান ৩/৯৬-৯৭

৩। কেউ যেন প্রয়োজনীয় পাথেয় সংগ্রহ না করে দান-খয়রাতের উপর নির্ভর করে হজ্জ করতে বের না হয়। সামর্থ্য ও সংগতি না থাকলে তার জন্য হজ্জ ফরয নয়। আল্লাহর হুকুম পালন করায় ছওয়াব, তার খেলাফ করলে ছওয়াব লাভ করা যায় না।

৪। সূরা বাকারা ২/১৯৭

www.pathagar.com

তওয়াফ করে বায়তুল্লাহর। এটাই বিধান। কেউ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পবিত্র অনুষ্ঠান সমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের কাছে তার জন্য তা হবে উত্তম।[১]

৪। ইহ্রাম বাঁধার নিয়তের তারতম্যের দরুন হজ্জ তিন প্রকার ঃ কিরান, তামাত্তু ও ইফরাদ। মীকাত থেকে হজ্জ ও উমরার জন্য ইহ্রাম বেঁধে একসংগে উভয় ইবাদাত সম্পন্ন করাকে হজ্জে কিরান বলে। মীকাত থকে প্রথম উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে উমরা সম্পন্ন করে পরে মক্কা থেকে হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধে একই সফরে উভয় ইবাদত সম্পন্ন করাকে হজ্জে তামাত্তু বলে। মীকাত থকে কেবল হজ্জের জন্য ইহ্রাম বেঁধে শুধু হজ্জ আদায় করাকে হজ্জে ইফ্রাদ বলে।

৫। তিরমিযী ও মাসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে ঃ যার বায়তুল্লাহর হজ্জ করার সামর্থ্য ও সংগতি আছে কিন্তু সে হজ্জ করল না, রাসূল (স) তার সম্বন্ধে বলেছেন ঃ সে ইয়াহুদী কিংবা নাসরা হিসেবে মারা গেল তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ বায়তুল্লাহ শরীফ যাওয়ার যার সামর্থ্য আছে তার আল্লাহর উদ্দেশ্যে সে গৃহের হজ্জ করা অবশ্য কর্তব্য।[২]

৬। আল-কুরআনে ১০ বার হজ্জ, ১ বার হিজ্জ ও ১ বার হাজ্জু ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। উমরা ২ বার কুরআনে এসেছে (২/১৯৬)। উকূফে আরাফাত ছাড়া বছরে যে কোন সময় হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করাকে উমরা বলে।

উকূফে আরাফাতের মধ্যে মিনা ও মুয্দালিফার অনুষ্ঠানাদিও অন্তর্ভুক্ত। উমরার জন্য ইহরাম, তওয়াফ, সাঈ ইত্যাদি জরুরী।

৮। আবদুল্লাহর ইবন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ রমযানের উমরা আমার সংগে হজ্জ আদায় করার সমতুল্য।[৩]

৯। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ এক উমরা থেকে অন্য উমরার মধ্যবর্তী যা কিছু তা কাফ্ফারা এবং হজ্জে মাবরুরের প্রতিদান জান্নাত ছাড়া আর কিছু নয়।[৪]

১১. ইহ্রাম — إِحْرَام

১। অভিধানে এর অর্থ হারাম করা, অবৈধ করা ইত্যাদি।[৫]

২। শরিয়তের পরিভাষায়, ইহ্রাম হল হজ্জ কিংবা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে হারামে মক্কায় প্রবেশের পূর্বে বিশেষ নিয়মে নিয়ত করা। ইহ্রাম অবস্থায় কতক বৈধ কাজ অবৈধ হয়।[৬]

১। সূরা হাজ্জ ২২/২৬-৩০
২। দেখুন মিনহাজুস সালিহীন পৃঃ ১৮৯
৩। বুখারী, মুসলিম; দেখুন মিনহাজুস সালিহীন, ১৯০
৪। প্রাগুক্ত মিনহাজুস সালিহীন, ১৮৯
৫। আল-মিসবাহুল মুনীর ১৩২
৬। আল-মিসবাহুল মুনীর ১৩২

www.pathagar.com

৩। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। যা তোমাদের কাছে বর্ণিত হচ্ছে তা ছাড়া চতুষ্পদ পশু তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, তবে ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করাকে বৈধ মনে করবে না।[১]

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার জন্তু বধ করবে না।[২]

◉ তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ করা হালাল করা হয়েছে, এ হল তোমাদের ও পর্যটকদের ভোগের জন্য; তোমরা যতক্ষণ ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হল। ভয় কর আল্লাহকে যাঁর কাছে তোমাদের একত্র করা হবে।[৩]

৪। কুরআনে উপরোক্ত তিনটি আয়াতে حُرُم শব্দ দিয়ে ইহ্‌রামকারীদের বোঝান হয়েছে। প্রসিদ্ধ আরবী অভিধান আস্‌সিহাহ্‌-এর গ্রন্থকার আল জাওহারী লিখেছেন যে, حُرُم শব্দ যখন ইহ্‌রামকারীদের অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এর একবচন حَرَام হয়, যার অর্থ مُحْرِم অর্থাৎ ইহ্‌রামকারী।[৪]

৫। ইহ্‌রামের জন্য যে বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয় তা مِحْرَم (মিহরাম)।[৫]

১২. কা'বা — اَلْكَعْبَة ও কিবলা — اَلْقِبْلَة

১। অভিধানে এর অর্থ স্ফীত বস্তু, পায়ের গিরা, গ্রন্থি, বর্গাকৃতি গৃহ ইত্যাদি।[৬]

২। কা'বা মক্কায় অবস্থিত মহা সম্মানিত পবিত্র গৃহ। এ গৃহের দিকে মুখ করে বিশ্বের সকল মুসলিমকে সালাত কায়েম করতে হয়। এ ঘরকেই প্রথম ঘর, আল্লাহ্‌র ঘর ও সম্মানিত ঘর বলা হয়েছে।[৭]

৩। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◉ মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘর তৈরি করা হয়েছিল তা তো মক্কায়, তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।[৮]

১। সূরা মায়িদা ৫/১
২। সূরা মায়িদা ৫/৯৫; দেখুন "কাফফারা'
৩। সূরা মায়িদা ৫/৯৬
৪। দেখুন আল মিসবাহুল মুনীর ১৩২; আল-ওয়াসীত ১/১৬৯
৫। আল-ওয়াসীত ১/১৬৯
৬। আল-ওয়াসীত ২/৭৯০; মিসবাহুল মুনীর ৫৩৪-৫৩৫
৭। কুরআন পরিচিতি, পৃঃ ৭৩
৮। সূরা আল-ইমরান ৩/৯৬

www.pathagar.com

◉ যখন আমি ইব্‌রাহীমের জন্য সে ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম ঃ আমার সংগে কোন শরীক স্থির করবে না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখবে তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা সালাতে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে।[১]

◉ সেই সময়কে স্মরণ কর যখন বায়তুল্লাহকে মানব জাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তার স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ তোমরা ইব্‌রাহীমের দাঁড়ারার স্থানকে[২] সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর। ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু ও সিজাদকারীর জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম।[৩]

◉ স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহর প্রাচীর তুলছিলো তখন তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের এ কাজ কবুল কর। তুমি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।[৪]

◉ আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন পবিত্র গৃহ কা'বাকে, পবিত্র মাসকে, কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে; এজন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার যা কিছু আছে আসমান ও জমিনে তা আল্লাহ জানেন এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৫]

◉ আকাশের দিকে আপনার বার বার তাকানোকে আমি অবশ্যই লক্ষ্য করি। সুতরাং আমি আপনাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি এমন কিবলার দিকে যা আপনি পছন্দ করেন। এখন থেকে আপনি মুখ ফিরাবেন মসজিদুল হারামের দিকে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তার দিকে মুখ ফিরাবে।[৬]

◉ যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা তো জানে যে ইহা তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে আগত সত্য। তারা যা করে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের কাছে যদি আপনি তামাম দলীল পেশ করেন তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না আর আপনিও তাদের কিবলার অনুসারী নন এবং তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়।[৭] আপনার কাছে জ্ঞান আসার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন তাহলে আপনি হয়ে পড়বেন সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[৮]

৪। যে দিকে মুখ করে সালাত কায়েম করা হয় তাকে কুরআনের পরিভাষায় কিবলা বলা হয়।[৯]

৫। আল-কুরআনে কা'বা ২ বার, কিবলা ৬ বার, বায়তুল্লাহ ২ বার, বায়তুল হারাম ১ বার, মসজিদুল হারাম ১৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১। সূরা হাজ্জ ২২/২৬
২। যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ইব্‌রাহীম (আঃ) কাবাগৃহ নির্মাণ করেন। দেখুন কুরআন পরিচিতি৭৫
৩। সূরা বাকারা ২/১২৫
৪। সূরা বাকারা ২/১২৭
৫। সূরা মায়িদা ৫,৯৭
৬। সূরা বাকারা ২/১৪৪
৭। অর্থাৎ ইয়াহুদীরা খ্রিষ্টানদের এবং খ্রিষ্টানরা ইয়াহুদীদের কিবলার অনুসারী নয়।
৮। সূরা বাকারা ২/১৪৪-১৪৫
৯। কুরআন পরিচিতি, পৃঃ ৭৩

www.pathagar.com

১৩. মাহিল্লাহ - مَحِلّ, হাদ্‌য়ী- هَدْى, মীকাত - مِيْقَات

১। অভিধানে অবতরণ স্থলকে মাহিল্লা বলা হয়। ঋণ পরিশোধের নির্ধারিত সময়কেও মাহিল্লাহ বলা হয়।[১]

২। পরিভাষায়- মিনায় অবস্থিত হাজীদের কুরবানীর স্থল বা কুরবানীর দিনকে বোঝান হয়।[২]

৩। আল-কুরআনে এসেছে ঃ

◉ তারাই তো কুফ্‌রী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদের মসজিদে হারাম থেকে আর বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট পশুগুলোকে কুরবানীর স্থলে পৌঁছতে।[৩]

◉ তোমাদের জন্য রয়েছে এসব পশুর মধ্যে নানাবিধ উপকার, তারপর তাদের কুরবানীর স্থল আল্লাহর প্রাচীন ঘরের নিকট।[৪]

৪। হাদ্‌য়ী (هَدْى) পথ, প্রকৃতি, চরিত্র, ইহ্‌রাম বাধা ব্যক্তি ও হারাম শরীফের দিকে চালিত পশু অর্থে অভিধানে ব্যবহৃত হয়।[৫]

৫। শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ কুরবানীর পশু। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◉ তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর, কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তবে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কুরবানীর পশু তার স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মস্তক মুণ্ডন করবে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা তার মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সে সিয়াম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানীর মাধ্যমে তার ফিদ্‌য়া দেবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি হজ্জের প্রাক্কালে উমরা দিয়ে লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কুরবানী করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায় তবে তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং ঘরে ফেরার পর সাত দিন মোট দশদিন সিয়াম পালন করতে হবে। ইহা তার জন্য যার পরিবারবর্গ মসজিদে হারামের বাসিন্দা নয়।[৬]

৬। অভিধানে মীকাত (مِيْقَات) কোন কার্য সম্পাদনের নির্দিষ্ট সময়, কোন নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি, কোন কার্যের জন্য নির্ধারিত স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৭]

৭। পরিভাষায় এর অর্থ হাজীদের ইহ্‌রাম বাঁধার জন্য নির্ধারিত স্থান। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

১। আল-ওয়াসীত ১/১৯৪

২। প্রাগুক্ত; কুরআন পরিচিতি পৃঃ ৭৫

৩। সূরা ফাতহ ৪৮/২৫

৪। অর্থাৎ হারাম শরীফের সীমানার মধ্যে। মিনা এ সীমানার মধ্যে অবস্থিত। সূরা হাজ্জ ২২/৩৩

৫। আল-ওয়াসীত ২/ ৯৭৮

৬। সূরা বাকারা ২/১৯৬

৭। আল-ওয়াসীত ২/১০৪৮

www.pathagar.com

◎ লোকে আপনাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন ঃ তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্দেশক। পেছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে কোন পুণ্য নেই, তবে পুণ্য আছে তাক্‌ওয়ায়। সুতরাং তোমরা ঘরে প্রবেশ করবে দরজা দিয়ে এবং আল্লাহকে ভয় করবে যাতে সফলকাম হতে পার।[১]

৮। আল-কুরআনে মীকাত একবচনে ৭ বার এবং বহুবচনে ১ বার এসেছে।

৯। হাদ্‌য়ী শব্দটি কুরআনে ৭ বার এসেছে।

১০। আল-কুরআনে মাহিল্লা শব্দটি ৩ বার এসেছে।

১৪. আরাফাত — عَرَفَات

১। অভিধানে আরাফা (عَرَفَة) শব্দের অর্থ পাহাড় ও ইয়াওম আরাফা (يَوْمُ عَرَفَة) অর্থ ৯ যুল হিজ্জা।[২] عَرَفَات শব্দের অর্থ মক্কার ১২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ময়দান। এখানে জাবালে রহমত অবস্থিত।[৩]

২। শরীয়তের পরিভাষায় আরাফাত হাজীদের উকূফের স্থল। এখানে যুল হিজ্জার ৯ম তারিখে হাজ্জীদের অবস্থান করা জরুরী।[৪]

৩। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◎ যখন তোমরা আরাফাত থেকে ফিরবে তখন মাশ্‌'আরুল হারামের কাছে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তাঁকে স্মরণ করবে যেভাবে স্মরণ করতে বলেছেন সেভাবে।[৫]

৪। আরাফাত ও মীনার মধ্যবর্তী মুয্‌দালিফা উপত্যকায় অবস্থিত পাহাড়কে মাশআরুল হারাম বলা হয়েছে। ৯ যুল হাজ্জ দিনে আরাফাতে অবস্থান করে রাতে মীনা ফেরার পথে হাজীদের এ পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৬]

৫। আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে কুরায়শরা আভিজাত্যের অহমিকায় মক্কার সীমার বাইরে অবস্থিত আরাফাতের পরিবর্তে মুয্‌দালিফা উপত্যকায় ৯ যুল হিজ্জায় উকূফ করত। বিদায় হজ্জের দিন থেকে এ প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। হজ্জ পালনকারী সকলকে একই নিয়মে হজ্জের আরকান-আহকাম আদায় করতে হয়। আরাফাতে অবস্থানের

১। সূরা বাকারা ২/১৮৯; আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতে ইহ্‌রাম বাঁধার পর ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করাকে মহাপাপের কাজ মনে করে পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করত। এ কুসংস্কার রদ করে স্বাভাবিক পথ অবলম্বনের নির্দেশ এ আয়াতে প্রদান করা হয়েছে।

২। আল-মিসবাহুল মুনীর ৪০৪-৪০৫; আল-ওয়াসীত ২/৫৯৫

৩। প্রাগুক্ত; কুরআন পরিচিতি, পৃঃ ৭২

৪। প্রাগুক্ত।

৫। সূরা বাকারা ২/১৯৮

৬। দেখুন কুরআন পরিচিতি পৃঃ ৭৫

www.pathagar.com

মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। এখানে অবস্থিত জাবালে রহমতে দাঁড়িয়ে মহানবী (সঃ) বিদায় হজ্জের কালজয়ী ভাষণ দেন যা চিরকালের জন্য মানবতার মুক্তি-সনদরূপে স্বীকৃত।

১৫. তাহারাত (طُهْر / طَهُوْر / طَهَارَة)

১। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র, অমলিন, কদর্যতামুক্ত ইত্যাদি। কখনও খাৎনা করান, নিরাময় করান, গাদ বিমুক্ত করান ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

২। শরীয়তের পরিভাষায় ইহা অত্মিক ও শারীরিক উভয় প্রকার হয়। শারীরিক তাহারাত হল বিশেষ বিশেষ অংগ বিশেষ নিয়মে ধৌত করা। শিরক ও কুফর, নিফাক ও অন্যান্য মন্দ স্বভাব থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখাকে আত্মিক তাহারাত বলে।[২]

৩। তাহারাত পরিভাষায় অযূ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৩]

৪। তুহ্র (طُهْر) অপবিত্র, হায়েয, নিফাস ইত্যাদি থেকে মুক্ত।[৪]

৫। তাহুর (طَهُوْر) নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্র করে। আল-কুরআনে এসেছে ঃ আমি আকাশ থেকে অতি পবিত্র বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি যা দিয়ে মৃত জমিনকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।[৫]

৬। আল-কুরআনে তাহুর ১ বার, তাত্হীর ১ বার, সিফাত হিসেবে ১৪ বার এবং ক্রিয়াপদে ১৫ বার এসেছে।

৭। আল-কুরআনে বিধৃত হয়েছে ঃ

◎ তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সংগ বর্জন করবে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে সংগত হবে না। সুতরাং তারা যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের কাছে সেভাবে যাবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।[৬]

◎ আল্লাহ যার পথচ্যুতি চান তার জন্য আল্লাহর কাছে আপনার কিছুই করার নেই, ওরাই তারা যাদের হৃদয়কে আল্লাহ পবিত্র বিশুদ্ধ করতে চান না। তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখিরাতে মহাশাস্তি।[৭]

◎ হে নবী পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা বিদূরিত করতে এবং সম্পূর্ণরূপে তোমাদের পবিত্র করতে।[৮]

১। আল-ওয়াসীত ২/৫৬৮; আল-মিস্বাহুল মুনীর, ৩৭৯-৩৮০; তা'রীফাত ১২৩
২। আল-ওয়াসীত ২/৫৬৮ ; তা'রীফাত ১২৩
৩। আল-মিসবাহুল মুনীর ৩৭৯
৪। প্রাগুক্ত।
৫। সূরা ফুরকান ২৫/৪৮-৪৯
৬। সূরা বাকারা ২/২২২
৭। সূরা মায়িদা ৫/৪১
৮। সূরা আহযাব ৩৩/৩৩

www.pathagar.com

◎ যদি তোমরা অপবিত্র থাক[১] তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।[২]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীর পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।[৩]

◎ নিশ্চয় ইহা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পূত-পবিত্র তারা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।[৪]

◎ আমি দায়িত্ব প্রদান করেছিলাম ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে।[৫]

◎ বেহেস্তবাসীদের জন্য সেখানে রয়েছে পবিত্র জোড়া, তারা সেখায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।[৬]

◎ আল্লাহ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন।[৭]

১৬. জানাবাত جَنَابَة

১। স্ত্রীগমন বা যে কোন প্রকারে রেতঃপাত হলে যে অপবিত্র হয় তাকে জুনুব বলা হয়। জুনুব শব্দটি একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, স্ত্রী ও পুং লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।[৮]

২। আল-কুরআনে দু'বার 'জুনুব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামাযের কাছেও যাবে না,[৯] যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বোঝতে পার এবং তোমরা যদি পথবাহী না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা গোসল কর।[১০]

◎ যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে বিশেষভাবে পবিত্র হবে।[১১]

১। যে কোন প্রকারের রেতঃপাত হেতু যে অপবিত্র হয় তা জুনুব, এখানে তা বোঝান হয়েছে।

২। সূরা মায়িদা ৫/৬

৩। সূরা আহযাব ৩৩/৫৩

৪। সূরা ওয়াকি'আ ৫৬/৭৭-৭৯

৫। সূরা বাকারা ২/১২৫

৬। সূরা বাকারা ২/২৫

৭। সূরা বাকারা ২/২২২

৮। আল-মিসবাহুল মুনীর ১১০-১১১; আল-ওয়াসীত ১/১৩৮-১৩৯

৯। মদ হারাম হওয়ার পূর্বে এ আয়াত নাযিল হয়।

১০। সূরা নিসা ৪/৪৩

১১। সূরা মায়িদা ৫/৬

www.pathagar.com

১৭. ফিদ্‌য়া - فِدْيَة , কাফ্‌ফারা - كَفَّارَة , দিয়াত - دِيَة

১। অভিধানে এর অর্থ প্রার্থিত বস্তু বা ব্যক্তির মুক্তির জন্য প্রদত্ত অর্থ অথবা অনুরূপ কিছু।[১]

২। শরিয়তের পরিভাষায়- কোন ইবাদতের ত্রুটি সংশোধনের নিমিত্ত আল্লাহর উদ্দেশ্য দেয় বদল, তা অর্থ, খাদ্য অথবা অন্য ইবাদতও হতে পারে।[২]

৩। মোচনকারী, ক্ষতিপূরণ, বিদূরিতকারী ইত্যাদি কাফ্‌ফারার আভিধানিক অর্থ।[৩]

৪। সাদকা, সাওম ইত্যাদি যার মাধ্যমে কোন পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়, তা শরীয়তের পরিভাষায় কাফ্‌ফারা। ইহা কয়েক প্রকার- কসমের কাফ্‌ফারা, সওমের কাফ্‌ফারা, মানাসিকে হজ্জের কাফ্‌ফারা ইত্যাদি।[৪]

৫। দিয়াত অর্থ রক্তপণ, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। নিহতের উত্তরাধিকারীকে হত্যার বিনিময় যে অর্থ প্রদান করা হয় তা।[৫]

৬। আল-কুরআনে ফিদ্‌য়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

◉ যারা নির্দিষ্ট দিনে রোযা রাখতে আপরগ তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ তাদের এর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া দিতে হবে, তা হল একজন মিসকিনকে একটি রোযার জন্য একদিনের দু'বেলা খাদ্যদান।[৬]

◉ হজ্জের কোন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে অক্ষম হলে কিংবা কোন ত্রুটি হলে তার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া দেয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কেউ পীড়িত হলে কিংবা তার মাথায় ক্লেশ দেখা দিলে সে যেন রোযা কিংবা সাদকা কিংবা কোরবানী দিয়ে তার ফিদ্‌য়া দেয়।[৭]

◉ আল-কুরআনে ফিদ্‌য়া ৩ বার, ফিদায়া ১ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৭। কুরআনে কাফ্‌ফারা তিন বার এসেছে ঃ

◉ নিশ্চয় প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বলে অনুরূপ যখম। তবে কেউ তা ক্ষমা করলে তা হবে তার জন্য কাফ্‌ফারা।[৮]

◉ তোমাদের নিরর্থক কসমের জন্য আল্লাহ তোমাদের দায়ী করবেন না। কিন্তু যে

১। আল-ওয়াসীত ২/৬৭৮
২। প্রাগুক্ত।
৩। প্রাগুক্ত ২/৭৯২
৪। প্রাগুক্ত।
৬। হেনস ওয়োর ১০৫৯; ওয়াসীত ২/১০২২
৬। সূরা বাকারা ২/১৮৪
৭। সূরা বাকারা ২/১৯৬
৮। সূরা মায়িদা ৫/৪৫

www.pathagar.com

সব কসম তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর, তার জন্য তিনি তোমাদের দায়ী করবেন। এর কাফ্‌ফারা দশজন মিসকিনকে মধ্যম ধরনের আহার্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিজনদের খেতে দেও, কিংবা তাদের বস্ত্রদান, অথবা একজন দাস মুক্ত করা, কিন্তু যার সামর্থ্য নেই তার জন্য তিন দিন রোযা রাখা। তোমরা কসম করলে এ হল তোমাদের কসমের কাফফারা। তোমরা তোমাদের কসম রক্ষা করবে।[১]

● ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ। কেউ সে অবস্থায় শিকার করলে তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার বধ করবে না, তোমাদের কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করলে তার বিনিময় হল অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু, যার ফায়সালা করবে তোমাদের দু'জন ন্যায়বান লোক– কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবানীরূপে। অথবা এর কাফ্‌ফারা হবে মিসকিনকে আহার্যদান করা কিংবা সমসংখ্যক রোযা, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করে।[২]

● যিহারের কাফ্‌ফারা সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে– অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এ নির্দেশ তোমাদের জন্য। তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। কিন্তু যার এ সামর্থ্য থাকবে না, একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখতে হবে; যে এতেও অসমর্থ সে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াবে; ইহা এ জন্য যে, তোমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস রাখো। এ সব আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৩]

৮। দিয়াত শব্দটি কুরআনে দু'বার এসেছে ঃ

● কোন মুমিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, তবে ভুলবশতঃ করলে তা স্বতন্ত্র। কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশতঃ হত্যা করলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করা এবং নিহতের পরিজনবর্গকে দিয়াত (রক্তপণ) দেয়া বিধেয়, যদি না তারা ক্ষমা করে।[৪]

● যদি সে তোমাদের শত্রু পক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে একজন মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়।[৫]

● যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তবে তার পবিবারবর্গকে দিয়াত দেয়া এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয় এবং যে সংগতিহীন সে একাধিক্রমে দু'মাস রোযা রাখবে। এ হল আল্লাহর ব্যবস্থা তাওবার জন্য।[৬]

১। সূরা মায়িদা ৫/৮৯
২। সূরা মায়িদা ৫/৯৫
৩। সূরা মুজাদালা ৫৮/৪-৫
৪। সূরা নিসা ৪/৯২
৫। সূরা নিসা ৪/৯২
৬। সূরা নিসা ৪/৯২

www.pathagar.com

১৮. কিসাস – قِصَاص

১। এর আভিধানিক অর্থ হত্যা করা, পদাংক অনুসরণ করা ইত্যাদি।[১]

২। পরিভাষায়– যে যেরূপ করল তার সাথে সেরূপ করাকে কিসাস বলে।[২] সজ্ঞানে অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে শাস্তি হিসেবে হত্যাকারীকে হত্যা করার যে বিধান বিদ্যমান, ইসলামী শরীয়াতে তাকে কিসাস বলে।

৩। কিসাস সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করবে না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি প্রতিকারের অধিকার (কিসাস) দিয়েছি, তবে সে যেন হত্যার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করে।[৩]

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য নিহতদের ব্যাপারে কিসাস বাধ্যতামূলক বিধান করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী, তবে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় করা বিধেয়।[৪]

◉ হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! তোমরা যাতে সাবধান হতে পার সেজন্য কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন।[৫]

◉ পবিত্র মাস পবিত্র মাসের বিনিময়। সমস্ত পবিত্র বিষয় যার অবমাননা করা নিষিদ্ধ তার জন্য কিসাস। সুতরাং যে কেউ তোমাদের আক্রমণ করবে তোমরাও তাদের অনুরূপ আক্রমণ করবে এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সংগে আছেন।[৬]

◉ আল্লাহ তাওরাতে বনূ ইসরাঈলকে কিসাসের বিধান দিয়েছিলেন যা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদরে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে যখম হল কিসাস। তারপর কেউ তা ক্ষমা করলে তাতে তারই পাপ মোচন হবে।[৭]

◉ কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে, তার প্রতি আল্লাহর গযব ও তাঁর লা'নাত। তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে মহা শাস্তি।[৮]

১। আল-মিসবাহুল মুনীর ৫০৫ আল ওয়াসীত ২/৭৩৯-৭৪০; আসাসুল বালাগা ৩৬৮
২। জুরজানী, তা'রীফাত ১৫৪
৩। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৩৩
৪। সূরা বাকারা ২/১৭৮
৫। সূরা বাকারা ২/১৭৯
৬। সূরা বাকারা ২/১৯৪
৭। সূরা মায়িদা ৫/৪৫
৮। সূরা নিসা ৪/৯৩; ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য পৃথিবীতে কি শাস্তির বিধান প্রদান করা হয়েছে তা ২/১৭৮ এবং ৫/৪৫ এ বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার জন্য আখিরাতের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

১৯. নিকাহ – نِكَاح

১। বিবাহ করা, বিবাহ দেয়া, সংগত হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১]

২। আল-কুরআনে বিবাহ করা অর্থে নিকাহ ঃ

◉ তোমরা মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত বিবাহ করবে না।[২]

◉ তোমাদের পিতারা যাদের বিবাহ করেছে তোমরা সে নারীদের বিবাহ করবে না।[৩]

(গ) তোমরা যদি আশংকা কর যে ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে দুই, তিন অথবা চার, আর যদি আশংকা কর যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার সম্ভাবনা অধিকতর।[৪]

◉ ইদ্দতের নির্দিষ্টকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ কার্য সম্পন্ন করার সংকল্প করো না।[৫]

৩। আল-কুরআনে বিবাহ দেয়া অর্থে নিকাহ ঃ

◉ তোমাদের মধ্যে যে পুরুষের স্ত্রী নেই অথবা যে নারীর স্বামী নেই এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদের বিবাহ সম্পাদন করবে। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদের নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।[৬]

◉ সে বলল ঃ আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সংগে বিবাহ দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, তবে যদি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা।[৭]

৪। আল-কুরআনে সংগত হওয়া অর্থে নিকাহ ঃ

◉ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে। তারপর সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয় মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না।[৮]

১। আল-মিসবাহুল মুনীর ৬২৪; আল-ওয়াসীত ২/৯৫১
২। সূরা বাকারা ২/২২১
৩। সূরা নিসা ৪/২২
৪। সূরা নিসা ৪/৩
৫। সূরা বাকারা ২/২৩৫
৬। সূরা নূর ২৪/৩২, ৩৩
৭। সূরা কাসাস ২৮/২৭; এখানে হযরত শুআইব (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-কে এ কথা বলেছেন।
৮। সূরা বাকারা ২/২৩০; এখানে তিন তালাক বায়েন বোঝান হয়েছে।

www.pathagar.com

৫। আল-কুরআনে নিকাহ ৫ বার এসেছে এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে। ৫ বার বিবাহ দেয়া অর্থে 'যিওয়াজ'-এর ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। বিবাহের ব্যাপারে কাদের বিবাহ করা বৈধ নয় তা হালাল ও হারাম পরিভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

২০. মহর — مَهْر

১। বিবাহের জন্য স্বামী স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করে তাকে মহর বলে।[১]

২। আল-কুরআনে মহর শব্দটি নেই। তবে ভিন্ন শব্দ দিয়ে মহর অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

৩। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ তোমরা নারীদের তাদের মহর (صَدُقَاتِ) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; তবে তারা মহরের কিয়দংশ সন্তুষ্টচিত্তে ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে।[২]

◉ নারীদের মধ্যে, তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসী ছাড়া, সকল সধবা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, ইহা তোমাদের জন্য আল্লাহর বিধান। উল্লিখিত নারীদের ছাড়া অন্য নারীকে অর্থব্যয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাওয়া তোমাদের জন্য বৈধ করা হল, অবৈধ যৌন সম্পর্কের জন্য নয়। তাদের মধ্যে যাদের তোমরা সম্ভোগ করেছ তাদের নির্ধারিত মহর (أُجُوْرَ) দেবে। মহর নির্ধারণের পর কোন বিষয়ে পরস্পর রাজী হলে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৩]

◉ তোমাদের মধ্যে কারো স্বাধীনা মুমিন নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত মুমিন নারী বিবাহ করবে, আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত। তোমরা একে অপরের সমান; সুতরাং তাদের বিবাহ করবে তাদের মালিকদের অনুমতিক্রমে এবং যারা সচ্চরিত্রা, ব্যভিচারিনী নয় ও উপপতি গ্রহণকারিনীও নয়, তাদের দেবে তাদের মহর ন্যায়সংগতভাবে।[৪]

◉ মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মহর প্রদান কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার কিংবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়।[৫]

১। আল-ওয়াসীত ১/৮৮৯
২। সূরা নিসা ৪/৪
৩। সূরা নিসা ৪/২৪
৪। সূরা নিসা ৪/২৫
৫। সূরা মায়িদা ৫/৫

www.pathagar.com

◉ হে নবী! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদের যাদের তুমি মহর প্রদান করেছ।[১]

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কাছে মুমিন নারীরা হিজরত করে এলে তাদের পরীক্ষা করো, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন, তবে তাদের কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না। মুমিন নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিরা মুমিন নারীদের জন্য বৈধ নয়। কাফিররা যা ব্যয় করেছে তা তাদের ফেরত দেবে। তারপর তোমরা তাদের বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদের দাও তাদের মহর। তোমরা যা ব্যয় করেছ তা ফেরত চাইবে এবং কাফিররা ফেরত চাইবে যা তারা ব্যয় করেছে। এটাই আল্লাহর বিধান।[২]

◉ আল-কুরআন 'মহর' অর্থে "صَدُقَات" ১ বার এবং "أُجُوْر" ৬ বার এসেছে।[৩]

◉ তোমরা যদি তোমাদের স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও, অথচ মহর ধার্য করে থাক তবে যা তোমরা ধার্য করেছ তার অর্ধেক, যদি না স্ত্রী অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে সে মাফ করে দেয় এবং মাফ করে দেয়াই তাক্ওয়ার নিকটতর।[৪]

২১. তালাক– طَلَاق, ইলা– إِيْلَاء ও ইদ্দত– عِدَّة

১। বন্ধন মুক্ত করা, শৃংখল মুক্ত করা, বিবাহের বন্ধন ছিন্ন করা ইত্যাদি।[৫]

২। শরীয়তের পরিভাষায়– নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ বা ব্যবহারের মাধ্যমে শরীয়ত সম্মতভাবে সংঘটিত বিবাহ বন্ধন রহিত করাকে 'তালাক' বলে।[৬]

৩। স্ত্রীগমন না করার শপথ করাকে "ইলা" বলে। চার মাস বা তার অধিক সময়ে এরূপ সংগত না হওয়ার শপথ করাকে শরিয়তের পরিভাষায় "ইলা" বলা হয়। শপথ অনুযায়ী চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সংগত না হলে চার মাস অতিক্রান্ত হওয়া মাত্রই তালাক প্রদান ব্যতিরেকেই এক তালাক বাইন হয়ে যাবে, তবে চার মাসের মধ্যেই সংগত হলে শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে, তালাক হবে না।

৪। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ

◉ যারা স্ত্রীর সংগে সংগত না হওয়ার শপথ করে তারা চার মাস অপেক্ষা করবে, তবে তারা যদি ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৭]

১। সূরা আহযাব ৩৩/৫০
২। সূরা মুমতাহানা ৬০/১০
৩। দেখুন ৪/৪; ৪/২৪, ২৫; ৫/৫০; ৬০/১০; ৬৫/৬
৪। সূরা বাকারা ২/২৩৭
৫। আল-ওয়াসীত ২/৫৬৩
৬। প্রাগুক্ত
৭। সূরা বাকারা ২/২২৬

www.pathagar.com

◎ আর যদি তারা তালাক দেয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।[১]

◎ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাবকাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নয়। যদি তারা আপোষ-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে এ সময়ে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামীরা অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের; তবে নারীদের ওপর পুরুষদের রয়েছে মর্যাদা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২]

◎ তালাক দুই বার।[৩] তারপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা দিয়েছ তা থেকে কোনকিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়। অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই।[৪] এ সব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা তা লংঘন করবে না। যারা এসব সীমারেখা লংঘন করে তারা তো যালিম।[৫]

◎ তারপর যদি সে তাকে তালাক দেয়,[৬] তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সংগে সংগত না হবে। অতঃপর সে যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ্য হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে কারো কোন অপরাধ হবে না।[৭]

◎ যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির কাছাকাছি হয় তখন তোমরা হয় যথাবিহিত তাদের রেখে দেবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে। কিন্তু তাদের ক্ষতি করে সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাদের তোমরা আটকিয়ে রেখো না। যে এরূপ করে সে নিজের প্রতি যুলুম করে।[৮]

◎ তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীরা নিজেদের স্বামীদের বিবাহ করতে চাইলে তোমরা তাদের বাধা দিও না।[৯]

১। সূরা বাকারা ২/২২৭

২। সূরা বাকারা ২/২২৮

৩। এখানে তালাকে রাজঈর কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করতে পারে।

৪। শরীয়তের পরিভাষায় এ ধরনের তালাককে খুলা তালাক বলে।

৫। সূরা বাকারা ২/২২৯

৬। দুই তালাকের পর তৃতীয় তালাক

৭। সূরা বাকারা ২/২৩০

৮। সূরা বাকারা ২/২৩১

৯। সূরা বাকারা ২/২৩২

www.pathagar.com

◎ তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিতে ইচ্ছা কর তখন ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের তালাক দিও, ইদ্দতের হিসাব রেখো, তোমাদের রব আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তোমরা তাদের বের করে দেবে না তাদের বাসগৃহ থেকে এবং তারাও যেন বের না হয়, যদি না তারা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায়; এসব আল্লাহ্‌র বিধান; যে আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করে সে নিজেরই ওপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয় তো আল্লাহ্‌ এরপর কোন উপায় করে দেবেন।[১]

◎ তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদের রেখে দেবে, না হয় যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে ও আল্লাহ্‌র জন্য সঠিক সাক্ষ্য দিবে।[২]

◎ তোমাদের যে সব স্ত্রীর ঋতুমতী হবার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিনমাস এবং যারা এখনও রজঃস্বলা হয়নি তাদেরও, আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্‌ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন।[৩]

◎ তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে বাস করবে তাদেরও সেখানে বাস করতে দেবে। সংকটে ফেলার নিমিত্ত তাদের উত্ত্যক্ত করবে না। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্যে ব্যয় করবে। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সঙ্গতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্যদান করবে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্‌ তাকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে।[৪]

৫। আল-কুরআনে "তালাক" ২ বার, "মুতাল্লাকাত" ২ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১০ বার এসেছে।

৬। মৃত্যুর কারণে ইদ্দত ঃ তোমাদের মধে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীদের ইদ্দতকাল চারমাস দশদিন। যখন তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে তখন বিধি মোতাবেক যা তারা নিজেদের জন্য করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই।[৫]

১। সূরা তালাক ৬৫/১
২। সূরা তালাক ৬৫/২; এখানে রাজঈ তালাকের কথা বলা হয়েছে।
৩। সূরা তালাক ৬৫/৪
৪। সূরা তালাক ৬৫/৬,৭
৫। সূরা বাকারা ২/২৩৪

www.pathagar.com

২২. রাযা'আত — رَضَاعَة

১। স্তন্যদান অর্থে ব্যবহৃত হয়।[১]

২। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◎ যে স্তন্যপান কাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর স্তন্যপান করাবে। পিতার কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।[২]

◎ কোন মাকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন পিতাকে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কর্তব্য। কিন্তু যদি তারা পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই।[৩]

◎ তোমরা যা বিধিমত দিতে সম্মত তা যদি অর্পণ কর তবে ধাত্রী দ্বারা তোমাদের সন্তানকে স্তন্যপান করালে তোমাদের কোন পাপ নেই।[৪]

◎ তালাকপ্রাপ্তা নারীর স্তন্যদান সম্পর্কে ঃ যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্যদান করে তবে তাদের পারিশ্রমিক দিবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তবে তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনড় থাক তাহলে অন্য কোন নারী তার পক্ষে স্তন্যদান করবে।[৫]

◎ স্তন্যপানের ও দানের কারণে যা হয় ঃ তোমাদের জন্য বিবাহ হারাম করা হয়েছে .. দুধমাতা, দুধ ভগ্নীকে.....।[৬]

৩। আল-কুরআনে "রাযা'আত্" ২ বার, "মুরযি'আ" ১ বার, মারযি'১ বার এবং ক্রিয়াপদে ৭ বার এসেছে।

২৩. নাফাকাত — مُتْعَة / إِنْفَاق / نَفَقَة

১। ব্যয়, খরচ, মৃত্যু, মরিচিকা, মহার্ঘ্য ইত্যাদি অর্থে অভিধানে নাফাকা ব্যবহৃত হয়।[৭] প্রয়োজন মিটানোর জন্য ব্যয় করা, যে কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্যে ব্যয় করাকে 'ইনফাক' বলে।[৮] কোন কোন সময় দারিদ্র্য ও অভাব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন

১। আল-ওয়াসীত ১/৩৫০
২। সূরা বাকারা ২/২৩৩
৩। সূরা বাকারা ২/২৩৩
৪। সূরা বাকারা ২/২৩৩
৫। সূরা তালাক ৬৫/৬-৭
৬। সূরা নিসা ৪/২৩
৭। আল-মিসবাহুল মুনীর ৬১৮; আল-ওয়াসীত ২/৯৪২-৯৪৩
৮। আল-ওয়াসীত ২/৯৪২; তা'রীফাত ৩৩

www.pathagar.com

কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ বলুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী হতে, তবুও তা ধরে রাখতে দারিদ্র্যভয়ে, মানুষ তো অতিশয় কৃপণ।[১]

২। স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য আহার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, আবাস, সন্তান লালন-পালন, পরিচর্যা ইত্যাদির নিমিত্ত যে অর্থ ইসলামের বিধান মোতাবেক বর্তায় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'নাফাকা' বলে।[২]

৩। **কুরআনে "ইন্‌ফাক" সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ**

◉ লোকেরা আপনাকে কি ব্যয় করবে (ইন্‌ফাক) সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; আপনি বলুনঃ যা ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন এবং পথচারী মুসাফিরদের জন্য।[৩]

◉ লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কী তারা ব্যয় করবে? আপনি বলুন ঃ যা উদ্বৃত্ত তা।[৪]

◉ যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি শস্য বীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেক শীষে একশত শস্যকণা। আল্লাহ যাকে চান বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৫]

◉ যারা আল্লাহর পথে ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশও দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৬]

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ব্যয় করবে তোমাদের অর্জিত উত্তম বস্তু থেকে এবং তা থেকে যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপাদন করে দেই; কিন্তু তার নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার মনস্থ করবে না। অথচ তোমরা তা গ্রহণ কর না, যদি না তোমরা চক্ষু বন্ধ করে থাক। জেনে রেখো, আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।[৭]

◉ যারা নিজেদের ধন-দৌলত রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তাদের পুণ্য ফল তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[৮]

◉ যারা লোক দেখানোর জন্য তাদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতে ঈমান রাখে না, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না, শয়তান কারো সাথী হলে সে সাথী কত মন্দ।[৯]

১। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/১০০
২। আল-ওয়াসীত ২/৯৪২
৩। সূরা বাকারা ২/২১৫
৪। সূরা বাকারা ২/২১৯
৫। সূরা বাকারা ২/২৬১
৬। সূরা বাকারা ২/২৬২
৭। সূরা বাকারা ২/২৬৭
৮। সূরা বাকারা ২/২৭৪
৯। সূরা নিসা ৪/৩৮

www.pathagar.com

◎ আল্লাহ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। তারা ছোট কিংবা বড় যা-ই ব্যয় করে এবং যে কোন প্রান্তরই অতিক্রম করে, তা তাদের অনুকূলে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়– যাতে তারা যা করে আল্লাহ তার চাইতে উৎকৃষ্টতর পুরস্কার তাদের দিতে পারেন।[১]

◎ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দিন।[২]

৪। কুরআনে "নাফাকা" সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

◎ তালাক প্রদত্ত নারী সম্বন্ধে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে বাস কর তাদেরও সেখানে বাস করতে দেবে, সংকটে ফেলার জন্য তাদের উত্ত্যক্ত করবে না, তারা গর্ভবতী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদের স্তন্য দেয় তবে তাদের পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে। তোমরা যদি নিজ নিজ দাবিতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্যদান করবে। বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তার চাইতে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি দেবেন।[৩]

৫। কুরআনে মুত'আ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

◎ যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে স্পর্শ করেছ এবং তাদের জন্য মহর ধার্য করেছ, তাদের তালাক দিলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা তাদের সংস্থানের ব্যবস্থা করবে– বিত্তবান তার সাধ্যমত এবং বিত্তহীন তার সাধ্যানুযায়ী বিধিমত খরচপত্রের ব্যবস্থা করবে। ইহা সত্যপরায়ণ লোকের কর্তব্য।[৪]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা মুমিন নারীদের বিবাহ করার পর তাদের স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দিলে তোমাদের জন্য তাদের পালনীয় কোন ইদ্দত নেই যা তোমরা গণনা করবে। তোমরা তাদের কিছু সামগ্রী দেবে এবং সৌজন্যের সাথে তাদের বিদায় করবে।[৫]

◎ তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাদের মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের ওয়াসীয়ত করে। কিন্তু যদি তারা বের হয়ে যায় তবে বিধিমত তারা নিজেদের জন্য যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়। তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রথামত ভরণ পোষণ করা মুত্তাকীদের কর্তব্য। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বোঝতে পার।[৬]

১। সূরা তাওবা ৯/১২০-১২১
২। সূরা তাওবা ৯/৩৪
৩। সূরা তালাক ৬৫/৬-৭
৪। সূরা বাকারা ২/২৩৬; দেখুন আল-ওয়াসীত ২/৮৫২
৫। সূরা আহযাব ৩৩/৪৯
৬। সূরা বাকারা ২/২৪০-২৪২

www.pathagar.com

২৪. কিফ্‌ল – كِفْل

১। হিস্যা, অংশ, অনুরূপ, যিম্মা ইত্যাদি। কারো মালের কিংবা লালন-পালনের ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য গ্রহণ করা।[১]

২। কুরআনে কিফ্‌ল (كِفْل) ৩ বার, কিফ্‌লাইন (كِفْلَيْن) ১ বার; কাফীল (كَفِيْل)১ বার; ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। **যিম্মা অর্থে ঃ**

◉ ইমরানের স্ত্রী মারইয়ামকে প্রসব করলে আল্লাহ্‌ বললেন ঃ তার রব তাকে সাগ্রহে কবুল করেছেন এবং তাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করলেন। তিনি তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে (كَفَّلَهَا) রাখলেন। যখনই যাকারিয়া কক্ষে তার সংগে সাক্ষাৎ করতে যেত তখনই তার কাছে খাদ্য-সামগ্রী দেখতে পেত। সে বলত ঃ হে মারইয়াম! এসব তুমি কোথায় পেলে? সে বলত ঃ এসব আল্লাহর কাছ থেকে। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন।[২]

◉ মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব (يَكْفُلُ) তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে তার জন্য যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল তখন তুমি তাদের কাছে ছিলে না। তারা যখন বাদানুবাদ করছিল তখনও তুমি তাদের কাছে ছিলে না।[৩]

◉ মুসাকে সিন্দুকে ভরে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয়ার পরের ঘটনায় বলা হয়েছে ঃ যখন মুসার ভগ্নী এসে বললঃ আমি কি তোমাদের বলে দেব কে এই শিশুর যিম্মা নেবে (يَكْفُلُهُ)? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চক্ষু জুড়ায় ও সে দুঃখ না পায়।[৪]

◉ পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রী স্তন্যপানে মুসাকে বিরত রেখেছিলাম। মুসার ভগ্নী বলল ঃ আমি কি তোমাদের এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব যারা তোমাদের হয়ে একে লালন-পালন (يَكْفُلُوْنَهُ) করবে এবং এর শুভাকাংখী হবে? তারপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম তার জননীর কাছে যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায় ও বোঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।[৫]

◉ দাউদের কাছে বিবদমান লোকদের বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ এ আমার ভাই, এর আছে ৯৯ টি দুম্বা আর আমার আছে মাত্র ১ টি দুম্বা, তবুও সে বলে ঃ আমার যিম্মায় দিয়ে

১। আল-ওয়াসীত ২/৭৯২-৭৯৩; আল-মিসবাহুল মুনীর ৫৩৬; তা'রীফাত ১৬২
২। সূরা আল-ইমরান ৩/৩৬-৩৭
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/৪৪
৪। সূরা তাহা ২০/৪০
৫। সূরা কাসাস ২৮/১২-১৩

www.pathagar.com

দাও (أَكْفِلْنِيهَا) এটি। সে কথায় আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে।[১]

৪। যামিন ও যিম্মাদার অর্থে ঃ

তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ করবে যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন (كَفِيلًا) করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করবে না। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।[২]

৫। হিস্যা, অংশ, ভাগ ইত্যাদি অর্থে ঃ

কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতেও তার অংশ (كِفْلٌ) থাকবে। আল্লাহ সকল বিষয়ে নজর রাখেন।[৩]

● হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের দ্বিগুণ (كِفْلَيْنِ) পুরস্কার দেবেন এবং তিনি তোমাদের দেবেন আলো যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪]

২৫. শূরা — شُورَىٰ

১। পরামর্শ, পারস্পরিক মতামত, আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অর্থে শূরা ব্যবহৃত হয়।[৫]

২। নিজেদের কাজ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন করাকে আল-কুরআনে শূরা বলা হয়েছে।[৬]

৩। যারা শূরা বা পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তাদের জন্য রেখেছেন তাঁর কাছে উত্তম ও স্থায়ী প্রতিদান।[৭]

৪। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

● কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না এবং উত্তরাধিকারীদেরও অনুরূপ কতর্ব্য। কিন্তু তারা যদি পরস্পরের সম্মতি ও পরামর্শক্রমে স্তন্যপান বন্ধ রাখতে চায় তবে তাদের কারো কোন অপরাধ নেই।[৮]

১। সূরা সা'দ ৩৮/২২-২৩
২। সূরা নাহল ১৬/৯১
৩। সূরা নিসা ৪/৮৫
৪। সূরা হাদীদ ৫৭/২৮
৫। আল-ওয়াসীত ১/৪৯৯; আল-মিসবাহুল মুনীর ৩২৭
৬। সূরা শূরা ৪২/৩৮
৭। সূরা শূরা ৪২/৩৬-৩৮
৮। সূরা বাকারা ২/২৩৩

www.pathagar.com

◎ যে সব ব্যাপারে আল্লাহর স্পষ্ট নিদর্শন নেই সে সব বিষয়ে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহর মেহেরবানিতে আপনি মানুষের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছেন, যদি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদের মাফ করবেন, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করবেন, কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন। যারা আল্লাহর উপর নির্ভর করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।[১]

৫। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ বিদ্যমান আছে সে বিষয়ে কোন পরামর্শ বা মতামতের অবকাশ নেই ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা কোন মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।[২]

২৬. সাদাকা – صَدَقَة

১। আল্লাহর নৈকট্য লাভের মানসে যা দান করা হয়। ভিন্ন অর্থে– ফকীর, মিসকীনকে যে দান করা হয়। তবে তা লোক দেখানো বা নিজের সম্মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়।[৩]

২। আল-কুরআনে কখনো যাকাত অর্থে এবং কখনো আভিধানিক অর্থে সাদাকা ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) যাকাত অর্থে ঃ সাদাকা (যাকাত) তো কেবল ফকীর, মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফীর রাহগীরদের জন্য।[৪]

(খ) দান অর্থে ঃ আপনি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা (দান) গ্রহণ করবেন তাদের পবিত্র ও পরিশোধিত করার জন্য।[৫]

◎ তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং সাদাকা গ্রহণ করেন; নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

◎ ভাল কথা ও ক্ষমা শ্রেয় সে সাদাকা অপেক্ষা যার পর ক্লেশ দেয়া হয়; আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।[৭]

১। সূরা আল-ইমরান ৩/১৫৯
২। সূরা আহ্‌যাব ৩৩/৩৬
৩। আল-ওয়াসীত ১/৫১১; আল-মিসবাহুল মুনীর ৩৩৫; তা'রীফাত ১১৬
৪। সূরা তওবা ৯/৬০
৫। সূরা তওবা ৯/১০৩
৬। সূরা তাওবা ৯/১০৪
৭। সূরা বাকারা ২/২৬৩

www.pathagar.com

◎ তোমরা যদি সাদাকা (দান) প্রকাশ্যে কর তবে তা ভাল, আর যদি তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্তকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম, তিনি তোমাদের কতক পাপ মোচন করবেন, তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্যক অবহিত।[১] নিশ্চয় সৎকাজ অসৎ কাজকে মিটিয়ে দেয়।[২]

◎ তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা মাথায় ক্লেশ থাকে তবে সিয়াম কিংবা সাদাকা অথবা কুরবানীর দ্বারা তার ফিদ্‌য়া দেবে।[৩]

◎ আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাকে বর্ধিত করেন।[৪]

৩। আল-কুরআনে সাদাকা একবচনে ৫ বার এবং বহুবচনে ৮ বার এসেছে।

২৭. রিবা — رِبَا

১। অতিরিক্ত, অধিক, বেশী ইত্যাদি।[৫]

২। বিনিময় শূন্য অতিরিক্ত দেয় যা চুক্তির মাধ্যমে দিতে হয়, তাকে শরীয়তে "রিবা" বলে। ঋণের পরিমাণের অতিরিক্ত যে পরিমাণ অর্থ শর্তানুযায়ী দেয় তা অর্থনীতির পরিভাষায় রিবা।[৬]

৩। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া, স্ফীত হওয়া ইত্যাদি অর্থেও রিবা ব্যবহৃত হয়। কুরআনে আভিধানিক অর্থে ও পরিভাষিক অর্থে "রিবা" ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) আভিধানিক অর্থে ঃ

◎ তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, কিন্তু তাতে আমি বারি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সকল প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।[৭]

(খ) পারিভাষিক অর্থে ঃ

◎ মানুষের ধনে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা সুদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাক তা-ই বৃদ্ধি পায়, তারাই সমৃদ্ধিশালী।[৮]

◎ যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াবে তার মত যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে; কারণ তারা বলে ঃ বেচাকেনা তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ বেচাকেনাকে বৈধ করেছেন এবং

১। সূরা বাকারা ২/২৭১
২। সূরা হুদ ১১/১১৪
৩। সূরা বাকারা ২/১৯৬
৪। সূরা বাকারা ২/১৯৬
৫। আল-ওয়াসীত ১/৩২৬; আল-মিসবাহুল মুনীর ২১৭; তা'রীফাত ৯৭
৬। প্রাগুক্ত
৭। সূরা হজ্জ ২২/৫
৮। সূরা রুম ৩০/৩৯

www.pathagar.com

সুদকে অবৈধ করেছেন। যার কাছে তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে। কিন্তু যারা পুনরারম্ভ করবে তারাই দোযখবাসী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।[১]

◎ আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং সাদাকাকে বর্ধিত করেন।[২]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও। আর যদি তোমরা না ছাড় তবে জেনে রেখো, ইহা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যুদ্ধ; কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না কিংবা অত্যাচারিত হবে না। তবে যদি খাতক অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে স্বচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেয়া বিধেয়। আর যদি তোমরা সাদাকা (দান) কর তবে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জানতে![৩]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং ভয় কর আল্লাহকে যাতে তোমরা কামিয়াব হতে পার।[৪]

◎ সুদ ইয়াহুদীদের জন্যও তওরাতে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল ঃ অনেক ভাল জিনিস যা ইয়াহুদীদের জন্য বৈধ ছিল তা তাদের জন্য অবৈধ করে দিয়েছি তাদের সীমালংঘনের কারণে, আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য যা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য।[৫]

৪। আল-কুরআনে "রিবা" ৮ বার এসেছে। ক্রিয়াপদে বিভিন্ন অর্থে ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

২৮. দায়ন — دَيْن

১। ঋণ, পণ্যের দেয় মূল্য, মওত, যা কিছু অনুপস্থিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৬]

২। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন একে অপরের সংগে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রেখো; তোমাদের মধ্যে কোন লেখক যেন ন্যায়ভাবে লিখে দেয়। আর লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না, কেননা আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন, সুতরাং সে যেন লিখে। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং

১। সূরা বাকারা ২/২৭৫
২। সূরা বাকারা ২/২৭৬
৩। সূরা বাকারা ২/২৭৮-২৮০
৪। সূরা আল-ইমরান ৩/১৩০; সুদ মাত্রই হারাম, হোক তা কম বেশী, দেখুন প্রাগুক্ত আয়াতসমূহ।
৫। সূরা নিসা ৪/১৬০-১৬১
৬। আল-ওয়াসীত ১/৩০৭ আল-মিসবাহুল মুনীর ২০৫; তা'রীফাত ৯৫

www.pathagar.com

তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে এবং তার কিছু যেন না কমায়। কিন্তু ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় কিংবা লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। সাক্ষীদের মধ্যে যাদের ওপর তোমরা রাজী তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক– স্ত্রীলোকদের একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। সাক্ষীদের যখন ডাকা হবে তখন তারা যেন অস্বীকার না করে। ঋণ (دَيْن) ছোট হোক অথবা বড় হোক, মিয়াদসহ লেখতে তোমরা কোনরূপ বিরক্ত হবে না। আল্লাহর কাছে ইহা ন্যায্যতর ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর এবং তোমাদের মধ্যে সন্দেহ উদ্রেক না হওয়ার নিকটতর। তবে তোমরা পরস্পর যে ব্যবসা নগদ আদান-প্রদানের মাধ্যমে কর তা না লিখলে কোন দোষ নেই। তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা করবে তখন সাক্ষী রাখবে, লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে তা তোমাদের জন্য পাপ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তিনি তোমাদের শিক্ষা দেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[১]

◎ যদি তোমরা সফরে থাক এবং কোন লেখক না পাও তবে বন্ধক রাখা বৈধ। তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে এবং তার প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করে। তোমরা সাক্ষ্য গোপন করবে না, যে কেউ তা গোপন করে, তার অন্তর অপরাধী। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।[২]

◎ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে প্রথমে দাফন-কাফনের ও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করার পর মীরাছ ও ওসীয়ত পূর্ণ করার ব্যবস্থা করার বিধান কুরআনে দেয়া হয়েছেঃ .... এসবই মৃতব্যক্তি যা ওসীয়ত করে তা দেয়ার ও ঋণ পরিশোধ করার পর।[৩]

◎ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে; তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ, ওসীয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধ করার পর।[৪]

৩। কুরআনে "দায়ন" ৫ বার এসেছে এবং ১ বার ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে।

২৯. করয – قَرْض

১। ঋণ, ধার, সুদমুক্ত ঋণ যার জন্য সময় নির্দিষ্ট নেই (قَرْض حَسَن)।[৫]

১। সূরা বাকারা ২/২৮২
২। সূরা বাকারা ২/২৮৩
৩। সূরা নিসা ৪/১১
৪। সূরা নিসা ৪/১২
৫। আল-ওয়াসীত ২/৭২৭ আল-মিসবাহুল মুনীর ৪৯৮

www.pathagar.com

২। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ কে সে, যে আল্লাহকে দেবে করযে হাসানা?[১] তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।[২] এবং তার জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।[৩]

◉ আল্লাহ বনী ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন ঃ.... তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখো, তাদের সম্মান কর এবং আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান কর, তবে অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করব ...।[৪]

◉ সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে দাও করযে হাসানা।[৫]

◉ দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে করযে হাসানা (উত্তম ঋণ) দেয় তাদের দেয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।[৬]

৩। কুরআনে "করয" শব্দটি ৬ বার এসেছে এবং এর ক্রিয়া নানাভাবে ৭ বার এসেছে।

৩০. ওসীয়াত — وَصِيَّة

১। আদেশ, নির্দেশ, অংগীকার ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে শরীয়তে মৃত্যুর পর মৃতের সম্পদে মালিকানা প্রদানকে ওসীয়াত বলে।[৭]

২। কুরআনে ওসীয়াত ৮ বার, তাওসীয়াত ১ বার, মুসিন ১ বার এবং ক্রিয়া পদে ২২ বার এসেছে। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃত করা গেল ঃ

(ক) নির্দেশ অর্থে ঃ

ইব্রাহীম ও ইয়াকুব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রদের নির্দেশ দিয়েছিলঃ হে বৎসগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।[৮]

(খ) মৃতের সম্পদে মালিকানা প্রদান অর্থে ঃ

ইহা যা ওসীয়াত করা হয় তা দেয়ার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়।[৯]

১। যে ঋণ বিনাসুদে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের কল্যাণের নিমিত্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় তা "করয হাসানা"।

২। সূরা বাকারা ২/২৪৫

৩। সূরা হাদীদ ৫৭/১১; ৬৪/১৭

৪। সূরা মায়িদা ৫/১২

৫। সূরা মুযযামমিল ৭৩/২০

৬। সূরা হাদীদ ৫৭/১৮

৭। তা'রীফাত ২২৫; আল-ওয়াসীত ২/১০৩৮; আল-মিসবাহুল মুনীর ৬৬২

৮। সূরা বাকারা ২/১৩২; দেখুন ৬/১৪৪-১৫১, ১৫২, ১৫৩; ৪/১৩১; ২৯/৮; ৩১/১৪

৯। সূরা নিসা ৪/১২; এখানে মীরাছ বন্টন সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত হয়েছে এবং ওসীয়াতের কথা বার বার বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

◎ তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে ন্যায়ানুগ প্রথামত তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওসীয়াত করার বিধান তোমাদের দেয়া হল। এ হল মুত্তাকীদের অন্যতম কর্তব্য।[১]

◎ তোমাদের মধ্যে যাদের সপত্নীক অবস্থায় মৃত্যু আসন্ন তারা যেন তাদের স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে তাদের এক বছরের ভরণ-পোষণের ওসীয়াত করে।[২]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন ওসীয়াত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে; তোমরা সফরে থাকলে এবং তোমাদের মৃত্যুরূপ বিপদ উপস্থিত হলে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকের মধ্য থেকে দু'জন সাক্ষী মনোনীত করবে।[৩]

৩১. মীরাছ — مِيْرَاث

১। উত্তরাধিকার, মালিকানা, মৃত্যুর পর সম্পদের মালিকানা, ঐতিহ্য ইত্যাদি।[৪]

২। ওয়ারিছ (وَارِث) উত্তরাধিকারী; আল্লাহর অন্যতম নাম।[৫]

৩। ইল্‌মুল মাওয়ারীছ (عِلْمُ الْمَوَارِيْثِ) উত্তরাধিকার বন্টন সম্পর্কিত বিদ্যা।[৬]

৪। আল-কুরআনে মীরাছ (مِيْرَاث) ২ বার; তুরাছ (تُرَاث) ১ বার; অরাছা (وَرَثَةٌ) ১ বার; ওয়ারিছ (وَارِث) ১ বার; ওয়ারিছূন (وَارِثُوْن) ৫ বার; ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ২৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। কুরআনের উদ্ধৃতি ঃ

◎ আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদের যা দিয়েছেন তাতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গলকর, তা যেন তারা কিছুতেই মনে না করে। না, তা তাদের জন্য অমঙ্গলকর। যাতে তারা কৃপণতা করবে কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলার বেড়ি হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকার (مِيْرَاثُ) একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা কর আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।[৭]

◎ তোমরা আল্লাহর পথে কেন ব্যয় করবে না? আল্লাহর মালিকানা (مِيْرَاثُ) আসমান ও জমিনের।[৮]

১। সূরা বাকারা ২/১৮০; অনধিক এক-তৃতীয় অংশ সম্পত্তিতে ওসীয়াত করা যায়। যাদের অংশ নির্ধারিত আছে তাদের জন্য ওসীয়াত নিষ্প্রয়োজন।

২। সূরা বাকারা ২/২৪০

৩। সূরা মায়িদা ৫/১০৬

৪। আল-ওয়াসীত ২/১০২৪; আল-মিসবাহুল মুনীর ৬৫৪; Hans Wehr, ১০৬০

৫। প্রাগুক্ত।

৬। প্রাগুক্ত।

৭। সূরা আল-ইমরান ৩/১৮০

৮। সূরা হাদীদ ৫৭/১০

www.pathagar.com

◎ তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ (تُرَاثَ) সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল এবং ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস, ইহা সংগত নয়।[১]

◎ কোন জননীকে তার সন্তানের জন্য এবং কোন জনককে তার সন্তানের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না এবং উত্তারাধিকারীদেরও (وَارِثِ) অনুরূপ কর্তব্য।[২]

৬। কুরআনে মীরাছের নীতির ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

◎ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, হোক তা কম কিংবা বেশী, নির্ধারিত অংশ।[৩]

◎ যারা উত্তরাধিকারী নয় এমন আত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীন সম্পত্তি বণ্টনকালে উপস্থিত থাকলে তাদের তা থেকে কিছু দিও এবং তাদের সাথে সদালাপ করো।[৪]

◎ ইয়াতীম ও অসহায় সন্তানদের কথা বিবেচনা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঃ তারা যেন ভয় করে যে অসহায় সন্তান পিছনে ছেড়ে গেলে তারাও তাদের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।[৫]

(ঘ) যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের পেটে আগুন ভক্ষণ করে, তারা জ্বলন্ত আগুনে জ্বলবে।[৬]

৭। কুরআনে মীরাছ বন্টন-বিধি বর্ণিত হয়েছে ঃ

◎ আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান; কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর বেশী থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর মাত্র এক কন্যা থাকলে তার জন্য অর্ধাংশ। তার সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতার প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ; সে নিঃসন্তান হলে এবং পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হলে তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ; তার ভাইবোন থাকলে মাতার জন্য এক ষষ্ঠাংশ; এ-সবই সে যা ওসীয়াত করে তা দেয়ার ও ঋণ পরিশোধের পর।[৭]

◎ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, তাদের সন্তান থাকলে তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তোমাদের ওসীয়াত পালন ও ঋণ রিশোধের পর। তোমাদের সন্তান না থাকলে তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তাদের জন্য

১। সূরা ফজর ৮৯/১৯-২১
২। সূরা বাকারা ২/২৩৩
৩। সূরা নিসা ৪/৭
৪। সূরা নিসা ৪/৮
৫। সূরা নিসা ৪/৯
৬। সূরা নিসা ৪/১০
৭। সূরা নিসা ৪/১১

www.pathagar.com

তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ, ওসীয়াত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর। যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্টাংশ। তারা এর অধিক হলে সকলে সম অংশীদার হবে এক-তৃতীয়াংশে, ওসীয়াত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর, যদি কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়।[১]

◎ পিতা-মাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদের বিধান দেন ঃ কেউ মারা গেলে সে যদি সন্তানহীন হয় এবং তার এক বোন থাকে তবে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, আর দুই বোন থাকলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি ভাই-বোন উভয় থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা পথভ্রষ্ট হবে এই আশংকায় আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[২]

৮। প্রথম দিকে আত্মীয়তা না থাকলেও মুমিন, মুহাজীররা পরস্পর পরস্পরের মীরাছ লাভ করত। ইহা ছিল সাময়িক ব্যবস্থা। পরে সূরা নিসায় মীরাছের বিধান অবতীর্ণ হলে উক্ত সাময়িক ব্যবস্থা রহিত হয়ে যায়। এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পত্নীগণ তাদের মাতা। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মুমিন ও মুহাজির অপেক্ষা যারা আত্মীয় তারা পরস্পরের নিকটতর। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শন কর তা স্বতন্ত্র।[৩]

◎ তোমাদের পোষ্যপুত্র, যাদের তোমরা পুত্র বল, আল্লাহ তাদের তোমাদের পুত্র করেননি; এসব তোমাদের মুখের কথা, ... তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকবে; এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে অধিক ন্যায়সংগত; যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু।[৪]

৩২. অলী – وَلِى

১। বন্ধু, সাহায্যকারী, দাসমুক্তকারী, মুক্তদাস, চাচাত ভাই, জ্ঞাতি, অভিভাবক, সম্পর্কিত বন্ধু, প্রতিনিধি, দায়িত্বশীল ইত্যাদি।[৫]

১। সূরা নিসা ৪/১২

২। সূরা নিসা ৪/১৭৬

৩। সূরা আহযাব ৩৩/৬; দেখুন সূরা আনফাল ৮/৭৫

৪। সূরা আহযাব ৩৩/৪-৫; পূর্বে আরবে পোষ্য–পুত্রদের নিজ পুত্রের ন্যায় গণ্য করে মীরাছ প্রদান করা হত; ইসলামে তা রহিত করা হয়েছে।

৫। আল-মিসবাহুল মুনীর ৬৭২

www.pathagar.com

২। অলী ও মাওলা প্রায়ই সমার্থজ্ঞাপক। তবে মাওলা (مَوْلٰى) প্রভু, মালিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১]

৩। অলীউল আহাদ (وَلِيُّ الْعَهْدِ)- যুবরাজ, রাজার পরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, অলীউল মার'আত (وَلِيُّ الْمَرْأَةِ) স্ত্রীলোকের বিবাহ বন্ধনের প্রতিনিধি, অলীউল ইয়াতীম (وَلِيُّ الْيَتِيْمِ) ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালনকারী।[২]

৪। মৌলভী (مَوْلَوِى) - মাওলা-এর প্রতি মানুসূব। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, দরবেশ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। মৌলভীয়্যা (مَوْلَوِيَّة) একটি সূফী ফিরকা, মৌলভী জালালুদ্দীন রুমীর দিকে মানসূব।[৩]

৫। পার্থিব ভোগ-বিলাসে অনাসক্ত এবং শরীয়তের বিধিবিধান পালনকারী আল্লাহ প্রেমিক 'আরিফ বিল্লাহ' (عَارِف بِاللّٰه)-কে তাসাউফের পরিভাষায় অলী (وَلِى) বলা হয়।[৪]

৬। অলায়াত (وَلَايَة) ও বিলায়াত (وِلَايَة) ক্ষমতা; কর্তৃত্ব; নৈকট্য; মুক্তি, চুক্তি কিংবা প্রতিনিধিত্বের দরুন যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় তা, ইত্যাদি।[৫]

৭। আল-কুরআনে অলী (وَلِىّ) ৪৪ বার; আউলিয়া (اَوْلِيَاء) ৪২ বার; মাওলা (مَوْلٰى) ১৮ বার; মাওয়ালী (مَوَالِى) ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৮। আল-কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◉ তুমি কি জান না, আসমান ও জমিনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহরই? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক (وَلِىّ) নেই এবং সাহায্যকারীও নেই।[৬]

◉ বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর কোন অংশীদার নেই সার্বভৌমত্বে এবং তাঁর কোন অভিভাবক (وَلِىّ) নেই দুর্দশা দুর্বলতাহেতু।[৭] সুতরাং তাঁরই মাহাত্ম্য সসম্ভ্রমে প্রচার কর।[৮]

◉ নিশ্চয় যালিমরা একে অপরের বন্ধু (اَوْلِيَاءُ) এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু (وَلِىّ)।[৯]

১। আল-ওয়াসীত ২/১০৫৮

২। প্রাগুক্ত।

৩। প্রাগুক্ত।

৪। তা'রীফাত ২২৭

৫। প্রাগুক্ত।

৬। সূরা বাকারা ২/১০৭

৭। অর্থাৎ আল্লাহর কোন দুর্বলতা কিংবা দুর্দশা নেই, যে কারণে তাঁর কোন অলী দরকার।

৮। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/১১১

৯। সূরা জাছিয়া ৪৫/১৯

www.pathagar.com

◎ যারা কুফরী করেছে তারা একে অপরের বন্ধু (أَوْلِيَاءُ); যদি তোমরা অনুরূপ কর তবে জমিনে ফিতনা ও মহা বিপর্যয় দেখা দেবে।[১]

◎ যারা ঈমান আনে আল্লাহ তাদের অভিভাবক (وَلِيُّ), তিনি তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন। আর যারা কুফরী করে তাগুত তাদের অভিভাবক (أَوْلِيَاءُ), এরা তাদের আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় এরা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।[২]

◎ মুমিন নর-নারী একে অপরের বন্ধু। এরা সৎকার্জের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে নিবৃত্ত করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহ এদের কৃপা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩]

◎ মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের বন্ধুরূপে (أَوْلِيَاءَ) গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে তাদের তরফ থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত যদি সতর্কতা অবলম্বন কর, তা স্বতন্ত্র।[৪]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধুরূপে (أَوْلِيَاءَ) গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?[৫]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাকে বন্ধুরূপে (أَوْلِيَاءَ) গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে (أَوْلِيَاءَ) গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে।[৬]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীনকে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে তাদের ও কাফিরদের তোমরা বন্ধুরূপে (أَوْلِيَاءَ) গ্রহণ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহকে ভয় কর।[৭]

◎ হে যারা ইমান এনেছ! তোমরা তোমাদের পিতা ও ভ্রাতাকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে (أَوْلِيَاءَ) গ্রহণ করবে না যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করে তারা তো যালিম।[৮]

১। সূরা আনফাল ৮/৭৩
২। সূরা বাকারা ২/২৫৭
৩। সূরা তাওবা ৯/৭১
৪। সূরা আল-ইমরান ৩/২৮
৫। সূরা নিসা ৪/১৪৪
৬। সূরা মায়িদা ৫/৫১
৭। সূরা মায়িদা ৫/৫৭
৮। সূরা তাওবা ৯/২৩

www.pathagar.com

◎ যারা মুমিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধুরূপে (أَوْلِيَاءَ) গ্রহণ করে তারা কি তাদের কাছে সম্মান-শক্তি চায়? সমস্ত সম্মান-শক্তি কেবল আল্লাহর।[১]

◎ যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির তারা তাগূতের পথে যুদ্ধ করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের (أَوْلِيَاءَ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল হল দুর্বল।[২]

৯। অভিভাবক, উত্তরাধিকারী, তত্ত্বাবধায়ক ইত্যাদি অর্থে ঃ

◎ লেন-দেন ও ঋণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ ঋণ গ্রহীতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় কিংবা সে যদি লিখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক (وَلِيُّ) ন্যায্যভাবে তা বলে দেয়।[৩]

◎ যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না। কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে (وَلِيِّ) আমি প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি, তবে হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে, সে তো সাহায্য প্রাপ্ত।[৪]

◎ ছামূদ গোত্রের ৯ জন ষড়যন্ত্রকারী সালিহ (আঃ)-কে হত্যা করার চক্রান্ত করেছিল, কুরআনে তা বলা হয়েছেঃ ষড়যন্ত্রকারীরা বলল, "তোমরা আল্লাহর নামে পরস্পর শপথ কর যে, আমরা রাত্রিকালে তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে আক্রমণ করব অতঃপর তার অভিভাবককে (وَلِيِّ) বলব, "তার পরিবারবর্গের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, আমরা তো সত্যবাদী।"[৫]

১০। যারা আল্লাহকে অভিভাবক/বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহ যাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

◎ আল্লাহই তোমাদের এক ব্যক্তি হতে পয়দা করেছেন এবং তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। পরে সে যখন তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রভু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, "যদি তুমি এক পূর্ণাংগ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবই।" তিনি যখন তাদের এক পূর্ণাংগ সন্তান দেন তখন তারা যা দেয়া হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরীক করে। কিন্তু তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। তারা কি এমন বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্ট, ওরা তাদের সাহায্য করতে পারে না

১। সূরা নিসা ৪/১৩৯
২। সূরা নিসা ৪/৭৬
৩। সূরা বাকারা ২/২৮২
৪। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৩৩
৫। সূরা নাম্‌ল ২৭/৪৯

www.pathagar.com

এবং নিজেদেরও না। তোমরা তাদের সৎপথে আহ্বান করলে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে না। তোমরা তাদের আহ্বান কর অথবা চুপ করে থাক, তোমাদের পক্ষে উভয়ই সমান। আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা আহ্বান কর তারা তো তোমাদেরই মত বান্দা। তোমরা তাদের ডাক, তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দিক, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। তাদের কি চলার পা আছে? তাদের কি ধরার হাত আছে? তাদের কি দেখার চোখ আছে? অথবা তাদের কি শোনার কান আছে? বল, "তোমরা যাদের আল্লাহর শরীক করছ তাদের ডাক ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না। আমার অভিভাবক-বন্ধু (وَلِيِّ) হলেন আল্লাহ, যিনি কিতাব নাযিল করেছেন এবং তিনিই সৎ কর্মপরায়ণদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।"[১]

◎ তুমি যে কোন কাজে ব্যাপৃত থাক এবং সে সম্পর্কে কুরআন থেকে যা উদ্ধৃতি কর এবং যে কাজই কর না কেন, আমি তোমাদের দেখি যখন তোমরা তাতে প্রবৃত্ত হও। জমিন ও আসমানের অণু পরমাণুও তোমার প্রভূর অগোচরে নয় এবং তার চাইতে ক্ষুদ্রতর কিংবা বৃহত্তর কোন কিছুই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের (أَوْلِيَاءَ اللَّهِ) কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান আনে ও তাক্ওয়া করে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতের জীবনে। আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এ হল মহাসাফল্য।[২]

৩৩. হায়য — حَيْض

১। প্রতি মাসে নারী উদর থেকে নির্দিষ্ট দিনে যে রক্তস্রাব হয় তা।[৩]

২। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◎ লোকেরা আপনাকে রজঃস্রাব (حَيْض) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলুন ঃ তা কষ্টদায়ক অশুচি। সুতরাং তোমরা রজঃস্রাবকালে স্ত্রী সংগম বর্জন করবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সংগম করবে না। যখন তারা ভালভাবে পরিশুদ্ধ হবে তখন তাদের কাছে ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তওবাকারীকে ভালবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরও ভালবাসেন।[৪]

◎ তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার। তবে পূর্বেই তোমরা নিজেদের জন্য কিছু করে রেখো এবং আল্লাহকে ভয় করো।[৫]

১। সূরা আ'রাফ ৭/১৮৯-১৯৬
২। সূরা ইউনুস ১০/৬১-৬৪
৩। আল-ওয়াসীত ১/২১২
৪। সূরা বাকারা ২/২২২
৫। সূরা বাকারা ২/২২৩

www.pathagar.com

শুধু জৈব চাহিদা পূরণ ও যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্যই বৈবাহিক সম্পর্ক ইসলামে অনুমোদিত নয়, বরং সৎ সন্তান জন্মদান ও তাদের সুষ্ঠু লালন-পালনও এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। উক্ত আয়াতে এ দিকেই আলোকপাত করা হয়েছে।

◎ তোমাদের যে সকল স্ত্রীর ঋতুমতী হওয়ার আশা নেই তাদের ইদ্দত সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ থাকলে তাদের ইদ্দতকাল হবে তিন মাস এবং যারা এখনও রজঃস্বলা হয়নি তাদেরও, তবে গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দেন।[১]

৩। আল-কুরআনে "মাহীয" শব্দ ৪ বার এবং ক্রিয়াপদে ১ বার এসেছে।

৩৪. হিজাব — حِجَاب

১। আড়াল, অন্তরাল, প্রাচীর, প্রতিবন্ধক ইত্যাদি। যা কিছু দু'টি বস্তুর মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।[২]

২। মীরাছের ক্ষেত্রে ইহা দুই প্রকার ঃ হাজব হিরমান حَجْب حِرْمَان যার বিদ্যমানতা অপরকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে। হাজব নুক্‌সান حَجْب نُقْصَان যার বিদ্যমানতা অন্যকে উত্তরাধিকারে হ্রাসকৃত অংশের অধিকারী করে।[৩]

৩। কুরআনে হিজাব (حِجَاب) শব্দটি ৭ বার এসেছে। মাহ্‌জুবূন (مَحْجُوبُونَ) ১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। পর্দার অন্তরালে যাওয়া, অস্তমিত হওয়া অর্থে ঃ সুলায়মান বলল ঃ আমি তো আমার রবের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, এদিকে সূর্য পর্দার অন্তরালে লুকিয়েছে (تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ)।[৪]

৫। পর্দা, প্রাচীর, দেয়াল ইত্যাদি অর্থে ঃ জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে রয়েছে পর্দা (حجاب) এবং আ'রাফে থাকবে এমন কিছু লোক যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দেখে চিনবে এবং জান্নাতবাসীকে সম্বোধন করে বলবে ঃ তোমাদের শান্তি হোক। তারা তখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি তবে প্রবেশের আকাঙ্খা করে।[৫]

৬। পর্দা করা অর্থে ঃ বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মারইয়ামের কথা, যখন সে নিজ পরিবারবর্গ থেকে আলাদা হয়ে নিরালায় পূর্ব দিকে একস্থানে আশ্রয় নিল, তখন সে তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল (إِتَّخَذَتْ حِجَابًا)।[৬]

১। সূরা তালাক ৬৫/৪

২। আল-ওয়াসীত ১/১৫৬; আল-মিসবাহুল মুনীর ১২১

৩। তা'রীফাত ৭২; প্রাগুক্ত

৪। সূরা সাদ ৩৮/৩২

৫। সূরা আ'রাফ ৭/৪৬; ৪১/৫; ৪২/৫১; ১৭/৪৫

৬। সূরা মারইয়াম ১৯/১৬-১৭

www.pathagar.com

৭। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নবীগৃহে ভোজনের জন্য প্রবেশ করবে না আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষা না করে ও অনুমতি না পেয়ে। তবে তোমাদের আহ্বান করা হলে তোমরা প্রবেশ করবে এবং ভোজন শেষে চলে যাবে, তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়বে না। কারণ তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের উঠিয়ে দিতে সংকোচবোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের কাছে কিছু চাইলে পর্দার (حِجَاب) অন্তরাল হতে চাইবে। এই বিধান তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র।[১]

৮। সম্ভ্রম ও শালীনতার জন্য কুরআনে নর ও নারীকে আচার-আচরণে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। কোথাও হিজাব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে আবার হিজাব ব্যবহার না করে অন্যভাবে হিজাবের মর্মার্থ প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন ঃ

◉ আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন ঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থান হিফাজত করে। ইহা তাদের জন্য পবিত্রতম। তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।[২]

◉ আপনি মুমিন নারীদের বলুন ঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন ওড়না বা মাথার কাপড় দিয়ে আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, নিজস্ব নারী, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌনকামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতিরেকে কারো কাছে নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে।[৩]

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের মালিকানাধীন যেসব লোক তারা এবং তোমাদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি তারা যেন তোমাদের কক্ষে প্রবেশ করতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে– ফজরের নামাযের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ তখন এবং ইশার নামাযের পর– এ তিন সময় তোমাদের গোপনীয়তা অবলম্বনের সময়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য সময় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে তোমাদের জন্য ও তাদের জন্য কোন দোষ নেই।[৪]

◉ তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি প্রার্থনা করে যেমন অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা।[৫]

১। সূরা আহযাব ৩৩/৫৩
২। সূরা নূর ২৪/৩০
৩। সূরা নূর ২৪/৩১
৪। সূরা নূর ২৪/৫৮
৫। সূরা নূর ২৪/৫৯

www.pathagar.com

◉ বৃদ্ধ নারী– যারা বিবাহের আশা রাখে না, তাদের জন্য অপরাধ নেই, যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে। তবে এ থেকে তাদের বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।[১]

◉ হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীর মত নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলবে না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়, তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে। প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মত নিজেদের প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে।[২]

৩৫. আহ্‌লুল কিতাব – اَهْلُ الْكِتَابِ

১। যারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাস রাখে, পরিভাষায় তাদের আহ্‌লুল কিতাব বলা হয়। ইয়াহুদ, নাসারাদেরকে তাওরাত ও ইনজীলের ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য আহ্‌লুল কিতাব বলা হয়ে থাকে।

২। আহ্‌লুল কিতাবের যবাহকৃত পশুর গোস্ত ভক্ষণ করা মুমিনদের জন্য বৈধ যেমন তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের বিবাহ করা বৈধ। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভাল জিনিস হালাল করা হল। যাদের কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল। মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মহর প্রদান কর বিবাহের জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার কিংবা উপপত্নী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ততের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩]

৩। আহ্‌লুল কিতাবের সংগে মুসলিমদের আচরণ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◉ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইয়াহুদ ও নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। আল্লাহ যালিম লোকদের সৎপথে পরিচালিত করেন না।[৪]

◉ আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে তাদের প্রতি যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি এবং স্বদেশ থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেনি। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল

১। সূরা নূর ২৪/৬০

২। সূরা আহযাব ৩৩/৩২-৩৩; নবী-পত্নীদের সম্বোধন করা হলেও এখানে বর্ণিত আদেশ সকল নারীদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

৩। সূরা মায়িদা ৫/৫

৪। সূরা মায়িদা ৫/৫১.

www.pathagar.com

তাদের সংগে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, স্বদেশ থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। তাদের সংগে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো যালিম।[১]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আহ্‌লুল কিতাবকে আল-কুরআনে বলতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

◉ হে আহ্‌লুল কিতাব! কেন তোমরা ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে তর্ক কর? বস্তুত তাওরাত ও ইন্‌জীল তো তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। তোমরা কি বুঝ না?[২]

◉ ইব্‌রাহীম ইয়াহুদীও ছিলেন না, খ্রিষ্টানও ছিলেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[৩]

◉ হে আহ্‌লুল কিতাব! কেন তোমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরাই সাক্ষ্য প্রদান কর।[৪]

◉ হে আহ্‌লুল কিতাব! কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর? অথচ তোমরা জান।[৫]

৫। আহ্‌লুল কিতাবের আচরণ, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◉ কিতাবীদের একদল তোমাদের বিপথগামী করতে চেয়েছিল, বস্তুত তারা নিজেদেরই বিপথগামী করে, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করে না।[৬]

◉ কিতাবীদের একদল বলত ঃ যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে দিনের শুরুতে তা বিশ্বাস কর এবং দিনের শেষে তা প্রত্যাখ্যান কর। এতে করে হয়ত মুমিনরা ইসলাম থেকে ফিরে আসতে পারে।[৭]

◉ কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যার কাছে বিপুল সম্পদ আমানত রাখলেও সে তা ফেরত দেবে; আবার এমন লোকও আছে যার কাছে একটি দীনারও আমানত রাখলে তার পিছনে লেগে না থাকলে সে তা ফেরত দেবে না। এটা এ কারণে যে, তারা বলে ঃ "উম্মীদের[৮] ব্যাপারে আমাদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।" তারা জেনেশুনে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।[৯]

১। সূরা মুমতাহানা ৬১/৮-৯
২। সূরা আল-ইমরান ৩/৬৫
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/৬৭
৪। সূরা আল-ইমরান ৩/৭০
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/৭১
৬। সূরা আল-ইমরান ৩/৬৯
৭। সূরা আল-ইমরান ৩/৭২
৮। অর্থাৎ আরবদের। কিতাবীরা মনে করে আরবরা ধর্মহীন ও অজ্ঞ। তাদের সাথে যদৃচ্ছা ব্যবহার করা এবং তাদের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা বৈধ্য।
৯। সূরা আল-ইমরান ৩/৭৫

www.pathagar.com

◎ কিতাবীদের মধ্যে একদল আছে যারা জিহ্বা দ্বারা কিতাবকে বিকৃত করে যাতে তোমরা তা আল্লাহর কিতাবের অংশ মনে কর, আসলে তা কিতাবের অংশ নয়; কিন্তু তারা বলে, "তা আল্লাহর পক্ষ হতে", প্রকৃত পক্ষে তা আল্লাহর পক্ষ হতে নয়। তারা জেনেশুনে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলে।[১]

◎ কিতাবীরা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে এবং হীনতাগ্রস্ত হয়েছে। কারণ তারা আল্লাহর আয়াত প্রত্যাখ্যান করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদের হত্যা করত, কেননা তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমালংঘন করত।[২]

◎ তারা সকলে এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল আছে যারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াত আবৃত্তি করে এবং সিজদা করে। তারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, ভাল কাজের নির্দেশ দেয়, মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত করে এবং সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে। তারা সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। তারা যা কিছু সৎকাজ করে তা কখনও অস্বীকার করা হবে না।[৩]

◎ অবশ্য মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদ ও মুশরিকদের তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখতে পাবে। আর যারা বলে, "আমরা নাসারা" মানুষের মধ্যে তাদের মুমিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখতে পাবে। কারণ তাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে আর তারা অহংকারও করে না।[৪]

৬। আহ্‌লুল কিতাব সম্বন্ধে মুমিনদের বলা হয়েছে ঃ

◎ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যদি আনুগত্য কর কিতাবীদের কোন দলের, তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফিরে পরিণত করবে।[৫]

◎ কিতাবীদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক মনোভাব বশত আবার তোমাদের কাফিররূপে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্খা করে। তোমরা ক্ষমা কর ও উপেক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ কোন নির্দেশ দেন।[৬]

৭। আহ্‌লুল কিতাবকে কুরআনের দাওয়াত ঃ

◎ হে আহ্‌লুল কিতাব! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলো না। মারইয়াম-তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন ও তাঁর আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং বলো না "তিনি মাবুদ"।[৭] নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের

১। সূরা-আল-ইমরান ৩/৭৮
২। সূরা আল-ইমরান ৩/১১২
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/১১৩-১১৫
৪। সূরা আল-মায়েদা ৫/৮২
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/১০০
৬। সূরা আল বাকারা ২/১০৯
৭। তাদের মতে আল্লাহ, ঈসা, জিব্‌রাঈল/ মারইয়াম- এ তিন মাবুদ।

www.pathagar.com

জন্য কল্যাণকর হবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ। তাঁর সন্তান হবে– তিনি এর অনেক ঊর্ধ্বে। আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু আল্লাহরই। কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।[১]

◎ বলুন, হে আহ্‌লুল কিতাব! তোমরা কোন ভিত্তির উপরই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর তওরাত, ইনজীল ও যা তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা। আপনার প্রতিপালকের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করে। সুতরাং আপনি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।[২]

◎ আপনি বলুন ঃ হে আহ্‌লুল কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন– "যেন আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করি, কোন কিছুকে তাঁর শরীক না বানাই এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে।" যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলুন ঃ "তোমরা সাক্ষী থেকো আমরা মুসলিম।"[৩]

৮। আল-কুরআনে ৩৩ বার আহ্‌লুল কিতাব ও ১ বার আহ্‌লুল ইন্‌জীল ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৬. আহ্‌লুয্ যিম্মা – أَهْلُ الذِّمَّةِ

১। অভিধানে যিম্মা শব্দের অর্থ দায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি।[৪] আহ্‌লুয্ যিম্মা অর্থ দায়িত্বশীল, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ইত্যাদি।

২। শরীয়াতের পরিভাষায়– ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিকদের "আহ্‌লুয্ যিম্মা" বলা হয়। তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরুর যিম্মাদার রাষ্ট্র। তারা মুসলিম নাগরিকদের মত যাবতীয় মানবাধিকারের ব্যাপারে, আদালত ও ফৌজদারী আইনের ক্ষেত্রে, নিজ নিজ ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মপালনে, পারিবারিক আইন প্রয়োগে, সাংস্কৃতি চর্চায় সমান অধিকারের অধিকারী।[৫]

৩। ইসলাম মুসলিম নাগরিকদের ওপর যাকাত ফরয করেছে কিন্তু অমুসলিম নাগরিকদের তা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

৪। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকরা সামরিক দায়িত্ব পালন থেকে মুক্ত।

১। সূরা নিসা ৪/১৭১

২। সূরা মায়িদা ৫/৬৮

৩। সূরা আল-ইমরান ৩/৬৪

৪। যামাখশারী, আসাসুল বালাগা পৃঃ ১৪৫; আল-ফায়উমী; আল-মিসবাহুল মুনীর, পৃঃ ২১০

৫। মিনহাজুস সালিহীন, পৃঃ ১০৬

www.pathagar.com

৫। দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণের নিমিত্ত তাদের ওপর আর্থিক ব্যয় বহন কর ধার্য করা হয়েছে। তবে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, অর্চনা ও আরাধনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিরা এ কর থেকে মুক্ত।

৬। দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও দেশের পতি আনুগত্যের প্রকাশ্য বৈরিতা ব্যতীত তাদের কোন অধিকার কোন অবস্থায় রহিত হবে না।[১]

৭। কিতাবুল খারাজে ইমাম আবূ ইউসূফ (র) এ সম্পর্কে রাসূল (স)-এর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন ঃ সাবধান! কেউ অঙ্গীকারভুক্ত কোন লোককে নির্যাতন করলে, কিংবা তার ক্ষমতার উর্ধ্বে তাকে কোন ভার অর্পণ করলে, কিংবা তার কোন অধিকার ক্ষুণ্ন করলে, কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার থেকে কোন কিছু গ্রহণ করলে, অবশ্যই আমি কিয়ামতের দিন তার পক্ষ সমর্থনকারী হব।[২]

৮। মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তিনি একজন মুসলিমকে একজন যিম্মির জন্য হত্যা করেছেন।[৩]

(৯) আল-কুরআনে আহ্‌লুয্ যিম্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

◎ যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের দেশে থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায় পরায়ণদের ভালবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদের স্বদেশ থেকে বের করে দিয়েছে এবং তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে। তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো যালিম।[৪]

১০। কোন ব্যক্তি যদি আশ্রয় চায় এবং সে অমুসলিম হয়, আর তাকে আশ্রয় প্রদান করা হয়, তখন তাকে পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আশ্রিত ব্যক্তির জান, মাল ও ইজ্জতের হিফাজতের দায়িত্ব একজন নাগরিকের জান, মাল ও ইজ্জতের হিফাজতের সমতুল্য। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ মুশরিকদের মধ্য থেকে কেউ আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে আপনি তাকে আশ্রয় দিবেন– যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, পরে তাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দেবেন, কারণ তারা তো এমন লোক যে জানে না।[৫]

১১। অংগীকার ও চুক্তি অর্থে আল-কুরআনে ২ বার যিম্মা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মুশরিকদের স্বভাব ও আচরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

১। প্রাগুক্ত।
২। মিনহাজ পৃঃ ১০৬
৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭
৪। সূরা মুমতাহানা ৬০/৮-৯
৫। সূরা তাওবা ৯/৬

www.pathagar.com

◎ তারা যদি তোমাদের উপর জয়ী হয় তবে তারা তোমাদের আত্মীয়তার ও অংগীকারের কোন মর্যাদা দেবে না। তারা মুখে তোমাদের সন্তুষ্ট রাখে, আসলে তাদের অন্তর তা অস্বীকার করে। তাদের অধিকাংশ সত্যত্যাগী।[১]

◎ তারা আল্লাহর আয়াতকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে ও তারা লোকদের আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা অতি নিকৃষ্ট। তারা কোন মুমিনের সাথে আত্মীয়তার ও অংগীকারের মর্যাদা রক্ষা করে না। তারা তো সীমালংঘনকারী।[২]

১২। শান্তি প্রতিষ্ঠা ও পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে দ্বিপাক্ষিক কিংবা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করা এবং চুক্তির শর্ত পালন করা ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব। এ সব চুক্তি নানা ধরনের হতে পারে। যেমন– নিরাপত্তার চুক্তি, সৎ প্রতিবেশীসুলভ চুক্তি, বন্ধুত্বের চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি। চুক্তি রক্ষা করা ইসলামী বিধানে ফরয়। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ তারা যদি দ্বীন সম্বন্ধে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করে, তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে যে সম্প্রদায় ও তোমাদের মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।[৩]

১৩। আহলুয যিম্মার নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করা যেমন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনুরূপভাবে মুস্তাজার ও মুস্তামানের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করাও ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্ব।[৪] আশ্রিত ও নিরাপত্তা প্রদত্ত ব্যক্তিদের কওমের সংগে যুদ্ধ সংঘটিত হলেও তাদের ব্যাপারে কোন রকম প্রতিশোধমূলক ব্যবহার করার অনুমতি ইসলামে নেই।[৫]

১। সূরা তাওবা ৯/৮
২। সূরা তাওবা ৯/৯-১০
৩। সূরা আনফাল ৮/৭২
৪। দেখুন মিনহাজুস সালিহীন, পৃঃ ১০৮-১০৯
৫। প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আখলাক

দুনিয়া ও আখিরাতের সমন্বয় মানুষের জীবন। জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর অনন্তকালের আখিরাত, এ-ই হল মানুষের জীবন। এ জীবন যাতে সফল হয়, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক মানুষ জীবন যাপন করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় করণীয় ও বর্জনীয় নীতিমালা ও পথনির্দেশ মহান আল্লাহ আল-কুরআনে প্রদান করেছেন। মানুষের মধ্যে রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তি তাকে বিপথে পরিচালিত করে এবং সুপ্রবৃত্তি সৎপথের দিকে অনুপ্রাণিত করে। যাতে মানুষ কুপ্রবৃত্তিকে অবদমিত করে সুপ্রবৃত্তির অনুপ্রেরণায় জীবন যাপন করতে পারে, যাতে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং পরিণামে জান্নাত লাভ করতে পারে, সেজন্যই আল-কুরআনে প্রদান করা হয়েছে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা। আল্লাহ চান মানুষকে তাঁর রঙে রাঙাতে। তাই তো তিনি বলেন ঃ আল্লাহর রঙের চাইতে অধিক সুন্দর রঙে কে রাঙাতে পারে।[১] এখানে আল্লাহর রঙ বলতে তাঁর মনোনীত গুণাবলী বুঝানো হয়েছে। যারা তাঁর গুণে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহর মনোনীত নীতি-আদর্শ অনুসরণ করে জীবন গড়ে , তারাই প্রকৃত নেক বান্দা, তারাই আদর্শ মানুষ। তাদেরই বলা হয়েছে চরিত্রবান। কেননা তারা আল্লাহর আখলাকে, আল্লাহর গুণে নিজেদের চরিত্রবান করে গড়েছে।

এ অধ্যায়ে আখলাক সম্পর্কিত ৫০টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরবী ভাষাগত অর্থ প্রদানের পর কুরআন ও হাদীছের আলোকে পরিভাষাগত অভিব্যক্তি বর্ণনা করা হয়েছে।

ঈমান, ইসলাম, কুফর, শিরক, নিফাক, রিদ্দা, ফুসূক, ইহসান, ইনাবা, ইলহাদ, ইসতিকামা, তাওয়াক্কুল, তাক্ওয়া, ইবাদাত, শাহাদাত, হিজরাত, জিহাদ, ইসতিগফার, ফাসাদ, আদল ইত্যাদি বিষয়সমূহ কুরআন ও হাদীছের সূত্র উল্লেখপূর্বক পেশ করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয়ের ব্যাপকতার নিরিখে আনুষঙ্গিক বিষয়ও আলোচনার অঙ্গিভূত করা হয়েছে। যেমন– ঈমান ও ইসলাম পরিভাষাদ্বয়-এর ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের বাইরেও ইমামদের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে।

১। আল-কুরআন, ২/১৩৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তৃতীয় ভাগ ঃ আখলাক

১. ঈমান – إِيْمَان ও মু'মিন – مُؤْمِن

১। অভিধানে ঈমান অর্থ অন্তরের প্রত্যয় ও বিশ্বাস।

২। শরিয়াতের পরিভাষায় অন্তরের প্রত্যয় ও মুখের স্বীকৃতিকে ঈমান বলে।

৩। যদি কেউ মুখে স্বীকার করে ও তদনুযায়ী কাজ করে, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস না রাখে, তবে সে মুনাফিক।

৪। যদি কেউ বিশ্বাস রাখে ও স্বীকার করে, কিন্তু তদনুযায়ী কাজ না করে, তবে সে ফাসিক।

৫। যে অন্তরে বিশ্বাস রাখে, মুখে স্বীকার করে এবং তদনুযায়ী কাজ করে, সে মুমিন।

৬। যে অস্বীকার করে সে কাফির।[১]

বিশ্বাসের তারতম্যের কারণে ঈমান পাঁচ ধরনের ঃ

(১) ঈমান মাতবু' (إِيْمَان مَطْبُوْع) ফেরেস্তাদের ঈমান।

(২) ঈমান মা'সূম (إِيْمَان مَعْصُوْم) নবীদের ঈমান।

(৩) ঈমান মকবুল (إِيْمَان مَقْبُوْل) মুমীনদের ঈমান।

(৪) ঈমান মাওকূফ (إِيْمَان مَوْقُوْف) বিদ'আতীদের ঈমান।

(৫) ঈমান মারদূদ (إِيْمَان مَرْدُوْد) মুনাফিকদের ঈমান।[২]

আল-কুরআনে ৪৫ বার ঈমান শব্দটি এসেছে। ঈমানের ব্যাখ্যা মুমিন-এর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। আল-কুরআনে একবচনে পুরুষবাচক মুমিন শব্দটি ২২ বার এবং স্ত্রীবাচক মুমিনা শব্দটি ৬ বার, বহুবচনে পুরুষবাচক মুমিনূন ১৮০ বার এবং স্ত্রীবাচক মুমিনাত ২২ বার এসেছে।

হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) বর্ণনা করেন ঃ আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে বসা ছিলাম। এমন সময় সেখানে এক ব্যক্তি এল। সে ছিল উজ্জ্বল শুভ্র পোশাক পরিহিত, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের কেশ বিশিষ্ট, সফরের ক্লান্তির কোন চিহ্ন তাঁর মধ্যে ছিল না। আমাদের কেউ তাকে চিনে না। সে রাসূল (সা)-এর অতি কাছে এসে উপবেশন করল। সে বলল ঃ হে মুহাম্মদ! আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূল (সা) বললেন ঃ তুমি বিশ্বাস রাখবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর প্রেরিত রাসূলদের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং বিশ্বাস রাখবে অদৃষ্টের ভাল-মন্দের প্রতি। তখন আগন্তুক বলল ঃ যথার্থ বলেছেন। তারপর সে চলে

১। জুরজানী, তা'রীফাত, পৃঃ ৩৪

২। ঐ

www.pathagar.com

গেল। আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। অবশেষে রাসূল (সা) বললেন ঃ হে উমর! বলতে পার এ প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ সে ছিল জিবরাঈল (আ)। দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের শিক্ষাদানের জন্য এসেছিল।[১]

হযরত উমর (রা) আগন্তুকের আচরণে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বিস্ময়বোধ করেছিলেন। কারণ লোকটি একদিকে জানার জন্য প্রশ্ন করছে, অন্যদিকে উত্তর শুনে সত্যতা প্রত্যয়ন করছে। এরূপটি সাধারণত হয় না। কিন্তু ঘটনার শেষে যখন রাসূল (সা) বললেন, ঐ লোকটি ছিল জিব্‌রাঈল (আ) এবং সে দ্বীন শিখাতে এসেছিলেন, তখন তার বিস্ময়বোধ বিদূরিত হয়।

ঈমানের প্রকৃতি সম্পর্কে মনীষীদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইমাম বুখারীর মতে, ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তিনি সূরা ৫ মায়িদা ৩, সূরা ১৮ কাহফ-এর ১৩ ও সূরা ৭৪ মুদ্‌দাস্‌সির-এর ৩১ আয়াত উদ্ধৃত করে তার মতের অনুকূলে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।[২] ইমাম আযম আবূ হানীফা (রঃ) তার এ মত প্রত্যাখ্যান করে ফিক্‌হুল আকবর গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। আমলের কারণে মুমিনের মর্যাদার তারতম্য হয়।[৩] তাঁর মতে ঈমানের সাথে আমলে সালেহ্‌কে ছওয়াব প্রদানের জন্য শর্ত করা হয়েছে।[৪] তাঁর মতের স্বপক্ষে কুরআন থেকে তিনি অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ অযূ, সালাত, যাকাত, আমলে সালিহ ইত্যাদি যদি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হত, তাহলে যে সব স্থানে "ওহে যারা ঈমান এনেছ" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, সেসব জায়গায় এসব বিষয় সম্বোধনের শামিল থাকত, পৃথকভাবে উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন হত না।[৫] তিনি এ ব্যাপারে সূরা ৫ মায়দার ৬; সূরা ২ বাকারা ২৫,৮২, ২৭৭; সূরা ৩ আল ইমরানের ৫৭; সূরা ৪ নিসার ৫৭, ১২২, ১৭৩; সুরা ৫ মায়িদার ৯,৯৩; সূরা ৭ আ'রাফের ৪২, ১৫৩; সূরা ১০ ইউনুসের ৪,৯; সূরা ১১ হুদের ১১, ২৩; সূরা-১৩ রাদের ২৯, সূরা ১৪ ইব্‌রাহীমের ২৩; সূরা ১৮ কাহফের ৩০, ১০৭, সূরা ১৯ মরিয়ামের ৬০, ৯৬; সূরা ২২ হাজ্জের ১৪, ২৩, ৫০, ৫৬; সূরা ২৪, নূরের ৫৫; সূরা ২৬ শূ আরার ২২৭; সূরা ২৯ আন কাবূতের ৭, ৯, ৫৮; সূরা ৩০ রুমের ১৫, ৪৫; সূরা ৩১ লুকমানের ৮, সূরা ৩২ সাজদার ১৯; সূরা-৩৪ সাবার ৪; সূরা ৩৫ ফাতিরের ৭; সূরা ৩৮ সাদের ২৪, ২৮; সূরা ৪০ গাফিরের ৫৮; সূরা ৪১ ফুস্‌সিলাতের ৮; সূরা ৪২ শূরার ২২,২৩,২৬; সূরা-৪৫ জাছিয়ার ২১, ৩০; সূর ৪৭ মুহাম্মদের ২,১২; সূরা ৪৮ ফাত্‌হের ২৯; সূরা ৬৫ তালাকের ১১; সূরা ৮৪ ইনশিকাফের ২৫; সূরা ৮৫ বুরুজের ১১; সূরা ৯৫ তীনের ৬; সূরা ৯৮ বায়িন্যার ৭, সূরা ১০২ আস্‌রের ৩ আয়াত উদ্ধৃত করে কুরআন দিয়ে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াস করেছেন।[৬]

১। সহীহ বুখারীতে এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে কিতাবুল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে। তবে মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ হযরত উমর (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন।

২। বুখারী, কিতাবুল ঈমান।

৩। আল-ফিক্‌হুল আকবর।

৪। শরহুল ফিক্‌হিল আকবর লে আবি মানসূর পৃঃ ১১

৫। ঐ

৬। ঐ. পৃঃ ১১ ও ১২

www.pathagar.com

৭. আল কুরআনে মুমিনের পরিচয় ঃ

মু'মনি তারা ঃ

◎ যারা ঈমান এনেছ রাসূলের উপর যা নাযিল করা হয়েছে তাতে; যারা ঈমান এনেছ আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। তারা বলে ঃ আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি।[১]

◎ যারা রাসূলের প্রতি ও তাঁর পূর্ববর্তীদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে।[২]

◎ প্রকৃত মুমিন তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান দৃঢ় ও মজবুত করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে। তারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৩]

◎ সত্যনিষ্ঠ মুমিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।[৪]

◎ মুমিনরা তো পরস্পর ভাই ভাই।[৫]

◎ কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ফায়সালা দিলে সে বিষয়ে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর কোন ভিন্নমত থাকতে পারে না।[৬]

◎ মুমিনরা মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। কেউ এরূপ করলে তার সংগে আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না।[৭]

◎ জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ মুমিনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, ভাল কাজের নির্দেশদাতা ও মন্দকাজের নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী।[৮]

◎ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে।[৯]

১। সূরা বাকারা ২/২৮৫
২। সূরা নিসা ৪/১৬২; ১৩৬
৩। সূরা আনফাল ৮/২-৩
৪। সূরা হুজুরাত ৪৯/১৫
৫। ঐ ৪৯/১০
৬। সূরা আহযাব ৩৩/৩৬
৭। সূরা আল-ইমরান ৩/২৮; ৪/১৩৯
৮। সূরা তওবা ৯/১১১-১১২
৯। সূরা নূর ২৪/৩০- ৩১

www.pathagar.com

◎ মুমিনদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে আহ্বান করা হলে তারা বলে, "আমরা শুনলাম এবং মান্য করলাম।[১]

◎ নবী মুমিনদের কাছে তাদের নিজেদের চাইতে ঘনিষ্ঠতর এবং তাঁর পত্নীরা তাদের মা।[২]

◎ মুমিনদের জন্য নিদর্শন রয়েছে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে। নিদর্শন রয়েছে তোমাদের সৃজনে ও জীব-জন্তুর বিস্তারে, নিদর্শন রয়েছে রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আকাশ থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করে আল্লাহ জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করে তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে।[৩]

◎ সৎ কর্মপরায়ণ মুমিনদের আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেনই, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন শরীক করবে না, কিন্তু যারা এর পর কুফরী করবে তারা তো সত্যত্যাগী। তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হতে পার।[৪]

◎ পূর্ববর্তীগণ এবং আল্লাহ্ যাদের কিতাবের রক্ষক করেছিলেন তারা আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিধান দিত। সুতরাং মুমিনদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে ঃ তোমরা মানুষকে ভয় করবে না, আমাকেই ভয় করবে এবং আমার আয়াত তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করবে না। যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে বিধান দেয় না তারা তো কাফির, যালিম, ফাসিক।[৫]

◎ যা কিছু মানুষকে দেয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগ, তবে আল্লাহর কাছ যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী, তা তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে। আর তারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়; তারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে, আমি তাদের যে রিযক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে এবং অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ। যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে।[৬]

১। সূরা নূর ২৪/৫১
২। সূরা আহযাব ৩৩/৬
৩। সূরা জাছিয়া ৪৫/ ৩ -৫
৪। সূরা নূর ২৪/৫৫-৫৬
৫। সূরা মায়িদা ৫/৪৪-৪৭
৬। সূরা শূরা ৪২/৩৬-৪০

www.pathagar.com

◎ আল্লাহ মুমিনদের নির্দেশ দেন ঃ তোমরা আমানতের হকদারদের আমানত প্রত্যার্পণ করবে এবং মানুষের মধ্যে যখন বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।[১]

◎ মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং ভাল কাজের আদেশ দেবে ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।[২]

৮। হাদীছে মুমিনের পরিচয়

◎ আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সা) তিন বার বললেন ঃ সে ব্যক্তি মুমিন নয়, মুমিন নয়, মুমিন নয়। এ কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন ঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।[৩]

◎ আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তার ভাইয়ের জন্যও তা ভালবাসবে।[৪]

◎ আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মুমিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার পিতা, পুত্র ও অন্যান্য মানুষের চাইতে অধিক প্রিয় হব।[৫]

◎ আনাস (রা) বর্ণনা করেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি তোমার অত্যাচারিত ও অত্যাচারী ভাইকে সাহায্য করবে। এক ব্যক্তি জানতে চাইল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! অত্যাচারিত হলে তাকে আমি সাহায্য করব কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বললেন ঃ তাকে তুমি অত্যাচার করা থেকে নিবৃত্ত রাখবে। এটাই তাকে সাহায্য করা।[৬]

◎ একজন মুমিন অন্য একজন মুমিনের জন্য দর্পন স্বরূপ। যখন যে তার মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি দেখবে, সংশোধন করে দেবে।[৭]

◎ রাসূল (সা) নিজের জীবনের শপথ করে বলেন ঃ একজন মুমিনকে হত্যা করা সমগ্র বিশ্ব ধ্বংস করার চাইতেও আল্লাহর কাছে অধিক গর্হিত কাজ।[৮]

১। সূরা নিসা ৪/৫৮
২। সূরা হাজ্জ ২২/৪১
৩। বুখারী, মুসলিম
৪। বুখারী, কিতাবুল ঈমান
৫। ঐ
৬। বুখারী ৫/৭১; ১২/২৮৯
৭। বুখারী
৮। নাসাঈ

www.pathagar.com

◎ আসমান ও জমিনের বাসিন্দারা যদি একজন মুমিনের হত্যার জন্য দায়ী হয়, অবশ্যই আল্লাহ তাদের অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।[১]

◎ একজন মুমিন একাই একটি দল।[২]

◎ আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) তার এক হাতের আঙ্গুলি অন্য হাতের আঙ্গুলির মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে বলেন ঃ একজন মুমিন অন্য একজন ◎ মুমিনের জন্য প্রাচীর সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে দৃঢ় করে।[৩]

◎ নুমান বশীর (রা) বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ভালবাসায়, দয়ায় ও সহমর্মিতায় মুমিনদের উদাহরণ হল একটি দেহের ন্যায়। যখন দেহের কোন অংগ আহত হয়, তখন সম্পূর্ণ দেহে তার জ্বলন ও তাপ অনুভূত হয়।[৪]

২. ইসলাম – إِسْلَام ও মুসলিম – مُسْلِم

১। অভিধানে ইসলাম অর্থ আনুগত্য, বাধ্যতা।[৫]

২। শরীয়াতের পরিভাষায় ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন যা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানুষকে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ইসলাম বলতে সেই দ্বীনকে বোঝান হয় যা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও রাসূল যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ইসলাম।[৬]

৩। ইমাম শাফিঈর মতে মুখের স্বীকৃতিই ইসলাম, অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখের স্বীকৃতির মিল থাক কি না থাক। যদি অন্তরের বিশ্বাসের সাথে মুখের স্বীকৃতির মিল হয়ে যায়, তাহলে তা হবে ঈমান।[৭]

৪। ইমাম আবূ হানীফার মতে উভয়ই সমান। এতে কোন পার্থক্য নেই।[৮]

৫। সালম/ সিলম ধাতু থেকে ইসলাম শব্দের উৎপত্তি।[৯] যার অর্থ– শান্তি, চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদি। একজন মুসলিম শান্তির জীবন যাপন করতে আদিষ্ট।

◎ আল্লাহর সংগে শান্তির অর্থ– তাঁর ইচ্ছার প্রতি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পিত করা। মানুষের সংগে শান্তির অর্থ– এমন জীবন যাপন করা যা কোন মানুষের শান্তি বিনষ্টের কারণ না হয়।[১০]

১। তিরমিযী
২। তাহাবী
৩। বুখারী, মুসলিম
৪। বুখারী, মুসলিম
৫। যামাখশারী আসাসুল বালাগা; আল-ফায়ূমী; আল-মিসবাহুল মুনীর
৬। জুরজানী, তা'রীফাত পৃ ১৮
৭। জুরজানী, প্রাগুক্ত।
৮। আল-ফিক্হুল আকবর, জুরজানী, প্রাগুক্ত।
৯। রাগিব, মুফরাদাত।
১০। বুখারী ২/৩

www.pathagar.com

৬। আল-কুরআনে ইসলামকে প্রকৃতি বলা হয়েছে। ইসলাম শুধু মানুষের জন্য নয়, সমস্ত সৃষ্টির জন্য। কুরআনের ঘোষণা ঃ তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[১]

৭। আদম (আ) থেকে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূলদের দ্বীন ছিল ইসলাম। সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সমস্যা সমাধানের জন্য এতে বিধি-বিধানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। তাই আল-কুরআনে বিদায় হজ্জের সময় রাসূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামকে জানিয়ে দেয়া হয় ঃ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাংগ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।[২] ১০ম হিজরীতে ৯ই যুলহিজ্জা তারিখে বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতে এ আয়াত নাযিল হয়। এটাই ছিল রাসূলের প্রথম ও শেষ হজ্জ।

৮। পূর্ববর্তী সমস্ত নবী-রাসূলগণ ইসলাম প্রচার করে গেছেন। এক আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে গেছেন। তবে তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষবশতঃ মতোবিরোধ সৃষ্টি করে নানা মত ও পথের উদ্ভব ঘটিয়েছে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ ইসলাম আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন। যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরও মতানৈক্য ঘটিয়ে ছিল।[৩]

৯। কেউ ইসলাম ব্যতিরেকে অন্য কোন দ্বীন তালাশ করলে কক্ষনো তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ততের অন্তর্ভুক্ত।[৪]

১০। এ প্রবন্ধের ঈমান প্রসংগে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আগন্তুক রাসূলুল্লাহ (সা) কে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করতে বললে তিনি বললেন ঃ ইসলাম হল এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। তুমি সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের সিয়াম পালন করবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফে হজ্জ করবে যদি পাথেয় থাকে।[৫]

১১। আল-কুরআনে ইসলাম শব্দটি ৮ বার, একবচনে পুরুষবাচক মুসলিম শব্দটি ২ বার, একবচনে স্ত্রীবাচক মুসলিমা শব্দটি ১ বার, দ্বিবচনে মুসলিমায়ন শব্দটি ১ বার, বহুবচনে মুসলিমূন শব্দটি ১৫ বার, মুসলিমীন শব্দটি ২১ বার, বহুবচনে স্ত্রীবাচক মুসলিমাত শব্দটি ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১। সূরা রুম ৩০

২। সূরা মায়িদা ৩

৩। সূরা আল-ইমরান ১৯

৪। সূরা আল-ইমরান ৮৫

৫। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ। দেখুন এ প্রবন্ধের ঈমান প্রসংগ।

www.pathagar.com

১২। আল-কুরআনে মুসলিমের পরিচয়

◉ আল্লাহ তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। এ হল তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ, মিল্লাত। তিনি তোমাদের নাম দিয়েছেন "মুসলিম" – পূর্বে এবং এ কিতাবেও – যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হন এবং তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী স্বরূপ হও। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং দৃঢ়ভাবে আল্লাহকে ধর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবিক! কত উত্তম সাহায্যকারী।[১]

◉ আমি তোমাদের (মুসলিমদের) এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হয়।[২]

◉ তোমরাই (মুসলিমরাই) শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব। তোমরা ভল কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত রাখবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।[৩]

১৩। হাদীছে মুসলিমের পরিচয়

◉ আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায় করবে, আমাদের কিবলামুখী হবে এবং আমাদের যবাহকৃত পশুর গোস্ত খাবে, সে হল মুসলিম। তার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিম্মা রয়েছে। অতএব তোমরা কখনো আল্লাহর যিম্মার ব্যাপারে চুক্তি ভঙ্গ করবে না।[৪]

◉ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুসলিম সে-ই যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।[৫]

◉ আবুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুসলিম হল মুসলিমের ভাই। সে তাকে অত্যাচার করবে না এবং শত্রুর কাছেও সোপর্দ করবে না। যে তার ভাইয়ের প্রয়োজনে তার পাশে থাকবে, আল্লাহ তার প্রয়োজনের সময় তার পাশে থাকবেন। যে কোন মুসলিমের বিপদ বিদূরতি করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার বিপদ বিদূরিত করবেন। যে কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন।[৬]

১। সূরা হাজ্জ ৭৮
২। সূরা বাকারা ১৪৩
৩। সূরা আল-ইমরান ১১০
৪। বুখারী
৫। বুখারী, মুসলিম
৬। বুখারী, মুসলিম

www.pathagar.com

◉ আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে জানতে চাইল, ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি লোকদের খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সালাম দেবে।[১]

◉ আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমানের কারণে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্য বের হয়, আল্লাহ তার সম্বন্ধে ঘোষণা দেন ঃ আমি হয় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনব তার প্রাপ্য ছওয়াব ও গণীমত সহকারে, নয় তাকে সরাসরি জান্নাতে দাখিল করাব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমার উম্মতের উপর কষ্টদায়ক হবে বলে যদি আমি মনে না করতাম, তাহলে কোন ক্ষুদ্র সেনাদলেরও সাথে না গিয়ে বসে থাকতাম না। অবশ্যই আমি পছন্দ করি, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।[২]

◉ তালহা ইবন উবায়দিল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদা নজদবাসী একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায। সে বলল, "আমার উপর এ ছাড়া আরো নামায আছে ? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল আদায় করতে পার। তিনি তাকে বললেন ঃ আর রমাযানের রোযা। সে বলল, "এছাড়া আমার উপর আর কোন রোযা আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল আদায় করতে পার। রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে যাকাতের কথা বললে সে বলল, "আমার উপর এ ছাড়া অন্য কিছু দেয় আছে?" তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল হিসেবে দিতে পার। প্রশ্নকারী এই বলে চলে গেল ঃ আল্লাহর কসম! আমি এর উপর বৃদ্ধিও করব না এবং কমতিও করবো না। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ সে সফলকাম হবে যদি সে সত্য বলে থাকে।[৩]

◉ নু'মান ইবন বশীর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়, যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়বে তার উদাহরণ ঐ রাখাল বালকের ন্যায় যে তার পশুপাল বাদশাহর সংরক্ষিত চারণভূমির আশে পাশে চরায়, অচিরেই সেগুলোর সেখানে ঢুকে পড়ার আশংকা রয়েছে। জেনে রেখো, প্রত্যেক বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আরো জেনে রেখো, আল্লাহর জমিনে তাঁর সংরক্ষিত এলাকা হলো তাঁর নিষিদ্ধ কাজসমূহ। জেনে রেখো, শরীরের মধ্যে একটি গোশ্তের টুকরো আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায় তখন সারাদেহ ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায় তখন সারাদেহ খারাপ হয়ে যায়। জেনে রেখো, সে গোশ্তের টুকরোটি হল কলব।[৪]

১। বুখারী,
২। বুখারী
৩। বুখারী,
৪। বুখারী

www.pathagar.com

◉ জরীর ইবন আবদিল্লাহ (রা) বলেন, "আমি একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে এসে তার হাতে ইসলামের বায়আত গ্রহণ করতে চাইলাম। "তিনি অন্যান্য বিষয়ের সাথে আমার উপর শর্ত আরোপ করলেন ঃ তুমি মুসলিমদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হবে, তাদের সংগে উত্তম ব্যবহার করবে।[১]

◉ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুসলিমকে গালি দেয়া পাপের কাজ আর তাকে হত্যা করা কুফরী।[২]

৩। কুফর — كُفْر ও কাফির — كَافِر

১। অভিধানে 'কুফর' শব্দটি সাধারণভাবে গোপন করা ও আচ্ছাদিত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই শষ্যবীজ বপনকারী কৃষককে 'কাফির' বলা হয়। যেমন অন্ধকার রাতকে 'লাইলুন কাফিরুন'; অস্ত্রে আচ্ছাদিত সৈন্যকে ফারিসুন মুকাফ্ফিরুন ও মুতাকাফিফরুন বলা হয়। আদিগন্ত মহা সমুদ্রকে 'কাফির' বলা হয় যেমন সমাধিকে কুফূর বলা হয়। কেননা সমুদ্রে সূর্য অস্তমিত হয়ে লুকিয়ে যায় আর কবরে মরদেহ সমাহিত করা হয়। পুষ্পের বহিরাবরণ, খেজুর ও আংগুর ফলের পরাগকেশর ইত্যাদিকে 'কাফুর' বলা হয়। যখন কোন বক্তিকে কোন নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং সে তার খেলাফ করে, তখন তাকে 'মাকফুর' বলা হয়। স্বত্ব ও অধিকার অস্বীকারকারীকেও 'কাফির' বলা হয়। নিয়ামতের কদরদানী না করা এবং অকৃতজ্ঞ হওয়াকেও 'কুফর' বলা হয়।[৩]

২। শরীয়াতের পরিভাষায় 'কুফর' ঈমান ও শুক্‌র-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করা, নবী-রাসূলদের অস্বীকার করাকে 'কুফর' বলা হয়েছে। যেমন মক্কার কুরাইশরা কুরআন ও তাওরাত সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমরা এর প্রত্যেকটির প্রত্যাখ্যানকারী। (إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُوْنَ)[৪]

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মুসলিমকে হত্যা করা 'কুফর', তাকে গালি দেয়া 'কুফ্‌র' এবং যে ব্যক্তি তার পিতার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে তো 'কুফ্‌রী' করল।[৫] এখানে 'কুফ্‌রী' দিয়ে অকৃতজ্ঞতা বোঝান হয়েছে।

শাস্ত্রবিদদের মতে কুফ্‌র চার প্রকার ঃ

১। বুখারী

২। বুখারী, মুসলিম

৩। যামাযশারী, আসাসুল বালাগা পৃঃ ৩৯৫; ফায়উমী, আল-মিসবাহুল মুনীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৩৫; ইবন মানযূর, লিসানুল আরব।

৪। সূরা কাসাস ২৮/৪৮

৫। বুখারী, মুসলিম। দেখুন মিনহাজুস সালিহীন পৃঃ ৯৪

www.pathagar.com

(ক) কুফর ইনকার ঃ আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা। অন্তরে ও মুখে তাওহীদ ইলাহ অমান্য ও অস্বীকার করা। এদের সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ যারা কুফরী করেছে, আপনি তাদের সতর্ক করুন আর নাই করুন, উভয় সমান তাদের জন্য, তারা ঈমান আনার নয়।[১]

(খ) কুফর জুহুদ ঃ অন্তরে মানে কিন্তু মুখে স্বীকার করে না, এরা অস্বীকারকারী কাফির। এদের উদাহরণ ইবলীস ও উমায়্যা ইবন আবী সাল্‌ত। এদের সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ যখন তাদের কাছে এল তারা যা জ্ঞাত ছিল তা, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল।[২]

(গ) কুফর মু'আনাদা ঃ অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে এবং মুখেও আল্লাহকে স্বীকার করে, তবে বিদ্বেষ ও ঈর্ষাবশতঃ সে বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করে না। বরং ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে কাজ করে। আবূ জাহল হল এর উদাহরণ।[৩]

আবদুস সালাম হারুণ সম্পাদিত তাহযীব সীরাত ইবন হিশাম থেকে ইয্‌যুদ্‌দীন বলীক বর্ণনা করেন ঃ অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি, তবে তা ইসলাম ও মুসলিমের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ কিংবা বৈরিতা প্রসূত না হয়ে অন্যকোন কারণে হতে পারে, যেমন আবূ তালিব ইবন আবদিল মুত্তালিব। তিনি বলেছিলেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِاَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ - مِنْ خَيْرِ اَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا -

لَوْلَا الْمَلَامَةُ اَوْ حِذَارُ مُسَبَّةٍ - لَوَجَدْتَنِيْ سَمْحًا بِذٰلِكَ مُبِيْنًا -

আমি তো জানি, মুহাম্মদের দ্বীন পৃথিবীর সমস্ত দ্বীনের চাইতে উৎকৃষ্ট দ্বীন। যদি না হত অপবাদ ও নিন্দার ভয়, তাহলে তুমি আমাকে পেতে এর এক প্রকাশ্য সমর্থক রূপে।[৪]

(ঘ) কুফর নিফাক ঃ মুখে স্বীকার করে কিন্তু অন্তরে অস্বীকার করে। মুখের স্বীকৃতির সাথে অন্তরের বিশ্বাসের মিল নেই। পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্যে কিংবা মুসলিমদের প্রতারিত করার জন্য ইসলামের ক্ষতি সাধনের নিমিত্তে কৌশল হিসেবে মুনাফিকরা এমনটি করে থাকে।[৫]

উমায়্যা খলীফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ান 'কুফর' সম্পর্কে জানার জন্য সা'য়ীদ ইবন জুবায়র (রা)-এর কাছে পত্র লিখলে তিনি জানান ঃ কুফর বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যেমন–

(১) আল্লাহর সংগে অন্য উপাস্য নির্ধারণ করা । ইহা শিরক।

১। সূরা বাকারা ২/৬

২। সূরা বাকারা ২/৮৯

৩। মিনহাজুস্ সালিহীন পৃঃ ৯৪

৪। দেখুন মিনহাজ পৃঃ ৯৪-৯৫

৫। ঐ

www.pathagar.com

(২) আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলদের অস্বীকার করা।

(৩) আল্লাহকে জনক বা জাত মনে করা।

(৪) পরিচয় ইসলামের অথচ আচার-আচরণ, ক্রিয়াকর্ম কুফরীর। হয়ত সে মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, মুসলিম নাম ধারণ করে, মুসলিম সমাজের সদস্য হিসেবে পরিচিত; কিন্তু এমন কাজ করে যা ইসলাম সমর্থন করে না, যা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুযায়ী শাসন করে না তারা কাফির।[১] এর অর্থ হল ঃ আল্লাহর তরফ থেকে নবী-রাসূলরা যে সব বিধি-বিধান নিয়ে এসেছেন, তা যারা অকার্যকর ও বাতিল মনে করে এবং আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে নিজেদের বিধান চালু করে, তারা কাফির।[২]

৩। আরকানে ইসলামের কোন একটির ফরয হওয়াকে কেউ অস্বীকার করলে সর্বসম্মত ইজমায়ে উম্মতে সে কাফির।[৩]

৪। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন ও হাদীস দিয়ে সে সব আহ্কাম জারি করে গেছেন, তার কোন একটি অস্বীকার করলে কাফির হবে। যেমন ব্যভিচারের শাস্তি প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা ও চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন করাকে অস্বীকার করা।[৪]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেউ তার মুসলিম ভাইকে কাফির বলে, তাহলে কুফ্রী তার নিজের ওপর প্রত্যাবর্তিত হবে।[৫]

৬। আল-কুরআনে 'কুফ্র' শব্দটি বিযুক্তভাবে ২৫ বার এবং সর্বনামের সংগে যুক্ত হয়ে ১২ বার উল্লিখিত হয়েছে।

৭। আল কুরআনে 'কাফির' (كَافِر) শব্দটি ৫ বার, কাফিরুন (كَافِرُوْن) ৩৬ বার, কাফিরীন (كَافِرِيْنَ) ৯৩ বার, কাফারাতুন (كَفَرَةٌ) ১বার, কুফ্ফারুন (كُفَّارٌ) ২১ বার, কাওয়াফির (كَوَافِر) ১ বার, কুফূর (كُفُوْر) ১১ বার, কাফূর (كَفُوْر) ৪ বার এবং কাফ্ফার (كُفَّار) ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. শিরক — شِرْك ও মুশরিক — مُشْرِك

১। অভিধানে 'শিরক' শব্দটি অংশ, ভাগ, হিস্যা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৬] আল-জাওহারীর মতে শিরক ও কুফ্র সমার্থক, এক ও অভিন্ন।[৭]

১। সূরা মায়িদা ৫/৯
২। দেখুন মিনহাজ পৃঃ ৯৫
৩। ঐ
৪। ঐ
৫। প্রাগুক্ত
৬। যামাখ্শারী, আসাসুল বালাগা, পৃঃ ২৩৪; আল-ফায়ুমী, আল-মিসবাহুল মুনীর, ১/৩১১
৭। দেখুন আসসিহাহ ফীল লুগা; মিনহাজ, পৃঃ ৯৭

www.pathagar.com

২। পরিভাষায় 'শিরক' অর্থ আল্লাহর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় অংশীদার স্থির করা।[১] আল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে উল্লেখ করেছেন– লুকমান তার পুত্রকে বলল ঃ হে বৎস! আল্লাহর কোন শরীক করবে না। নিশ্চয় 'শিরক' হল চরম যুলুম।[২]

৩। আবুল আব্বাসের মতে, আল্লাহর ইবাদতের সাথে অন্যকে শরীক করার অর্থ শিরক। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে ঃ শয়তানের আধিপত্য তো কেবল তাদের ওপর যারা তাকে অভিভাবক রুপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করে।[৩] তার মতে এ আয়াতের মর্মার্থ হল, যারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং সাথে সাথে শয়তানেরও ইবাদত করে, তারা মুশরিক।[৪] ইবাদতে বান্দাকে হতে হয় একনিষ্ঠ। আল্লাহর ইবাদতের সংগে কাউকে শরীক করলে তা আল্লাহর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না। আল্লাহ বলেন ঃ আমি তো সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে শুধু আমারই ইবাদত করার জন্য।[৫]

৪। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ আপিন বলুন– আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন ভাল কাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।[৬] ইবনুল আছীরের মতে, লোক দেখানো ইবাদত ও কাজ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ ধরনের কাজে সে প্রকারান্তরে আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করে।[৭]

৫। আল্লাহ তাঁর রাসূলকে ঘোষণা দিতে বলেছেন ঃ এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা নিষিদ্ধ করেছেন তা পড়ে শুনাই। তা হল– তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের জন্য নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না, আমিই তোমাদের ও তাদের রিযক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক অশ্লীল আচরণের কাছেও যাবে না, আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না। তোমাদের তিনি এ নির্দেশ দিলেন যেন তোমরা অনুধাবন কর।[৮] একজন মানুষের জীবনে যাবতীয় কর্মের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটি করণীয় তা হল নিজেকে শিরক থেকে মুক্ত রাখা।

৬। আল-কুরআনে রাসূলকে বলতে বলা হয়েছে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে তো মহাপাপ করে।[৯]

১। ইবন মানযূর, লিসানুল আরব, শিরক শব্দ দ্রষ্টব্য।
২। সূরা লুকমান ৩১/১৩।
৩। সূরা নাহল ১৬/১০০
৪। দেখুন মিনহাজ, পৃঃ ৯৭।
৫। সূরা যারিয়াত ৫১/৫৬।
৬। সূরা কাফ্ফ ১৮/১১০
৭। দেখুন মিনহাজ, পৃঃ ৯৭।
৮। সূরা আন'আম ৬/১৫১
৯। সূরা নিসা ৪/৪৮

www.pathagar.com

৭। আপনি বলুন ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছ? আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে, "তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"[১] সকল নবী-রাসূলদের মৌল শিক্ষা তাওহীদ। আল্লাহর একত্ব শিক্ষাদান করাই রাসূলদের মুখ্য দায়িত্ব। শিরক এ পথে সর্বপ্রধান বাধা। এ বাধা অতিক্রম না করতে পারলে তাওহীদে ইলাহী কায়েম করা সম্ভব নয়। শিরক বিদ্যমান থাকলে কোন ইবাদতই কাজে আসবে না। শিরক প্রকাশ্যও হতে পারে এবং গোপনও হতে পারে।

৮। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্যে শিরক পিপীলিকার চালের চাইতেও অধিক সন্তর্পণে ক্রিয়াশীল।[২]

৯। হাদীছে আরো বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যে কসম করে সে শিরক করে।[৩] এ ধরনের আচরণের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কুদরত, আযমত, খালিকিয়্যাত, রাবুবিয়্যাত, রহমত, জাব্বারিয়্যাত ইত্যাদি সিফাতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বস্তুত সে তার ধ্যান-ধারণায় অন্যকে অধিক কার্যকর ও শক্তিমান মনে করে অথবা আল্লাহর সমকক্ষ জ্ঞান করে, যা প্রকৃত পক্ষে শিরক।

১০। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মৃতজন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের মাংসের সমতুল্য গণ্য করেছেন সে সব হালাল জন্তুর গোস্ত যা আল্লাহর নাম ব্যতীত অন্যের নামে যবাহ করা হয়।[৪] হালাল বস্তুও শুধু নিয়তের কারণে হারাম হয়ে যায়। কোন জীবের প্রাণ নেয়া অত্যন্ত নির্দয় কাজ। কেননা প্রাণ যে দিতে পারে না সে প্রাণ নিতেও পারে না। এ কারণে কোন কোন ধর্মে জীবহত্যা মহাপাপ মনে করে সে ধর্মবিশ্বাসীদের গোস্ত ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে এর ব্যতিক্রম। যে আল্লাহ প্রাণ দেন, তাঁর আদেশেই কেবল প্রাণ নেয়ার বিধান ইসলামে রয়েছে। তাঁর নাম উচ্চারণ করে প্রাণী যবাহ করলে তা ভক্ষণ করা বৈধ। কিন্তু যদি এর ব্যতিক্রম করে তাঁর পরিবর্তে অন্যের নাম উচ্চারণ করে যবাহ করা হয়, তবে তা শিরকে পরিগণিত হবে। তা ভক্ষণ করা হারাম। ঈমান ও আমল তথা বিশ্বাস ও কর্ম উভয় দিক দিয়েই শিরক হতে পারে।

১১। আল-কুরআনে শিরক (شِرْك) ৪ বার, মুশরিক (مُشْرِك) ২ বার, মুশরিকূন (مُشْرِكُوْنَ) ৬ বার, মুশরিকীন (مُشْرِكِيْنَ) ৩৩ বার, মুশরিকা (مُشْرِكَة) ২ বার, মুশরিকাত (مُشْرِكَات) ৩ বার, শরীক (شَرِيْك) ৩ বার, শুরাকা (شُرَكَاء) ৩৭ বার এবং শিরকের ক্রিয়াবাচক শব্দ ৮০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১২। এ প্রবন্ধের "হাদীছে মুসলিমের পরিচয়" পরিচ্ছেদের সপ্তম হাদীছটি শিরকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১। সূরা যুমার ৩৯/৬৪-৬৫

২। দেখুন মিনহাজ পৃঃ ৯৭

৩। ঐ ঐ

৪। সূরা বাকারা ২/১৭৩; মায়িদা ৫/৩; আন'আম ৬/১৪৫; নাহ্‌ল ১৬/১১৫

www.pathagar.com

৫. নিফাক – نِفَاق ও মুনাফিক – مُنَافِق

১। অভিধানে নিঃশেষ, হ্রাস, লুকোচুরি, মরীচিকা ইত্যাদি অর্থে নিফাক ব্যবহৃত হয়। অপ্রচলিত ও উৎস বিমুখ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১]

২। শরীয়তের পরীভাষায়– অন্তরে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা এবং মুখে ইসলামের স্বীকৃতিকে নিফাক বলে।[২]

৩। আল-কুরআনে মুনাফিক ঃ

◉ মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ। তারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম থেকে বিরত রাখে। তারা ব্যয়কুণ্ঠ, তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে। ফলে তিনিও তাদের বিস্মৃত হয়েছেন। মুনাফিকরা তো পাপাচারী।[৩]

◉ যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ জানেন, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা যা করে তা কত মন্দ! তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে মোহর করে দেয়া হয়েছে। পরিণামে তারা বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে।[৪]

◉ নিশ্চয় মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে। আপনি তাদের জন্য কোন সহায় পাবেন না।[৫]

◉ আপনি মুনাফিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন আর না-ই করেন, উভয়ই সমান তাদের জন্য। আল্লাহ তাদের কখনো ক্ষমা করবেন না।[৬]

◉ আপনি মুনাফিকদের সুসংবাদ দিন, তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে; তারা কাফিরদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করে মুমিনদের পরিবর্তে। তারা কি তাদের কাছে শক্তি চায়, ইজ্জত চায়? সমস্ত শক্তি, সমস্ত ইজ্জত তো আল্লাহরই।[৭]

◉ আপনি কি দেখেননি তাদের যারা দাবী করে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া

১। যামাখশারী, আসাসুল বালাগা পৃঃ ৪৬৮; আল-ফায়উমী; আল-মুনীর পৃ ঃ ৬১৮
২। মিনহাজ পৃঃ ৯৪-৯৫; আল-মুনীর পৃঃ ৬১৮; আল-মুনজিদ পৃ ৮২৮
৩। সূরা তাওবা ৯/৬৭
৪। সূরা মুনাফিকূন ৬৩/১–৩
৫। সূরা নিসা ৪/১৪৫
৬। সূরা মুনাফিকূন ৬৩/৬
৭। সূরা নিসা ৪/১৩৮–১৩৯

www.pathagar.com

হয়েছে। বস্তুত শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদের যখন বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে দিকে এবং রাসূলের দিকে এসো, তখন আপনি এসব মুনাফিকদের আপনার কাছ থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখবেন। তাদের কৃতকর্মের দরুন যখন তাদের ওপর কোন বিপদ আপতিত হবে তখন তাদের অবস্থা কি হবে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে আপনার কাছে এসে বলবে, "আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছু চাই না।" এরাই তারা যাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং আপনি এদের উপেক্ষা করুন, এদের সদুপদেশ দিন এবং এ দের মর্ম স্পর্শ করে এমন কথা তাদের বলুন।[১]

◎ নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিই তাদের প্রতারিত করেন। তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়, কেবল লোক দেখানোর জন্যে, আর খুব অল্পই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, দো'টানায় দোদুল্যমান- না এদের দিকে, না ওদের দিকে।[২]

৪। হাদীছে মুনাফিক ঃ

◎ আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের আলামত তিনটি– কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে ভংগ করে এবং আমানত খিয়ানত করে।[৩]

◎ আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন আল-আস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যার মধ্যে চারটি জিনিস থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হবে। তবে কারো চরিত্রে এর যে কোন একটি বিদ্যমান থাকলে নিফাকের একটি স্বভাব তার মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ না সে তা পরিহার করে। সেগুলো হল ঃ আমানতে খিয়ানত করা, কথা বললে মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করা এবং বিবাদ করলে সীমালঙ্ঘন করা।[৪]

◎ আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা লোকদের বংশ নির্ভর পাবে।[৫] যারা জাহিলী আমলে উত্তম ছিল তারা ইসলামী আমলেও উত্তম, যদি তারা ইসলামী হুকুম-আহকাম বুঝে থাকে। তোমরা উত্তম লোকদের দেখতে পাবে যে, তারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের ব্যাপারে অত্যন্ত অনীহ। কিন্তু যারা মন্দলোক অর্থাৎ মুনাফিক, তাদের তোমরা দেখতে পাবে দ্বৈত চরিত্রের– কারো কাছে তারা উপস্থিত হয় একরূপে, আবার কারো কাছে উপস্থিত হয় অন্যরূপে।[৬]

৫। মুনাফিক নিন্দুক ও অপবাদ রটনাকারী, নির্দয় ও ভোগবিলাসী। সন্দেহপূর্ণ কাজ ও

১। সূরা নিসা ৪/৬০–৬৩

২। সূরা নিসা ৪/১৪২–১৪৩

৩। বুখারী, মুসলিম, মিনহাজ পৃঃ ৯৯

৪। বুখারী, মুসলিম, মিনহাজ পৃঃ ১০০

৫। অর্থাৎ নিজ নিজ বংশের গৌরব ও কীর্তির কথা বলে গর্ববোধ করবে।

৬। বুখারী, মুসলিম, মিনহাজ পৃঃ ১০০

www.pathagar.com

হারাম সম্পর্কে উদাসীন। অন্ধকারে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারীর ন্যায় কিভাবে আয় করল এবং কোথায় ব্যয় করল তার পরোয়া করে না।[১]

৬। মসনদ ইমাম রবী থেকে ইযযুদ্দীন বলীক বর্ণনা করেন, আতা ইবন আস্ সা'য়ীব বলেন ঃ আমরা আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কি বলতে পার কার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ইচ্ছা করে আমার ওপর মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামে স্বীয় আবাস নির্মাণ করে নেয়?" আমরা বললাম ঃ না। তখন তিনি বললেন ঃ আবদুল্লাহ ইবন আবী জাযআ-এর ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা) এ কথা বলেছেন। সে একবার তায়েফে ছাকীফ গোত্রের কাছে গিয়েছিল। সে তাদের বলল ঃ আমার পরিধানের হুল্লাটি (পোশাক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। তিনি আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের যে গৃহে আমি চাই যেন রাত্রি যাপন করি। এ কথা শুনে ছাকীফের লোকেরা তাকে বলল ঃ এসব আমাদের গৃহ। এর যেটিতেই তুমি ইচ্ছা কর রাত্রি যাপন কর। সে এক ঘরে অবস্থান গ্রহণ করল এবং রাত্রি যখন গভীর হল তখন বললঃ আমি তোমাদের যে নারীর সাথে ইচ্ছা রাত্রি যাপন করব। তখন তারা বললঃ আমরা তো রাসূলুল্লাহর সংগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি ব্যভিচারকে হারাম করেছেন। তুমি অপেক্ষা কর। আমরা এখনই তাঁর কাছে দূত প্রেরণ করছি। অতঃপর তারা তাঁর কাছে একজন দূত প্রেরণ করল। দূত যোহরের সময় রাসূলুল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বিবৃত করলে রাসূল (সা) ভয়ানক রাগান্বিত হন। এর পূর্বে কখনো তিনি এরূপ রাগ করেন নি। তিনি বললেন ঃ হে অমুক! হে অমুক ! তোমরা দু'জনে যাও এবং তাকে পাকড়াও করে হত্যা কর ও জ্বালিয়ে দাও। আগন্তুক তাকে সন্তর্পণে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে। তারপর রাসূল (সা) এর প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় তাকে জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে রাসূল (সা) উক্ত কথা বলেন।[২]

৭। আল-কুরআনে নিফাক (نِفَاق) ৩ বার, ক্রিয়াবাচক অর্থে নাফাকূ (نَافَقُوْا) ২ বার, মুনাফিকূন (مُنَافِقُوْنَ) ৮ বার, মুনাফিকীন (مُنَافِقِيْنَ) ১৯ বার এবং মুনাফিকাত (مُنَافِقَات) ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. রিদ্দা — (رِدَّة) ও মুরতাদ — (مُرْتَدّ)

১। অভিধানে ফিরে যাওয়া, বিপরীত করা, প্রত্যাখ্যান করার নাম রিদ্দা।[৩]

১। মিনহাজ পৃঃ ১০১

২। দেখুন মিনহাজুস সালিহীন পৃঃ ১০১

৩। ইবন দুরায়দ, জামহারাতুল লুগা ১/৭২-৭৫; ইবন মানুযূর, লিসানুল আরব, ৪/১৫৩-৫৫; যামাখশারী, আসাসুল বালাগা ১৫৯; আল-ফায়ুমী, মুনীর ২২৪

www.pathagar.com

২। ইসলামী পরিভাষায় ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরিতে ফিরে যাওয়ার নাম রিদ্দা (كُفْرٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ)।[১]

৩। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিম স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় ইসলাম পরিত্যাগ করলে তাকে মুরতাদ বলা হয়।

৪। আল-কুরআনে রিদ্দা বা মুরতাদ শব্দ নেই। তবে মুরতাদ সম্পর্কিত বর্ণনা কুরআনে কখনো রিদ্দা শব্দের ক্রিয়াবাচক বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি প্রদান করা হয়েছে এবং কখনো রিদ্দার পারিভাষিক অর্থ জ্ঞাপনের জন্য অন্য শব্দের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। সরাসরি রিদ্দা শব্দের ক্রিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে আল-কুরআনে বলা হয়েছেঃ

◎ তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফিররূপে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের কর্মফল নিষ্ফল হয়ে যাবে। এরাই জাহান্নামবাসী, তারা সেথায় চিরদিন থাকবে।[২]

◎ ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদে মধ্য থেকে কেউ দ্বীন থেকে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন লোকদের আনবেন যাদের তিনি ভালবাসবেন এবং যারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।[৩]

◎ যারা নিজেদের কাছে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, তাদের কাজকে শয়তান শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশা দেয়।[৪]

৫। "ঈমানের পর কুফর" আল-কুরআনে রিদ্দা বা মুরতাদের পারিভাষিক প্রকাশ রীতি। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ যারা ঈমান আনার পর কুফ্‌রী করে এবং যাদের কুফ্‌রী আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাদের তওবা কখনো কবুল হবে না। তারা তো পথভ্রষ্ট।[৫]

◎ স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন কতক মুখ উজ্জ্বল হবে এবং কতক মুখ কাল হবে। যাদের মুখ কাল হবে তাদের বলা হবে, ঈমান আনার পর তোমরা কি কুফ্‌রী করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তিভোগ কর, কেননা তোমরা কুফ্‌রী করতে।[৬]

◎ নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও পরে কুফ্‌রী করে এবং আবার ঈমান আনে ও আবার কুফ্‌রী করে, আর তাদের কুফ্‌রী বৃদ্ধি পেতে থাকে,[৭] আল্লাহ এদের কখনো ক্ষমা করবেন না।[৮]

১। প্রাগুক্ত
২। সূরা বাকারা ২/২১৭
৩। সূরা মায়িদা ৫/৫৪
৪। সূরা মুহাম্মদ ৪৭/২৫
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/৯০
৬। সূরা আল-ইমরান ৩/১০৬
৭। এরা মুরতাদ, তবে এক শ্রেণীর মুনাফিকের চরিত্রও অনুরূপ
৮। সূরা নিসা ৪/১৩৭

www.pathagar.com

৬। আল-কুরআনে মুরতাদ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন শাস্তি বর্ণিত হয়নি। তবে হাদীছে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে ঃ

◉ উছমান ইবন আফ্ফান (রা) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ তিনটির যে কোন একটি ব্যতীত কোন মুসলিমের রক্তপাত বৈধ নয় ঃ (১) কোন বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচার করলে (২); কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে এবং (৩) কেউ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেলে, এদের হত্যা করবে।[১]

৭। ফকীহদের মতে কোন মুসলিম তিনটি শর্ত পূরণ না করলে মুরতাদ হয় না ঃ (১) প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, (২) জ্ঞান থাকা ও (৩) ইচ্ছা থাকা। অপ্রাপ্ত বয়স্ক, উন্মাদ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তির কারণে কেউ মুরতাদ হয় না।[২]

৮। মুরতাদের জন্য মুসলিম হওয়া শর্ত। ইসলাম থেকে কুফ্রীতে ফিরে যাওয়ার নাম রিদ্দা বা মুরতাদ হওয়া। যে মুসলিম নয় তার পক্ষে ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা অভ্যাসগতভাবে কেউ মুসলিম বলে পরিচিত হলে এবং বুঝে শুনে স্বজ্ঞানে ইসলামে দাখিল না হলে, সে যদি ইসলাম ত্যাগ করে, তাকে মুরতাদ বলা যাবে না। কেননা সে তো মুসলিমই নয়। এ সম্পর্কে কুরআনে বার বার বলা হয়েছে ঃ

◉ যখন তাদের বলা হয়, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ কর।" তখন তারা বলে, "না, না, বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব।" এমন কি, তাদের পিতৃপুরুষরা যদিও কিছুই বোঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও?[৩]

যখন তাদের বলা হয়, "আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ কর।" তখন তারা বলে, "এবং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব।" শয়তান যদি তাদের লেলিহান আগুনের দিকে আহ্বান করে, তবুও কি?[৪]

৯। নিজের ইয়াকীন ও ই'তিকাদ, ঈমান ও আকলের দ্বারা কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ না করে, শুধু বংশগত ও জন্মগত কারণেই সে প্রকৃত মুসলিম বলে গণ্য হয় না। মুরতাদ যে হয় সে তো বংশগত কিংবা জন্মগত কারণে মুরতাদ হয় না। পূর্বের বিশ্বাসকে সে বুঝে শুনে পরিত্যাগ করে। যার ইসলামের প্রতি আস্থা নেই, বিশ্বাস নেই, যে পরিবেশের কারণে নিজেকে মুসলিম সমাজভুক্ত পেয়েছে, তার তো ইসলাম ত্যাগ করার কথাই উঠে না। কারণ সে তো মুসলিম নয়। বরং তাকে মুসলিম পরিবারের অমুসলিম সদস্য বলা যেতে পারে।

১। সুনান নাসাঈ শরহ সুয়ূতি ৭/১০৩; আল-বান্না, মিনহাতুল মাবূদ ১/২৯৬; মিনহাজ ১০৪

২। মিনহাজ ১০৪

৩। সূরা বাকারা ২/১৭০

৪। সূরা লুকমান ৩১/১২

www.pathagar.com

১০। ইমাম শাফীঈ ও ইমাম যুফরের মতে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত মুসলিম বলা যায় না। কেননা হাদীছে বলা হয়েছে ঃ তিনজনের ব্যাপারে কলম তুলে নেয়া হয়েছে[১] এবং বালক যতক্ষণ না সে বালেগ হয়।[২]

১১। হাদীছে রিদ্দা ও মুরতাদ বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। কখনো শাব্দিকভাবে (اِرْتِدَّ) ইরতাদ্‌দা, কখনো পারিভাষিকভাবে (اَلْكُفْرُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ) ঈমানের পর কুফরী, কখনো (تَبْدِيْل) তাবদীল, কখনো যে মুরতাদ হয় তাকে (تَارِكُ الدِّيْنِ) দ্বীন বর্জনকারী ইত্যাদি। নানাভাবে বর্ণিত হলেও সব বর্ণনার অর্থ এক ও অভিন্ন।[৩]

১২। হাদীছে মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ছাড়াও আরো কতক নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। যেমন– স্ত্রী পৃথক হয়ে যাওয়া, সম্পদ ও সন্তানের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া ইত্যাদি।[৪]

৭. ফুসূক – فُسُوْق ও ফাসিক – فَاسِق

১। অভিধানে কোন কিছু ত্রুটিপূর্ণভাবে বের হওয়াকে 'ফাসাকা' বলা হয়। ইবনুল আরাবী বলেন ঃ 'ফাসিক' শব্দ বিশুদ্ধ আরবী কিন্তু জাহিলিয়্যাতের কালামে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় না। কুরআনেই 'ফাসিক' শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে।[৫] খোসা থেকে ফলের রস বেরিয়ে এলে বলা হয় فَسَقَتِ الرُّطْبَةُ অর্থাৎ ফলের রস নষ্ট হল।[৬]

২। পরিভাষায়– আল্লাহর আদেশ থেকে ও আনুগত্য থেকে বেরিয়ে আসাকে ফিসক বা ফুসূক বলা হয়। আল-কুরআনে ইবলীস সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ আমি যখন ফিরিশতাদের বলাম ঃ তোমরা আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস করল না। সে জিনদের একজন। সে তার প্রতিপালকের আদেশ থেকে বেরিয়ে গেল।[৭]

৩। আল-কুরআনে 'ফিস্‌ক' (فِسْق) ৩ বার, ফুসূক (فُسُوْق) ৪ বার, ফাসিক (فَاسِق) ২ বার, ফাসিকূন (فَاسِقُوْنَ) ১৭ বার, ফাসিকীন (فَاسِقِيْنَ) ১৮ বার এবং ক্রিয়ায় ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। আল-কুরআনে ফিস্‌ক ও 'ফুসূক' সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

◎ তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে বেচাকেনা কর তখন সাক্ষী রেখো, লেখক এবং

১। অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে না।

২। মিনহাজ পৃঃ ১০৪

৩। মিনহাজ পৃঃ ১০৪

৪। প্রাগুক্ত পৃঃ ১০২

৫। আল-ফায়ুমী, আল-মিসবাহুল মুনীর পৃঃ ৪৭৩; যামাখশারী, আসাসুল বালাগা পৃঃ ২৪১

৬। প্রাগুক্ত

৭। সূরা কাহফ ১৮/৫০

www.pathagar.com

সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যদি তোমরা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত কর তবে তা তোমাদের জন্য পাপ কাজ (فُسُوقٌ) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।[১]

◎ আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং তা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। কুফ্‌রী, ফুসূক ও অবাধ্যতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন।[২]

◎ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মড়া, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবাহকৃত পশু, শ্বাসরোধে মৃতজন্তু, প্রহারে মৃতজন্তু, পতনে মৃতজন্তু, শৃংগাঘাতে মৃতজন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু, তবে যা তোমরা যবাহ্ করতে পেরেছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর ওপর বলি দেয়া হয় তা এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা, এসব পাপ কাজ (فِسْقٌ)।[৩]

◎ তোমরা খাবে না তা থেকে যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি, তা তো পাপ (فِسْقٌ)।[৪]

৫। 'ফাসিক' সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◎ যে ব্যক্তি মুমিন হয়েছে সে কি 'ফাসিক' ব্যক্তির মত? তারা সমান হতে পারে না।[৫]

◎ ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমাদের কাছে কোন 'ফাসিক' ব্যক্তি কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশত কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতি না করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হও।[৬]

◎ আমি তো আপনার প্রতি স্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি এবং তা ফাসিকরা ব্যতীত অন্য কেউ প্রত্যাখ্যান করে না।[৭]

◎ (আল্লাহর সংগে কৃত অংগীকার) থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারাই ফাসিক।[৮]

◎ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই ফাসিক।[৯]

◎ মুনাফিক নর ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ। তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয় এবং ভালকাজ থেকে নিবৃত্ত করে। তারা ব্যয়কুণ্ঠ। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে তিনিও তাদের বিস্মৃত হয়েছেন। মুনাফিকরা তো ফাসিক।[১০]

১। সূরা বাকারা ২/২৮২
২। সূরা হুজুরাত ৪৯/৭
৩। সূরা মায়িদা ৫/৩
৪। সূরা আন'আম ৬/১২১
৫। সূরা সাজদা ৩২/১৮
৬। সূরা হুজুরাত ৪৯/৬
৭। সূরা বাকারা ২/৯৯
৮। সূরা আল-ইমরান ৩/৮২
৯। সূরা মায়িদা ৫/৪৭
১০। সূরা তাওবা ৯/৬৭

প্র. প্র. শ্রী-১৩

www.pathagar.com

◎ যারা সতীসাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদের আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। তারা তো ফাসিক।[১]

◎ ফিরআউন ও তার পারিষদদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তারা তো ফাসিক কওম।[২]

◎ কওমে নূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ তারা তো ছিল ফাসিক কওম।[৩]

◎ মূসা (আ) ফিরআউনকে আল্লাহর দিকে অহ্বান জানালে সে তার কওমের লোকদের বলে ঃ মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তা কি তোমরা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ ঐ ব্যক্তির চাইতে যে হীন ও স্পষ্ট কথা বলতেও পারে না। তাকে কেন স্বর্ণ-বলয় দেয়া হল না অথবা তার সংগে কেন ফিরিশতারা দলবদ্ধভাবে এল না? এভাবে সে তার কওমকে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারা তো ছিল এক ফাসিক কওম।[৪]

৬। আল-কুরআনে 'ফাসিক' অভিব্যক্তিটি কাফির, যালিম, মুনাফিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

৭। যে ব্যক্তি মুখে ইসলামের কথা বলে কিন্তু সে অনুযায়ী কাজ করে না তবে বিশ্বাস রাখে তাকে ফাসিক বলা হয়।[৬]

৮। যে ব্যক্তি শরিয়াতের বিধান এবং নৈতিক ও চারিত্রিক নীতিমালার পরিপন্থী কাজ করে তাকে 'ফাজির' ও তার প্রবৃত্তিকে 'ফুজূর' বলা হয়।[৭]

৯। আল-কুরআনে 'ফুজূর' ১ বার, 'ফাজির' ১ বার, 'ফাজারত' ১ বার, 'ফুজ্জার' ৩ বার এবং ক্রিয়াপদে 'ইয়াফজুরা' ১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. ইহ্সান – إِحْسَان ও মুহ্সিন – مُحْسِن

১। অভিধানে ইহ্সান অর্থ সুন্দর, শোভন ও কাঙ্ক্ষিত কাজ করা। উত্তম, ভাল ও কল্যাণকর কাজকেও ইহ্সান বলা হয়।[৮]

আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তোমরা ভাল কিছু করলে তা নিজেদেরই জন্য করবে

১। সূরা নূর ২৪/৪
২। সূরা কাসাস ২৮/৩২
৩। সূরা যারিয়াত ৫১/৪৬
৪। সূরা যুখরুফ ৪৩/ ৫১ – ৫৪
৫। দেখুন সূরা বাকারা ২/৯৯; মায়িদা ৫/৪৪-৪৭; তাওবান ৯/৬৭, ৮৪; নূর ২৪/৫৫; সাফ ৬১/৫; মুনাফিকূন ৬৩/৬
৬। আল-জুরজানী, আত্-তা'রীফাত পৃঃ ১৪৩
৭। প্রাগুক্ত পৃঃ ১৪৪
৮। আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/১৭৪; মিসবাহুল মুনীর ১৩৬; আসাসুল বালাগা ৮৪

www.pathagar.com

এবং মন্দ কিছু করলে তাও নিজেদেরই জন্য।[১] আল্লাহ তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন তোমাদের।[২]

২। আল-কুরআনে "ইহ্সান" শব্দটি সদাচরণ, সদয় ব্যবহার, যথাযথভাবে কার্য সম্পাদন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। আল-কুরআনে ১২ বার ইহ্সান, ৪ বার মুহ্সিন, ১ বার মুহ্সিনূন, ৩৩ বার মুহ্সিনীন ও ১ বার মুহ্সিনাত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– ইহ্সান সম্পর্কে রাসূল (সা)-এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বললেন ঃ তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি এমন হয় যে তুমি তাঁকে দেখতে পারছ না, তবে যেন তিনি তোমাকে দেখছে এমন হয়।[৩] আল্লাহ সব ব্যাপারে ইহ্সানকে অবশ্য পালনীয় করে দিয়েছেন।[৪]

৫। ইস্তিহ্সান (اِسْتِحْسَان) জনস্বার্থ বিবেচনা করে কিয়াস পরিত্যাগ করাকে পরিভাষায় ইস্তিহ্সান বলা হয়।[৫]

৬। যে ব্যক্তি নিয়ম-নীতি মেনে চলে, প্রতিটি কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন করে এবং আল্লাহর বিধান নিষ্ঠার সাথে পালন করে, তাকে কুরআনে মুহ্সিন বলা হয়েছে। আল-কুরআনে তাদের জন্য কয়েকটি সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঃ (১) আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।[৬] (২) তাদের জন্য রয়েছে তাঁর কাছে পুরস্কার।[৭] (৩) আল্লাহ তাদের সাথে আছেন।[৮] (৪) আল্লাহ তাদের বেশী বেশী দেবেন।[৯] (৫) তারা জান্নাতে স্থায়ী হবেন।[১০] (৬) আল্লাহর রহমত মুহ্সিনদের নিকটবর্তী।[১১] (৭) তাদের কর্মফল কখনও আল্লাহ ব্যর্থ হতে দেবেন না।[১২] (৮) তাদের প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা রয়েছে।[১৩]

১। সূরা ইসরা ১৭/৭
২। সূরা মুমিন ৪০/৬৪
৩। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, মিনহাজ
৪। মুসলিম, মিনহাজ পৃঃ ৮২
৫। আল-ওয়াসীত পৃঃ ১৭৪
৬। ২/১৯৫; ৩/১৩৪, ১৪৮; ৫/১৩, ৯৩
৭। ২/১১২; ৬/৮৪; ১২/২২; ২৮/১৪; ৩৭/৮০, ১০৫, ১১০, ১২১; ১৩১; ৩৯/৩৪; ৭৭/৩৪; ২৩/২৯
৮। ১৬/১২৮; ২৯/৬৯
৯। ২/৫৮
১০। ৫/৮৫
১১। ৭/৫৬; ২১/৩
১২। ৯/১২০; ১১/১১৫; ১২/৫৬; ৯০;
১৩। ৩৭/১০০,১২১,১৩১

www.pathagar.com

৯. ইখ্‌লাস – إِخْلَاص ও মুখলিস – مُخْلِص

১। অভিধানে সন্দেহমুক্ত, নির্ভেজাল, অমলিন, পরিষ্কার ইত্যাদি অর্থে খুলূস, খিলাস ও ইখলাস ব্যবহৃত হয়।[১]

২। কালিমাতুল ইখ্‌লাস বলতে 'কালিমাতুত তাওহীদ' বোঝায় এবং সূরাতুল ইখলাস বলতে "কুলহু আল্লাহু আহাদ" সূরাটি বোঝায়। কেননা সকল সন্দেহ ও সংশয়ের উর্ধ্বে উঠে শুধুমাত্র এক আল্লাহকে আল্লাহু হিসেবে স্বীকৃতির ঘোষণা এর মধ্যে রয়েছে।[২]

৩। আল-কুরআনে ২ বার ইখ্‌লাস ক্রিয়াপদে, ৩ বার মুখলিস, ১ বার মুখলিসূন, ১ বার মুখলাস, ৭ বার মুখলিসীন ও ৮ বার মুখলাসীন ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ আর যারা আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাদের দ্বীনকে পরিচ্ছন্ন ও নিরঙ্কুশ রাখে তারা মুমিনদের সংগী।[৩] পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে, মুনফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে, তার পরে বলা হয়েছে, তবে যারা তওবা করবে, নিজেদের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধরবে এবং নিজেদের দ্বীনকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিরঙ্কুশ করবে, তারা হবে মুমিনদের সংগী।[৪]

৫। নুযূলে কুরআনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয় আমি এ কিতাব আপনার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি। সুতরাং আপনি আল্লাহর ইবাদত করুন তাঁর জন্য দ্বীনকে নিরঙ্কুশ করে।[৫]

৬। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে (মুখলিসভাবে) "লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ" বলল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ ইখলাস কী? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ যা হারাম করেছে তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা।[৬]

১০. ইনাবা – إِنَابَة ও মুনীব – مُنِيْب

১। অভিধানে ইনাবা অর্থ প্রত্যাবর্তিত হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া।[৭]

২। মুনীব অর্থ মুষলধারে বৃষ্টি।[৮]

১। আল-ওয়াসীত পৃঃ ২৪৯
২। প্রাগুক্ত
৩। সূরা নিসা ৪/১৪৬
৪। সূরা নিসা ৪/১৪৫-৪৬
৫। সূরা যুমার ৩৯/২
৬। মিনহাজ পৃ ১২০; দেখুন আত্‌তিবরানী।
৭। আল-ওয়াসীত ২/৯৬১; আসাসুল বালাগা ৪৭৫-৭৬; আল-মুনীর ৬২৯
৮। প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

৩। পরিভাষায় ইনাবা অর্থ কৃত অপরাধ ও ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য অনুশোচনা করা এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।[১] আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ সে তার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে লুটিয়ে পড়ল আর তাঁর অভিমুখী হল।[২]

৪। আল-কুরআনে মুনীব শব্দটি মানুষের ও অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মানুষের জন্য বলা হয়েছে ঃ আমি বিস্তৃত করেছি ভূমিকে এবং তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা আর সেখানে উদ্‌গত করেছি সব ধরনের নয়ন প্রীতিকর উদ্ভিদ, এসব জ্ঞানও উপদেশ স্বরূপ আল্লাহ অভিমুখী (عَبْدٍ مُّنِيْبٍ) প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য।[৩] অন্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ঃ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীতচিত্তে (قَلْبٍ مُّنِيْبٍ) উপস্থিত হয়।[৪]

৫। জুরজানী ইনাবতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন ঃ ইনাবত হল অন্তরকে সন্দেহের অন্ধকার থেকে বের করে আনা। ভিন্নমতে- সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে যাঁর হাতে সব কিছু তাঁর অভিমুখী হওয়া; অলসতা ও অবহেলা থেকে আল্লাহর স্মরণের দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং নিঃসঙ্গতা ও সংশয় থেকে প্রেম-প্রীতির দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া।[৫]

৬। আল-কুরআনে একবচনে 'মুনীব' শব্দটি ৫ বার এবং বহুবচনে ২ বার; 'ইনাবা' ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১১. ইল্‌হাদ – اِلْحَاد ও মুল্‌হিদ – مُلْحِد

১। ইল্‌হাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া, পথচ্যুত হওয়া, এক দিকে ঝুঁকে পড়া ইত্যাদি।[৬]

২। পরিভাষায় এর অর্থ বিকৃত করা, পাপাচারে লিপ্ত হওয়া, দ্বীন থেকে সরে যাওয়া ইত্যাদি।[৭]

৩। মুল্‌হিদ- যে দ্বীন থেকে সরে যায়। বর্তমান সময় বাতিনিয়্যা সম্প্রদায়কে মুল্‌হিদ বলা হয়। কেননা তারা দাবী করে, কুরআন দু'ধরনের- যাহির ও বাতিন এবং তারাই শুধু বাতিন জানে। এভাবে তারা দ্বীনকে বিকৃত করেছে। আরবীতে নাযিলকৃত কুরআনকে তারা তাদের খেয়াল-খুশি মোতাবেক বদলে দিয়েছে।[৮]

১। প্রাগুক্ত
২। সূরা সোয়াদ ৩৮/২৪
৩। সূরা কাফ ৫০/৭-৮
৪। ঐ ৫০/৩২-৩৩
৫। তা'রীফাত ৩১
৬। আসাসুল বালাগা ৪০৫; মিসবাহুল মুনীর ৫৫০; আল-ওয়াসীত ২/৮১৭
৭। প্রাগুক্ত
৮। আল-মিসবাহুল মুনীর ৫৫০

www.pathagar.com

৪। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◉ যারা আল্লাহর নাম বিকৃত করে তোমরা তাদের বর্জন করবে। তাদের কৃতকর্মের ফল তাদের দেয়া হবে।[১]

◉ তারা যার প্রতি রাসূলকে শিক্ষা দানের কথা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়, অথচ কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরবী।[২]

◉ যে সীমালংঘন করে মসজিদে হারামে পাপ কার্যের ইচ্ছা করে, আমি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি আস্বাদন করাব।[৩]

◉ যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা আমার অগোচরে নয়। কে শ্রেষ্ঠ– যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকবে সে? কর, যা তোমরা চাও, তিনি তো সম্যক দ্রষ্টা তোমরা যা কর তার।[৪]

৫। আল-কুরআনে ইল্হাদ শব্দটি ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৪ বার এসেছে।

১২. ইস্তিকামা — اِسْتِقَامَة ও মুস্তাকীম — مُسْتَقِيْم

১। অভিধানে ইস্তিকামা অর্থ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, সঠিক ও যথাযথ হওয়া।[৫]

২। স্থির থাকা, অবিচলিত থাকা, দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করা ইত্যাদি অর্থে ইস্তিকামা কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

◉ মুশরিকরা যাবৎ তোমাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে, তোমরাও তাদের চুক্তিতে স্থির থাকবে।[৬]

◉ আপনি বলুন ঃ আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। অতএব তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা চাও।[৭]

◉ যারা বলে ঃ আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ; তারপর এতে অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে ফিরিশতা আসে এবং বে লঃ তোমরা ভীত হয়ো না ও চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার জন্য আনন্দিত হও।[৮]

১। সূরা আ'রাফ ৭/১৮০
২। সূরা নাহল ১৬/১০৩
৩। সূরা হাজ্জ ২২/২৫
৪। সূরা ফুস্সিলাত ৪১/৪০
৫। আল-ওয়াসীত ২/৭৬৮; আল-মিসবাহুল মুনীর ৫২০
৬। সূরা তাওবা ৯/৭
৭। সূরা ফুস্সিলাত ৪১/৬
৮। সূরা ফুস্সিলাত ৪১/৩০

www.pathagar.com

◎ তারা যদি সত্য পথে দৃঢ়ভাবে অবিচল থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তাদের প্রচুর বারী বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।[১]

৩। আল-কুরআনে ইস্‌তিকামা শব্দটি ১০ বার ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। "মুস্‌তাকীম" আল-কুরআনে ৩৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে। একবার صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ সরল পথ (৪৬/৩০; ২ বার اَلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ সঠিক দাঁড়িপাল্লাহ (১৭/৩৫; ২৬/১৮২); ১ বার هُدًى مُّسْتَقِيمٌ সঠিক পথ (২২/৬৭) এবং ৩৩ বার صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ সরল সঠিক পথ ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। আল-কুরআনে বর্ণিত "সিরাত মুস্‌তাকীম" দিয়ে আল্লাহর নির্দেশিত জীবন পদ্ধতি তথা ইসলামকে বোঝান হয়েছে। কুরআনে এ নিয়ম-বিধানকে اَلدِّينُ الْقَيِّمُ সু প্রতিষ্ঠিত দ্বীন বলা হয়েছে।[২]

১৩. কিয়াম – قِيَام ও ইকামা – إِقَامَة

১। অভিধানে কিয়াম শব্দের অর্থ সোজা হয়ে দাঁড়ান, কোন কিছু যথাযথভাবে সম্পাদন করা, সঠিক হওয়া ইত্যাদি। ইকামা অর্থ স্থির করা, সঠিক করা, যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি।[৩]

২। আল-কুরআনে কিয়াম (قِيَام) শব্দ বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ৩৩ বার এবং ইকামা (إِقَامَة) শব্দ ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৫৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

কিয়াম শব্দ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

◎ মুনাফিকরা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে দাঁড়ায়।[৪]

◎ তোমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে[৫] তখন তোমরা তোমাদের মুখ এবং হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে, তোমাদের মাথা মসেহ করবে এবং তোমাদের পায়ের গিরা পর্যন্ত ধৌত করবে।[৬]

◎ আপনি কখনও সেখানে[৭] নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াবেন না।[৮]

১। সূরা জিন ৭২/১৬
২। ৯/৩৬; ১২/৪০; ৩০/৩০, ৪৩
৩। আল-ওয়াসীত ২/৭৬৭; হেনস ওয়ের ৭৯৯; আল-মিসবাহুল মুনীর ৫২০
৪। সূরা নিসা ৪/১৪২
৫। অর্থাৎ নামাযের জন্য প্রস্তুত হবে।
৬। সূরা মায়িদা ৫/৬
৭। অর্থাৎ মসজিদে দিরারে
৮। সূরা তাওবা ৯/১০৮

www.pathagar.com

◎ ইকামা শব্দ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ

◎ মুত্তাকী ও সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তারা ঈমান আনে আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি; তারা আল্লাহ-প্রেমে অর্থ ব্যয় করে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থী এবং দাসমুক্তির জন্য, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, তারা ধৈর্য ধারণ করে অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে এবং সংগ্রাম-বিভ্রাটে।[১]

◎ যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার তাদের রবের কাছে; তাদের নেই কোন ভয় এবং তারা দুঃখিতও হবে না।[২]

◎ মুমিনদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে আর আখিরাতে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে।[৩]

◎ মুহ্সিনদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং নিশ্চিতভাবে আখিরাতে বিশ্বাস করে।[৪]

◎ মুহাজিরদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ আমি যদি তাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করি, তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।[৫]

◎ আহ্লুল কিতাবকে বলা হয়েছে ঃ তারা যদি তাওরাত, ইনজীল ও তাদের রবের কাছ থেকে তাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠিত করত, তাহলে তারা তাদের উপর থেকে ও তাদের পায়ের তল থেকে খাদ্যলাভ করত।[৬]

(ছ) আল্লাহ বলেন ঃ তুমি একনিষ্ঠভাবে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও এবং কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।[৭]

৩। আল-কুরআনে "কিয়াম" থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ক্রিয়াপদের শব্দসমূহ আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই যেখানে নামাযে দাঁড়ানোর কথা বলা হয়েছে সেখানে যাকাতের উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু 'ইকামা' থেকে উৎপন্ন শব্দসমূহ পারিভাষিক অর্থ জ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত বিধায় ইকামতে সালাতের সাথে যাকাত দেয়া, সৎ কাজের আদেশ দেয়া, অসৎ কাজ থেকে নিবৃত্ত করা, আখিরাতে বিশ্বাস করা ইত্যাদি যুক্ত হয়েছে। ইকামতে সালাতের অর্থ শুধু নামায আদায় করা নয়, বরং নামায প্রতিষ্ঠা করা। নামায প্রতিষ্ঠা করার অর্থ পরিবেশ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে নামায আদায় করা। সূরা হাজ্জ-এর ৪১ আয়াতে এদিকে ইংগিত করা হয়েছে।

৪। ফিক্হর পরিভাষায় "ইকামাতুস্ সালাত" বলতে নামাযের পূর্বে যে ঘোষণা দেয়া হয় তা বোঝায়।[৮]

১। সূরা বাকারা ১/১৭৭
২। সূরা বাকারা ২/২৭৭
৩। সূরা নামল ২৭/৩
৪। সূরা লুকমান ৩১/৪
৫। সূরা হাজ্জ ২২/৪০– ৪১
৬। সূরা মায়িদা ৫/৬৬
৭। সূরা ইউনুস ১০/১০৫
৮। দেখুন আল-ওয়াসীত ২/৭৬৭

www.pathagar.com

১৪. ইতা'আত – إِطَاعَة ও তা'আত – طَاعَة

১। অভিধানে এর অর্থ আনুগত্য করা, মান্য করা, বাধ্যতা পালন করা ইত্যাদি।[১]

২। আল-কুরআনে তা'আত (طَاعَة) শব্দটি ৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[২] ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ইতা'আত (إِطَاعَة) শব্দটি ৭৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে তো আল্লাহর আনুগত্য করে।[৩]

◎ শয়তান তার বন্ধুদের প্ররোচনা দেয় তোমাদের সাথে বিবাদ করতে, যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর তবে অবশ্যই হয়ে পড়বে মুশরিক।[৪]

◎ যখন মুমিনদের মধ্যে ফায়সালা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদের আহ্বান করা হয় তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম। আর তারাই তো সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তার বিরাগভাজন হওয়া থেকে সতর্ক থাকে তারাই কামিয়াব।[৫]

◎ ওহে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আনুগত্য কর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের দল বিশেষের তবে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফিরে পরিণত করবে।[৬]

◎ হে যারা ঈমান এনেছে! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী; তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা পেশ কর আল্লাহ ও রাসূলের কাছে, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক আল্লাহ ও আখিরাতে।[৭]

৪। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহর অবাধ্যতা হয় এমন কোন ব্যাপারে মানুষের আনুগত্য করা যাবে না।

৫। ইতা'আত বা আনুগত্য হয়ে থাকে নির্দেশের। আর নির্দেশ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকারই হয়।

১। আল-ওয়াসীত ২/৫৭০; আসাসুল বালাগা ২৮৬; মিসবাহুল মুনীর ৩৮০
২। ৪/৮১; ২৪/৫৩; ৪৭/২১
৩। সূরা নিসা ৪/৮০
৪। সূরা আন'আম ৬/১২১
৫। সূরা নূর ২৪/৫১-৫২
৬। সূরা আল-ইমরান ৩/১০০
৭। সূরা নিসা ৪/৫৯

www.pathagar.com

১৫. ইস্‌তিতা'আত — اِسْتِطَاعَة

১। অভিধানে ইস্‌তিতা'আত অর্থ শক্তি-সামর্থ্য রাখা, ক্ষমতার অধিকারী হওয়া, কোন কিছু সম্পাদন করতে পারা ইত্যাদি।[১]

২। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ হে জিন ও মানুষ সম্প্রদায়। যদি তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করতে পার অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা অতিক্রম করতে পারবে না শক্তি-সামর্থ্য ব্যতিরেকে।[২]

◎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে।[৩]

◎ তোমরা কাফিরদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, তা দিয়ে সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং এ ছাড়া অন্যদের যাদের তোমরা জান না, আল্লাহ জানেন।[৪]

◎ তোমাদের মধ্যে কেউ স্বাধীনা ঈমানদার নারীকে বিবাহ করার ক্ষমতার অধিকারী না হলে সে যেন তোমাদের অধিকারভুক্ত কোন ঈমানদার নারীকে বিবাহ করে।[৫]

◎ কিন্তু যে একাদিক্রমে দু'মাস রোযা রাখতে পারবে না, সে যেন ষাটজন অভাবগ্রস্তকে খাওয়ায়।[৬]

৩। আল-কুরআনে "ইস্‌তিতা'আত" শব্দটি ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৪২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৬. তাওয়াক্‌কুল — تَوَكُّل ও মুতাওয়াক্‌কিল — مُتَوَكِّل

১। অভিধানে وَكْـل শব্দের অর্থ সমর্পণ করা, ন্যস্ত করা, দায়িত্ব প্রদান করা। تَوَكُّل অর্থ কোন ব্যক্তিকে কোন কাজের যিম্মাদারী প্রদান করা, প্রতিনিধি বানান।[৭]

২। পরিভাষায় تَوَكُّل অর্থ মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহর কাছে যা আছে তাতে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে তাঁর উপর ভরসা করা।[৮]

১। আসাসুল বালাগা ২৮৬; আল-মিসবাহুল মুনীর ৩৮০; আল ওয়াসীত ২/৫৭০
২। সূরা রাহমান ৫৫/৩৩
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/৯৭
৪। সূরা আনফাল ৮/৬০
৫। সূরা নিসা ৪/২৫
৬। সূরা মুজাদালা ৫৮/৪
৭। আল-ওয়াসীত ২/১০৫৪; আসসুল বালাগা ৫০৮
৮। প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

৩। তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেন ঃ তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয় বরং মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আপনি বলুন ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই; আমি তাঁরই উপর ভরসা করি আর তিনি তো মহা আরশের অধিপতি।[১] আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর ভরসা করবেন।[২] যারা আপনার বিরুদ্ধে শলা-পরামর্শ করে আপনি তাদের উপেক্ষা করুন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করুন।[৩] আপনি ভরসা করবেন তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই।[৪] আপনি নির্ভর করুন আল্লাহর উপর, আপনি তো স্পষ্ট সত্যে প্রতিষ্ঠিত।[৫] আপনি কাফির ও মুনাফিকদের কথা অনুযায়ী চলবেন না। তাদের নির্যাতন উপক্ষো করবেন এবং আল্লাহর উপর ভরসা করবেন।[৬] আপনি বলুন ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তারই উপর ভরসা করে ভরসাকারীরা।[৭]

৪। আল-কুরআনে তাওয়াক্কুল ৯ বার, বহুবচনে মুতাওয়াক্কিল ৪ বার, বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ৩৩ বার এবং ওয়াকীল ২৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৫। আল-কুরআনে আল্লাহতে বিশ্বাসী মুমিনকে বলা হয়েছে ঃ

- তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর।[৮]
- যদি তোমরা মুসলিম হও এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে থাক তবে তাঁরই উপর নির্ভর কর।[৯]

১৭. তাক্ওয়া — تَقْوٰى ও মুত্তাকী — مُتَّقِى

১। তাক্ওয়া শব্দটি وَقٰى ধাতু থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ রক্ষা করা, বাঁচান, ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা, সতর্ক ও সজাগ থাকা ইত্যাদি।[১০]

২। তাক্ওয়া মূলে وَقْيًا ছিল। واو কে اِسْم ও صِفَت এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য ت দিয়ে বদল করা হয়েছে। এর অর্থ ভয়, ভীতি।[১১]

১। সূরা তাওবা ৯/১২৯
২। সূরা আল-ইমরান ৩/১৫৯
৩। সূরা নিসা ৪/৮১
৪। সূরা-ফুরকান ২৫/৫৮
৫। সূরা নামল ২৭/৭৯
৬। সূরা আহযাব ৩৩ /৪৮
৭। সূরা যুমার ৩৯/৩৮
৮। সূরা মায়িদা ৫/২৩
৯। সূরা ইউনুস ১০/৮৪
১০। আল-ওয়াসীত, ২/১০৫২; আল-মিসবাহুল মুনীর ৬৬৯; আসাসুল বালাগা ৫০৭
১১। আল-ওয়াসীত; প্রাগুক্ত

www.pathagar.com

৩। পরিভাষায় তাক্ওয়া অর্থ আল্লাহকে ভয় করা, তাঁর আদেশ মেনে চলা এবং তাঁর নিষেধ থেকে দূরে থাকা। ভিন্ন মতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালবাসা হারানোর ভয়ে সদা তাঁর অভিমুখী থাকা এবং এমন কোন কাজ না করা যা তাঁর পছন্দ নয়।[১]

৪। তাক্ওয়া সম্পর্কে অনেক মনীষী অনেক মত ব্যক্ত করেছেন। যেমন– নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা হয় এমন কাজ পরিহার করা; বান্দার আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে দূরে থাকা; শরীয়াতের বিধান পুরোপুরি পালন করা; বান্দাকে যে জিনিস আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তা থেকে দূরে থাকা; প্রবৃত্তির কামনা পরিত্যাগ করা; বান্দা যেন তার মধ্যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু না দেখে; সে যেন নিজেকে অপরের চাইতে উত্তম মনে না করে; কথায় ও কাজে রাসূলুল্লাহকে অনুসরণ করা ইত্যাদি।[২]

৫। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ পার্থিব ভোগ-সামগ্রী সামান্য এবং যে তাক্ওয়া করল তার জন্য আখিরাত উত্তম।[৩] মুত্তাকীর পরিচয় কুরআনে বিভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে এবং তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য, তার পরিণাম ও পরিণতি, তার পরিচিতি ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।[৪]

৬। আল-কুরআনে তাক্ওয়া ১৭ বার, বহুবচনে মুত্তাকী ৫০ বার, বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ১৯৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮. ইবাদত – عِبَادَة

১। আনুগত্য, দাসত্ব, বাধ্যতা ইত্যাদি ইবাদতের আভিধানিক অর্থ। অনুগত ও বশ্য বানান, কার্যোপযোগীকরণ অর্থেও ইবাদত ব্যবহৃত হয়। যেমন– عُبِّدَ الطَّرِيْقُ –রাস্তাটিকে যাতায়াতের উপযোগী করা হয়েছে; عَبَّدْتَ بَنِى إِسْرَائِيْلَ আপনি বনু ইসরাঈলকে বশ করে দিয়েছেন।[৫]

২। শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভক্তি সহকারে আল্লাহর প্রতি বিনীত, অনুগত ও বাধ্য হওয়াকে ইসলামে ইবাদত বলে।[৬] মানুষ স্বীয় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আল্লাহর তাযীমের উদ্দেশ্যে যে কাজ করে তা ইবাদত এবং আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা, তাঁর নির্ধারিত সীমা সংরক্ষণ করা, যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং যা নেই তাতে ধৈর্য ধারণ করা হল 'উবুদিয়াত।[৭]

১। প্রাগুক্ত; ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআন পরিচিতি ১১৮-১২০
২। জুরজানী, তা'রীফাত, ৫৭-৫৮
৩। সূরা নিসা ৪/৭৭
৪। দেখুন কুরআন পরিচিতি ১১৮ - ১২০
৫। সূরা শু'আরা ২৬/২২; আল-ওয়াসীত ৫৭৯; আসাসুল বালাগা ২৯১
৬। আল-ওয়াসীত পৃঃ ৫৭৯
৭। আল-জুরজানী' তা'রীফাত পৃঃ ১২৭

www.pathagar.com

৩। আল 'আবাদিলা– 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস, 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর, 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ ও 'আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) কে বলা হয়।[১]

৪। আল্লাহ যা করতে আদেশ করেছেন তা করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা ইবাদত।[২] আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ আপনার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে।[৩] আমি তো সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে শুধু আমারই ইবাদত করার জন্য।[৪] তোমার মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।[৫] হে বুন আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদত করবে না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু; আর আমার ইবাদত কর? এটাই সরল-সঠিক পথ।[৬]

৫। আল-কুরআনে ৯ বার ইবাদত (عِبَادَة), ২৮ বার আবদ (عَبْد), ৫ বার আবীদ (عَبِيْد) ১ বার আবদায়ন (عَبْدَيْن), ৯৭ বার ইবাদ (عِبَاد), ১ বার আবিদ (عَابِد), ১ বার আবিদাত (عَابِدَات), ৫ বার আবিদূন (عَابِدُوْن), ৫ বার আবিদীন (عَابِدِيْنَ) এবং ক্রিয়াপদে ১২৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৬। সালাত ও সাওম, হাজ্জ ও যাকাত ইত্যাদিতেই ইবাদত সীমাবদ্ধ নয়। জীবনের যাবতীয় দিক ইবাদতের আওতাভুক্ত। মসজিদে যেমন ইবাদত করা হয়, ঈদগাহে যেমন ইবাদত করা হয়, আরাফাতের ময়দানে যেমন ইবাদত করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইবাদত করা হবে অফিসে, আদালতে, সংসদে, বিদ্যালয়ে, খামারে, কারখানায়, যুদ্ধক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে, যখন তা হবে আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী।

৭। মানুষের কাছে হাত পাতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে উপার্জন করে, রাসূল (সা) তার কাজকে 'জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ' বলেছেন। একবার রাসূল (সা) তার কয়েকজন সাহাবীসহ কেথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে নেহায়েত পরিশ্রম করে কাজ করতে দেখলেন। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এর কাজও কি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহরূপে গণ্য হবে? তিনি বললেনঃ যদি সে তার সন্তান-সন্ততির জন্য এ কাজ করে, তবে তা ফী সাবীলিল্লাহ; যদি সে তার বৃদ্ধ মাতা-পিতার জন্য করে, তবে তা ফী সাবীলিল্লাহ, যদি সে নিজেকে পবিত্র ও অভাবমুক্ত রাখার জন্য করে, তবে তা ফী সাবীলিল্লাহরূপে গণ্য হবে।[৭]

১। আল-ওয়াসীত পৃঃ ৫৮০
২। মিনহাজ পৃঃ ১২৪
৩। সূরা ইসরা ১৭/২৩
৪। সূরা যারিয়াত ৫১/৫৬
৫। সূরা হিজর ১৫/৯৯
৬। সূরা ইয়াসীন ৩৬//৬০-৬১
৭। দেখুন মিনহাজুস সালিহীন পৃঃ ১২৫

www.pathagar.com

৮। কুরআনে ও হাদীছের পরিভাষায় ইবাদত ব্যাপক অর্থ ধারণ করে। কোন বিশেষ কাজও কোন নির্দিষ্ট সময়ের আনুগত্য ও বশ্যতা নয় বরং জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন যাপন করাই ইবাদত। তাই একজন মুমিনকে ঘোষণা করতে বলা হয়েছে ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী ও হজ্জ, আমার জীবন ও আমার মরণ রাব্বুল আলামীন আল্লাহরই জন্য।[১]

৯। সমস্ত নবী-রাসূলকে আল্লাহ তায়ালা একটি দায়িত্ব প্রদান করেছেন, তা হল ঃ আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগূত তথা শয়তানের আনুগত্য বর্জন করার নির্দেশ দেয়া।[২]

১০। ইবাদতের রয়েছে একটি ইতিবাচক দিক এবং একটি নেতিবাচক দিক। উভয় দিকের সমন্বয় ইবাদত। একজন প্রকৃত মুমিনকে তাই এ উভয় দিকই স্মরণে রেখে জীবন যাপন করতে হয়।

১৯. শাহাদাত — شَهَادَة

১। অভিধানে শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য প্রদান, সংবাদ দান, শপথ করা, স্বীকার করা, উপস্থিত হওয়া, প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি।[৩]

২। শাহিদ (شَاهِد) সাক্ষী প্রমাণ। সালাতুশ্ শাহিদ (صَلَاةُ الشَّاهِدِ) সালাতুন মাগরিব ও সালাতুন ফজর।[৪]

৩। শাহীদ (شَهِيْد) – যে আল্লাহর পথে প্রাণ দিয়েছেন। সাক্ষী অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৫]

৪। তাশাহ্হুদ (تَشَهُّد) কালিমা শাহদাত– আশ্হাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আল্লাহ ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তাশাহুদ ফীস্ সালাত– আততাহিয়্যাতু।[৬]

৫। আল-মুশাহাদা (اَلْمُشَاهَدَة) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন বিষয়ের উপলব্ধি। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ও উপলব্ধি।

৬। শুহূদ (اَلشُّهُوْد) – সত্য উপলব্ধি, প্রকৃত সত্যের সন্ধান প্রত্যক্ষকরণ।[৭]

৭। শরীয়তের পরিভাষায় শাহাদাত যখন সাক্ষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তা তিন ধরনের হয় ঃ বিচারকের কাছে কোন পক্ষের জন্য কোন পক্ষের বিরুদ্ধে বলা, নিজের

১। সূরা আন'আম ৬/১৬২
২। সূরা নাহল ১৬/৩৬
৩। আল-ওয়াসীত ১/৪৯৭
৪। প্রাগুক্ত
৫। প্রাগুক্ত; সূরা বাকারা ২/২৮২
৬। ঐ "
৭। জুরজানী; তারীফাত ১১৪

www.pathagar.com

জন্য অপরের বিরুদ্ধে বলা অথবা এর বিপরীত। প্রথম প্রকার সাক্ষ্য, দ্বিতীয় প্রকার দাবী এবং তৃতীয় প্রকার স্বীকৃতি।[১]

৮। আল-কুরআনে শাহাদাত শব্দটি একবচনে ২৩ বার, বহুবচনে ৩ বার; শাহেদ শব্দটি একবচনে ৭ বার, বহুবচনে ৯ বার; শুহূদ ৩ বার; আশহাদ ৩ বার; শহীদ একবচনে ৩৫ বার, দ্বিবচনে ১ বার, বহুবচনে ২০ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৫৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৯। আল-কুরআনে আল্লাহর পথে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহর পথে প্রাণ দিল তোমরা তাদের কখনও মৃত মনে করো না, বরং তাঁরা তো জীবিত। তারা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে রিয্ক পেয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তাতে তাঁরা আনন্দিত এবং তাঁরা আনন্দ প্রকাশ করে তাদের জন্য যারা পিছনে এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, কারণ তাদের কোন ভয় নেই আর তাঁরা দুঃখিতও হবে না। তাঁরা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে, কেননা আল্লাহ মুমিনদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না।[২]

১০। হাদীছে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ অবশ্যই আমি পছন্দ করি যে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।[৩]

২০. হিজরত – هِجْرَة, মুহাজির – مُهَاجِر ও আনসার – أَنْصَار

১। হিজরতের আভিধানিক অর্থ ত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া, একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলে যাওয়া, জীবিকার অন্বেষণে দেশান্তরে বসতি স্থাপন করা ইত্যাদি।[৪]

২। নিজের জন্মভূমি পরিত্যাগ করে দ্বীন ও ঈমান রক্ষার নিমিত্ত দারুল ইসলামে স্থানান্তরিত হওয়াকে শরিয়াতে হিজরত বলে।[৫] রাসূল (সা) বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই, তবে তোমরা হিজরত করো কিন্তু মুহাজির হওয়ার চেষ্টা করো না।[৬]

৩। মুহাজির – যে ব্যক্তি রাসূল (সা)-এর সংগে কিংবা তাঁর দিকে স্বদেশ ছেড়ে চলে এসেছে। যারা তাঁর আদেশে জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়েছে তারাও এর মধ্যে শামিল।[৭]

১। জুরজানী, তা'রীফাত, ১১৪।
২। সূরা আল-ইমরান ৩/১৬৯– ১৭১
৩। বুখারী, মুসলিম, মিনহাজ ৭০৩
৪। আল-ওয়াসীত ২/৯৭৩; আল-মিসবাহুল মুনীর ৬৩৪; আসাসুল বালাগা ৪৭৯
৫। আল-জুরজানী ২২৯
৬। لا هجرة بعد الفتح، هاجروا ولا تهجروا যামাখশারী; আসাসুল বালাগা ৪৭৯
৭। দেখুন আল-ওয়াসীত ২/৯৭৩

www.pathagar.com

৪। আল- কুরআনে মুহাজিরদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ

◎ মুহাজির তারা যারা বিতাড়িত হয়েছে নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি থেকে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য কামনা করে। তারাই প্রকৃত সত্যাশ্রয়ী।[১]

◎ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট। তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার পাদদেশে প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহ। যেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এতো মহাসাফল্য।[২]

◎ যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহর পথে তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ আশা করে। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

◎ যারা হিজরত করেছে, নিজ নিজ ঘরবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে, যুদ্ধ করেছে এবং প্রাণ দিয়েছে, আমি তাদের মন্দকর্মগুলো অবশ্যই দূরীভূত করব এবং অবশ্যই তাদের জান্নাতে দাখিল করব, যার পাদদেশে প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহ। এ হল আল্লাহর তরফ থেকে পুরস্কার আর উত্তম পুরস্কার তো আল্লাহরই কাছে।[৩]

◎ যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই তাদের এ দুনিয়ায় উত্তম আবাস দেব আর আখিরাতের পুরস্কার তো শ্রেষ্ঠ। যদি তারা জানত! মুহাজিররা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা রাখে।[৪]

◎ যারা পরে ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং তোমাদের সাথে থেকে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর আত্মীয়রা আল্লাহর বিধানে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার।[৫]

◎ যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং নিজ নিজ জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা আল্লাহর কাছে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, আর তারাই সফলকাম। তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী সুখ-শান্তি। সেখানে তারা স্থায়িভাবে থাকবে। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা পুরস্কার।[৬]

৫। আল-কুরআনে আনসার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

(ক) মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনা নগরীতে বসবাস করে আসছে এবং

১। সূরা হাশর ৫৯/৮
২। সূরা বাকারা ২/২১৮
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯৫
৪। সূরা নাহল ১৬/৪১-৪২
৫। সূরা আনফাল ৮/৭৫
৬। সূরা তাওবা ৯/২০

www.pathagar.com

ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তারা মুহাজিরদের নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যারা কার্পন্য থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।[১]

◎ যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে আল্লাহর কাছে তারা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ; আর তারাই সফলকাম।[২]

৬। আল-কুরআনে মুহাজির শব্দ একবচনে ২ বার, বহুবচনে (পুঃ) ৫ বার, (স্ত্রী) ১ বার, হিজরত শব্দটি ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে। আনসার শব্দটি ১১ বার এসেছে, তবে পারিভাষিক অর্থে মাত্র ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

২১. জিহাদ — جِهَاد ও মুজাহিদ — مُجَاهِد
ইজতিহাদ — اِجْتِهَاد ও মুজতাহিদ — مُجْتَهِد

১। চেষ্টা করা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত সাধ্যমত সাধনা করা, চূড়ান্ত শ্রম-সাধনা করা, কোন বিষয়ে নিজেকে প্রাণপণে নিবেদিত করা ইত্যাদি জিহাদের আভিধানিক অর্থ।[৩] দুধে পানি মিশান, মাখন নিঃসৃতকরণ, যৌনতৃপ্তি আস্বাদন ইত্যাদি মাজাযী অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৪]

২। শরীয়তের পরিভাষায়- কাফিরদের মধ্যে যাদের সংগে চুক্তি বা অঙ্গীকার নেই তাদের সাথে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করাকে জিহাদ বলে।[৫] আল-জুরজানীর মতে, "ইসলামের দিকে আহ্বান করা" জিহাদ।[৬] তাঁর মতে, "মুজাহাদা"-এর আভিধানিক অর্থ যুদ্ধ এবং শরীয়তের পরিভাষায় এর অর্থ অসৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করার নিমিত্ত ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে যুদ্ধ করা।[৭]

৩। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ নিশ্চয় যারা ঈমান আনে এবং যারা হিজরত করে ও জিহাদ করে আল্লাহর পথে, তারাই প্রত্যাশা করে আল্লাহর রহমত।[৮]

◎ যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, আল্লাহর কাছে তাঁরা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ; আর তাঁরাই সফলকাম।[৯]

১। সূরা হাশর ৫৯/৯
২। সূরা তাওবা ৯/১০০
৩। আল-ওয়াসীত ১/১৪২; আসাসুল বালাগা ৬৭; আল-মিসবাহুল মুনীর ১১২
৪। ঐ
৫। আল-ওয়াসীত ১/১৪২
৬। তা'রীফাত ৭১
৭। তা'রীফাত ১৮০
৮। বাকারা ২/১৮
৯। তাওবা ৯/২০

www.pathagar.com

◎ হে নবী ! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন আর তাদের প্রতি কঠোর হোন. তাদের ঠিকানা জাহান্নাম, কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।[১]

◎ তোমরা অভিযানে বেরিয়ে পড় হালকা রণসম্ভার নিয়ে অথবা ভারী রণসম্ভার নিয়ে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ কর নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে।[২]

◎ আপনি বলুন ঃ যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা তোমরা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাস, তাহলে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।[৩]

◎ হে মুমিনগণ! তোমরা গ্রহণ করবে না আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করছে, রাসূলকে ও তোমাদের বহিষ্কৃত করছে, এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাক তবে কেন তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করে সে তো হারায় সরল পথ।[৪]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদে বের হও তখন লক্ষ্য পরিষ্কার করে নিও এবং কেউ তোমাদের সালাম করলে দুনিয়ার জীবনের সম্পদের আকাঙ্ক্ষায় তাকে বলো না 'তুমি মুমিন নও'। আল্লাহর কাছে রয়েছে প্রচুর গনীমত। এর পূর্বে তো তোমরা এরূপই ছিলে, পরে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য পরিষ্কার করে করে নিও। তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। মুমিনদের মধ্যে যারা অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে তারা সমান নয়। যারা স্বীয় ধন-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করে, আল্লাহ সে সব মুজাহিদকে মর্যাদা দিয়েছেন তাদের উপর যারা ঘরে বসে থাকে।[৫]

৪। ইসলামে ইজ্‌তিহাদ (اِجْتِهَاد) একটি স্বীকৃত পরিভাষা। তবে কুরআনে এটি নেই। অভিধানে ইজ্‌তিহাদ অর্থ শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা। পরিভাষায় এর অর্থ–দলীল প্রমাণ বের করার জন্য শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা।[৬] মুজতাহিদ তিনি যিনি কুরআনের পূর্ণ

১। তাওবা ৯/৭৩

২। তাওবা ৯/৪১

৩। তাওবা ৯/২৪

৪। মুমতাহানা ৬০/১; এখানে মক্কা অভিযানকে জিহাদ বলা হয়েছে। সাহাবী হাতিব ইবন আবী বালতাআর (রা) এক আচরণের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। দেখুন এ আয়াতের ব্যাখ্যা সীরাত ও তাফসীর গ্রন্থে।

৫। নিসা ৪/৯৪–৯৫; সংগত কারণ ব্যতিরেকে জিহাদ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়।

৬। জুরজানী: তা'রীফাত ৫

www.pathagar.com

জ্ঞান রাখেন, হাদীছের মতন, সনদ ও মা'আনী সম্পর্কে সম্যক অবহিত, সমকালীন সমস্যার ব্যাপারে সজাগ ও পরিজ্ঞাত, সঠিক কিয়াসের যোগ্য এবং আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান।[১]

৫। আল-কুরআনে জিজাদ (جِهَاد) ৪ বার ; মুজাহিদূন ১ বার ; মুজাহিদীন ৩ বার; বিভিন্ন ক্রিয়াপদে ৩২ বার ব্যবহৃত হয়েছে। "কিতাল ফী সাবীলিল্লাহ" (قِتَال فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ) আল-কুরাআনে জিহাদের সমার্থক।

৬। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◉ রাসূল (সা) যখন কোন বাহিনী প্রেরণ করতেন তখন বলতেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ -

আল্লাহর নামে, আল্লাহর উদ্দেশ্য, আল্লাহর পথে এবং রাসূলুল্লাহর মিল্লাতের উপরে প্রেরণ করছি। তোমরা তোমাদের সেনাপতির অনুমতি ছাড়া গনীমত আত্মসাৎ করবে না, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। বিকলাঙ্গ করবে না, শিশু, মহিলা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে হত্যা করবে না।[২]

◉ রাসূল (সা) শত্রুর দেশে বিষ প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছেন।[৩]

◉ জাতিগত স্বার্থ কিংবা ক্রোধ চরিতার্থ করার জন্য যে জনতার পতাকাতলে যুদ্ধ করে এবং নিহত হয়, সে জাহিলিয়্যাতের মৃত্যুবরণ করে।[৪]

◉ আল্লাহ শহীদের যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন তবে ঋণ নয়।[৫]

(ঙ) রাসূল (সা) বলেন ঃ আমি কখনও মুশরিকদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সহায়তা কামনা করি না।[৬]

◉ আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ শহীদ পাঁচ ধরনের ঃ মহামারীতে মৃতব্যক্তি, পেটের পীড়ায় মৃতব্যক্তি, পানিতে ডুবে মৃতব্যক্তি, পতন বা ধসে মৃতব্যক্তি এবং আল্লাহর পথে প্রাণ দানকারী ব্যক্তি।[৭]

◉ সাহল ইন হুনায়েফ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রকৃতভাবে আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করবে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দেবেন, যদিও সে স্বাভাবিকভাবে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করে।[৮]

◉ শহীদের প্রথম রক্তবিন্দুর বিনিময় ছয়টি জিনিস প্রদান করা হয় ঃ তার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করা হয়, জান্নাতে তার স্থান দেখিয়ে দেয়া হয়, আয়তলোচনা হুরের সংগী করা হয়,

১। প্রাগুক্ত ১৮০
২। আবূ দাউদ, তিবরানী , মিনহাজ ৭০৮
৩। তাহাবী, মিনহাজ ৭০৯
৪। নাসাঈ, মিনহাজ ৭০৯
৫। মুসলিম, মিনহাজ ৭০৯-৭১০
৬। আহমদ, মিনহাজ ৭০৯
৭। বুখারী, মুসলিম, মিনহাজ৭১০-৭১১
৮। মুসলিম, মিনহাজ ৭১২

www.pathagar.com

কিয়ামতের সংকট ও কবরের আযাব থেকে নিরাপদ রাখা হয় এবং ঈমানের পোশাক পরিধান করান হয়।[১]

◎ মক্কা বিজয়ের পর হিজরত নেই, তবে জিহাদ ও নিয়ত রয়েছে। যখনই জিহাদের জন্য ঘোষণা প্রচারিত হবে বেরিয়ে পড়বে।[২]

◎ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল কিন্তু জিহাদ করেনি এবং নিজের অন্তরে জিহাদ সম্পর্কে আশাও পোষণ করেনি, সে নিফাকের চরিত্র নিয়ে মরল।[৩]

◎ যে জাতি জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে আল্লাহ তাদের জন্য আযাব ছেড়ে দিয়েছেন।[৪]

◎ আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। যে ব্যক্তি উটের দু'বার দুধ দোহনের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ কাল আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। তোমাদের কারো জিহাদের ময়দানে মুজাহিদদের কাতারে অবস্থান তার ষাট বছরের নামাযের চেয়ে শ্রেয়।[৫]

◎ আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ উত্তম জিহাদ হল স্বৈরাচারী শাসকের সামনে ন্যায় বিচারের কথা বলা।[৬]

◎ রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ উত্তম কাজ কোনটি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ উত্তম কাজ সময়মত নামায আদায় করা, তারপর মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং তারপর আল্লাহর পথে জিহাদ করা।[৭]

◎ রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের পর্যটন হল আল্লাহর পথে জিহাদ।[৮]

৭। আল-কুরআনে জিহাদের বৈধতা, নিয়ম-পদ্ধতি, প্রস্তুতি, প্রতিরক্ষা, মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এখানে কয়েকটি আয়াত নম্বর, সূরা নম্বরসহ উল্লেখ করা হল ঃ বাকারা ২/১৫৪, ১৯০, ১৯৩, ২১৬; আল-ইমরান ৩/১৬৯; নিসা ৪/৭১, ৭৪-৭৬, ৯০, ৯৬; আনফাল ৮/১৫-১৬, ৪১, ৬০-৬২, ৬৫; তাওবা ৯/২৪, ৩৮-৩৯, ৪১, ১১১-১১২; নাহল ১৬/৯১-৯২; হাজ্জ ২২/৩৯-৪১; আল-ফাত্হ ৪৮/১৭; আল-হাদীদ ৫৭/১০; আল-মুমতাহিনা ৬০/৮-৯; আসসাফ ৬১/৪, ১০-১৩। এসব আয়াতে জিহাদ সম্পর্কিত কথা বিবৃত রয়েছে। তবে জিহাদ শব্দ দিয়ে নয়, বরং কিতাল ফী সাবিলিল্লাহি ধরনের পদবাচ্যের মাধ্যমে জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

১। বুখারী, মিনহাজ ৭১৩
২। বুখারী, মিনহাজ ৭০৬
৩। মুসলিম, মিনহাজ ৭০৫
৪। তিবরানী; ঐ ৭০৫
৫। তিরমিযী, আহমদ, মিনহাজ ৭০৪
৬। তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিনহাজ ৭০২
৭। বুখারী, মুসলিম, মিনহাজ ৭০০

www.pathagar.com

২২. ইত্তেবা' – اِتِّبَاع তাবিঈ' – تَابِعِى

১। এর আভিধানিক অর্থ অনুবর্তী হওয়া, অনুগামী হওয়া, অনুসরণ করা, অনুরূপ হওয়া, সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি।[১]

২। যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছে এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছে তাকে পরিভাষায় তাবিঈ' বলা হয়।[২]

৩। ইত্তেবা' বা অনুসরণ করা ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত।

৪। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ আপনি বলুন ঃ তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাইলে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।[৩]

◎ তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার নির্দেশ মেনে চল।[৪]

◎ তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বাণীবাহক নিরক্ষর নবীর প্রতি। যিনি ঈমান আনেন আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে এবং তোমরা তার অনুসরণ কর যাতে তোমরা পথ পাও।[৫]

(৫) ইত্তেবা' বা অনুসরণ যখন রাসূল সম্পর্কে বলা হয় তখন ইহা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। রাসূলের চলন-বলন, আচার-আচরণ, স্বভাব-প্রকৃতি, কাজ-কর্ম এক কথায় তাঁর যাবতীয় জীবন যাপন পদ্ধতিকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিজ জীবনে তা অনুসরণ করা হয়। আনুগত্য বা ইতা'আত শুধু নির্দেশ মানার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই ইতা'আত আল্লাহ ও রাসূলের এবং ক্ষমতার অধিকারীদেরও হয়। কিন্তু ইত্তেবা' বা অনুসরণ শুধু রাসূলের জন্য সীমিত। কোন কোন ক্ষেত্রে অহীর ইত্তেবা' করার কথাও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।[৬]

৬। আল-কুরআনে ইত্তেবা' ২ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৬০ বার ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ইত্তেবা' একবারও আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়নি। কারণ ইত্তেবা' করার জন্য নমুনা ও আদর্শ প্রয়োজন। আল্লাহ তো এর উর্ধ্বে। তাই রাসূলের ইত্তেবা' করলে আল্লাহর ইতা'আত করা হয়।

১। আল-ওয়াসীত ১/৮১
২। প্রাগুক্ত
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/৩১
৪। সূরা তাহা ২০/৯০
৫। সূরা আ'রাফ ৭/১৫৮
৬। দেখুন ৬/৫০; ৭/২০৩; ১০/১৫; ৪৬/৯

www.pathagar.com

২৩. ইস্‌তিগফার — اِسْتِغْفَار

১। অভিধানে এর মূল অর্থ গোপন করা, আচ্ছাদিত করা, মোচন করা ইত্যাদি। তাই ইস্‌তিগফার অর্থ গোপন করতে বা মোচন করতে চাওয়া।[১]

২। পরিভাষায় ইস্‌তিগফার অর্থ– আল্লাহর কাছে কৃত অপরাদের জন্য অনুশোচিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তা পুনরাবৃত্তি না করা।

৩। আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◉ আমি রাসূল পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর আনুগত্য করা হবে। যখন তারা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন যদি তারা আপনার কাছে আসত ও আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইত তাহলে তারা আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পেত।[২]

◉ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর দিকে ফিরে এসো; আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, পরম প্রেমময়।[৩]

◉ কেউ কোন মন্দ কাজ করার পর অথবা নিজের প্রতি যুলুম করার পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে সে আল্লাহকে পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু পাবে।[৪]

◉ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে ফেলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর তারা যা করেছিল জেনে-শুনে তার পুনরাবৃত্তি করে না। আল্লাহ ছাড়া কে আছে যে পাপ ক্ষমা করবে?[৫]

◉ নবী এবং মুমিনদের জন্য সংগত নয় যে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য এমন কি তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন একথা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে তারা তো জাহান্নামের অধিবাসী।[৬]

◉ আল্লাহ এমন নন যে, মানুষ তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদের শাস্তি দেবেন।[৭]

৩। আল-কুরআনে ৪০ বার ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ইস্‌তিগ্‌ফার ব্যবহৃত হয়েছে। ইস্‌তিগ্‌ফার ১ বার, বহুবচনে মুস্‌তাগ্‌ফির ১ বার এবং মাগ্‌ফিরাত ২৮ বার এসেছে।

১। আল-ওয়াসীত ২/৬৫৬; আল-মিসবাহুল মুনীর ৪৪৯; আসাসুল বালাগা ৩২৬
২। সূরা নিসা ৪/৬৪
৩। সূরা হুদ ১১/৯০
৪। সূরা নিসা ৪/১১০
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/১৩৫
৬। সূরা তাওবা ৯/১১৩
৭। সূরা আনফাল ৮/৩৩

www.pathagar.com

২৪. মাগফিরাত – مَغْفِرَة

১। ক্ষমা, লুকান, অবকাশ ইত্যাদি। ইস্‌তিগফার (اِسْتِغْفَار) ক্ষমা প্রার্থনা করা।[১]

২। আল-কুরআনে মাগফিরাত (مَغْفِرَة) ২৮ বার, ইস্‌তিগফার (اِسْتِغْفَار) ১ বার; মুস্‌তাগফিরীন (مُسْتَغْفِرِيْنَ) ১ বার; গুফরান (غُفْرَان) ১ বার; গাফ্‌ফার (غَفَّار) ৫ বার; গাফূর (غَفُوْر) ৯১ বার; গাফির (غَافِر) ১ বার; গাফিরীন (غَافِرِيْن) ১ বার, ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১০৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

ইস্‌তিগফার (اِسْتِغْفَار) ঃ

◉ ইব্‌রাহীম তার পিতাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন; তারপর যখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন ইবরাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। নিশ্চয় ইব্‌রাহীম ছিলেন কোমল হৃদয় ও সহনশীল।[২]

◉ আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও মুমিনদের জন্য সংগত নয় যখন ইহা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, তারা জাহান্নামী।[৩]

◉ মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন অথবা না করেন উভয়ই সমান; আপনি সত্তর বার তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ কখনই তাদের ক্ষমা করবেন না। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আল্লাহ পাপাচারী লোকদের পথ দেখান না।[৪]

◉ মুত্তাকী তারা যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? তারা যা করে ফেলে জেনেশুনে তার পুনারাবৃত্তি করে না।[৫]

মাগফিরাত مَغْفِرَة ঃ

◉ তারা আগুনের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার (مَغْفِرَة) দিকে আহ্বান করেন।[৬]

১। আল-ওয়াসীত ২/৬৫৬
২। সূরা তাওবা ৯/১১৪
৩। সূরা তাওবা ৯/১১৩
৪। সূরা তাওবা ৯/৮০; ৬৩/৬
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/১৩৫; এ সম্পর্কে ইসতিগফার (২৫) দেখুন।
৬। সূরা বাকারা ২/২২১

www.pathagar.com

◎ ভাল কথা ও ক্ষমা (مَغْفِرَةٌ) সে দানের চাইতে শ্রেয় যে দানের পর ক্লেশ দেয়া হয়। আল্লাহ অভাবমুক্ত, পরম সহনশীল।[১]

◎ শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্র্যের এবং নির্দেশ দেয় কার্পন্যের। আর আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন তাঁর ক্ষমা (مَغْفِرَةً) ও অনুগ্রহের। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[২]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা কুফরী করে এবং তাদের ভাইয়েরা যখন দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন তাদের সম্পর্কে বলে ঃ তারা যদি আমাদের কাছে থাকত তবে তারা মরত না এবং নিহত হত না। ফলত আল্লাহ এটাই তাদের মনস্তাপে পরিণত করেন। আল্লাহ জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হলে অথবা মৃত্যুবরণ করলে, যা তারা জমা করে, আল্লাহর ক্ষমা (مَغْفِرَةٌ) ও দয়া অবশ্য তার চাইতে শ্রেয়।[৩]

◎ তোমরা প্রতিযোগিতা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা (مَغْفِرَةٍ) লাভের জন্য এবং সেই জান্নাতের জন্য যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের ন্যায়, যা প্রস্তুত রাখা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।[৪]

◎ মুত্তাকীদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঃ তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে পাণকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেথায় তাদের জন্য থাকবে নানা ধরনের ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা (مَغْفِرَةٌ)।[৫]

◎ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা (مَغْفِرَةٌ) ও মহা পুরস্কারের।[৬]

২৫. ইস্‌তি'আনা – اِسْتِعَانَة

১। অভিধানে এর অর্থ শক্তি, সামর্থ্য চাওয়া।[৭]

২। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

১। সূরা বাকারা ২/২৬৩
২। সূরা বাকারা ২/২৬৮
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/১৫৬-১৫৭
৪। সূরা আল-ইমরান ৩/১৩৩; ৫৭/২১
৫। সূলা মুহাম্মদ ৪৭/১৫
৬। সূরা ফাত্‌হ ৪৮ /২৯
৭। আল-ওয়াসীত ২/৬৩৮; আসাসুল বালাগা ৩১৭

www.pathagar.com

◎ তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।[১]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে আছেন।[২]

◎ আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।[৩]

৩। পরিভাষায় ইস্‌ত'আনা শুধু আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪। আল-কুরআনে ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৪ বার ইস্‌তি'আনা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আল-মুস্‌তা'আন ২ বার এসেছে (১২/১৮; ২১/১১২)।

২৬. ফাসাদ — فَسَاد

১। বিশৃংখলা, ত্রুটি, দোষ, বিনষ্ট হওয়া ইত্যাদি।[৪]

২। ফকীহদের পরিভাষায়– যা আসলে বৈধ কিন্তু প্রাসঙ্গিক কারণে অবৈধ।[৫]

৩। আল-কুরআনে "ফাসাদ" ১১ বার, ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৮ বার, মুফ্‌সিদ একবচনে ১ বার ও বহুবচনে ২০ বার এসেছে।

৪। আল-কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◎ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য ইলাহ থাকত তাহলে উভয়ই বিশৃংখল হয়ে পড়ত।[৬]

◎ আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অন্যদল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যেত।[৭]

◎ সে বললঃ রাজা-বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তা বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানের মর্যাদাবান লোকদের অপদস্ত করে।[৮]

(ঘ) মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে ফাসাদ (বিপর্যয়) ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদের কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি তাদের আস্বাদন করান যাতে তারা ফিরে আসে।[৯]

◎ আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়ায় তোমার অংশ ভুলো না; পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ

১। সূরা বাকারা ২/৪৫
২। সূরা বাকারা ২/১৫৩
৩। সূরা ফাতিহা ১/৪
৪। আল-ওয়াসীত ২/৬৮৮; আল মিসবাহুল মুনীর ৪৭২
৫। তা'রীফাত ১৪৫
৬। সূরা আম্বিয়া ২১/২২
৭। সূরা বাকারা ২/২৫১
৮। সূরা নামল ২৭/৩৪
৯। সূরা রূম ৩০/৪১

www.pathagar.com

করেছেন; পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।[১]

◎ মানুষের মাঝে এমন লোকও আছে, পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা আপনাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, প্রকৃত পক্ষে সে কিন্তু ঘোর বিরোধী। যখন সে চলে যায় তখন সে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে এবং শস্য ক্ষেত্র ধ্বংস করে ও জীব-জন্তুর বংশ নিপাত করার চেষ্টা করে।[২]

◎ মুনাফিকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ঃ তাদের বলা হয়, "পৃথিবীতে অশান্তি (ফাসাদ) সৃষ্টি করো না।" তখন তারা বলে, "আমরা তো শান্তি স্থাপনকারী।" সাবধান! ওরাই অশান্তি (ফাসাদ) সৃষ্টিকারী কিন্তু ওরা বোঝতে পারে না।[৩]

◎ যারা ঈমান আনে ও ভালকাজ করে আমি কি সমান গণ্য করব তাদের যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের সংগে?[৪]

◎ মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেবে, যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে না; এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি পাল্লায়। মানুষকে কম দেবে না তাদের প্রাপ্ত বস্তু আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াবে না।[৫]

◎ আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টিকারীরূপে বিচরণ করো না।[৬]

◎ বনী ইসরাঈলের ওপর বিধান দিয়েছিলাম যে, নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ফাসাদ করা ব্যতিরেকে কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল।[৭]

◎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ফাসাদ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি হল তাদের হত্যা করা অথবা তাদের ক্রুশবিদ্ধ করা অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা। অথবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা। দুনিয়ায় এ হল তাদের লাঞ্ছনা আর আখিরাতে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।[৮]

১। সূরা কাসাস ২৮/৭৭
২। সূরা বাকারা ২/২০৪-২০৫; এখানে মুনাফিকদের কথা বলা হয়েছে।
৩। সূরা বাকারা ২/১১-১২
৪। সূরা'সাদ ৩৮/২৮
৫। সূরা শু'আরা ২৬/১৮১-১৮৩
৬। সূরা আ'রাফ ৭/৭৪
৭। সূরা মায়িদা ৫/৩২
৮। সূরা মায়িদা ৫/৩৩

www.pathagar.com

২৭. আদল — عَدْل

১। ইনসাফ অনুরূপ, যথাযথ, বিনিময়, অনুদান, মানুষকে তার প্রাপ্য প্রদান করা এবং অন্যের প্রাপ্য তার থেকে আদায় করা ইত্যাদি।[১]

২। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

(ক) অনুরূপ ও সমতুল্য অর্থে ঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলো তৈরি করেছেন, এতদসত্ত্বেও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমতুল্য দাঁড় করায়।[২]

(খ) ক্ষতি পূরণ/ বিনিময় অর্থে ঃ

তোমরা ভয় কর সে দিনকে যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না এবং কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবে না আর কারো কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ / বিনিময় গৃহীত হবে না, তারা কোন প্রকার সাহায্য পাবে না।[৩]

(গ) ইনসাফ/ ন্যায়পরায়ণতা অর্থে ঃ

◎ নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ দেন ইনসাফ, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের এবং নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালংঘন।[৪]

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ দেন আমানত ফিরিয়ে দিতে তার হকদারকে এবং যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।[৫]

◎ উপমা দেন আল্লাহ দুই ব্যক্তির ঃ তাদের একজন মূক, কোন কিছু করার শক্তি নেই তার, সে তার অভিভাবকের ওপর বোঝাস্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠান হোক না কেন সে ভালকিছু করে আসতে পারে না। সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির যে নির্দেশ দেয় ইনসাফের এবং সে রয়েছে সরল-সঠিক পথে?[৬]

◎ আপনি বলুন ঃ আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে।[৭]

◎ স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ না করতে পারলে একাধিক বিবাহ বৈধ নয়।[৮]

◎ তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি ইনসাফ করতে কখনো পারবে না।[৯]

১। আল-ওয়াসীত ২/৫৮৮
২। সূরা আন'আম ৬/১
৩। সূরা বাকারা ২/৪৮.১২৩
৪। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৯০
৫। সূরা নিসা ৪/৫৮
৬। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৭৬
৭। সূরা শুরা ৪২/১৫
৮। সূরা নিসা ৪/৩
৯। সূরা নিসা ৪/১২৯

www.pathagar.com

◎ তোমরা ইনসাফ করতে কামনার অনুগামী হবে না। যদি তোমরা পেঁচাল কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রেখো, তোমরা যা কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।[১]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে অবিচল থাকবে, কোন কওমের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের কখনও ইনসাফ বর্জনে প্ররোচিত না করে, সুবিচার করবে, ইহা তাক্ওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে; তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।[২]

৩। কুরআনে "আদল" ১৪ বার এবং ক্রিয়াপদেও ১৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। "আদল" ও "কিস্ত" সমার্থজ্ঞাপক পদবাচ্য।[৩] কুরআনে "কিস্ত" ১৫ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১০ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

২৮. যুলম — ظُلْم

১। অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন, সীমালংঘন, কোন বস্তু যথাস্থানে স্থাপন না করা ইত্যাদি।[৪]

২। বিধিবিধান লংঘন করে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা, হক ও বাতিলের ব্যাপারে হক ছেড়ে বাতিলের অনুরক্ত হওয়াকে শরিয়তে যুলম বলে।[৫]

৩। কুরআনে "যুলম" বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) শিরক অর্থে ঃ স্মরণ কর, লুকমান তাঁর পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিলেন, "হে বৎস! আল্লাহর সংগে কোন শরীক করবে না। নিশ্চয় শিরক হল চরম যুলম।"[৬]

(খ) যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুলম[৭] দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদেরই জন্য নিরাপত্তা, তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।[৮]

(গ) অন্যায়-অবিচার অর্থে ঃ নিশ্চয় যারা ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তারা তাদের উদরে অগ্নি ভক্ষণ করে, তারা জ্বলবে জ্বলন্ত আগুনে।[৯]

(ঘ) সীমালংঘন অর্থে ঃ ভাল ভাল যে সব জিনিস ইয়াহুদীদের জন্য বৈধ ছিল তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি তাদের সীমালংঘনের কারণে এবং আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেয়ার জন্য।[১০]

১। সূরা নিসা ৪/১৩৫
২। সূরা মায়িদা ৫/৮
৩। আল-ওয়াসীত ২/৭৩৪
৪। আল-ওয়াসতি ২/৫৭৭
৫। তা'রীফাত ১২৫
৬। সূরা লুকমান ৩১/১৩
৭। এখানে যুলম অর্থ শিরক।
৮। সূরা আন'আম ৫/৮৬
৯। সূরা নিসা ৪/১০; দেখুন ২০/১১১, ১১২; ২৭/১৪; ৪০/১৭, ৩১
১০। সূরা নিসা ৪/১৬০; দেখুন ২২/২৫

www.pathagar.com

(ঙ) অধিকার বঞ্চিত করা, নিগৃহীত করা অর্থে ঃ তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে আল্লাহর দিকে, তারপর প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দেয়া হবে, আর তাদের বঞ্চিত করা হবে না তাদের হক থেকে।[১]

৪। কুরআনে 'যুলম" শব্দটি ২০ বার, ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১১০ বার, মায্লূম ১ বার, যাললাম ৫ বার, যালূম ২ বার, আয্লাম ১৬ বার, যালিম একবচনে ৫ বার (পুং) ও ৪ বার (স্ত্রী), বহুবচনে ১২৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

২৯. ইসরাফ — إِسْرَاف ও তাব্যীর — تَبْذِير

১। অভিধানে ইস্রাফ অর্থ সীমালংঘন করা, ভুল করা, অবহেলা করা, অজ্ঞতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি।[২]

২। তাব্যীর অর্থ বিনষ্ট করা, অপব্যয় করা, যোগ্যতা যাচাই করা ইত্যাদি।[৩]

৩। কুরআনে "ইসরাফ" বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

(ক) অন্যায় ও অবিচার অর্থে ঃ ইয়াতিমরা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তাদের মাল তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না।[৪]

(খ) সীমালংঘন অর্থে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ক্ষমা কর আমাদের পাপ ও আমাদের কার্যে সীমালংঘনকে এবং দৃঢ় রাখ আমাদের পা এবং কাফির কওমের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।[৫]

(গ) বাড়াবাড়ি করা/ অত্যাচার করা অর্থে ঃ হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করে অত্যাচার করেছ– আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হবে না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন, তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে যে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান রাখে না।[৭]

(ঘ) অপব্যয়/অমিতাচার/ অপচয় অর্থে ঃ তোমরা আহার কর ও পান কর কিন্তু অমিতাচার করো না। আল্লাহ অমিতাচারীকে পছন্দ করেন না।[৮]

১। সূরা বাকারা ২/২৮১; দেখুন ৩/২৫, ১৬১; ৪/৪৯, ১২৪; ৬/১৬৯; ১০/৪০
২। আল-ওয়াসীত, ১/৪২৭
৩। প্রাগুক্ত ১/৪৫
৪। সূরা নিসা ৪/৬
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/১৪৭; দেখুন মুমিন ৪০/২৮, ৩৪; সূরা মায়িদা ৫/৩২; ৭/৮১
৬। সূরা যুমার ৩৯/৫৩; দেখুন সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৩৩
৭। সূরা তাহা ২০/১২৭
৮। সূরা আ'রাফ ৭/৩১; দেখুন সূরা ফুরকান ২৫/৬৭

www.pathagar.com

◎ যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে এবং ফসল তোলার দিনে তার দেয় প্রদান করবে ও অপচয় করবে না, কারণ তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।[১]

কুরআনে "ইস্‌রাফ" শব্দটি ২ বার, ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৬ বার, মুস্‌রিফ ২ বার এবং বহুবচনে ১৩ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। কুরআনে "তাবযীর" শব্দটি অপব্যয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

◎ আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও রাহগীরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না।[২]

◎ যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই, আর শয়তান হল তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।[৩]

৩০. ইফ্‌রাত – إِفْرَاط ও তাফ্‌রীত – تَفْرِيط

১। "ইফ্‌রাত" অর্থ ত্বরা করা, সীমালংঘন করা, বাড়াবাড়ি করা, রীতি বহির্ভূতভাবে অন্যকে অতিক্রম করা ইত্যাদি।[৪] যেমন– কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

(ক) ত্বরা করা/ জলদি করা অর্থে ঃ তারা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশংকা করি সে আমাদের জলদি শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।"[৫]

(খ) সীমালংঘন করা অর্থে ঃ তুমি তার আনুগত্য করবে না যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।[৬]

(গ) ত্বরায় নিক্ষিপ্ত হওয়া অর্থে ঃ নিশ্চয় তাদের জন্য আছে অগ্নি এবং তাতে তাদের ত্বরায় নিক্ষেপ করা হবে।[৭]

২। "তাফরীত" অর্থ অবহেলা করা, শৈথিল্য করা, ত্রুটি করা ইত্যাদি।[৮]

৩। কুরআনে "তাফ্‌রীত" বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন–

(ক) অবহেলা করা অর্থে ঃ যারা আল্লাহর সম্মুখীন হওয়াকে অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি অকস্মাৎ তাদের কাছে যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে

১। সূরা আন'আম ৬/১৪১
২। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/২৬
৩। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/২৭
৪। আল-ওয়াসীত ২৬/৮৩
৫। সূরা তাহা ২০/৪৫
৬। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/৬২
৭। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৬২
৮। আল-ওয়াসীত ২/৬৮৩

www.pathagar.com

তখন তারা বলবে, "হায়! একে আমরা যে অবহেলা করেছি সে জন্য আক্ষেপ" তারা তাদের পৃষ্ঠে নিজেদের পাপ বহন করবে; দেখ, তারা যা বহন করবে তা অতি নিকৃষ্ট।[১]

◎ আমি আল-কুরআনে কোন কিছু অবহেলা করিনি অর্থাৎ বাদ দেইনি।[২]

(খ) শৈথিল্য করা অর্থে ঃ অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যা কিছু উত্তম নাযিল করা হয়েছে তার, তোমাদের অজ্ঞাতসারে অতর্কিতে তোমাদের ওপর শাস্তি আসার পূর্বে, যাতে কাউকে বলতে না হয়, "হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো উপহাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"[৩]

(গ) ত্রুটি করা অর্থে ঃ যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তারা কোন ত্রুটি করে না।[৪]

◎ তাদের[৫] মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলল, "তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অংগীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসূফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে, সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।"[৬]

৩১. ইলম – عِلْم – জ্ঞান

১। কোন বস্তুকে যথাযথভাবে জানা ও বুঝা, প্রত্যয়, অন্তরের জ্যোতি ইত্যাদি। 'ইলম শব্দ "বিষয়"/"শাস্ত্র" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন– عِلْمُ الْحَدِيْثِ হাদীছ শাস্ত্র বা বিষয়। আধুনিক আরবী সাহিত্যে ইলম শব্দ "বিজ্ঞান" অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন– عِلْمُ الْفَلَكِ –জোতির্বিদ্যা, عِلْمُ الطِّبِّ –চিকিৎসা বিজ্ঞান, عِلْمُ الْكِيمِيَا –রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি।[৭]

২। আল-কুরআনে ইলম শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) অহী/ রিসালত/ নবুয়াত অর্থে ঃ

◎ যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে আপনি যদি তাদের কাছে সব দলীল পেশ করেন তবুও তারা আপনার কিবলার অনুসরণ করবে না এবং আপনিও তাদের কিবলা অনুসরণ

১। সূরা আন'আম ৬/৩১
২। সূরা আন'আম ৬/৩৮
৩। সূরা যুমার ৩৯/৫৫-৫৬
৪। সূরা আন'আম ৬/৬১
৫। অর্থাৎ ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইদের মধ্যে।
৬। সূরা ইউসূফ ১২/৮০
৭। আল-ওয়াসীত ২/৬২৪

www.pathagar.com

করার নন; আর তারাও পরস্পরের কিবলার অনুসারী নয়। আপনার কাছে ইলম (অর্থাৎ অহী) আসার পর আপনি যদি তাদের খেয়াল- খুশীর অনুসরণ করেন তাহলে অবশ্যই আপনি যালিমদের দলভুক্ত হবেন।[১]

◎ আপনার কাছে ইলম (অর্থাৎ অহী) আসার পর যে কেউ তা নিয়ে আপনার সংগে তর্ক করে তাকে বলুন ঃ এসো, আমরা ডাকি আমার পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের; তারপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লা'নত দেই।[২]

◎ একমাত্র দ্বীন আল্লাহর কাছে ইসলাম। যাদের কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ তাদের কাছে ইলম (অর্থাৎ অহী) আসার পর মতানৈক্য ঘটিয়েছিল।[৩]

(খ) জানা, জানান, শিক্ষা দেয়া অর্থে ঃ

◎ তোমরা কাফিরদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যা দিয়ে তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, তোমাদের শত্রুকে এবং তা ছাড়া অন্যদের যাদের তোমরা জান না (لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ), আল্লাহ তাদের জানেন (يَعْلَمُهُمْ)।[৪]

◎ আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছি যাঁরা আমার আয়াত তোমাদের কাছে আবৃত্তি করে, তোমাদের পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় (يُعَلِّمُكُمْ) এবং তোমরা যা জানতে না (مَا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ) তা শিক্ষা দেয়।[৫]

◎ আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের পূজা করে তোমরা তাদের গালি দেবে না, কেননা তারা সীমালংঘন করে অজানা বশত (بِغَيْرِ عِلْمٍ) আল্লাহকে গালি দেবে। এভাবে প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি।[৬]

(গ) জ্ঞান অর্থে ঃ

জ্ঞানের (عِلْم) কারণে মর্যাদা প্রাপ্ত হয় ঃ

◎ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান (عِلْمَ) দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।[৭]

১। সূরা বাকারা ২/১৪৫

২। সূরা আল-ইমরান ৩/৬১; এ আয়াত নাজরানের খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত অহীর বর্ণনা অস্বীকার করলে এ আয়াতে তাদের মুকাবেলা করার জন্য আহ্বান জানান হয়ে। তারা ভীত হয়ে সন্ধি করে।

৩। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯

৪। সূরা আনফাল ৮/৬০

৫। সূরা বাকারা ২/১৫১

৬। সূরা আন'আম ৬/১০৮; দেখুন সূরা বাকারা ২/১৪৮

৭। সূরা মুজাদালা ৫৮/১১

www.pathagar.com

জ্ঞানের (عِلْم) তুলনা নেই ঃ

◎ আপনি বলুন ঃ যারা জানে (يَعْلَمُوْنَ) এবং যারা জানে না (لَا يَعْلَمُوْنَ) তারা কি সমান ? উপদেশ গ্রহণ করে কেবল বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা।[১]

যাদের জ্ঞান আছে (عُلَمَاء) তারাই আল্লাহকে ভয় করে ঃ

◎ তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, নিশ্চয় আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন ? তারপর তা দিয়ে নানা বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করি। পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র বর্ণের পথ- শুভ্র, লাল ও নিকষ কাল। মানুষ, জীব-জন্তু ও গবাদী পশুর মধ্যে রয়েছে এভাবে বিভিন্ন রঙের প্রজাতি। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী (عُلَمٰٓؤُا) তারাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।[২]

আল্লাহর আয়াত ও হুদূদ জ্ঞানীদের জন্য ঃ

◎ এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনি সব কিছুর তত্ত্বাবধায়ক। দৃষ্টি তাকে আয়ত্তে আনতে পারে না কিন্তু দৃষ্টি তাঁর আয়ত্তাধীন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাতা। তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে অবশ্যই তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং কেউ তা দেখলে সে নিজেই লাভবান হবে, আর কেউ না দেখলে তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি [মুহাম্মদ (সাঃ)] তোমাদের সংরক্ষক নই। এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী নানা প্রকারে বিবৃত করি। ফলে তারা (কাফিররা) বলে, তুমি (মুহাম্মদ সঃ) পড়ে নিয়েছ (পূর্ববর্তী কিতাব)। কিন্তু আমি তা বিশদভাবে বিবৃত করি তাদের জন্য যারা জানে (يَعْلَمُوْنَ)।[৩]

(ঘ) ইয়াকীন অর্থে ঃ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের কাছে যদি ঈমানদার নারীরা হিজরত করে আসে তবে তাদের পরীক্ষা করবে। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমাদের ইয়াকীন হয় (عَلِمْتُمُوْهُنَّ) যে তারা ঈমানদার তবে তাদের কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবে না।[৪]

৩। নবুয়াত ও রিসালত যাদের দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই তাদের ইলম দান করেছেন।[৫]

৪। আল-কুরআনে ব্যাপকভাবে ইলম শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইলম ১০৫ বার; ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৪২৪ বার; আল্লাম ৪ বার; আলীম ১৬১ বার; আলেম এক বচনে ১৩ বার এবং বহুবচনে ৭ বার; আলাম ৪৯ বার; মালুম একবচনে ১১ বার এবং বহুবচনে ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১। সূরা যুমার ৩৯/৯
২। সূরা ফাতির ৩৫/২৭-২৮
৩। সূরা আন'আম ৬/৯৭, ১২০-১০৫। দেখুন ৭/৩২; ৯/১১ : ১০/৫: ২৭/৫২: ৪১/৩: ২৯/৪৩
৪। সূরা মুমতাহানা ৬০/১০
৫। দেখুন ১২/২২; ১৮/৬৫: ২০/১১৪: ২১/৭৪.৭৯; ২৭/১৫: ২৮/১৪

www.pathagar.com

৩২. হিকমা – حِكْمَة

১। তত্ত্বজ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞা, বস্তুর প্রকৃত জ্ঞান, ন্যায়বিচার, কারণ, অল্প কথায় অধিক অর্থজ্ঞাপক বাক্য ইত্যাদি।[১]

২। আল-কুরআনে ২০ বার হিক্‌মা শব্দ এসেছে। এর মধ্যে ১০ বার কিতাব ও হিক্‌মা একত্রে বর্ণিত হয়েছে।

৩। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◎ ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একজন রাসূল পাঠান যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের পাঠ করে শুনাবেন, তাদের কিতাব ও হিকমা শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন।[২]

◎ আল্লাহ যাকে চান হিকমত (اَلْحِكْمَةَ) দান করেন এবং যাকে হিকমত (اَلْحِكْمَةَ) প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল শিক্ষা গ্রহণ করে।[৩]

◎ আল্লাহ আপনার প্রতি কিতাব ও হিকমত (اَلْحِكْمَةَ) নাযিল করেছেন এবং আপনি যা জানতেন না তা আপনাকে জানিয়েছেন। আপনার প্রতি রয়েছে আল্লাহর মহা অনুগ্রহ।[৪]

◎ আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথের দিকে হিকমত ও সদুপদেশ দিয়ে ডাকুন এবং তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে আলোচনা করুন।[৫]

◎ আপনার প্রতিপালক অহীর মাধ্যমে আপনাকে যে হিকমত (اَلْحِكْمَةَ) দান করেছেন এসব তার অন্তর্ভুক্ত। আপনি আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ স্থির করবেন না, করলে নিন্দিত ও বিতাড়িত অবস্থায় দোজখে নিক্ষিপ্ত হবেন।[৬]

◎ আমি লুকমানকে হিকমত (اَلْحِكْمَةَ) দান করেছিলাম ও বলেছিলাম যে, আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে তার নিজেরই জন্য, আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।[৭]

◎ ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এলো তখন সে বলল ঃ আমি তো তোমাদের কাছে

১। আল-ওয়াসীত ১/১৯০
২। সূরা বাকারা ২/১২৯, ১৫১, ২২১; ৩/৪৮, ৮১, ১৬৪; ৪/৫৪, ১১৩; ৫/১১০; ৬২/২
৩। সূরা বাকারা ২/২৬৯
৪। সূরা নিসা ৪/১১৩
৫। সূরা নাহল ১৬/১২৫
৬। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৩৯
৭। সূরা লুকমান ৩১/১২

www.pathagar.com

এসেছি হিকমত নিয়ে (بِالْحِكْمَةِ) এবং যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।[১]

◉ আমি দাউদের রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম হিকমত (الْحِكْمَةَ) ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা।[২]

তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে যাতে রয়েছে সতর্কবাণী। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান (حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ)। তবে এ সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসেনি।[৩]

৩৩. ইয়াকীন – يَقِيْن

১। এমন জ্ঞান যাতে কোন সন্দেহ নেই, যে জ্ঞানের কারণে হৃদয়ে প্রত্যয় জন্মে। বিশুদ্ধ, সংশয় ও সন্দেহমুক্ত, অবশ্যম্ভাবী, অপ্রতিরোধ্য, মৃত্যু ইত্যাদি।[৪]

২। এমন জ্ঞান যা যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে নিশ্চতভাবে অর্জিত। এ কারণে আল্লাহর জ্ঞানকে ইয়াকীন বলা হয় না।[৫]

৩। কুরআনে ইয়াকীন শব্দ ৮ বার, ক্রিয়ায় ১৪ বার এবং মু'কিন বহুবচনে ৫ বার এসেছে।

৪। ইয়াকীন তিন ধরনে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ ধ্রুবসত্য (حَقُّ الْيَقِيْنِ), নিশ্চিত জ্ঞান (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) এবং চাক্ষুষ প্রত্যয় (عَيْنُ الْيَقِيْنِ)।

◉ যদি সে সত্য অস্বীকারকারী ও পথভ্রষ্টদের থেকে হয় তবে তার জন্য আছে অতি গরম পানির আপ্যায়ন এবং জাহান্নামের দহন। এটাতো ধ্রুবসত্য (حَقُّ الْيَقِيْنِ)।[৬]

এ কুরআন অবশ্যই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে। আর ইহা তো ধ্রুব সত্য (حَقُّ الْيَقِيْنِ)।[৭]

◉ সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান (عِلْمُ الْيَقِيْنِ) থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।[৮]

১। সূরা যুখরুফ ৪৩/৬৩
২। সূরা সাদ ৩৮/২০
৩। সূরা নাজম ৫৩/৪-৫
৪। আল-ওয়াসীত ২/১০৬৬
৫। আল-মুনীর ৬৮১
৬। সূরা ওয়াকি'আ ৫৬/৯২-৯৫
৭। সূরা হাক্কা ৬৯/৫-৫১
৮। সূরা তাকাছুর ১০২/৫

www.pathagar.com

◎ অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখবে, পুনরায় বলি ঃ তোমরা তো তা দেখবে চাক্ষুষ প্রত্যয়ে (عَيْنَ الْيَقِيْنِ)। তারপর সেদিন তোমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে নিয়ামত কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে।[১]

৫। কুরআনে নিশ্চিত অর্থেই সাধারণত ইয়াকীন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে কখনো মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা মৃত্যুর সংঘটন অবশ্যম্ভাবী।

মৃত্যু অর্থে ঃ

◎ তোমার মৃত্যু (الْيَقِيْنُ) উপস্থিতি হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।[২]

◎ তোমরা বলবে ঃ আমরা মুসল্লীদের দলভুক্ত ছিলাম না; আমরা মিসকিনদের আহার করাতাম না; আমরা বেহুদা আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম; আমরা বিচার দিবসকে অস্বীকার করতাম আমাদের কাছে মৃত্যু (الْيَقِيْنُ) আসা পর্যন্ত।[৩]

সুনিশ্চিত অর্থে ঃ

◎ অনতি বিলম্বে হুদহুদ এসে পড়ল এবং বলল ঃ আপনি যা অবগত নন আমি তা জেনেছি এবং সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ (نَبَإٍ يَقِيْنٍ) নিয়ে এসেছি।[৪]

◎ 'ঈসা (আঃ)-এর হত্যা সম্পর্কে খ্রীষ্টানদের ধারণা প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তারা অভিশপ্ত হয়েছিল তাদের কুফরীর জন্য এবং মারইয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য, আর "আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়ামের পুত্র 'ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি' তাদের এ উক্তির জন্যে। অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রুশবিদ্ধও করেনি। কিন্তু তাদের এরূপ বিভ্রম ঘটেছিল। যারা তার সম্পর্কে মতভেদ করেছিল তারা নিশ্চয় এ সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এ ব্যাপারে অনুমানের অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত (يَقِيْنًا) যে তারা তাকে হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাকে তাঁর কাছে তুলে নিয়েছেন।[৫]

৩৪. খুশু' — خُشُوْع

১। বিনত হওয়া, ভীত সংকিত হওয়া, স্বর ক্ষীণ হওয়া, দৃষ্টি নিম্নমুখী হওয়া, আওয়াজ স্তব্ধ হওয়া, ভূমি শুষ্ক হওয়া, গ্রহ-নক্ষত্র অস্তমিত হওয়া ইত্যাদি।[৬]

১। সূরা তাকাছুর ১০২/৬-৮
২। সূরা হিজর ১৫/৯৯
৩। সূরা মুদদাছছির ৭৪/৪৩-৪৭
৪। সূরা নাম্‌ল ২৭/২২
৫। সূরা নিসা ৪/১৫৬-১৫৭
৬। আল-ওয়াসীত ১/২৩৫

www.pathagar.com

২। কুরআনে خُشُوْع ১ বার, خَاشِع ১ বার, বহুবচনে ৬ বার, خَاشِعَة এক বচনে ৫ বার এবং বহুবচনে ১ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) বিনীত ও বিনয়-নম্র অর্থে ঃ

◎ অবশ্যই সে সব ঈমানদাররা কামিয়াব যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাযে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত, যারা যাকাতদানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌনাংগের হিফাযতকারী।[১]

◎ তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে ইহা অত্যন্ত কঠিন কাজ সে সব বিনীত ব্যক্তিদের ছাড়া (اَلْخَاشِعِيْنَ) যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রভুর সাথে তাদের নিশ্চিতভাবে সাক্ষাৎ ঘটবে এবং তাঁরই কাছে তাদের ফিরে যেতে হবে।[২]

(খ) ভীত সংকিত অর্থে ঃ

◎ যদি এ কুরআন আমি পর্বতের ওপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি তা দেখতে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সংকিত বিনীত (خَاشِعًا)।[৩]

(গ) বিনয় অর্থে ঃ

◎ আপনি বলুন ঃ তোমরা এ কুরআনে বিশ্বাস কর বা বিশ্বাস না কর, যাদের এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের কাছে যখন ইহা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে ঃ পবিত্র মহান আমাদের প্রভু। আমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং ইহা তাদের বিনয় (خُشُوْعًا) বৃদ্ধি করে।[৪]

(ঘ) ভক্তি-বিগলিত হওয়া অর্থে ঃ

যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয়, আল্লাহর স্মরণে ও যে সত্য নাযিল হয়েছে তাতে, ভক্তি-বিগলিত হওয়ার (تَخْشَعَ) সময় কি আসে নি?[৫]

(ঙ) স্তব্ধ হওয়া অর্থে ঃ

◎ কিয়ামতের দিন তারা আহ্বানকারী ফিরিস্তাদের অনুসরণ করবে, এদিক ওদিক করতে পারবে না। দয়াময় আল্লাহর সামনে সমস্ত আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে যাবে (خَشَعَتْ); সুতরাং তুমি মৃদু পদধ্বনি ছাড়া কিছুই শুনবে না।[৬]

(চ) শুষ্ক ও উষর অর্থে ঃ

১। সূরা মুমিনুন ২৩/১-৫
২। সূরা বাকারা ২/৪৫-৪৬
৩। সূা হাশর ৫৯/২১; ৩৩/৩৫; ৪২/৪৫
৪। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/১০৭-১০৯
৫। সূরা হাদীদ ৫৭/১৬
৬। সূরা তাহা ২০/১০৮

www.pathagar.com

◎ তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক-উষর (خَاشِعَةً), তার পর আমি তাতে বারি বর্ষণ করি ফলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১]

(ছ) অবনত, নিম্নমুখী হওয়া অর্থে ঃ

◎ স্মরণ কর সেই চরম সংকটের দিনের কথা যখন তাদের ডাকা হবে সিজদার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে পারবে না, তাদের দৃষ্টি হবে নিম্নমুখী, হীনতা তাদের আচ্ছন্ন করবে।[২]

৩৫. খুযু' – خُضُوع

১। অনুগত হওয়া, নরম হওয়া, ঝুঁকে পড়া, নুয়ে পড়া, বশিভূত হওয়া ইত্যাদি।[৩]

২। কুরআনে ক্রিয়ায় ২ বার ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

◎ হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের ন্যায় নও। যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সাথে এমনভাবে কোমলকণ্ঠে (فَلَا تَخْضَعْنَ) কথা বলবে না যাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালায়িত হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।[৪]

◎ আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে তাদের কাছে এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তার প্রতি তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত। (خَاضِعِيْنَ)।[৫]

৩৬. যিক্‌র – (ذِكْر)

১। স্মরণ, উপদেশ; আল্লাহর প্রশংসা ও তার কাছে দু'আ; কুরআন; দ্বীন; শুক্‌র; তালিকা; স্মারক; বিবাহের প্রস্তাব ইত্যাদি।[৬]

২। আল-কুরআনে "যিক্‌র" শব্দটি ৭৬ বার, "তায্‌কিরা" (تَذْكِرَة) ১০ বার, ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৫৩ বার, "মায্‌কূর" ১ বার, "যাকিরীন" ২ বার, "যাকিরাত" ১ বার, "যিকরা" (ذِكْرٰى) ২৩ বার এসেছে।

৩। কুরআনে "যিকর" বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

১। সূরা হা-মীম আস্‌-সাজদা ৪১/৩৯
২। সূরা কলম ৬৮/৪২-৪৩; দেখুন ৭০/৪৪; ৭৯/৯; ৮৮/২
৩। আল-ওয়াসীত ১/২৪১-২৪২
৪। সূরা আহযাব ৩৩/৩২
৫। সূরা শু'আরা ২৬/৪
৬। আল-ওয়াসীত ১/৩১৩; আল মিসবাহুল মুনীর ২০৮-২০৯

www.pathagar.com

(ক) কুরআন অর্থে ঃ

যা আমি আপনার কাছে বিবৃত করি তাহল নিদর্শন ও সারগর্ভ কুরআনের (ذِكْر) বাণী।[১]

(খ) উপদেশ অর্থে ঃ

তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ (ذِكْرٌ) এসেছে যাতে তিনি তোমাদের সতর্ক করেন, যেন তোমরা সাবধান হও এবং তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।[২]

(গ) স্মরণ অর্থে ঃ

শয়তান তো মদ ও জুয়া দিয়ে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের বাধা দিতে চায় আল্লাহর স্মরণ (ذِكْرِ) থেকে ও সালাত থেকে! তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?[৩]

(ঘ) জ্ঞান অর্থে ঃ

আপনার পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম। তোমরা যদি না জান তবে যাদের জ্ঞান আছে (أَهْلَ الذِّكْرِ) তাদের জিজ্ঞাসা কর।[৪]

(ঙ) বিবরণ অর্থে ঃ

ইহা আপনার প্রতিপালকের রহমতের বিবরণ (ذِكْرُ) তাঁর দাস যাকারিয়ার প্রতি।[৫]

(চ) উল্লেখ অর্থে ঃ

যখন কাফিররা আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে কেবল উপহাসের পাত্ররূপেই গ্রহণ করে। তারা বলে ঃ এই কি সেই যে তোমাদের দেব-দেবীর সমালোচনা করে? অথচ ওরাই "রহমান"-এর উল্লেখের (ذِكْرِ) বিরোধিতা করে।[৬]

(ছ) সম্মান, মর্যাদা অর্থে ঃ

নিশ্চয় কুরআন আপনার ও আপনার কওমের জন্য সম্মানের বস্তু (ذِكْرٌ)। তোমাদের অবশ্যই এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।[৭]

(জ) অহী অর্থে ঃ

১। সূরা আল-ইমরান ৩/৫৮; ১৫/৬, ৯; ১৬/৪৪; ২৫/২৯; ৩৮/৮; ৪১/৪১; ৪৩/৫; ৬৮/৫১; ২০/৯৯; ৩৭/৩; ৬৫/১০

২। সূরা আ'রাফ ৭/৬৩, ৬৯; ১২/১০৪; ২১/২, ২৪, ৪৮, ৫০, ১০৫; ২৫/১৮; ২৬/৫; ৩৬/১১, ৬৯; ২৮/১, ৮৭; ৫৪/১৭, ২২, ৩২, ৪০; ৬৮/৫২; ৮১/২৭; ২০/১১৩; ৭৭/৫

৩। সূরা মায়িদা ৫/৯১; ১২/৪২; ১৩/২৮; ২১/৪২; ২৪/৩৭; ২৯/৪৫; ৩৮/৩২; ৩৯/২২, ২৩; ৪৩/৩৬; ৫৭/১৬; ৫৮/১৯; ৬২/৯; ৬৩/৯;৭২/১৭; ২/২০০; ৩৩/৪১

৪। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৪৩, ২১/৭

৫। সূরা মারইয়াম ১৯/২; ৩৮/৪৯; ১৮/৮৩

৬। সূরা আম্বিয়া ২১/৩৬; ১৮/৭০

৭। সূরা যুখরুফ ৪৩/৪৪

৮। সূরা কামার ৫৪/২৫

www.pathagar.com

আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি অহী (ذِكْرٌ) প্রেরণ করা হয়েছে? না; সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক।[৮]

(ঝ) কিতাব অর্থে ঃ

কাফিররা তো বলে আসছে ঃ পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত যদি আমাদের কোন কিতাব (ذِكْرًا) থাকত, আমরা অবশ্যই আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম। কিন্তু তারা কুরআন প্রত্যাখ্যান করল, শিগগিরই তারা জানতে পারবে।[১]

(ঞ) খ্যাতি, সুনাম অর্থে ঃ

আমি আপনার সুনাম-সুখ্যাতিকে (ذِكْرَكَ) উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।[২]

৪। কুরআনে রাসূল (সাঃ)-কে উপদেশ (ذِكْر) দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে উপদেশদাতা (مُذَكِّرٌ) বলা হয়েছে ঃ আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র।[৩]

৩৭. কিয্‌ব – كِذْب কাযেব – كَذِب

১। বাস্তবের বিপরীত খব্‌র দেয়া, মিথ্যা, অমূলক, অলীক, অস্বীকার করা ইত্যাদি।[৪]

২। আল-কুরআনে কাযেব (كَذِب) শব্দটি ৩৩ বার; তাক্‌যীব (تَكْذِيْب) ১ বার; কাযিব (كَاذِب) একবচনে ৪ বার, বহুবচনে ২৬ বার, কাযিবা (كَاذِبَة) ২ বার; কায্‌যাব (كَذَّاب) ৫ বার; কিয্‌যাব (كِذَّاب) ২ বার; মাকযূব (مَكْذُوْب) ১ বার; মুকায্‌যিব বহুবচনে ২১ বার; ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ১৮৭ বার এসেছে।

৩। কুরআনে বিভিন্ন অর্থে "কাযেব" (كَذِب) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

(ক) মিথ্যা অর্থে ঃ

তারা জেনেশুনে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা (كَذِبَ) বলে।[৫]

(খ) অবাস্তব অর্থে ঃ

সুলায়মান বলল ঃ অবশ্যই আমি দেখব যে, তুমি কি সত্য বলেছ, না তুমি মিথ্যাবাদী অর্থাৎ না তুমি অবাস্তব কথা বলছ?[৬]

◎ যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।" আল্লাহ জানে যে, আপনি নিশ্চয়ই তাঁর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী– অর্থাৎ তারা যা বলে তা বাস্তবের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বরং অবাস্তব।[৭]

(গ) "তাক্‌যীব"– প্রত্যাখ্যান অর্থে ঃ

১। সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭/১৬৭-১৬৯
২। সূরা ইনশিরাহ ৯৪/৪
৩। সূরা গাশিয়া ৮৮/২১
৪। আল-ওয়াসীত ২/৭৮০; আল-মিসবাহুল মুনীর ৫২৮
৫। সূরা আল-ইমরান ৩/৭৫, ৭৮, ৯৪; ৫/৪১, ৪২, ১০৩; ১০/৬০, ৬৯; ১৬/৬২, ১০৫, ১১৬
৬। সূরা নাম্‌ল ২৭/২৭
৭। সূরা মুনাফিকূন ৬৩/১

www.pathagar.com

তার চাইতে অধিক যালিম কে যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা তাঁর আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে? যালিমরা কখনও সফলকাম হয় না।[১]

(ঘ) অস্বীকার অর্থে ঃ

আপনার কওম তো আযাবকে অস্বীকার করেছে অথচ তা সত্য। আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদের উপর কার্যনির্বাহক নই।[২]

৩৮. সিদ্‌ক — صِدْق

১। "কিয্‌ব"-এর বিপরীত। বাস্তবে যা বিদ্যমান সে অনুযায়ী খবর দেয়া। যথাযথ ও নিষ্ঠার সাথে প্রদত্ত অঙ্গীকার, কথা, দায়িত্ব ইত্যাদি পালন করা। সত্য প্রমাণিত করা। বক্তার বিশ্বাস মোতাবেক বাস্তবানুগ কথা। মিথ্যা ও ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন কর্ম ও কথা। প্রকৃত বন্ধুত্ব ইত্যাদি।[৩]

২। আল-কুরআনে "সিদক" (صِدْق) শব্দটি ১৩ বার; তাস্‌দীক (تَصْدِيْق) ২ বার; সাদিক (صَادِق) এক বচনে ৩ বার, বহুবচনে ৫৬ বার, স্ত্রীবাচক বহুবচনে ১ বার; আসদাক (أَصْدَق) ২ বার; সাদীক (صَدِيْق) ২ বার; সিদ্দীক (صِدِّيْق) একবচনে ৪ বার, স্ত্রীবাচক ১ বার, বহুবচনে পুংবাচক ২ বার, মুসাদ্দিক (مُصَدِّق) একবচনে ১৮ বার, বহুবচনে পুংবাচক ১ বার, স্ত্রীবাচক বহুবচনে ১ বার; মুসাদ্দিকীন ১ বার, স্ত্রীবাচক ১ বার; মুতা সাদ্দিকীন ১ বার, স্ত্রীবাচক ১ বার; ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৩১ বার এসেছে।

৩। কুরআনে ব্যবহৃত কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) সত্য বলা অর্থে ঃ আপনি বলুন ঃ

আল্লাহ সত্য (صَدَقَ) বলেন, অতএব তোমরা একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের মিল্লাতের অনুসরণ কর। তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।[৪]

(খ) সত্য প্রমাণ করা অর্থে ঃ

তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল (صَدَّقَ), ফলে তাদের একটি মুমিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল।[৫]

(গ) সত্য বলে স্বীকার করা অর্থে ঃ

মুহাম্মদ তো সত্য নিয়ে এসেছেন এবং সমস্ত রাসূলদের তিনি সত্য বলে স্বীকার করেছেন (صَدَّقَ)।[৬]

(ঘ) বিশ্বাস করা অর্থে ঃ

১। সূরা আন'আম ৬/২১, ১৪৮, ১৫৭; ৭/৩৭; ১০/১৭; ১৫/৮০
২। সূরা আন'আম ৬/৬৬; ১০/২৯; ১৭/৫৯; ২০/৪৮, ৫৬
৩। আল-ওয়াসীত ১/৫১০-৫১১; আল-মিসবাহুর মুনীর ৩৩৫-৩৩৬
৪। সূরা আল-ইমরান ৩/৯৫; ৩৩/২২; ৩৬/৫২; ৪৮/২৭
৫। সূরা সাবা ৩৪/২০; ৩৭/১০৫
৬। সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭/৩৭; ৩৯/৩৩; ৬৬/১২; ৭০/২৬

www.pathagar.com

সে বিশ্বাস করেনি (صَدَّقَ) এবং নামাযও আদায় করেনি।[১]

(ঙ) স্বীকার করা, গ্রহণ করা অর্থে ঃ কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে (صَدَّقَ) আমি তাদের জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ।[২]

(চ) সমর্থন করা অর্থে ঃ

মূসা বলল ঃ আমার ভাই হারুন আমার চাইতে বাগ্মী, তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে (يُصَدِّقُنِيْ); আমি ভয় করি তারা আমাকে অস্বীকার করবে ?[৩]

৪। সিদ্‌ক (صِدْق) শব্দ উত্তম, মহান, উৎকৃষ্ট, কল্যাণকর ইত্যাদি অর্থেও কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

(ক) উত্তম ও উৎকৃষ্ট অর্থে ঃ

মানুষের জন্য ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, আপনি মানুষকে সতর্ক করুন এবং মুমিনদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আছে তাদের প্রতিপালকের কাছে উৎকৃষ্ট স্থান (قَدَمَ صِدْقٍ)। কাফিররা বলে ঃ এ তো এক স্পষ্ট যাদুকর।[৪]

◎ আমি বনী ইসরাঈলকে উৎকৃষ্ট আবাস ভূমিতে (مُبَوَّأَ صِدْقٍ) বসবাস করালাম এবং তাদের ভাল জীবনোপকরণ দিলাম।[৫]

(খ) কল্যাণ অর্থে ঃ

বলুন ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণের (صِدْقٍ) সাথে এবং বের করান কল্যাণের (صِدْقٍ) আর আমাকে দান করুন আপনার কাছ থেকে সাহায্যকারী শক্তি।[৬]

(গ) যশ, সুখ্যাতি অর্থে ঃ

আমি তাদের[৭] দান করলাম আমার অনুগ্রহ এবং তাদের দিলাম সমুচ্চ যশ (لِسَانَ صِدْقٍ)।[৮]

৫। "সাদীক" (صَدِيْق) শব্দ কুরআনে বন্ধু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

◎ তারা বলবে ঃ নেই আমাদের জন্য কোন সুপারিশকারী এবং কোন সহৃদয় বন্ধুও (صَدِيْقٍ) নেই।[৯]

১। সূরা কিয়ামা ৭৫/৩১
২। সূরা লায়ল ৯২/৬
৩। সূরা কাসাস ২৮/৩৪
৪। সূরা ইউনুস ১০/২; ৫৪/৫৫
৫। সূরা ইউনুস ১০/৯৩;
৬। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৮০
৭। অর্থাৎ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবকে।
৮।। সূরা মারইয়াম ১৯/৫০; ২৬/৮৪
৯। সূরা শু'আরা ২৬/১০০-১০১; ২৪/৬১

www.pathagar.com

৬। "সিদ্দীক" (صِدِّيْق) শব্দ কুরআনে সত্যনিষ্ঠ অর্থে এসেছে ঃ

◎ স্মরণ কর এ কিতাবে উল্লেখিত ইব্‌রাহীমের কথা, সে ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ (صِدِّيْقًا) নবী।[১]

৭। মুসাদ্দিক (مُصَدِّق) শব্দটি সমর্থক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

◎ তাদের কাছে যা আছে আল্লাহর তরফ থেকে তার সমর্থক (مُصَدِّقٌ) কিতাব এসেছে।[২]

৩৯. হাসাদ — حَسَد

১। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অন্যের ধন-সম্পদ, যশ-গৌরব নিজে পেতে আকাঙ্ক্ষা করা অথবা তা বিলুপ্ত হোক বাসনা করা ইত্যাদি।[৩]

২। কুরআনে 'হাসাদ' (حَسَد) শব্দটি ১ বার; হাসিদ (حَاسِد) ১ বার; ক্রিয়ায় ৩ বার এসেছে।

◎ তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কিতাবীদের অনেকেই তোমাদের ঈমান আনার পর ঈর্ষামূলক (حَسَدًا) মনোভাব বশতঃ আবার তোমাদের কাফিররূপে ফিরে পেতে আকাঙ্খা করে।[৪]

◎ আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা দিয়েছেন সে জন্য কি তারা তাদের ঈর্ষা (حَسَد) করে? ইব্‌রাহীমের বংশধরকেও তো কিতাব ও হিকমত দিয়েছিলাম এবং তাদের বিশাল রাজ্যও দান করেছিলাম।[৫]

◎ অচিরেই তারা বলবে ঃ তোমরা তো আমাদের প্রতি ঈর্ষা (حَسَد) পোষণ করছ। বস্তুত তাদের বোধশক্তি সামান্য।[৬]

◎ বলুন ঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি ভোরের স্রষ্টার, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে এবং অনিষ্ট হতে রাতের, যখন তা গভীর আঁধারে আচ্ছন্ন হয় এবং অনিষ্ট হতে সে সব নারীদের যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের (حَاسِد) যখন সে হিংসা (حَسَدَ) করে।[৭]

১। সূরা মারইয়াম ১৯/৪১, ৫৬; ১২/৪৬; ৪/৬৯; ৫৭/১৯
২। সূরা বাকারা ২/৮৯, ১০১;
৩। আল-ওয়াসীত ১/১৭২; আল-মিসবাহুল মুনীর ১৩৫
৪। সূরা বাকারা ২/১০৯
৫। সূরা নিসা ৪/৫৪
৬। সূরা ফাত্‌হ ৪৮/১৫
৭। সূরা ফালাক ১১৩/১-৫

www.pathagar.com

৪০. শুক্‌র – شُكْر

১। দানের স্বীকৃতি ও তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, নিয়ামতের স্বীকৃতি ও তার সপ্রশংস প্রকাশ। আল্লাহর তরফ থেকে শুক্‌র-এর অর্থ তাঁর সন্তুষ্টি ও ছওয়াব প্রদান। শাকূর (شَكُوْر) যখন বান্দার জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী, কিন্তু যখন আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় প্রতিদান হিসেবে নিয়ামত ও ছওয়াবদাতা।[১]

২। শরিয়তের পরিভাষায় শুক্‌র বলতে আল্লাহর নিয়ামতের মোকাবিলায় বিশ্বাসে, কথায় ও কাজে তাঁর আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্যতা হয় এমন কিছু পরিহার করাকে বোঝায়। এজন্যই বান্দা দু'আ কুনুতে বলে ঃ نَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ – তোমার আনুগত্য করি ও তোমার অবাধ্যতা হয় এমন কিছু করি না।[২]

৩। কুরআনে শুক্‌র (شُكْر) ১ বার; শুকূর (شُكُوْر) ২ বার; শাকূর (شَكُوْر) ১০ বার; শাকির (شَاكِر) একবচনে ৫ বার ও বহুবচনে ১০ বার; মাশকূর ২ বার; ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৪৬ বার এসেছে।

৪। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◎ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (اُشْكُرُوْا) এবং অকৃতজ্ঞ হবে না।[৩]

◎ স্মরণ কর, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন ঃ যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (شَكَرْتُمْ) তবে অবশ্যই আমি তোমদের অধিক দেব, কিন্তু যদি অকৃতজ্ঞ হও তাহলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে অতিশয় কঠোর।[৪]

◎ আমি লুকমানকে জ্ঞানদান করেছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (اُشْكُرْ); যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তা করে নিজেরই জন্য এবং কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।[৫]

◎ সাবার রানী বিলকিসের সিংহাসন সম্মুখে দেখে সুলায়মান বলল ঃ ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন– আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, (ءَاَشْكُرُ) না অকৃতজ্ঞ হই। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে (شَكَرَ)সে তা করে

১। আল-ওয়াসীত ১/৪৯০; আল-মিসবাহুল মুনীর ৩১৯-৩২০
২। তা'রীফাত ১১২-১১৩; আল-মিসবাহুর মুনীর ৩২০
৩। সূরা বাকারা ২/১৫২
৪। সূরা ইব্‌রাহীম ১৪/৭
৫। সূরা লুকমান ৩১/১২

www.pathagar.com

নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ হয়, সে জেনে রাখুক, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব।[১]

◎ আল্লাহ তোমাদের নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা (تَشْكُرُوْنَ) প্রকাশ কর।[২]

◎ তিনিই তোমাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় সৃষ্টি করেছেন; তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা (تَشْكُرُوْنَ) প্রকাশ করে থাক।[৩]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের আমি যে সব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা থেকে আহার কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা (اُشْكُرُوْا) প্রকাশ কর। যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর।[৪]

◎ তোমরা আল্লাহর কাছে রিযক কামনা কর এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা (اُشْكُرُوْا) প্রকাশ কর; তাঁরই কাছে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।[৫]

◎ আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দু'বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও (اُشْكُرْ)।[৬]

৪১. হামদ — حَمْد

১। সুপ্রশংসা; গুণ ও অবদানের স্বীকৃতির জন্য "হামদ" এবং কোন নিয়ামতের অথবা দানের মোকাবেলায় "শুক্‌র" ব্যবহৃত হয়। "হামদালা" (حَمْدَلَ) "আলহামদুল্লিাহ" -এর সংক্ষেপ। আলহামদু (اَلْحَمْدُ) সমস্ত প্রশংসা।[৭]

২। কুরআনে 'হামদ" (حَمْد) শব্দটি ৪৩ বার; হামিদূন (حَامِدُوْنَ) ২ বার; মাহমূদ (مَحْمُوْد) ১ বার; হামীদ (حَمِيْد) ১৭ বার, আহ্‌মদ (اَحْمَد) ১ বার; মুহাম্মদ (مُحَمَّد) ৪ বার; ক্রিয়ায় ১ বার এসেছে।

১। সূরা নাম্‌ল ২৭/৪০
২। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৭৮
৩। সূরা মুমিনূন ২৩/৭৮; ৩২/৯; ৬৭/২৩
৪। সূরা বাকারা ২/১৭২; ১৬/১১৪; ৩৪/১৫
৫। সূরা আনকাবুত ২৯/১৭
৬। সূরা লুকমান ৩১/১৪
৭। আল-মিসবাহুল মুনীর ১৪৯-১৫০; আল-ওয়াসীত ১/১৯৬; তা'রীফাত ৮৩

www.pathagar.com

৩। "হামীদ" আল্লাহর অন্যতম নাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; "আহমদ" ও "মুহাম্মদ" রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

৪। কুরআনে "হামদ" শুধু আল্লাহ জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ ঃ

◎ সপ্ত আকাশ, পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সবকিছু তাঁরই প্রবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস (بِحَمْدِهِ) প্রবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা অনুধাবন করতে পার না তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা। তিনি পরম সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।[১]

◎ তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই এবং তাঁর সপ্রশংস (بِحَمْدِهِ) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর; তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।[২]

◎ তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, দুনিয়া ও আখিরাতে সমস্ত প্রশংসা (حَمْدُ) তাঁরই; বিধান তাঁরই; তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে।[৩] সমস্ত প্রশংসা (اَلْحَمْدُ) আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি কুরআন নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেননি।[৪]

◎ সমস্ত প্রশংসা (اَلْحَمْدُ) আল্লাহর, যিনি প্রতিপালক সারা জাহানের, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, যিনি মালিক বিচার-দিনের।[৫]

◎ তুমি দেখতে পাবে, ফিরিশতারা 'আরশের চারদিক ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস (بِحَمْدِ) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের[৬] ফায়সালা করা হবে ন্যায়ের সাথে, বলা হবে ঃ সমস্ত প্রশংসা (اَلْحَمْدُ) জগত সমূহের প্রতিপালকের।[৭]

◎ জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ হওয়ার সময় বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা (اَلْحَمْدُ) আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করেছেন এবং এই ভূমির অধিকারী করেছেন; আমরা এ জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব; সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম।[৮]

১। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭/৪৪
২। সূরা ফুরকান ২৫/৫৮
৩। সূরা কাসাস ২৮/৭০
৪। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/১
৫। সূরা ফাতিহা ১/১-৩
৬। অর্থাৎ মানুষ ও জিনদের
৭। সূরা যুমার ৩৯/৭৫
৮ সূরা যুমার ৩৯/৭৪

www.pathagar.com

◎ সমস্ত প্রশংসা (اَلْحَمْدُ) আল্লাহর, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যিনি উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর; এতদসত্ত্বেও কাফিররা তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়।[১]

◎ নূহকে আল্লাহ বলেন ঃ যখন তুমি ও তোমাদের সংগীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলো ঃ "সমস্ত প্রশংসা (اَلْحَمْدُ) আল্লাহর, যিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন জালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে এবং আরো বলো ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করান যা হবে কল্যাণকর, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী।[২]

◎ তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা (اَلْحَمْدُ) আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; আমাদের প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।[৩]

৫। মানুষের জন্য হামদ শব্দের ব্যবহার ঃ

◎ যারা নিজেরা যা করেছে তাতে আনন্দ প্রকাশ করে এবং যা নিজেরা করেনি এমন কাজের জন্য প্রশংসিত (اَنْ يُّحْمَدُوْا) হতে ভালবাসে তারা শাস্তি হতে মুক্তি পাবে, এরূপ তুমি কখনো মনে করো না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৪]

৬। "আহমদ" অধিক প্রশংসিত এবং মুহাম্মদ প্রশংসিত। এ দু'টোই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পরিচয় জ্ঞাপক নাম। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

◎ স্মরণ কর, মারইয়াম-তনয় ঈসা বলেছিল ঃ হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের কাছে যে তাওরাত আছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে 'আহমদ' নামে যে রাসূল আসবে আমি তার সুসংবাদ দাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের কাছে এলেন তখন তারা বলতে লাগল ঃ এতো এক স্পষ্ট যাদু।[৫]

◎ "মুহাম্মদ" রাসূল ছাড়া কিছু নয়; তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর কোন ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ অচিরেই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।[৬]

◎ "মুহাম্মদ" তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নয়, বরং সে হল আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৭]

১। সূরা আন'আম ৬/১
২। সূরা মুমিনূন ২৩/২৮-২৯
৩। সূরা ফাতির ৩৫/৩৪
৪। সূরা আল-ইমরান ৩/১৮৮
৫। সূরা সাফ্ফ ৬১/৬
৬। সূরা আল-ইমরান ৩/১৪৪
৭। সূরা আহযাব ৩৩/৪০

www.pathagar.com

◎ যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং "মুহাম্মদের" প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে– আর তা-ই তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে পেরিত সত্য, তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেবেন।[১]

◎ "মুহাম্মদ" আল্লাহর রাসূল, তার সহচরবৃন্দ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদের রুকু ও সিজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত হয় কিশলয়, তারপর তা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায় যা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দিয়ে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের।[২]

৪২. সবর – صَبْر

১। উদ্বেগ ও মনঃস্তাপহীনভাবে হৃষ্টচিত্তে সহ্য করা; অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কারণে উদ্বেগ না করে ধৈর্য ধারণ করা, কাঙ্ক্ষিত বিষয় হারানোর দরুন ব্যথিত না হয়ে ধৈর্য ধরা; ইত্যাদি।[৩]

২। সাবূর (صَبُوْر) আল্লাহর অন্যতম নাম; এর অর্থ কুদরত থাকা সত্ত্বেও বান্দার পাপের শাস্তিদানে ত্বরাকারী নন।[২]

৩। কুরআনে সব্‌র (صَبْر) ১৫ বার; সাবির (صَابِر) একবচনে ২ বার ও বহুবচনে ১৭ বার; সাবিরা (صَابِرَة) একবচনে ১ বার ও বহুবচনে ১ বার; সাব্বার (صَبَّار) ৪ বার; ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৬২ বার এসেছে।

৪। কুরআন থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◎ তোমরা ধৈর্য (صَبْر) ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।[৪]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য (صَبْر) ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য পার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সংগে আছেন।[৫]

◎ যারা ঈমান আনে, পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের (بِالصَّبْرِ) এবং উপদেশ দেয় দয়া-দাক্ষিণ্যের; তারাই সৌভাগ্যশালী।[৬]

১। সূরা মুহাম্মদ ৪৭/২
২। সূরা ফাতহ্ ৪৮/২৯
৩। আল-ওয়াসীত ১/৫০৫-৫০৬; আল-মিসবাহুল মুনীর ৩৩১-৩৩২
৪। প্রাগুক্ত
৫। সূরা বাকারা ২/৪৫
৬। সূরা বাকারা ২/১৫৩
৮। সূরা বালাদ ৯০/১৭-১৮

www.pathagar.com

◎ নিশ্চয়,মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে, ভাল কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের (بِالصَّبْرِ) উপদেশ দেয়।[১]

◎ আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী, পৃথিবী ও এদের অন্তর্বর্তী যা কিছু আছে তার প্রতিপালক। সুতরাং তাঁরই ইবাদত কর এবং তাঁর ইবাদতে ধৈর্য ধারণ (اِصْبِرْ) কর।২

◎ তারা যা বলে সে বিষয়ে তুমি ধৈর্য (فَاصْبِرْ) ধারণ কর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পরে তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং দিবসের প্রান্ত সমূহেও, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।[৩]

◎ তুমি তোমার চক্ষুদয় কখনও প্রসারিত করো না তার প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসেবে দিয়েছি, তা দিয়ে তাদের পরীক্ষা করার জন্য। তোমার প্রতিপালকের দেয়া জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং তার উপর ধৈর্যসহকারে অবিচল থাক (اِصْطَبِرْ) আমি তোমার কাছে কোন জীবনোপকরণ চাই না, আমিই তোমাকে রিযক দেই। শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।[৪]

◎ কোন পুণ্য নেই পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে, তবে পুণ্য আছে কেউ আল্লাহ, আখিরাত, ফিরিশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, পথচারী, সাহায্য প্রার্থী ও দাস মুক্তির জন্য অর্থদান করলে, সালাত কায়েম করলে ও যাকাত দিলে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে এবং অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-বিভ্রাটে ধৈর্য (اَلصَّابِرِيْنَ) ধারণ করলে। এরাই সত্যপরায়ণ, এরাই মুত্তাকী।[৫]

◎ তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ, সুতরাং তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতদের, যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করলে, যারা ধৈর্যধারণ করে (اَلصَّابِرِيْنَ) তাদের বিপদ-আপদে, যারা সালাত কায়েম করে এবং যে জীবনোপকরণ আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।[৬]

◎ হে নবী! মুমিনদের যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন; তোমাদের মাঝে বিশজন ধৈর্যশীল (صَابِرُوْنَ) থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মাঝে একশ জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কেননা তারা এমন কওম যে তাদের

১। সূরা আসর ১০৩/২-৩
২। সূরা মারইয়াম ১৯/৬৫
৩। সূরা তাহা ২০/১৩০
৪। সূরা তাহা ২০/১৩১-১৩২
৫। সূরা বাকারা ২/১৭৭
৬। সূরা হাজ্জ ২২/৩৪-৩৫

www.pathagar.com

বোধশক্তি নেই।[১]

◎ হে আমার মুমিন বান্দাগণ! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদের (صَابِرِيْنَ) দেয়া হবে অপরিমিত পুরস্কার।[২]

৪৩. ফিক্‌র — فِكْر

১। জানা দিয়ে অজানাকে জানার জন্যে জ্ঞান ও বিবেকের কর্ষণ ও অনুশীল; চিন্তা; ধ্যান; কল্পনা; ধারণা ইত্যাদি।[৩]

২। কুরআনে ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ফিকর (فِكْر) শব্দটি ১৮ বার এসেছে। কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

◎ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা (يَتَفَكَّرُوْنَ) করে এবং বলে ঃ হে আমাদের রব! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র মহান, তুমি আমাদের দোজখের আযাব থেকে রক্ষা কর।[৪]

◎ আপনার পূর্বে আমি প্রত্যাদেশসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম; তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর; তাদের প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ। আর আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করেছি মানুষকে স্পষ্টরূপে বুঝিয়ে দিতে যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছিল তা, যাতে তারা চিন্তা (يَتَفَكَّرُوْنَ) করে।[৫]

◎ তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে– তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদের যাতে তোমরা তাদের সান্নিধ্যে শান্তি পাও এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও অনুকম্পা। এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল লোকদের জন্য (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ)।[৬]

১। সূরা আনফাল ৮/৬৫
২। সূরা যুমার ৩৯/১০
৩। আল-ওয়াসীত ২/৬৯৮; আল-মিসবাহুল মুনীর ৪৭৯; তা'রীফাত ১৪৭
৪। সূরা আল-ইমরান ৩/১৯০-১৯১
৫। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৪৩-৪৪
৬। সূরা রূম ৩০/২১

www.pathagar.com

◎ এ কুরআন যদি পর্বতের উপর নাযিল করতাম তাহলে তুমি তা দেখতে আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ। এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্য বর্ণনা করি যাতে তারা চিন্তা করে। (يَتَفَكَّرُوْنَ)।[১]

◎ তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে তারা উদাসীন। তারা নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না যে (يَتَفَكَّرُوْا) আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এর অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে ও এক নির্দিষ্টকালের জন্য।[২]

৪৪. ফিক্‌হ — فِقْه

১। জ্ঞান, উপলব্ধি, অবহিতি ইত্যাদি।[৩]

২। বিশদ দলীল–প্রমাণের ভিত্তিতে শরীয়তের ব্যবহারিক বিধি-বিধানের জ্ঞান যে বিদ্যার মাধ্যমে অর্জন করা হয়, পরিভাষায় তাকে ফিক্‌হ বলে। যেহেতু চিন্তা ও গবেষণা করে ইজতিহাদের মাধ্যমে বিধি-বিধানের মর্ম উপলব্ধি করাকে ফিক্‌হ বলা হয়, এ কারণে আল্লাহকে "ফকীহ" বলা বিধেয় নয়।[৪]

৩। আল-কুরআনে "ফিক্‌হ" ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ২০ বার ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

◎ আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি (لَا يَفْقَهُوْنَ) করে না, তাদের চক্ষু আছে তা দিয়ে তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে, তা দিয়ে তারা শুনে না; এরা পশুর মত, বরং পশু অপেক্ষা অধম। এরাই উদাসীন।[৫]

◎ মুশরিকদের কতক আপনার দিকে কান পেতে থাকে, আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা স্থাপন করেছি যেন তারা তা উপলব্ধি করতে না পারে (يَفْقَهُوْهُ) এবং তাদের কানের উপর বধিরতা রেখে দিয়েছি। তারা সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলেও তাতে ঈমান আনবে না।[৬]

◎ মুমিনদের সকলের একসাথে অভিযানে বের হওয়া সংগত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বের হয় না কেন, যাতে তারা জ্ঞানানুশীলন করতে পারে (لِيَتَفَقَّهُوْا) দ্বীন সম্বন্ধে এবং তাদের লোকদের সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের কাছে ফিরে আসবে, যাতে তারা সতর্ক হয়।[১]

১। সূরা হাশর ৫৯/২১

২। সূরা রূম ৩০/৭ - ৮

৩। আল-ওয়াসীত ২/৬৯৮; আল-মিসবাহুল মুনীর ৪৭৯

৪। ত'রীফাত ১৪৭

৫। সূরা আ'রাফ ৭/১৭৯

৬। সুরা আন'আম ৬/২৫; ১৭/৪৬; ১৮/৫৭

www.pathagar.com

◉ যখন কোন সূরা এই মর্মে নাযিল হয় যে, "ঈমান আন আল্লাহতে এবং রাসূলের সংগী হয়ে জিহাদ কর" তখন তাদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে তারা আপনার কাছে অব্যাহতি চায় এবং বলে, "আমাদের রেহাই দিন, যারা বসে থাকে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব।" তারা পছন্দ করেছে অন্তঃপুরবাসিনীদের সংগে অবস্থান করাকে এবং তাদের হৃদয় মহর করা হয়েছে, ফলে তারা বোঝতে পারে না (لَا يَفْقَهُوْنَ)।[২]

◉ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে এবং তোমাদের দিয়েছেন দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান। আমি বিশদভাবে বিবৃত করেছি নিদর্শনাবলী সে লোকদের জন্য যারা অনুধাবন করে (يَفْقَهُوْنَ)।[৩]

◉ যখনই কোন সূরা নাযিল হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকায় এবং ইশারায় জিজ্ঞাসা করে, "তোমাদের কেউ দেখছে কি?" তারপর তারা সরে পড়ে। আল্লাহ তাদের অন্তরকে সত্যবিমুখ করেছেন, কারণ তারা এমন লোক যারা অনুধাবন করে না (لَا يَفْقَهُوْنَ)।[৪]

৪৫. ইখ্ওয়াতুন — اِخْوَةٌ

১। অভিধানে اِخْوَةٌ অর্থ ভাই, পিতা কিংবা মাতা কিংবা উভয়ের দিক দিয়ে; স্তন্যপানের দিক দিয়ে ইত্যাদি। কখনও মালিক অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৫]

২। কুরআনে আভিধানিক অর্থ ছাড়াও অন্য অর্থে এর ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

◉ মুমিনরা পরস্পর ভাই, সুতরাং তোমরা ভাইদের মাঝে শান্তি স্থাপন করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।[৬]

◉ মুশরিকদের সম্পর্কে মুমিনদের বলা হয়েছে ঃ তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয় তবে তারা দ্বীনের দিক দিয়ে তোমাদের ভাই।[৭]

◉ লোকেরা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে; বলুন ঃ তাদের সুব্যবস্থা করা উত্তম। যদি তোমরা তাদের সাথে একত্র থাক তবে তো তারা তোমাদেরই ভাই।

১। সূরা তাওবা ৯/১২২
২। সূরা তাওবা ৯/৮৬-৮৭; ৬৩/৩,৭
৩। সূরা আন'আম ৬/৯৮
৪। সূরা 'তাওবা ৯/১২৭; ৫৯/১৩
৫। আল-ওয়াসীত ১/৯; আল-মিসবাহুল মুনীর ৮
৬। সূরা হুজুরাত ৪৯/১০
৭। সূরা তাওবা ৯/১১

www.pathagar.com

আল্লাহ্ জানেন কে হিতকারী এবং কে অনিষ্টকারী।[১]

◎ স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে– তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি-প্রেম সঞ্চার করেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন।[২]

◎ তুমি কি দেখনি তাদের যারা মুনাফিকী করেছে? তারা তাদের সে সব ভাইদের যারা কিতাবীদের থেকে কুফ্রী করেছে তাদের বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনও কারো কথা মানব না এবং তোমরা যদি আক্রান্ত হও আমরা অবশ্যই তোমাদের সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[৩]

◎ নূহ্, হুদ্, সালিহ্, লূত প্রমুখ নবীদের তাদের কওমের লোকদের ভাই বলা হয়েছে।[৪]

◎ যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।[৫]

৪৬. কিব্‌র – كِبْر

১। বড়ত্ব– বয়সে, দেহে, আকারে, মর্যাদায় ইত্যাদি। তাকবীর (تَكْبِيْر) "আল্লাহু আকবর" বলা। তাকাব্বুর (تَكَبُّر) বড় মনে করে শত্রুতা বশতঃ সত্য প্রত্যাখ্যান করা। ইসতিকবার (اِسْتِكْبَار) শত্রুতা বশতঃ সত্য স্বীকার না করা। কিব্‌র (كِبْر), কবীরা (كَبِيْرَة) ও কাবায়ির (كَبَائِرْ) শরিয়তের নিষিদ্ধ মহাপাপ – যেমন মানুষ হত্যা। কবীর (كَبِيْر) আল্লাহর অন্যতম নাম। মুতাকাব্বির (مُتَكَبِّر) আল্লাহর অন্যতম নাম।

২। আল-কুরআনে মুতাকাব্বির (مُتَكَبِّر) একবচনে ৩ বার, বহুবচনে ৪ বার; তাকবীর (تَكْبِيْر) ১ বার; ইসতিকবার (اِسْتِكْبَار) ২ বার, মুসতাকবীর (مُسْتَكْبِر) একবচনে ২ বার, বহুবচনে ৪ বার; কিব্‌র (كِبْر) ২ বার; কিবার (كِبَر) ৬ বার; কাবীর (كَبِيْر) একবচনে ৪০ বার, বহুবচনে ১ বার; কাবীরা (كَبِيْرَة) ৪ বার;

১। সূরা বাকারা ২/২২০
২। সূরা আল-ইমরান ৩/১০৩
৩। সূরা হাশ্‌র ৫৯/১১
৪। দেখুন সূরা শু'আরা ২৬/১০৬; ১২৪; ১৪২; ১৬১
৫। সূরা বনী ইস্‌রাঈল ১৭/২৭
৬। আল-ওয়াসীত ২/৭৭২-৭৭৩; আল-মিসবাহুল মুনীর ৫২৩-৫২৪

www.pathagar.com

কাবায়ির كَبَائِر ৩ বার; কুব্বার (كُبَّار) ১ বার; আকবর (أَكْبَر) ২৩ বার; আকাবির (أَكَابِر) ১ বার; কুব্‌রা (كُبْرٰى) ৬ বার; কিবরিয়া (كِبْرِيَاء) ২ বার এবং ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৫৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

৩। আল-কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

كِبْر ঃ (ক) যারা নিজেদের কাছে কোন প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তাদের অন্তরে রয়েছে কেবল অহংকার (كِبْرٌ), যা কখনো সফল হবার নয়। অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন হও, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[১]

تَكَبُّر ঃ (খ) পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় (يَتَكَبَّرُوْنَ) তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেব, তারা আমার প্রতিটি নিদর্শন দেখলেও বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও তা পথ বলে গ্রহণ করবে না; কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে; ইহা এ জন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে ব্যাপারে তারা ছিল গাফিল।[২]

◎ আল্লাহ ইবলীসকে বললেন ঃ এখান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে (تَتَكَبَّرَ) তা হতে পারে না। তাই বের হয়ে যাও। তুমি অধম।[৩]

اِسْتِكْبَار ঃ ◎ আমি যখন ফিরিশতাদের বললাম ঃ আদমকে সেজদা কর; তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সিজদা করল। সে অমান্য করল ও অহংকার করল (اِسْتَكْبَرَ)। সে হয়ে পড়ল কাফিরদের একজন।[৪]

◎ ফিরআউন বলেছিল ঃ হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতিরেকে তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর; হয়ত আমি সেথায় উঠে মুসার ইলাহকে দেখতে পারি। তবে অবশ্য আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদী।

◎ ফিরআউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল (اِسْتَكْبَرَ) এবং তারা মনে করেছিল যে, তাদের আমার কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না।[৫]

◎ নিশ্চয় আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলদের প্রেরণ করেছি, মরিয়ামের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট মুজিযা দিয়েছি এবং জিবরাঈলকে দিয়ে তাঁকে

১। সূরা মুমিন ৪০/৫৬
২। সূরা আ'রাফ ৭/১৪৬
৩। সূরা আ'রাফ ৭/১৩
৪। সূরা বাকারা ২/৩৪; ৩৮/৭৪
৫। সূরা কাসাস ২৮/৩৮– ৩৯

www.pathagar.com

শক্তিশালী করেছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয় তখনই তোমরা অহংকার করেছ (اِسْتَكْبَرْتُمْ) এবং কতককে হত্যা করেছ?[১]

◎ যারা কুফরী করে তাদের বলা হবে ঃ তোমাদের কাছে কি আমার আয়াত পাঠ করা হয়নি? বস্তুত তোমরা অহংকার করেছিলে (اِسْتَكْبَرْتُمْ) এবং তোমরা ছিলে এক অপরাধী সম্প্রদায়।[২]

◎ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের পূর্ণ পুরস্কার দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। কিন্তু যারা হেয় জ্ঞান করে ও অহংকার করে (اِسْتَكْبَرُوْا) তাদের তিনি মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। আল্লাহ ছাড়া তারা তাদের জন্য কোন অভিভাবক ও সহায় পাবে না।[৩]

◎ যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে এবং অহংকারবশে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (اِسْتَكْبَرُوْا) তারাই জাহান্নামী, সেথায় তারা স্থায়ী হবে।[৪]

◎ যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য আকাশের দরজা খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না– যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে।[৫]

◎ কাফিররা বলে ঃ কখনও আমরা এ কুরআনে বিশ্বাস করব না, এর পূর্ববর্তী কিতাবেও না। হায়! তুমি যদি সীমালংঘনকারীদের দেখতে যখন তাদের দণ্ডায়মান করা হবে তাদের প্রতিপালকের সামনে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ করতে থাকবে; যাদের দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পী অহংকারীদের (اَلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا) বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম।[৬]

◎ যারা অহংকার করেছিল (اِسْتَكْبَرُوْا) তারা, যাদের দুর্বল ভেবে ছিল তাদের বলবে ঃ তোমাদের কাছে হিদায়াত আসার পর আমরা কি তোমাদের তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী।[৭]

১। সূরা বাকারা ২/৮৭
২। সূরা জাছিয়া ৪৫/৩১
৩। সূরা নিসা ৪/১৭৩
৪। সূরা আ'রাফ ৭/৩৬
৫। সূরা আ'রাফ ৭/৪০
৬। সূরা সাবা ৩৪/৩১
৭। সূরা সাবা ৩৪/৩২

www.pathagar.com

◎ যাদের দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতার দর্পে যারা অহংকার করত (اِسْتَكْبَرُوْا) তাদের বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থির করি।[১]

◎ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে। যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলেরা যারা অহংকার করেছিল (اِسْتَكْبَرُوْا) তাদের বলবে ঃ আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে দোজখের আগুনের কিঞ্চিত নিবারণ করবে? যারা দম্ভভরে অহংকার করেছিল (اِسْتَكْبَرُوْا) তারা বলবে ঃ আমরা তো সকলেই দোজখে আছি, আর আল্লাহ তো বান্দাদের বিচার করেই ফেলেছেন।[২]

◎ আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশ মণ্ডলীতে এবং যে সব জীবজন্তু আছে পৃথিবীতে এবং ফিরিশতারাও। তারা অহংকার করে না (لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ)।[৩]

كَبَائِر ঃ (ত) তোমাদের যা নিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে যা গুরুতর (كَبَائِرَ) তা থেকে বিরত থাকলে তোমাদের লঘুতর পাপ মোচন করব এবং দাখিল করব তোমাদের সম্মানজনক স্থানে।[৪]

◎ আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে, যারা গুরুতর পাপ (كَبَائِرَ) ও অশ্লীল কার্য থেকে বেঁচে থাকে।[৫]

كِبْرِيَاء ঃ (দ) আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব-গরিমা (كِبْرِيَاء) তো তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৬]

৪৭. ফাকীর — فَقِيْر ও মিস্‌কীন — مِسْكِيْن

১। প্রয়োজন, আশ্রয়, ছিদ্র, ব্যথা, দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব ইত্যাদি অর্থে ফক্‌র ব্যবহৃত হয়।[৭]

২। ফকীর ও মিস্‌কীন আরবীতে নানাভাবে ব্যবহৃত হয় ঃ

১। সূরা সাবা ৩৪/৩৩
২। সূরা মুমিন ৪০/৪৬-৪৮
৩। সূরা নাহ্‌ল ১৬/৪৯; ৫/৮২; ৭/২০৬; ২১/১৯; ৩২/১৫
৪। সূরা নিসা ৪/৩১
৫। সূরা শূরা ৪২/৩৬-৩৭; ৫৩/৩২
৬। জাছিয়া ৪৫/৩৭
৭। আল-ওয়াসীত ২/৬৯৭; আল-মিসবাহুল মুনীর ৪৭৮

www.pathagar.com

(ক) ফকীর ও মিস্‌কীন সমার্থক। ইবনুল আরাবীর মতে– মিস্‌কীন হল ফকীর। কেননা তার কোন সম্বল ও অবলম্বন নেই; মিস্‌কীন হল হীন ও অপমানিত জন যদিও তার সম্পদ ও সম্বল থাকে। যেমন– ইয়াহুদীদের শানে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও মুখাপেক্ষিতা স্থির করে দেয়া হল এবং তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত হল।[১]

(খ) ভিন্ন মতে মিস্‌কীন হল নিঃস্ব, সর্বহারা জন। ফকীর হল অভাবগ্রস্ত জন, যার কিছু আছে। ভাষাবিদ ইউনূস উল্লেখ করেন ঃ আমি এক বেদূঈনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি "ফকীর"? সে বলল ঃ না, আল্লাহর কসম! আমি মিস্‌কীন।[২]

(গ) আল-আস্‌মায়ীর মতে– "ফকীর" অবস্থার দিক দিয়ে মিস্‌কীন অপেক্ষা উত্তম। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ নৌকাটি ছিল কতক দরিদ্র লোকের যারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত।[৩]

(ঘ) ভিন্ন মতে ফকীরের অবস্থা মিসকীন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ঃ কুরআনে বলা হয়েছে ঃ ইহা প্রাপ্য ফকীরদের (فُقَرَاء) যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকে যে তারা জমিনে ঘুরাফেরা করতে পারে না; যাঞ্চা না করার কারণে মূর্খেরা তাদের অভাবমুক্ত বলে মনে করে, তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে।[৪]

৩। আল-কুরআনে ফাক্‌র (فَقْر) শব্দ ১ বার, ফকীর (فَقِيْر) ৫ বার, ফুকরা (فُقَرَاء) ৭ বার এসেছে। একবার "আত্‌ফযুক্ত হয়ে "ফুকারা" ও "মাসাকীন" ব্যবহৃত হয়েছে।[৫]

৪। কুরআনে মাস্‌কানা (مَسْكَنَة) ২ বার, মিস্‌কীন (مِسْكِيْن) ১১ বার, মাসাকীন (مَسَاكِيْن) ১২ বার এসেছে। ইয়াতীম ও মিস্‌কীন যুক্তভাবে ৮ বার ব্যবহৃত হয়েছে।[৬]

৫। কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি (ফকীর সম্পর্কিত) ঃ

◎ শয়তান তোমাদের ভয় দেখায় দারিদ্র্যের (فَقْر) এবং আদেশ দেয় অশ্লীলতা ও কার্পণ্যের। আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন তোমাদের ক্ষমা ও অনুগ্রহের। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৭]

১। সূরা বাকারা ২/৬১; দেখুন আল-মিসবাহুল মুনীর ২৮৩
২। আল-মিসবাহুল মুনীর ২৮৩
৩। সূরা কাহ্‌ফ ১৮/৭৯; প্রাগুক্ত
৪। সূরা বাকারা ২/২৭৩; প্রাগুক্ত
৫। দেখুন সূরা তাওবা ৯/৬০
৬। দেখুন ২/৮৩, ১৭৭, ২১৫; ৪/৮, ৩৬; ৮/৪১; ৫৯/৭; ৭৬/৮- এখানে মিস্‌কীনের পরে ইয়াতীম ব্যবহৃত হয়েছে।
৭। সূরা বাকারা ২/২৬৮

www.pathagar.com

◎ অবশ্যই আল্লাহ শুনেছেন তাদের কথা যারা বলে, "নিশ্চয় আল্লাহ অভাবগ্রস্ত (فَقِيْرٌ) ও আমরা অভাবমুক্ত।" তারা যা বলেছে তা এবং নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার বিষয় আমি লিখে রাখব এবং বলব ঃ তোমরা দহন যন্ত্রণা ভোগ কর।[১]

◎ হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী (فُقَرَاءُ), কিন্তু আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।[২]

◎ দেখ, তোমরাই তো তারা যাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হয়েছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে; যারা কার্পণ্য করে তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই সাথে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা হলে অভাবগ্রস্ত (فُقَرَاءُ); যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেও তবে তিনি স্থলাভিষিক্ত করবেন অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলে, আর তারা তোমাদের মত হবে না।[৩]

◎ তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, বিপত্নীক কিংবা বিধবা তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত (فُقَرَاءَ) হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাব মুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৪]

◎ তোমরা কুরবানীকৃত পশু থেকে আহার করবে এবং দুস্থ ও অভাবগ্রস্তকে (فَقِيْرَ) আহার করাবে।[৫]

◎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন (فَقِيْرًا) হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচারে কামনার অনুগামী হবে না। যদি তোমরা পেঁচাল কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রেখো– তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।[৬]

◎ ইয়াতীমদের যাচাই করবে, যে পর্যন্ত না তারা বিবাহযোগ্য হয়; এবং তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখলে তাদের সম্পদ তাদের ফিরিয়ে দেবে। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অন্যায়ভাবে তা তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত

১। সূরা আল-ইমরান ৩/১৮১
২। সূরা ফাতির ৩৫/১৫
৩। সূরা মুহাম্মদ ৪৭/৩৮
৪। সূরা নূর ২৪/৩২
৫। সূরা হজ্জ ২২/২৮
৬। সূরা নিসা ৪/১৩৫

www.pathagar.com

থাকে, তবে যে বিত্তহীন (فَقِيْر) সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে। তোমরা যখন তাদের সম্পদ তাদের সমর্পণ করবে তখন সাক্ষী রেখো। হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট।[১]

◎ কুরআনে ব্যবহৃত 'মিস্‌কীন"-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) তারা আপনাকে প্রশ্ন করে ঃ কি তারা ব্যয় করবে? বলুন ঃ যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাগ্রস্ত (مَسَاكِيْن) এবং মুসাফিরদের জন্য। উত্তম যা কিছুই তোমরা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।[২]

◎ সাদাকা[৩] শুধু নিঃস্ব (فُقَرَاءِ), অভাবগ্রস্ত (مَسَاكِيْنَ) এবং তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরদের[৪] জন্য। ইহা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৫]

◎ স্মরণ কর, আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম ঃ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিস্‌কীনদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে।[৬]

৪৮. গনী — غَنِى

১। গনী (غَنِى) বিত্তবান। গানা (غَنَاء) প্রাচুর্য, ফায়দা, যথেষ্ট; দারিদ্র্য ও অভাবের বিপরীত। গিনা (غِنَاء) সূর, গান, সঙ্গীত ইত্যাদি। আল-গনী (اَلْغَنِى) আল্লাহর অন্যতম নাম। সম্পদের প্রাচুর্যতা, অমুখাপেক্ষিতা, আবাদী, অবস্থান ইত্যাদি অর্থেও গানা (غَنَاء) ব্যবহৃত হয়।[৭]

২। আল-কুরআনে গনী (غَنِى) একবচনে ২০ বার, বহুবচনে আগনিয়া (اَغْنِيَاء) ৪ বার, ক্রিয়ার বিভিন্ন পদে ৪৭ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

১। সূরা নিসা ৪/৬
২। সূরা বাকারা ২/২১৫
৩। এখানে যাকাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪। সফরে থাকাকালীন যে অভাবগ্রস্ত হয়।
৫। সূরা তাওবা ৯/৬০
৬। সূরা বাকারা ২/৮৩
৭। আল-ওয়াসীত ২/৬৬৪–৬৬৫; আল-মিসবাহুল মুনীর ৪৫৫

www.pathagar.com

৩। আল-কুরআনের কয়েকটি উদ্ধৃতি ঃ

(ক) অমুখাপেক্ষী অর্থে ঃ কেউ কুফরী করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্ব জগতের মুক্ষাপেক্ষী নন (غَنِى)।[১]

(খ) তোমরা এবং আর যারা পৃথিবীতে আছে সবাই যদি কুফরী কর, তবে জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসার্হ।[২]

(গ) উপকার/ফায়দা ইত্যাদি অর্থে ঃ যারা কুফরী করে আল্লাহর কাছে তাদের ধন-জন কোন উপকারে আসবে না । (لَنْ تُغْنِىَ), এরাই জাহান্নামের ইন্ধন।[৩]

(ঘ) অভাবমুক্ত অর্থে ঃ যদি তোমরা দারিদ্র্যের আশংকা কর, তবে জেনে রেখো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তোমাদের অভাবমুক্ত (يُغْنِيكُمْ) করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৪]

৪৯. আ'জামী — اَعْجَمِى

১। মূক, যার বাক্য স্ফুরণ হয় না, অনারব ইত্যাদি।[৫]

২। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ

◎ আমি তো জানি, তারা বলে, "তাকে[৬] শিক্ষা দেয় এক লোক। তারা যার প্রতি এ কথা আরোপ করে তার ভাষা তো অনারবী, আর এ[৭] হল স্পষ্ট আরবী ভাষায়।[৮]

◎ আমি যদি কুরআন আ'জমী ভাষায় নাযিল করতাম তবে তারা অবশ্যই বলত, "এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য! এর ভাষা আ'জমী অথচ রাসূল আরবীয়![৯]

◎ আমি যদি এ কুরআন কোন আ'জমীর প্রতি নাযিল করতাম এবং সে তা তাদের কাছে পাঠ করে শোনাত তবে তারা তাতে ঈমান আনত না।[১০]

৩। অনারবদের যেমন আ'জমী বলা হয়, তেমনি যে স্পষ্ট ভাষায় ভাব প্রকাশ করতে পারে না তাকেও আ'জমী বলা হয়, হোকনা সে একজন আরব।[১১]

১। সূরা আল-ইমরান ৩/৯৭
২। সূরা ইবরাহীম ১৪/৮; ৩১/১২; ২৬; ৩৫/১৫; ৫৭/২৪; ৬০/৬; ৬৪/৬; ২/২৬৭;
৩। সূরা আল-ইমরান ৩/১০, ১১৬; ৮/১৯; ১০/১০১; ৫৩/২৬ ৫৮/১৭;
৪। সূরা তাওবা ৯/২৮
৫। আল-ওয়াসীত ২/৫৮৬
৬। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-কে
৭। অর্থাৎ কুরআন
৮। সূরা নাহ্‌ল ১৬/১০৩
৯। সূরা হামীম আস-সাজদা ৪১/৪৪
১০। সূরা শু'আরা ২৬/১৯৮- ১৯৯
১১। লিসানুল আরব, আল-ওয়াসীত, আসাসুল বালাগা, আল মিসবাহুল মুনীর।

www.pathagar.com

৫০. হানীফ – حَنِيْف

১। অন্যায় থেকে ন্যায়, বাতিল থেকে হক, অনিষ্ট থেকে কল্যাণ-এর প্রতি আকৃষ্ট, একনিষ্ঠ ব্যক্তি।[১]

২। আবুল বাকা তার কুল্লিয়াতে উল্লেখ করেছেন ঃ যখন "হানীফ" শব্দ "মুসলিম" শব্দের সাথে যুক্তভাবে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হয় হাজ্জ অর্থাৎ যে হজ্জ পালনকারী। যেমন– কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ ইব্রাহীম ইয়াহুদীও ছিল না এবং খ্রিষ্টানও ছিল না, বরং সে ছিল হজ্জ পালনকারী মুসলিম।[২] আর যখন স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হয় তখন অর্থ হয় মুসলিম। যেমন– প্রতিষ্ঠিত কর নিজেকে দ্বীনে মুসলিমরূপে।[৩]

৩। হানীফ-এর বহুবচন হুনাফা। ইসলাম-পূর্ব আরবে পৌত্তলিকতায় অবিশ্বাসী ও একত্ববাদে বিশ্বাসী এক ক্ষুদ্র দলকে "হুনাফা" বলা হত। এদের মধ্যে ছিলেন উমায়্যা ইবন আবীস্ সালত।[৪]

৪। জাহিলী যুগে যারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের ওপর কায়েম ছিল, হজ্জ করত, খাত্না করত, মূর্তি পূজা করত না, তাদেরও হুনাফা বলা হত।[৫]

৫। "দ্বীন হানীফ" বলতে বক্রতাহীন দ্বীন অর্থাৎ ইসলামকে বোঝান হয়।[৬]

৬। হানাফী, হানাফীয়্যা, আহ্নাফ বলতে ইমাম আযম আবূ হানীফা (রঃ)-এর অনুগামীদের বোঝান হয়।[৭]

৭। কুরআনে "হানীফ" ১০ বার এবং "হুনাফায়া" ২ বার এসেছে।

◉ তারা বলে ঃ ইয়াহুদী হও কিংবা খ্রিষ্টান হও, ঠিক পথ পাবে। আপনি বলুন ঃ বরং ইব্রাহীমের মিল্লাত আমরা একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করব। আর সে তো ছিল না মুশরিকদের শামিল।[৮]

◉ তার চাইতে দ্বীনে কে উত্তম যে সৎকর্ম পরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করে? আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।[৯]

১। আল-ওয়াসীত ১/২০৩
২। সূরা আল-ইমরান ৩/৬৭
৩। সূরা রুম ৩০/৩০ ; দেখুন আল-ওয়াসীত ১/২০৩
৪। আল-ওয়াসীত ১/২০৩
৫। প্রাগুক্ত
৬। প্রাগক্ত
৭। ঐ
৮। সূরা বাকারা ২/১৩৫
৯। সূরা নিসা ৪/১২৫

www.pathagar.com

◎ যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর দিকে মুখ ফিরালাম একনিষ্ঠ চিত্তে আর আমি নই মুশরিকদের দলভুক্ত।[১]

◎ আপনি বলুন ঃ হে মানুষ! তোমরা যদি আমার দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর তবে জেনে রেখো, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত কর আমি তাদের ইবাদত করি না, বরং আমি ইবাদত করি আল্লাহর যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান; আমি আদিষ্ট হয়েছি মুমিনদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ তুমি দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত হও একনিষ্ঠভাবে এবং কখনো মুশকিরদের দলভুক্ত হবে না এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবেন না – যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না, যদি তুমি এরূপ কর, তবে তখন তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে।[২]

◎ তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা বলা থেকে, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং তাঁর কোন শরীক না করে।[৩]

◎ তাদের তো আদেশ দেয়া হয়েছিল কেবল আল্লাহর ইবাদত করতে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্তে একনিষ্ঠভাবে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই হল সঠিক দ্বীন।[৪]

১। সূরা আন'আম ৬/৭৯
২। সূরা ইউনুস ১০/১০৪-১০৬
৩। সূরা হজ্জ ২২/৩০-৩১
৪। সূরা বায়্যিনা ৯৮/৫

www.pathagar.com

তথ্যসূত্র

১। আল-কুরআনুল করীম
২। আস্ সহীহ, বুখারী
৩। আস্ সহীহ, মুসলিম
৪। আল-জামি', তিরমিযী
৫। আস্ সুনান, ইব্ন মাজা
৬। আস্ সুনান, নাসাঈ
৭। আস্ সুনান, আবূ দাউদ
৮। আস্ সুনান, দারিমী
৯। আল্ মুসনাদ, আহমদ
১০। আল্ মু'জাম আল্ মুফাহরাস লি আল্ফাযিল কুরআন, মুহাম্মদ ফুয়াদ
১১। আল্ কামূস আল্ মুহীত, ফিরোযাবাদী
১২। আল্ মিসবাহ আল্ মুনীর, আল্ ফায়ূমী
১৩। আল্ ওয়াসীত, দারুল মা'আরিফ, মিসর
১৪। আল্ মুনজিদ, লুইস মা'লূক
১৫। আল্ মুযহির, সূয়ূতী
১৬। আল্ মুফ্রাদাত, রাগিব
১৭। আল্ ফিক্হুল আকবর, ইমাম আবূ হানীফা
১৮। আস্ সিহাহ ফী আল্ লুগা,
১৯। আসাসুল বালাগা, যামাখশারী
২০। আত্ তা'রীফাত, জুরজানী
২১। ই'জাযুল কুরআন, আল্ বাকিল্লানী
২২। কুর'আন পরিচিতি, ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
২৩। জামহারাতুল লুগা, ইবন দুরায়দ
২৪। তাহ্যীব, ইব্ন হাজর আস্কালানী
২৫। তিবরানী

www.pathagar.com

২৬। মাবাহিছ ফী উলূমিল কুরআন, মান্না'উল কাত্তান

২৭। মিন্‌হাজুল মুসলিম, আবূ বকর আল জাযায়িরী

২৮। মিন্‌হাজুস্ সালিহীন, ইয্‌যুদ্দীন বলীক

২৯। মিন্‌হাতুল মা'বূদ, আল্ বান্না

৩০। মুকাদ্দিমা ফী-উসূলিত তাফসীর, ইবন তায়মিয়্যা

৩১। রিয়াযুস সালিহীন, আন্ নওয়াবী

৩২। লিসানুল আরব, ইবন মানুযূর

৩৩। লিসানুল মীযান, ইবন হাজর আস্‌কালানী

৩৪। শরহ্ মা'আনী আল্ আছার, তাহাবী

৩৫। শরহ আল্ ফিক্‌হিল আকবর, আবূ মানসূর

৩৬। সাফ্‌ওয়াতুত্ তাফাসীর, আস সাবূনী

৩৭। *A Dictionary of Modern Written Arolic. Hans Wehr*

www.pathagar.com

পরিবেশক
আল-মুনীর পাবলিকেশন্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা